পাতঞ্জল দর্শন।

মূলসূত্র, সংস্কৃতে সূত্রের সরল ব্যাখ্যা, বঙ্গভাষায় সূত্রের তাৎপর্য্য, বেদব্যাস রচিত ভাষ্য, ভাষ্যের ক্রমিক বঙ্গানুবাদ ও সূত্রভাষ্য-বোধের উপযোগী প্রতিসূত্রে বিস্তৃত মন্তব্য সম্বলিত।

বেদান্তচুঞ্চু-সাংখ্যভূষণ-সাহিত্যাচার্য্য

শ্রীপূর্ণচন্দ্র শর্ম্ম সঙ্কলিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা

৫।১২ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট্, মণিকা প্রেসে

শ্রীহেমচন্দ্র দে দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৮২৯। ইংরাজী

বিজ্ঞাপন।

দর্শনশাস্ত্র সমুদায়ের মধ্যে কার্য্যক্ষেত্রে পাতঞ্জলেরই বিশেষ উপযোগিতা দেখা যায়। ইহাতে দার্শনিক কঠোর তর্কের বাহুল্য নাই, যাহাতে আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়, চিত্তের মল বিদূরিত হইয়া সত্বের প্রকাশ হয়, তাহারই সম্যক্ উপায় প্রদর্শিত আছে। মনুষ্যজীবন অতি দুর্লভ, চেষ্টা করিলে এই জন্মেই চিত্তের উৎকর্ষ হইতে পারে। পতঞ্জলির উপদেশ অনুসারে চলিলেই মানব জন্ম সফল হয়। এক কথায়, পাতঞ্জল দর্শন সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে শাস্ত্রান্তরের প্রয়োজন থাকে না, ইহা সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ নহে, কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খ্রীষ্টান সকলেই পতঞ্জলির উপদেশ গ্রহণ করিতে পারেন। সন্ধ্যা, পূজা, জপ প্রভৃতি সমস্তই পতঞ্জলির উপদেশানুসারে হইয়া থাকে।

পাতঞ্জল সূত্র ও ব্যাসদেবরচিত ভাষ্য অতিশয় দুরূহ, বঙ্গভাষায় অনুবাদ করা নিতান্ত দুষ্কর, ঐ ভাষায় সমস্ত ভাব প্রকাশ হয় না, ভাষার দিকে লক্ষ্য রাখিলে অনুবাদ ঠিক্ হয় না, সুতরাং অনুবাদ ভাগে ভাষার পারিপাট্য রক্ষা হয় নাই। অনুবাদ ও মন্তব্য ভাগ স্থিরচিত্তে অধ্যয়ন করিলে সহজেই ভাষ্যের বোধ হইবে।

যোগীরাই যোগের উপদেশ দিতে সমর্থ। তথাপি ৺ কাশীধামে দীর্ঘকাল থাকিয়া পূজ্যপাদ পরিব্রাজক বিশুদ্ধানন্দ স্বামীর নিকট অধ্যয়নকালে যেরূপ উপদেশ পাইয়াছি, তদনুসারেই অনুবাদ করা হইল। পাঠকগণ এই গ্রন্থ দ্বারা স্বল্প পরিমাণে সাহায্য পাইলেও শ্রম সফল বোধ করিব। ইতি।

শ্রাবণ ১৩০৫ সাল।
ইংরাজী, জুলাই, ১৮৯৮।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বেদান্ত চুঞ্চু শর্ম্মা।
সেনহাটী গ্রাম। খুলনা জিলা।

সূচীপত্র।

সমাধি পাদ।

সাধন পাদ।

বিভূতি পাদ।

কৈবল্য পাদ।

সূচীপত্র সমাপ্ত।

পাতঞ্জল দর্শন।

সমাধি পাদ।

ওঁ

ভাষ্য। য স্ত্যক্ত্বা রূপমাদ্যং প্রভবতি জগতোঽনেকধাঽনুগ্রহায়
প্রক্ষীণক্লেশরাশির্বিষমবিষধরোঽনেকবক্ত্রঃ সুভোগী।
সর্ব্বজ্ঞানপ্রসূতির্ভুজগপরিকরঃ প্রীতয়ে যস্য নিত্যং
দেবোঽহীশঃ স বোঽব্যাৎ সিতবিমলতনুর্যোগদো যোগযুক্তঃ॥

ব্যাখ্যা। যঃ আদ্যং রূপং ত্যক্ত্বা (সর্পকলেবরং বিহায় অংশেন ভুবি অবতীর্য্য) জগতঃ অনেকধা অনুগ্রহায় (শব্দযোগভেষজশাস্ত্রপ্রণয়নেন বাঙ্মনঃ কায়মলক্ষালনায়) প্রভবতি (সমর্থো ভবতি), প্রক্ষীণক্লেশরাশিঃ (প্রকর্ষেণ ক্ষীণঃ শক্তিবিধুরঃ দগ্ধবীজভাবঃ ক্লেশানাং অবিদ্যাদীনাং রাশিঃ সমূহো যস্য) বিষমবিষধরঃ, (ভীষণসর্পঃ) অনেকবক্ত্রঃ (সহস্রবদনঃ) সুভোগী (সুন্দরফণাশালী) সর্ব্বজ্ঞানপ্রসূতিঃ (সকলবিদ্যাকরঃ) ভুজগপরিকরঃ (সর্পসমূহঃ) যস্য প্রীতয়ে নিত্যং (বর্ত্ততে ইত্যর্থঃ) যোগদঃ (যোগশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকঃ) যোগযুক্তঃ (স্বয়ং যোগী) সিতবিমলতনুঃ (শুভ্রনির্ম্মলমূর্ত্তিঃ) দেবঃ (দ্যোতনশীলঃ) সঃ অহীশঃ (অহীনাং সর্পাণাং ঈশঃ অধিপতিঃ) বঃ (যুষ্মান্) অব্যাৎ (রক্ষেৎ)। শিবপক্ষে, বিষমবিষধরঃ (নীলকণ্ঠঃ) অনেকবক্ত্রঃ (পঞ্চমুখঃ) সুভোগী ([illegible]লনরতঃ) দেবঃ হি ঈশঃ (মহাদেবঃ) ইতি পদচ্ছেদঃ, অন্যৎ সর্ব্বং স[illegible]জোলেশমলাং

অনুবাদ। যিনি ভূমণ্ডলের বিবিধ উপকার সাধন মানসে আত্ম অর্থাৎ নাগরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অংশতঃ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, যাঁহার অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পঞ্চবিধ ক্লেশ ক্ষীণ হইয়াছে, যিনি অনেক মুখে বিষম বিষ ধারণ করেন, যাঁহার ফণামণ্ডল অতি বিস্তৃত, যিনি সমস্ত জ্ঞানের আলয়, সর্পগণ সর্ব্বদা যাঁহার প্রীতি জন্মাইতেছে, যাঁহার শরীর শুভ্র ও নির্ম্মল, যিনি যোগের উপদেষ্টা ও স্বয়ং যোগী, সেই দেব অহিপতি অনন্তরাজ আপনাদিগকে রক্ষা করুন।

মন্তব্য। নির্বিঘ্নে গ্রন্থ সমাপ্তি হইবে এই অভিপ্রায়ে আশীর্ব্বাদ বা নমস্কাররূপে অভীষ্টদেবের স্মরণ করিবার নিয়ম আছে। ভাষ্যকার বেদব্যাস ঐ অভিপ্রায়ে যোগশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক অনন্তদেবের স্মরণ করিয়াছেন। যোগসূত্রপ্রণেতা পতঞ্জলি অনন্তদেবের অবতার ইহা ভাষ্যকারের শ্লোকেই প্রতিপন্ন হইতেছে। অনন্তদেবের অবতার এই পতঞ্জলি যোগদর্শন, মহাভাষ্য ও চরকনামক বৈদ্যক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। যোগদর্শন ও মহাভাষ্য (পাণিনি ব্যাকরণের ফণিভাষ্য) পতঞ্জলির স্বনামেই প্রসিদ্ধ আছে। চরকগ্রন্থে অনন্তদেবের নাম স্পষ্ট না থাকিলেও ভাবপ্রকাশে উল্লেখ আছে, যথা ভাবপ্রকাশে চরকপ্রাদুর্ভাবে ; "যদা মৎস্যাবতারেণ হরিণা বেদ উদ্ধৃতঃ। তদা শেষশ্চ তত্রৈব বেদং সাঙ্গমবাপ্তবান্। অথর্ব্বান্তর্গতং সম্যগায়ুর্বেদঞ্চ লব্ধবান্। একদা তু মহীবৃত্তং দ্রষ্টুং চর ইবাগতঃ। তত্র লোকান্ গদৈর্গ্রস্তান্ ব্যথয়া পরিপীড়িতান্। স্থলেষু বহুষু ব্যগ্রান্ ম্রিয়-মাণাংশ্চ দৃষ্টবান্। তান্ দৃষ্ট্বাতিদয়াযুক্তস্তেষাং দুঃখেন দুঃখিতঃ। অনন্তশ্চিন্তয়া-মাস রোগোপশমকারণম্। সঞ্চিন্ত্য স স্বয়ং তত্র মুনেঃ পুত্রো বভূব হ। প্রসিদ্ধস্য বিশুদ্ধস্য বেদবেদাঙ্গবেদিনঃ। যতশ্চর ইবায়াতো ন জ্ঞাতঃ কেনচিদ্‌যতঃ। তস্মাচ্চরকনাম্নাসৌ বিখ্যাতঃ ক্ষিতিমণ্ডলে। স ভাতি চরকাচার্য্যো বেদাচার্য্যো যথা দিবি। সহস্রবদনস্যাংশো যেন ধ্বংসো রুজাং কৃতঃ॥" অর্থাৎ, মৎস্যাবতারে হরি বেদ উদ্ধার করিবার সময় সেই স্থানে শেষ (অনন্ত নাগ) ষড়ঙ্গযুক্ত বেদ ও অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত আয়ুর্বেদ লাভ করেন। কোনও এক সময়ে ঐ শেষ নাগ ভূমণ্ডলের বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত চরের ন্যায় আসিয়া দেখেন, লোক স[illegible] [illegible]গ্রস্ত হইয়া নানারূপ কষ্ট পাইতেছে, উহারা রোগযন্ত্রণায় ইতস্[illegible] [illegible]রণোন্মুখ হইতেছে, এইরূপ দেখিয়া অনন্তদেব দয়াযুক্ত

হইয়া উহাদের প্রতিকারের উপায় চিন্তা করিয়াছিলেন। তিনি কোনও এক বেদবেদাঙ্গবেত্তা প্রসিদ্ধ মুনির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চরের ন্যায় অলক্ষিতভাবে আসিয়াছিলেন এই নিমিত্ত চরক নামে পৃথিবীতে বিখ্যাত হয়েন। সেই চরকাচার্য্য বেদাচার্য্য বৃহস্পতির ন্যায় শোভা পাইয়াছিলেন, উনি সহস্র বদন অনন্তদেবের অংশ, উহা দ্বারাই রোগের বিনাশ হয়। পাতঞ্জল-ভোজবৃত্তিতেও এই কথা স্পষ্ট আছে, "শব্দানামনুশাসনং বিদধতা পাতঞ্জলে কুর্ব্বতা বৃত্তিং রাজমৃগাঙ্কসংজ্ঞকমপি ব্যাতন্বতা বৈদ্যকে। বাক্‌চেতো-বপুষাং মলঃ ফণিভৃতাং ভর্ত্রেব যেনোদ্ধৃতস্তস্য শ্রীরণরঙ্গমল্লনৃপতের্বাচো জয়ন্ত্যুজ্জ্বলাঃ।" অর্থাৎ ভোজরাজ শব্দানুশাসন, পাতঞ্জলবৃত্তি ও রাজমৃগাঙ্ক নামক বৈদ্যকগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ফণিভৃৎ ভর্ত্তা অনন্তদেবের ন্যায় বাক্য, চিত্ত ও শরীরের মল বিদূরিত করিয়াছেন, ইহা দ্বারা বুঝাইতেছে অনন্তদেবের যোগশাস্ত্রে কোনও গ্রন্থ আছে। স্থানান্তরে উল্লেখ আছে "যোগেন চিত্তস্য পদেন বাচাং মলং শরীরস্য তু বৈদ্যকেন। যোঽপাহরৎ পন্নগরাজ এবং * * * অর্থাৎ পন্নগরাজ অনন্তদেব যোগশাস্ত্র দ্বারা চিত্তের, পদশাস্ত্র ব্যাকরণের (ফণিভাষ্যের) দ্বারা ভাষার ও বৈদ্যক শাস্ত্র দ্বারা শরীরের মল (ব্যাধি) অপহরণ করিয়াছেন। এক্ষণে ভাষ্যকারের আশীর্ব্বাদ শ্লোক, ভাবপ্রকাশ, ভোজবৃত্তি ও উল্লিখিত শ্লোক বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টতঃ বোধ হইবে চরক পতঞ্জলি প্রভৃতি অনন্তদেবের অবতার।

সূত্র। অথ যোগানুশাসনম্ ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা। অথ (অধিকারার্থে) যোগানুশাসনং (যোগস্যানুশাসনং যোগোপদেশকশাস্ত্রং, যোগঃ সমাধিঃ, যুজসমাধাবিতি ধাতোর্ভাবে ঘঞ, অনুশিষ্যতে ব্যাখ্যায়তেঽনেনেতি অনুশাসনং শাস্ত্রং, যোগশাস্ত্রমারব্ধমিতি, আশাস্ত্রপরিসমাপ্তি যদ্বক্ষ্যে তৎ সর্ব্বং যোগবিষয়কমিত্যনুসন্ধেয়ম্) ॥ ১ ॥

তাৎপর্য্য। যোগশাস্ত্র আরব্ধ হইল, ইহার পর যাহা কিছু বলা হইবে সমস্তই যোগ বিষয়ে বুঝিতে হইবে ॥ ১ ॥

ভাষ্য। অথেত্যয়মধিকারার্থঃ, যোগানুশাসনং না[illegible]ধিকৃতং বেদিতব্যম্। যোগঃ সমাধিঃ। স চ সার্ব্বভৌ[illegible]ঃ।

ক্ষিপ্তং, মূঢ়ং, বিক্ষিপ্তং, একাগ্রং, নিরুদ্ধমিতি চিত্তভূময়ঃ। তত্র বিক্ষিপ্তে চেতসি বিক্ষেপোপসর্জ্জনীভূতঃ সমাধির্ন যোগপক্ষে বর্ত্ততে। যস্ত্বেকাগ্রে চেতসি সদ্ভূতমর্থং প্রদ্যোতয়তি, ক্ষিণোতি চ ক্লেশান্, কর্ম্মবন্ধনানি শ্লথয়তি, নিরোধমভিমুখং করোতি স সম্প্রজ্ঞাতো যোগ ইত্যাখ্যায়তে। স চ বিতর্কানুগতঃ, বিচারানুগতঃ, আনন্দানুগতঃ, অস্মিতানুগত ইত্যুপরিষ্টাৎ প্রবেদয়িষ্যামঃ। সর্ব্ববৃত্তিনিরোধে ত্বসম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধিঃ ॥১॥

অনুবাদ। এই অথ শব্দের অর্থ অধিকার অর্থাৎ আরম্ভ। যোগানুশাসন (যোগের উপদেশক) নামক শাস্ত্র আরব্ধ হইল ইহা বুঝিতে হইবে। যোগ-শব্দের অর্থ সমাধি অর্থাৎ চিত্তবৃত্তিনিরোধ। সমস্ত ভূমিতে (অবস্থাতে) বিদিত ধর্ম্মকে সমাধি বলে। ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ এই পাঁচটী চিত্তের ভূমি অর্থাৎ অবস্থা। ইহার মধ্যে বিক্ষিপ্তচিত্তে যে সমাধি হয় উহা যোগপক্ষে থাকিতে পারে না অর্থাৎ উক্ত সমাধিকে যোগ বলা যায় না, কারণ উহা বিক্ষেপের উপসর্জ্জন অর্থাৎ বিক্ষেপের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত। যে সমাধি একাগ্রচিত্তে উৎপন্ন হইয়া সদ্ভূত অর্থকে অর্থাৎ যথার্থ বিষয়কে প্রকাশ করে, ক্লেশ সমুদায়কে ক্ষীণ করে, কর্ম্মরূপ বন্ধনকে শিথিল করিয়া দেয়, নিরোধ অবস্থাকে অভিমুখ করে অর্থাৎ যাহার পরেই নিরোধ সমাধি হইতে পারে, তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত যোগ বলা যায়। ঐ সম্প্রজ্ঞাত সমাধি, বিতর্কানুগত (সবিতর্ক), বিচারানুগত (সবিচার), আনন্দানুগত (সানন্দ) ও অস্মিতানুগত (সাস্মিত) এই চারি ভাগে বিভক্ত এ কথা পশ্চাতে বিশেষ রূপে প্রতিপন্ন করা যাইবে। চিত্তের সমস্ত বৃত্তি নিরোধ হইলে উহাকে অসম্প্রজ্ঞাত যোগ বলে ॥ ১ ॥

মন্তব্য। অথ শব্দে মঙ্গল, আনন্তর্য্য, প্রশ্ন প্রভৃতি অনেক বুঝায়, যেমন "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই ব্রহ্মসূত্রে অথ শব্দের অর্থ আনন্তর্য্য, কিন্তু এখানে অথ শব্দের অর্থ অধিকার অর্থাৎ আরম্ভ। যোগশাস্ত্র আরব্ধ হইল, ইহার [illegible] গুলি সূত্র বলা যাইবে, সমস্তই যোগের প্রতিপাদক, অর্থাৎ কে[illegible] কারণ, কোনটী যোগের স্বরূপ, কোনটী বা যোগের

ফল ইত্যাদি রূপে যোগ সম্বন্ধেই সমস্ত সূত্র বুঝিতে হইবে। যোগবিষয়ে চিত্তের ভূমি অর্থাৎ অবস্থাবিশেষকে শাস্ত্রকারগণ মধুমতী, মধুপ্রতীকা, বিশোকা ও সংস্কারশেষা এই চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, ইহাদের বিশেষ বিবরণ শেষে বলা যাইবে। এই সমস্ত ভূমিতে চিত্তের ধর্ম্ম অর্থাৎ বৃত্তি বিশেষ বা সমস্ত বৃত্তি নিরোধকে যোগ বলে। ব্যুত্থান ও সমাধি সাধারণচিত্ত-বৃত্তি পাঁচ প্রকার, যথা, ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় চিত্তের উপাদান, সুতরাং উহার ধর্ম্ম সকল চিত্তে নিহিত আছে। যে সময় রজোভাগের আধিক্যবশতঃ তদ্দ্বারা চিত্ত চালিত হইয়া তড়িৎ প্রবাহের ন্যায় বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে গমন করে তাহাকে ক্ষিপ্ত বলে। আলস্য তন্দ্রা মোহ প্রভৃতি বৃত্তিকে মূঢ় বলে। প্রায়শঃই চঞ্চল থাকিয়া কদাচিৎ স্থিরভাব অবলম্বন করাকে বিক্ষিপ্ত ভূমি বলে। এক বিষয়ে বৃত্তি (জ্ঞান) ধারার নাম একাগ্র। সংস্কার মাত্র শেষ থাকিয়া সমুদায় বৃত্তি-নিরোধের নাম নিরুদ্ধভূমি। একাগ্র ভূমিতে পৌর্ব্বাপর্য্য রূপে মধুমতী, মধুপ্রতীকা ও বিশোকা এই তিনটী অবস্থা হইয়া থাকে। নিরুদ্ধ ভূমিকেই সংস্কারশেষা বলে। এই ভূমি পঞ্চকের মধ্যে ক্ষিপ্ত ও মূঢ় ভূমিতে সমাধির সম্ভাবনা নাই; বিক্ষিপ্তচিত্তে সময় সময় স্থিরতা হয় সুতরাং যোগের সম্ভাবনা, এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে, তাই নিষেধ করা হইয়াছে। প্রাপ্তি থাকিলেই প্রতিষেধের আবশ্যকতা, ক্ষিপ্ত ও মূঢ় ভূমিতে সমাধির প্রাপ্তি নাই সুতরাং তাহাতে নিষেধও করা হয় নাই। বিক্ষিপ্ত অবস্থায় সমাধি হয় না বলায় কৈমুতিক ন্যায়ে অর্বাচীন ক্ষিপ্ত ও মূঢ় অবস্থায় সমাধি নিষেধ বুঝিতে হইবে। বিক্ষিপ্ত চিত্তে যদিচ কখন কখন সাত্বিক ভাব আবির্ভূত হইয়া স্থিরতা জন্মায় তথাপি উহা বিক্ষেপ কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ পরাহত, সুতরাং তাহার সত্তা পর্য্যন্ত সন্দেহস্থল, কার্য্য করা ত' অতি দূরের কথা। চতুর্দ্দিকে প্রবল শত্রু পরিবেষ্টিত হীনবল ব্যক্তির ন্যায়, সর্ব্বদা জায়মান রাজস বিক্ষেপের মধ্যনিবিষ্ট কদাচিৎ উদ্ভূত সাত্বিক বৃত্তি স্থিরতার সত্তা বা কার্য্যকারিতা কিছুই সম্ভব নহে। পরিশেষে একাগ্রভূমিতে সম্প্রজ্ঞাত ও নিরুদ্ধভূমিতে অসম্প্রজ্ঞাত এই দ্বিবিধ যোগ হইয়া থাকে। "সম্প্রজ্ঞায়তে সাক্ষাৎ ক্রিয়তে ধ্যেয়স্বরূপমনেন" অর্থাৎ যে অবস্থায় ধ্যেয়ের যথার্থরূপ প্রত্যক্ষ হয় তাহাকে সত্ত্বোদ্রেক [illegible] বলে।

এই সম্প্রজ্ঞাত যোগ অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পঞ্চবিধ ক্লেশকে ক্ষীণ করে সুতরাং ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মবন্ধন শিথিল হইয়া পড়ে। ক্লেশপঞ্চকের আশ্রয়ে থাকিয়াই ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্ম ফল-প্রদানে সমর্থ হয়। বিষয়ভেদে সম্প্রজ্ঞাত যোগ বিতর্কানুগত (সবিতর্ক) প্রভৃতি চারিভাগে বিভক্ত হয়। বিরাট্‌পুরুষ, চতুর্ভুজ প্রভৃতি স্থূল মূর্ত্তি বিষয়ে বৃত্তিধারাকে বিতর্কানুগত বলে। স্থূলের কারণ সূক্ষ্মবিষয়ে সমাধির নাম সবিচার। ইন্দ্রিয় বিষয়ে সমাধির নাম সানন্দ। অস্মিতা অর্থাৎ গৃহীতৃ (আত্মা) বিষয় সমাধির নাম অস্মিতানুগত। ইহাদের বিশেষ বিবরণ প্রথমপাদের ১৭ সূত্র ভাষ্যে বলা যাইবে। যে অবস্থায় একটীও বৃত্তির উদয় হয় না, কেবল সংস্কার মাত্র অবশিষ্ট থাকে তাহাকে নিরোধ বা অসম্প্রজ্ঞাত যোগ বলে। সম্প্রজ্ঞাত যোগ স্থির হইলেই অসম্প্রজ্ঞাত যোগ হইতে পারে।

পাতঞ্জল সাংখ্যের পরিশিষ্ট স্বরূপ, এই নিমিত্ত ইহাকে সাংখ্যপ্রবচন বলা হয়। পাতঞ্জল বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ সাংখ্যদর্শন পড়িতে হয়। সাংখ্য ও পাতঞ্জলের পদার্থ ভিন্ন নহে, কেবল ঈশ্বরতত্ত্ব অতিরিক্ত পাতঞ্জলে আছে। সাংখ্যের পদার্থ পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব; পুরুষ বা আত্মা, মূল প্রকৃতি (প্রধান) মহত্তত্ত্ব (বুদ্ধির সমষ্টি), অহঙ্কারতত্ত্ব (অভিমান), পঞ্চ তন্মাত্র (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, তন্মাত্র) একাদশ ইন্দ্রিয় (মনঃ ; চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ; বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ) পঞ্চ মহাভূত (ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ)। পুরুষ ভিন্ন চতুর্বিংশতি তত্ত্বই দ্রব্য জড়, পুরুষ নির্গুণ চৈতন্যস্বরূপ। সচরাচর উত্তম মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ জীব দেখা যায় সুতরাং ইহার কারণ এইরূপ তিনটী হইবে, তাহাই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়। সত্ত্বের ধর্ম্ম লঘুতা প্রকাশ, সুখ ইত্যাদি; রজোগুণের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি, দুঃখ, প্রবর্ত্তনা ইত্যাদি; তমোগুণের ধর্ম্ম আবরণ, গুরুত্ব, মোহ ইত্যাদি। কারণের ধর্ম্ম কার্য্যে পরিণত হয় সুতরাং নিখিলের কারণ গুণত্রয়াত্মক প্রকৃতির কার্য্য বিশ্বসংসারেও ঐ সমস্ত লক্ষিত হইয়া থাকে। পুরুষ নির্গুণ, সুখদুঃখাদির সমস্ত গুণই চিত্তের, অজ্ঞানবশতঃ চিত্তের ধর্ম্ম পুরুষে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় পুরুষ বদ্ধ হয়; চিত্তের ধর্ম্ম পুরুষে না পড়িলেই মুক্তি হয়। চিত্তও গুণত্র[illegible]তরাং তাহার সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক ত্রিবিধ

বৃত্তি হইয়া থাকে। সাত্বিক বৃত্তির ক্রমশঃ আবির্ভাব হইলেই মুক্তিমার্গে অনুসরণ হয়। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত বিনাশকে মুক্তি বলে, ইহার কারণ চিত্ত হইতে পুরুষকে পৃথক্ রূপে জানা। সুখদুঃখাদি সমস্ত চিত্তধর্ম্ম পুরুষে আরোপিত হইয়া তাহারই বলিয়া প্রতীতি হয়, ইহাতেই আমি সুখী দুঃখী এইরূপ মিথ্যা জ্ঞানে অন্ধ হইয়া পুরুষ বদ্ধ হয়। এই মিথ্যা-জ্ঞানরজ্জুবন্ধন ছিন্ন করিতে পারিলেই পুরুষ মুক্ত হয়। আত্মা (পুরুষ) চিত্তাদি নহে এইরূপে ভেদজ্ঞান হইলে আপনা হইতেই আরোপিত সুখদুঃখাদি ধর্ম্ম সকল পুরুষ হইতে বিদূরিত হয়; সুতরাং পুরুষ স্বকীয় স্বচ্ছভাবে অবস্থান করে। আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারই মুক্তির একমাত্র কারণ। ইহা অতি দুর্লভ পদার্থ, দৃঢ় বৈরাগ্য সহকারে অষ্টাঙ্গ যোগের পুনঃ পুনঃ অনুশীলন করিলে জন্মজন্মান্তরে কদাচিৎ হইতে পারে। মুক্তিমার্গে প্রবৃত্তি হওয়াই দুষ্কর, বৈষয়িক সুখভোগে বিষ বুদ্ধি না হইলে ইহা হইতে পারে না। মুক্তিমার্গের অধিকার কাহার আছে, কিরূপে বৈরাগ্য দৃঢ় হয়, কিরূপেই বা ক্রমশঃ মুক্তিমার্গে অগ্রসর হইতে পারা যায় তাহা যথা অবসরে বিশদরূপে প্রতিপাদন করা যাইবে॥ ১॥

সূত্র। যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ ॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা। চিত্তস্য (অন্তঃকরণসামান্যস্য) যা বৃত্তয়ঃ (বক্ষ্যমানাঃ প্রমাণাদি-রূপাঃ) তাসাং নিরোধঃ (লয়ঃ) যোগ ইত্যুচ্যতে ॥ ২ ॥

তাৎপর্য্য। চিত্তের বৃত্তি সমুদায়ের নিরোধ করাকে যোগ বলে। প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি এই পঞ্চবিধ চিত্তবৃত্তি॥ ২॥

ভাষ্য। সর্ব্বশব্দাগ্রহণাৎ সম্প্রজ্ঞাতোঽপি যোগ ইত্যাখ্যায়তে। চিত্তং হি প্রখ্যাপ্রবৃত্তিস্থিতিশীলত্বাৎ ত্রিগুণং। প্রখ্যারূপং হি চিত্ত-সত্ত্বং রজস্তমোভ্যাং সংসৃষ্টং ঐশ্বর্য্যবিষয়প্রিয়ং ভবতি। তদেব তমসানুবিদ্ধং অধর্ম্মাজ্ঞানাবৈরাগ্যানৈশ্বর্য্যোপগং ভবতি। তদেব প্রক্ষীণমোহাবরণং সর্ব্বতঃ প্রদ্যোতমানং অনুবিদ্ধং রজোমাত্রয়া ধর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যোপগং ভবতি। তদেব রজোলেশমলাপেতং

স্বরূপপ্রতিষ্ঠং সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রং ধর্ম্মমেঘধ্যানোপগং ভবতি, তৎপরং প্রসংখ্যানমিত্যাচক্ষতে ধ্যায়িনঃ। চিতিশক্তিরপরিণামিন্য-প্রতিসংক্রমা দর্শিতবিষয়া শুদ্ধাচানন্তা চ সত্ত্বগুণাত্মিকা চেয়ং। অতো বিপরীতা বিবেকখ্যাতিরিত্যতস্তস্যাং বিরক্তং চিত্তং তামপি খ্যাতিং নিরুণদ্ধি; তদবস্থং সংস্কারোপগং ভবতি। স নির্বীজঃ সমাধিঃ, ন তত্র কিঞ্চিৎ সম্প্রজ্ঞায়তে ইত্যসম্প্রজ্ঞাতঃ দ্বিবিধঃ স যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধ ইতি ॥ ২ ॥

অনুবাদ। সূত্রে সর্ব্বশব্দগ্রহণ (সর্ব্বচিত্তবৃত্তিনিরোধঃ এইরূপ) না থাকায় সম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধিকেও যোগ বলা হইল। সর্ব্বচিত্তবৃত্তি নিরোধ যোগ এইরূপ বলা হইলে কেবল অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি (যাহাতে চিত্তের কোনও বৃত্তি থাকে না) যোগ হইত, সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে সাত্ত্বিক বৃত্তি থাকিয়া রাজস তামস বৃত্তির নিরোধ হয়, এটী যোগ হইতে পারিত না, কিন্তু তাহা বলা হয় নাই, সামান্যতঃ চিত্তবৃত্তি নিরোধকেই যোগ বলায় সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত উভয়কেই যোগ বলা হইল।

চিত্ত; প্রখ্যা, (বিষয়ের ছায়াগ্রহণরূপ প্রকাশ) প্রবৃত্তি (ক্রিয়া) ও স্থিতি (বৃত্তিরূপ গতির অভাব, নিদ্রা) এই ত্রিবিধ স্বভাব অবলম্বন করায় সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ উক্ত ত্রিগুণবিরচিত। প্রখ্যারূপ (সত্ত্ববহুল) চিত্তসত্ত্ব (চিত্তরূপে পরিণত সত্ত্বগুণ) রজঃ ও তমোগুণে সংমিশ্রিত হইয়া ঐশ্বর্য্য (অণিমা প্রভৃতি) ও বিষয়ে (শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধে) অনুরাগী হয়। (এইটী ক্ষিপ্তাবস্থা, ইহাতে রজঃ ও তমোগুণ সত্ত্ব হইতে ন্যূন হইয়া পরস্পর সমবল থাকে) উক্ত চিত্ত তমোগুণে অনুবিদ্ধ (রজোগুণকে অভিভব করিয়াছে এরূপ তমোগুণে সংশ্লিষ্ট) হইয়া অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য এই সমস্ত তামস বিষয়ে আসক্ত হয়। এই চিত্ত হইতে যখন মোহ (তমঃ) রূপ আব[illegible] তিরোহিত হয় তখন সর্ব্ববিষয় প্রকাশ করিতে যোগ্য হইয়া কেবল রজোগু[illegible] সামান্য অংশের সহিত মিশ্রিত হইয়া ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য এই সমস্ত সাত্ত্বিক বিষয়ে অভিমুখ হয়। উক্ত রজোলেশ রূপ মল হইতে বিমুক্ত হইয়া চিত্ত স্বরূপে (নিজের স্বচ্ছভাবে) অবস্থান করিয়া সত্ত্ব (চিত্ত) ও পুরুষের

(আত্মার) ভেদজ্ঞানময় হয়, এই অবস্থায় ধর্ম্মমেঘসমাধি (প্রকৃষ্ট শুক্ল-ধর্ম্মকে যে প্রসব করে) হইয়া থাকে। এই ধর্ম্মমেঘসমাধি পর্য্যন্ত অবস্থাকে যোগিগণ পরপ্রসংখ্যান অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানরূপ বিবেক খ্যাতির পরাকাষ্ঠা বলিয়া থাকেন।

চিতিশক্তি অর্থাৎ পুরুষ (আত্মা) অপরিণামিনী, পূর্ব্ব ধর্ম্মের তিরোধান হইয়া ধর্ম্মান্তর উৎপত্তিরূপ পরিণাম (বিকার) রহিত, অতএব ইহার প্রতি সংক্রম (সঞ্চার, বিষয়দেশে গমন) নাই, চিত্তই বিষয়রূপে পরিণত হইয়া পুরুষকে বিষয় প্রদর্শন করে বলিয়া পুরুষকে দর্শিত বিষয় (যাঁহার উদ্দেশে বিষয় দেখান হয়) বলা যায়, এই কারণে পুরুষ শুদ্ধ (বিকারাদি দোষরহিত) এবং অনন্ত (ক্ষয়রহিত) বলিয়া কথিত হয়। পূর্ব্বোক্ত বিবেকখ্যাতি সত্ত্ব-গুণের কার্য্য বলিয়া তদাত্মক, সুতরাং তাহাতে বিকারাদি দোষ আছে, অতএব উহা চিতিশক্তি হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত। এই নিমিত্ত চিত্ত উক্ত বিবেকখ্যাতিতে বিরক্ত হইয়া পূর্ব্বোক্ত বিবেকখ্যাতিকেও নিরোধ করে, উক্ত নিরুদ্ধাবস্থা অবলম্বন করিয়া কেবল তৎসংস্কারমাত্ররূপে অবস্থান করে। ক্লেশাদি সমস্ত বীজ তিরোহিত হয় বলিয়া ইহাকে নির্ব্বীজসমাধি ও কোনও বিষয় প্রকাশ পায় না বলিয়া ইহাকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিও বলিয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ যোগ এই ভাবে সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত ভেদে দ্বিবিধ হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

মন্তব্য। চিত্তবৃত্তিনিরোধ এইটী যোগের লক্ষণ, এই লক্ষণের লক্ষ্য দুইটী, সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত, লক্ষণে সর্ব্বশব্দের প্রবেশ অর্থাৎ সর্ব্বচিত্তবৃত্তি-নিরোধ যোগ এইরূপ বলিলে সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে যোগের লক্ষণ যায় না, সুতরাং অব্যাপ্তি (লক্ষ্যে লক্ষণের গতি না হওয়া রূপ) দোষের সম্ভাবনা। কারণ সম্প্রজ্ঞাতাবস্থায় চিত্তের ধ্যেয় আকারে সাত্ত্বিক বৃত্তি থাকে, সমস্ত হইে নিরোধ হয় না। যদি সর্ব্বশব্দের প্রবেশ করা না যায়, তবে ব্যুত্থান পাক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত) অবস্থায় ও যোগের সম্ভাবনা, কারণ তাহাতেও কোনও হয়, ান বৃত্তির নিরোধ আছে; কারণ বৃত্তির স্বভাব এই যে, একের আবির্ভাব সম্বন্ধ অপরের তিরোভাব হয়। এখন দেখা যাইতেছে সূত্রে সর্ব্বশব্দের সম্প্রশু করা না করা উভয় পক্ষেই বিপদ্। ইহাকেই শাস্ত্রে "উভয়তঃ পাশারজ্জুঃ"

বলিয়া থাকে। সর্ব্বশব্দের প্রবেশ করিলে লক্ষ্যে (সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে) লক্ষণ যায় না, না করিলেও অলক্ষ্যে (ক্ষিপ্তাদি অবস্থায়) লক্ষণ যায় বলিয়া অতিব্যাপ্তি দোষ।

সূত্রকার ও ভাষ্যকারের অভিপ্রায়ানুসারে ইহার সমাধান দুই রকমে হইতে পারে। "তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানং" এই অগ্রিম সূত্রের সহিত এই সূত্রের একবাক্যতা (একত্রে অর্থ) করিয়া "দ্রষ্টুঃ স্বরূপাবস্থিতিহেতুশ্চিত্তবৃত্তি-নিরোধো যোগঃ" অর্থাৎ যে চিত্তবৃত্তিনিরোধটী দ্রষ্টার (আত্মার) স্বরূপে অবস্থানের কারণ হয়, তাহাকে যোগ কহে। ক্ষিপ্তাদি অবস্থায় চিত্তবৃত্তিনিরোধ সকল ওরূপ নহে, উহাতে আত্মার স্বরূপে অবস্থান হয় না। সম্প্রজ্ঞাত অবস্থায় সাত্ত্বিকবৃত্তি থাকে বলিয়া আত্মার স্বরূপে অবস্থান না হইলেও অসম্প্রজ্ঞাত অবস্থায় হইয়া থাকে। সম্প্রজ্ঞাত হইতেই অসম্প্রজ্ঞাতের উৎপত্তি হয়। সুতরাং সম্প্রজ্ঞাত সমাধি আত্মার স্বরূপাবস্থানের হেতু।

কেহ বা "ক্ষীণোতি চ ক্লেশান্" এই প্রথম সূত্র ভাষ্যের অভিপ্রায় মতে "ক্লেশকর্ম্মাদিপরিপন্থী চিত্তবৃত্তিনিরোধো যোগঃ" অর্থাৎ যেরূপ চিত্তবৃত্তিনিরোধ ক্লেশকর্ম্মাদির বিনাশক হয় তাহাকে যোগ বলে। এ পক্ষেও ব্যুত্থানাবস্থায় যোগের লক্ষণ যাইবে না, সম্প্রজ্ঞাতাবস্থায় যাইবে।

একই চিত্তের কিরূপে ক্ষিপ্তাদি পঞ্চ ভূমি সম্বন্ধ হয়, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত ভাষ্যে চিত্তের প্রখ্যাপ্রবৃত্তিস্থিতিরূপ যথাক্রমে সত্ত্বরজস্তমঃ স্বভাব বলা হইয়াছে। চিত্ত ত্রিগুণাত্মক না হইলে তাহাতে প্রখ্যাদি ধর্ম্মের সম্ভাবনা থাকিত না, কারণের গুণই কার্য্যে সংক্রমিত হয়। প্রখ্যাশব্দে প্রসাদলাঘব প্রীতি প্রভৃতি সমস্ত সাত্ত্বিকধর্ম্ম, প্রবৃত্তিশব্দে পরিতাপ শোক প্রভৃতি সমস্ত রাজসধর্ম্ম ও স্থিতিশব্দে গৌরব আবরণ প্রভৃতি সমস্ত তামসধর্ম্ম গৃহীত হইবে। চিত্ত, গুণত্রয়ের কার্য্য বলিয়া উল্লিখিত সমস্ত ধর্ম্মই তাহাতে আছে। ভাষ্যের চিত্তসত্ত্বের নাম চিত্তাকারে পরিণত সত্ত্ব। চিত্ত গুণত্রয়ের [illegible] হইলেও প্রধানতঃ সত্ত্বের উল্লেখ করা হইয়াছে।

চিত্ত হইতে পুরুষকে (আত্মাকে) ভিন্নরূপে জ্ঞানই একমাত্র [illegible] কারণ, কোনও একটী বস্তু হইতে অপর বস্তুকে ভিন্ন ভাবে বুঝাইতে অগ্রে উভয়ের গুণ ও দোষরূপ ধর্ম্মগুলি পৃথক্ পৃথক্ রূপে উল্লে[illegible]

আবশ্যক। নতুবা কেবল ইহা হইতে উহা ভিন্ন এইরূপ সহস্রবার চীৎকার করিলেও শ্রোতার হৃদয়ঙ্গম হয় না, তাই প্রথমতঃ পুরুষ ও বুদ্ধির স্বরূপ ও সাধুতা অসাধুতা প্রভৃতি বিশেষ করিয়া দেখান হইয়াছে।

প্রথম সূত্রভাষ্যে যে ক্ষিপ্ত মূঢ় প্রভৃতি পঞ্চবিধ চিত্তভূমির উল্লেখ আছে, দ্বিতীয় সূত্রভাষ্যে তাহাই বিশদরূপে বর্ণিত আছে। রজোগুণের সম্পূর্ণ আবির্ভাবের নাম ক্ষিপ্ত অবস্থা, ইহাতে উন্মত্তের ন্যায় চিত্ত জাগতিক বিষয় ব্যাপারে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকে, ক্ষণকালও পরমার্থ পথে স্থিররূপে অবস্থান করে না। মূঢ় অবস্থা ইহা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট, তখন তমোগুণের সম্পূর্ণ আবির্ভাব হওয়ায় চিত্ত মোহজালে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হইয়া ভাল মন্দ বিচারে সর্ব্বথা অসমর্থ হয়। তখন মনুষ্যে ও পশু প্রভৃতিতে ভেদ থাকে না বলিলেও চলে। বিক্ষিপ্ত অবস্থা পূর্ব্বোক্ত ক্ষিপ্ত অবস্থা হইতে কিঞ্চিৎ উৎকৃষ্ট ; এই অবস্থায় ভবসমুদ্রসঞ্চারি মনোরূপ মৎস্য ক্ষণকালের নিমিত্ত সমাধিজালে আবদ্ধ হয় কিন্তু পরক্ষণেই লম্ফপ্রদানে নিজবিহারদেশ বিষয়জলাশয়ে প্রবেশ করিয়া স্বচ্ছন্দ-বিহার করিতে থাকে। যেমন বৃহৎ জলাশয়ে মৎস্য শিকার করিতে হইলে জালের আয়তন অধিক হইলেই সুবিধা হয়, আয়তজালে একবার মৎস্য বদ্ধ করিতে পারিলে ক্রমশঃ জাল গুটাইয়া মৎস্যের সঞ্চার স্থান কমাইয়া পরিশেষে হাত দিয়াও ধরিতে পারা যায় ; তদ্রূপ চিত্তকে জয় করিতে হইলে অগ্রে তাহার বিষয় অর্থাৎ সমাধির আলম্বন স্থূল পদার্থকেই করা কর্ত্তব্য, পরে যত সঙ্কোচ করিতে শক্তি জন্মে ততই সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর সূক্ষ্মতম বিষয়ে অবগাহন করিয়া পরিশেষে এমন কি বিষয় পরিত্যাগ করিয়াও চিত্ত স্থির থাকিতে পারে। মৎস্যকে একবার ধরিতে পারিলে যেমন শেষে আর জালের আবশ্যক থাকে না, তদ্রূপ চিত্তকেও জয় করিতে পারিলে আর ধারণার (সমাধির) বিষয়ের আবশ্যক থাকে না। মনোমীনকে তখন বিষয়জলাশয় হইতে সম্পূর্ণভাবে উপরে স্থাপন করা হইয়াছে, ছাড়িয়া দিলেও আর যাইতে পারিবে না। একাগ্র অবস্থায় সাত্বিকবৃত্তির উদয় (চিত্তও পুরুষের ভেদস্ফুরণ) হয়, তখনও রজোগুণের অংশ অল্পমাত্রায় সত্বের সাহায্য করে, গুণত্রয় পরস্পর সম্বদ্ধ। একাগ্র অবস্থা ও নিরুদ্ধ অবস্থাই যোগভূমি, একাগ্র অবস্থায় সম্প্রজ্ঞাত ও নিরুদ্ধ অবস্থায় অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয় ॥ ২ ॥

ভাষ্য। তদবস্থে চেতসি বিষয়াভাবাৎ বুদ্ধিবোধাত্মাপুরুষঃ কিং স্বভাব ইতি ?

সূত্র। তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্ ॥ ৩॥

ব্যাখ্যা। তদা (সর্ব্বচিত্তবৃত্তিনিরোধরূপাসম্প্রজ্ঞাতাবস্থায়াং) দ্রষ্টুঃ (চিতিশক্তেঃ পুরুষস্য) স্বরূপে (স্বকীয়ে পারমার্থিকে নির্ব্বিষয়চৈতন্যমাত্রে) অবস্থানং (স্থিতির্ভবতীত্যর্থঃ) ॥ ৩॥

তাৎপর্য্য। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি অবস্থায় দ্রষ্টার (আত্মার) স্বকীয় নির্লিপ্তরূপে অবস্থান হয়, আমি সুখী দুঃখী ইত্যাদি জ্ঞান হয় না ॥ ৩॥

ভাষ্য। স্বরূপপ্রতিষ্ঠা তদানীং চিতিশক্তিঃ যথা কৈবল্যে, ব্যুত্থানচিত্তে তু সতি তথাপি ভবন্তী ন তথা।

অনুবাদ। চিত্ত তদবস্থ (বৃত্তিহীন) হইলে বিষয় (পুরুষের বিষয় চিত্তবৃত্তি) না থাকায় বুদ্ধিবোধ (চিত্তবৃত্তিপ্রকাশ) স্বভাব পুরুষ কিরূপে অবস্থান করে এই আশঙ্কায় বলা হইতেছে কৈবল্য (মুক্তি) অবস্থার ন্যায় সেই সময় (অসম্প্রজ্ঞাত সময়) চিতিশক্তি (আত্মা, পুরুষ) স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ নির্দ্ধর্ম্মভাবে অবস্থান করে। চিত্ত ব্যুত্থান অর্থাৎ বিষয়াকার ধারণ করিলে পুরুষ সেরূপ (নির্ম্মলভাব) হইয়াও হয় না ॥ ৩॥

মন্তব্য। পুরুষের বিষয় চিত্তবৃত্তি, চিত্তবৃত্তির বিষয় সমস্ত জগৎ, পুরুষ চিত্তবৃত্তিকে দ্বার করিয়া সমস্ত জগৎ প্রকাশ করে, অতএব বিষয়াকারে পরিণত বুদ্ধিকে প্রকাশ করাই পুরুষের স্বভাব, পুরুষ কেবল বুদ্ধিকে (বৃত্তিহীন অবস্থায়) প্রকাশ করে না। স্বভাবকে ত্যাগ করিয়া ভাব (দ্রব্য) থাকিতে পারে না "স্বভাবস্য যাবদ্দ্রব্যভাবিত্বাৎ" যত কাল দ্রব্য থাকে স্বভাবও তত কাল থাকে, সূর্য্যের স্বভাব প্রকাশ করা, বহ্নির স্বভাব দাহ করা, প্রকাশ বা দাহ না করিয়া সূর্য্য বা বহ্নি থাকিতে পারে না। আত্মার (পুরুষের) স্বভাব চিত্তবৃত্তি প্রকাশ করা, এই স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া, নিরোধ অবস্থায় পুরুষ কি ভাবে অবস্থান করিবে ? এইটী উত্তর সূত্রের অবতরণিকা ভাষ্যের অর্থ।

একটু বিশেষরূপে চিন্তা করিলে উক্ত আশঙ্কা আপনা হইতেই যাইবে, বস্তুমাত্রই আপন স্বভাব পরিত্যাগ করে না সত্য, কিন্তু কিরূপ স্বভাব? আগন্তুক ধর্ম্মকে স্বভাব বলা যায় না, নৈসর্গিক ধর্ম্মই স্বভাব, জপাকুসুম সন্নিধানে স্বচ্ছ স্ফটিকে লৌহিত্য জন্মে, এই লৌহিত্য স্ফটিকের স্বভাব নহে, সুতরাং এই আরোপিত ধর্ম্মের আগম বা অপগমে যেমন স্ফটিকের কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না, তদ্রূপ আগন্তুক ধর্ম্ম, চিত্তবৃত্তি প্রকাশ (জন্য জ্ঞান) করা বা না করা ইহাতে নিত্যজ্ঞানস্বরূপ আত্মার কিছুই হয় না, চিত্তবৃত্তি প্রকাশ করিতে পুরুষের কোনই ব্যাপার হয় না, চিত্তবৃত্তি পুরুষদর্পণে আপনা হইতেই প্রতিফলিত হয়। নিত্যচৈতন্যই আত্মার স্বভাব, জন্যজ্ঞানরূপ চিত্তবৃত্তি প্রকাশ করা তাহার স্বভাব নহে, সুতরাং ঐ আরোপিত ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া পুরুষ থাকিবে তাহাতে বাধা কি? ॥ ৩ ॥

ভাষ্য। কথং তর্হি? দর্শিতবিষয়ত্বাৎ।

সূত্র। বৃত্তি-সারূপ্যমিতরত্র ॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা। ইতরত্র (সমাধেরন্যস্মিন্ জাগ্রদাদৌ) বৃত্তি-সারূপ্যং (বৃত্তীনাং সুখ-দুঃখ-মূঢ়রূপাণাং প্রমাণাদীনাং; সারূপ্যং অভেদঃ, ব্যুত্থানকালে বিষয়াকারা-শ্চিত্তবৃত্তয়ঃ পুরুষেঽপ্যুপচর্য্যন্তে ইত্যর্থঃ) ॥ ৪ ॥

তাৎপর্য্য। যোগের অন্য সময় যখন চিত্ত বিষয়রূপে পরিণত হইয়া বৃত্তিমৎ হয়, তখন চিত্ত ও পুরুষের একরূপ বৃত্তি হয়। চিত্তের বৃত্তি সকল পুরুষের বলিয়া বোধ হয় ॥ ৪ ॥

ভাষ্য। ব্যুত্থানে যাশ্চিত্তবৃত্তয়ঃ তদবিশিষ্টবৃত্তিঃ পুরুষঃ; তথাচ সূত্রম্ "একমেবদর্শনং, খ্যাতিরেব দর্শনম্" ইতি। চিত্তময়স্কান্তমণি-কল্পং সন্নিধিমাত্রোপকারি দৃশ্যত্বেন স্বং ভবতি পুরুষস্য স্বামিনঃ। তস্মাৎ চিত্তবৃত্তিবোধে পুরুষস্যানাদিঃ সম্বন্ধো হেতুঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ। কথং তর্হি? (তবে কিরূপে?) ভাষ্যের এই প্রশ্নভাগ পরসূত্রের আভাস। ৩য় সূত্রভাষ্যে বলা হইয়াছে চিত্তের ব্যুত্থানকালে পুরুষ স্বকীয় স্বচ্ছভাবে অবস্থান করে না, যদি স্বরূপে না থাকে তবে কি ভাবে থাকিবে?

"দর্শিতবিষয়ত্বাৎ" এই ভাষ্যটুকু সূত্রের পূরণ, অর্থাৎ ইহার সহিত মিলন করিয়া "দর্শিতবিষয়ত্বাৎ বৃত্তি-সারূপ্যমিতরত্র" এইরূপ সূত্র বুঝিতে হইবে। দর্শিতাঃ উপনীতাঃ, বিষয়াঃ শব্দাদয়ো ভোগ্যাঃ, যস্মৈ অসৌ দর্শিতবিষয়ঃ, তস্য ভাবঃ দর্শিতবিষয়ত্বং, তস্মাৎ। অর্থাৎ চিত্ত বিষয়রূপে পরিণত হইয়া পুরুষকে বিষয় প্রদর্শন করে, বিষয়বিশিষ্ট চিত্ত পুরুষে প্রতিবিম্বিত হয় এই নিমিত্ত পুরুষকে দর্শিত বিষয় বলা যায়। ব্যুত্থানকালে যেরূপ চিত্তবৃত্তি হয় পুরুষেও যেন ঐরূপ বৃত্তি (আমি সুখী, আমি দেখিতেছি ইত্যাদি) হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। এ বিষয়ে সূত্র (পঞ্চশিখকৃত) আছে, "একমেব দর্শনং, খ্যাতিরেব দর্শনম্" একমেব দর্শনম্ ইহারই অর্থ খ্যাতিরেব দর্শনম্, অর্থাৎ ব্যুত্থানকালে চিত্ত ও পুরুষ উভয়ের একরূপ দর্শন (খ্যাতি, জন্য জ্ঞান) প্রকাশ হইয়া থাকে।

অয়স্কান্তমণি (চুম্বকপাথর) যেরূপ লৌহের নিকটে থাকিয়া উহাকে আকর্ষণ করে, লৌহের সহিত সংযোগ না হইলেও হয়, তদ্রূপ চিত্ত পুরুষের নিকটে থাকিয়াই উহার উপকারক হয়, পুরুষকে সমস্ত বিষয় প্রদর্শন করায়। এইরূপে চিত্ত পুরুষের দৃশ্য (অনুভাব্য, ভোগ্য) হইয়া "স্ব" অর্থাৎ স্বকীয় (আত্মীয়) হয়। অজ্ঞানবশতঃ এইরূপ চিত্তবৃত্তি বোধ পুরুষে হইয়া থাকে, ইহার কারণ চিত্তের সহিত পুরুষের অনাদি সম্বন্ধ অর্থাৎ ভোক্তৃভোগ্যভাব, পুরুষ ভোক্তা (দ্রষ্টা), চিত্ত ভোগ্য (দৃশ্য)। বৃত্তিবিশিষ্ট চিত্তই পুরুষের বিষয়॥ ৪ ॥

মন্তব্য। অধ্যাত্মশাস্ত্রের মধ্যে "বৃত্তি-সারূপ্যমিতরত্র" এই অংশ অতিশয় দুর্ব্বোধ। পুরুষের স্বকীয় কোনও ধর্ম্ম (সুখ, দুঃখ, জ্ঞান ইত্যাদি) নাই, সমস্তই চিত্তের ধর্ম্ম, অজ্ঞানবশতঃ পুরুষের বলিয়া বোধ হয় বলিয়াই আমি সুখী, আমি দুঃখী ইত্যাদি রূপে পুরুষ আবদ্ধ হয়, ইহার মর্ম্ম অবধারণ করা বড়ই দুষ্কর। জগতে আমি ভিন্ন (কর্ত্তৃভিন্ন) অপর সমস্ত পদার্থই বিচারের বিষয় হইতে পারে, আমাকে আমি বিচার করা কিরূপে হইতে পারে? বিচারকর্ত্তা আমি ভিন্ন আর কে? আমার সুখ-দুঃখাদি আছে কি না? আমার স্বরূপ কি? ইত্যাদি বিষয় যতই আলোচনা করা যায় ততই যেন চিন্তা-তরঙ্গ উদ্বেল হইয়া পড়ে। এই জন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন "নৈষা তর্কেণ

মতিরাপনীয়া” অর্থাৎ কেবল তর্ক দ্বারায় আত্মজ্ঞান লাভ হয় না। নিষ্কামভাবে সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে শ্রবণ, (অধ্যাত্মশাস্ত্রের মর্ম্মবোধ) মনন (যুক্তি দ্বারা শাস্ত্র বিষয় স্থির করা) ও নিদিধ্যাসন (ধারণা, ধ্যান, সমাধি) সহকারে এই দুর্জ্ঞেয়-তত্ত্ব-জ্ঞান জন্মিতে পারে।

প্রথমতঃ এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে; আমি সুখী, আমি দুঃখী, দেখিতেছি, শুনিতেছি, আমার ক্ষুধা, আমার পিপাসা, আমার স্মরণ ইত্যাদি রূপে প্রতিক্ষণই সুখ-দুঃখাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া আত্মার প্রত্যক্ষ হইতেছে, তবে আত্মার কোনও ধর্ম্ম নাই ইহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? যদিচ শাস্ত্র, অনুমান প্রভৃতি পরোক্ষ প্রমাণ দ্বারা “আত্মার কোনও ধর্ম্ম নাই” ইহা প্রতিপন্ন করা যায়, কিন্তু ইহা উক্ত প্রত্যক্ষপ্রমাণের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ বলিয়া উহাকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা যায় না, অপর সকল প্রমাণই প্রত্যক্ষ প্রমাণের আশ্রয়ে উৎপন্ন হয় সুতরাং প্রত্যক্ষের বিরোধ হইলে পরোক্ষপ্রমাণ অনুমান আগম প্রভৃতিকে স্বীকার করা যায় না।

একটু চিন্তা করিলে উক্ত বিষয়ের মীমাংসা হইতে পারে, সকল প্রমাণ অপেক্ষা প্রত্যক্ষপ্রমাণ বলবৎ তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু দেখিতে হইবে ঐ প্রত্যক্ষটা প্রমাণ (প্রমার অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানের জনক) কি না? প্রত্যক্ষটী প্রমাণ না হইলে উহা পরোক্ষপ্রমাণ দ্বারা অবশ্যই বাধিত হইবে। দিক্‌ বিভ্রমস্থলে অনেকেই পূর্ব্বকে উত্তর বলিয়া জানে, উহা প্রত্যক্ষজ্ঞানও বটে, কিন্তু উহা “এটী উত্তর নহে, পূর্ব্ব” এইরূপ পরোক্ষপ্রমাণ (শব্দ) দ্বারা বাধিত হইয়া থাকে। এইরূপ আত্মাবিষয়ে সাধারণ ভ্রান্তগণের আমি সুখী ইত্যাদি রূপে প্রত্যক্ষ হয় উহা প্রমাণ নহে, ভ্রম; সুতরাং শাস্ত্র প্রভৃতি পরোক্ষপ্রমাণ দ্বারা অবশ্যই বাধিত হইবে।

অধ্যাত্মবিষয়ে আর একটী উদাহরণ দেখাইলে উক্ত বিষয় সহজেই প্রতিপন্ন হইবে। হস্তপদাদি অঙ্গবিশিষ্ট এই স্থূলদেহ আত্মা নহে এ বিষয় নাস্তিক ভিন্ন আস্তিক (যাহারা পরলোক স্বীকার করেন) গণ সকলেই স্বীকার করেন, অথচ আমি স্থূল, কৃশ, সুন্দর ইত্যাদি রূপে স্থূলদেহকেই আত্মা বলিয়া সাধারণের প্রতীতি হইতেছে; স্থূলদেহের ধর্ম্ম স্থূলতা প্রভৃতি যেমন আত্মার না হইয়াও তাহার বলিয়া বোধ হয় তদ্রূপ সূক্ষ্মদেহের ধর্ম্ম

সুখ, দুঃখ, জ্ঞান, পিপাসা প্রভৃতি আত্মার নহে, তথাপি আত্মার বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। স্থূলদেহের ধর্ম্ম যেরূপ শ্রুতি দ্বারা আত্মায় বাধিত হয়, তদ্রূপ সূক্ষ্মদেহের ধর্ম্ম সুখ-দুঃখাদিও বাধিত হইবে সন্দেহ নাই।

সূক্ষ্মদেহ (লিঙ্গশরীর) সপ্তদশ অবয়ববিশিষ্ট। "পঞ্চপ্রাণ-মনোবুদ্ধি দশেন্দ্রিয়সমন্বিতং। অপঞ্চীকৃত-ভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনম্" অর্থাৎ প্রাণ, অপান, উদান, সমান ও ব্যান এই আধ্যাত্মিক পঞ্চ বায়ু; মনঃ; (সঙ্কল্প-বিকল্পবিশিষ্ট অন্তঃকরণ) বুদ্ধি; (নিশ্চয়বিশিষ্ট অন্তঃকরণ) চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, এই সপ্তদশ অবয়ববিশিষ্টকে সূক্ষ্মদেহ বলে উহা সূক্ষ্মভূত (অপঞ্চীকৃতভূত) হইতে উৎপন্ন। এই সূক্ষ্ম শরীর সৃষ্টির আদিতে প্রত্যেক পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন রূপে এক একটী উপাধিভাবে সৃষ্ট হয়; উহা প্রলয় পর্য্যন্ত অবস্থান করে। যেমন স্ফটিকের উপাধি জপাকুসুম, মুখের উপাধি দর্পণ, সূর্য্য ও চন্দ্রের উপাধি জলাশয়, তদ্রূপ এই লিঙ্গশরীর, পুরুষের উপাধি, স্থূলদেহও পুরুষের উপাধি। যেমন জপাকুসুমরূপ উপাধির ধর্ম্ম রক্তিমা গুণ সন্নিহিত স্বচ্ছ স্ফটিকে প্রতিবিম্বিত হয়, তদ্রূপ উক্ত দেহদ্বয় রূপ উপাধির ধর্ম্ম স্থূলতা, কৃশতা, সুখ, দুঃখ, জ্ঞান প্রভৃতি পুরুষে আরোপিত হয়, ইহাতেই সুখী দুঃখী প্রভৃতি রূপে পুরুষ আবদ্ধ হয়। জপাকুসুমকে দূর করিতে পারিলে স্ফটিকে আর রক্তিমা জন্মে না, স্ফটিক আপনার স্বচ্ছ ধবল-ভাবে অবস্থান করে, তদ্রূপ উক্ত দেহ দ্বয়ের সহিত পুরুষের সম্বন্ধ বিনাশ করিতে পারিলে পুরুষের আর বন্ধ (সংসার) থাকে না, তখন স্বকীয় স্বচ্ছ নির্ম্মলরূপে অবস্থান করিয়া মুক্ত হইতে পারে। কেবল চিত্ত পুরুষের বিষয় নহে, বিষয়াকারে পরিণামরূপ বৃত্তিযুক্ত চিত্তই পুরুষের বিষয়, অর্থাৎ বৃত্তি-বিশিষ্ট চিত্তেরই ছায়া পুরুষে পড়ে। "কখনও বৃত্তি হয় না" চিত্তকে এইরূপ করিতে পারিলেই পুরুষের মুক্তি হয়। এই উপায়ই অসম্প্রজ্ঞাত যোগ।

আকাশের ন্যায় আত্মা ও বিভু অর্থাৎ সকল স্থানেই আছে, সুতরাং তাহার গত্যাগতি নাই। যে বস্তু কোনও এক স্থানে থাকে তাহারই গমনাগমন সম্ভব হয়। অতএব সর্ব্বত্র অবস্থিত আত্মার গমনাগমন নাই, পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গশরীরই মরণকালে স্থূলশরীর হইতে বিযুক্ত হইয়া স্বর্গ নরকাদিতে গমন করে,

জন্মকালে পুনর্ব্বার অন্য কোনও স্থূলদেহে প্রবেশ করে। ইহাকেই আত্মার গত্যাগতি ও জন্ম মৃত্যু বলিয়া থাকে, আকাশের উপাধি ঘটকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া গেলে যেমন ঘটসম্বন্ধ আকাশ (ঘটাকাশ) ও স্থানান্তরে গিয়াছে বলিয়া বোধ হয়, বস্তুতঃ আকাশ কোথাও যায় না ; তদ্রূপ আত্মার উপাধি লিঙ্গশরীরের গমনাগমনে আত্মার গমনাগমন বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে। এই লিঙ্গশরীর হইতে আত্মাকে পৃথক্ বলিয়া জানিতে পারিলেই মুক্তি হয়। এই বিয়োগকেই শাস্ত্রকারগণ যোগ বলিয়াছেন, "পুম্প্রকৃত্যোর্বিয়োগোঽপি যোগ ইত্যভিধীয়তে" ইতি ॥ ৪ ॥

ভাষ্য। তাঃ পুনর্নিরোদ্ধব্যা বহুত্বে সতি চিত্তস্য।

সূত্র। বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টাক্লিষ্টাঃ ॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা। বৃত্তয়ঃ (বিষয়াকারেণ চিত্তস্য পরিণামাঃ) পঞ্চতয্যঃ (পঞ্চাবয়বাঃ, "সংখ্যায়া অবয়বে তয়প" ইতি পঞ্চশব্দাৎ অবয়বার্থে তয়প্ প্রত্যয়ঃ, ততঃ স্ত্রিয়ামীপ্) ক্লিষ্টাক্লিষ্টাঃ (ক্লিষ্টাশ্চ অক্লিষ্টাশ্চ, ক্লেশৈঃ অবিদ্যাদিভিরাক্রান্তাঃ ক্লিষ্টাঃ তদ্বিপরীতাঃ অক্লিষ্টাঃ) ইতি ॥ ৫ ॥

তাৎপর্য্য। চিত্তের বৃত্তি (বিষয়াকারে জন্যজ্ঞান) পাঁচ প্রকার। প্রকারান্তরে উহা দুই ভাগে বিভক্ত, ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট ; অবিদ্যাদি ক্লেশ যাহার কারণ, যাহাতে সংসারবন্ধ হয় তাহাকে ক্লিষ্টবৃত্তি বলে। অক্লিষ্টবৃত্তি ইহার বিপরীত, ইহাতে সংসারবন্ধন ক্রমশঃ ক্ষীণ হয় ॥ ৫ ॥

ভাষ্য। ক্লেশহেতুকাঃ কর্ম্মাশয়প্রচয়ে ক্ষেত্রীভূতাঃ ক্লিষ্টাঃ, খ্যাতিবিষয়া গুণাধিকার বিরোধিন্যঃ অক্লিষ্টাঃ। ক্লিষ্ট-প্রবাহ-পতিতা অপ্যক্লিষ্টাঃ, ক্লিষ্টছিদ্রেষু অপ্যক্লিষ্টা ভবন্তি, অক্লিষ্টচ্ছিদ্রেষু ক্লিষ্টা ইতি। তথাজাতীয়কাঃ সংস্কারাবৃত্তিভিরেব ক্রিয়ন্তে, সংস্কারৈশ্চ বৃত্তয়ঃ, ইত্যেবং বৃত্তি-সংস্কার-চক্রমনিশমাবর্ত্ততে। তদেবম্ভূতং চিত্তং অবসিতাধিকারং আত্মকল্পেন ব্যবতিষ্ঠতে, প্রলয়ং বা গচ্ছতীতি। তাঃ ক্লিষ্টাশ্চাক্লিষ্টাশ্চ পঞ্চধা বৃত্তয়ঃ ॥ ৫ ॥

৩

অনুবাদ। সূত্রের পূর্ব্বে ভাষ্যটুকু সূত্রের সহিত একত্রে অর্থ করিতে হইবে। চিত্তের বৃত্তি সকল নিরোধ করা আবশ্যক, উহা বহু হইলেও পাঁচ প্রকার অর্থাৎ পঞ্চ শ্রেণীতে বিভক্ত।

অবিদ্যাদি ক্লেশ যে সমস্ত বৃত্তির কারণ, যাহা হইতে ক্লেশ অর্থাৎ সাংসারিক দুঃখ জন্মে, যাহারা কর্ম্মাশয়ের (ধর্ম্মাধর্ম্মের) প্রচয়ে অর্থাৎ ফলজননে ক্ষেত্রস্বরূপ (আলম্বন) হয় তাহাদিগকে ক্লিষ্ট অর্থাৎ সাংসারিক চিত্তবৃত্তি বলে। খ্যাতি (সত্ত্বপুরুষান্যতা খ্যাতি) অর্থাৎ চিত্ত ও পুরুষের ভেদজ্ঞান যাহার বিষয়, যাহা সত্ত্ব রজঃ তমোরূপ গুণত্রয়ের (প্রকৃতির) অধিকার অর্থাৎ কার্য্যারম্ভের (সংসাররূপে পরিণামের) বিরোধী হয় তাহাকে অক্লিষ্ট (ক্লেশের কারণ নহে) বৃত্তি বলে। ক্লিষ্টবৃত্তিপ্রবাহের মধ্যে পতিত হইয়াও অক্লিষ্টবৃত্তি স্বরূপতঃ অবস্থান করে অর্থাৎ ক্লিষ্ট প্রবাহে পতিত বলিয়া অক্লিষ্টের স্বরূপহানি হয় না। অক্লিষ্টবৃত্তি সকল ক্লিষ্টবৃত্তির ছিদ্রে (অভ্যাস ও বৈরাগ্যরূপ ক্লিষ্টরন্ধ্রে) জন্মিতে পারে, যেমন অক্লিষ্টছিদ্রে ক্লিষ্টবৃত্তি হইয়া থাকে। উক্ত বৃত্তি হইতে সজাতীয় সংস্কার এবং সংস্কার হইতে সজাতীয়বৃত্তি উৎপন্ন হয়; অর্থাৎ ক্লিষ্টবৃত্তি হইতে ক্লিষ্টসংস্কার এবং অক্লিষ্টবৃত্তি হইতে অক্লিষ্টসংস্কার উৎপন্ন হয়; ক্লিষ্ট সংস্কার হইতে ক্লিষ্টবৃত্তি, অক্লিষ্টসংস্কার হইতে অক্লিষ্টবৃত্তি উৎপন্ন হয়। এইরূপে বৃত্তি ও সংস্কারের চক্র সর্ব্বদা ঘুরিতেছে অর্থাৎ কখনও বৃত্তি কখনও বা সংস্কারের আবির্ভাব হইতেছে। অক্লিষ্টবৃত্তি ও অক্লিষ্টসংস্কারের দ্বারা চিত্তের অধিকার (কার্য্যারম্ভ) অবসান (শেষ) হইলে চিত্ত আত্মার ন্যায় নির্দ্ধর্ম্ম স্বচ্ছভাবে অবস্থান করে, পরিশেষে প্রলয় অর্থাৎ প্রকৃতিতে লীন (বিনষ্ট) হইয়া যায় ॥ ৫ ॥

মন্তব্য। সমাধি করিতে হইলে চিত্তের সমস্ত বৃত্তি নিরোধ করিতে হয়, যাহাকে নিরোধ করিতে হইবে, পূর্ব্বে তাহাকে বিশেষ করিয়া জানা আবশ্যক, বৃত্তি না জানিয়া উহার নিরোধ করা যায় না। চিত্তের বৃত্তি অসংখ্য, উহা শত সহস্র জীবনেও জানিলে শেষ হয় না, এই নিমিত্ত বৃত্তি সমস্ত শ্রেণীবদ্ধ করিয়া বোধের সুগম উপায় করা হইয়াছে। এক একটী করিয়া বৃত্তি সকল জানা যায় না সত্য কিন্তু পাঁচ প্রকারে শ্রেণীবদ্ধ করিলে অনায়াসেই জানা যাইতে পারে।

ভাষ্যের "ক্লেশহেতুকাঃ" পদের বহুব্রীহি সমাস করিয়া ক্লেশ হইয়াছে হেতু যার অর্থাৎ ক্লেশ হইতে উৎপন্ন এইরূপ অর্থ হয়। তৎপুরুষ সমাসে ক্লেশের কারণ এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে ; উভয়বিধ অর্থই সঙ্গত।

অক্লিষ্টবৃত্তির বিষয় খ্যাতি অর্থাৎ চিত্ত ও পুরুষের বিবেকজ্ঞান, ইহা হইলে চিত্তের আর কার্য্য থাকে না, "বিবেকখ্যাতিপর্য্যন্তং জ্ঞেয়ং প্রকৃতি-চেষ্টিতম্" অর্থাৎ বিবেকখ্যাতি পর্য্যন্তই প্রকৃতির চেষ্টা, তখন অকিঞ্চিৎকর চিত্ত আত্মার ন্যায় নির্গুণভাবে কিছুকাল অবস্থান করিয়া পরিশেষে বিনষ্ট হইয়া যায়।

সচরাচর ক্লিষ্টবৃত্তিই দেখা যায়, এমত স্থলে অক্লিষ্টবৃত্তি কিরূপে জন্মিবে ? কিরূপেই বা বিবেকখ্যাতি রূপ স্বকার্য্য করিতে সমর্থ হইবে ? চতুর্দ্দিকে প্রবল শত্রু পরিবেষ্টিত হীনবল ব্যক্তির জীবনই সংশয় স্থল, কার্য্য করা ত' অতি দূরের কথা। এই আশঙ্কায় ভাষ্যকার বলিয়াছেন ক্লিষ্টপ্রবাহ পতিত হইলেও অক্লিষ্টবৃত্তির অক্লিষ্টতা নষ্ট হয় না, যে যাহা সে তাহাই থাকে, অক্লিষ্টবৃত্তি ক্লিষ্টের অন্তঃপাতী হইলেও ক্লিষ্ট হইয়া যায় না। ক্লিষ্টের ছিদ্রে (ফাঁক) অক্লিষ্টবৃত্তি হইতে পারে।

ক্লিষ্টবৃত্তিকে প্রবৃত্তিমার্গ ও অক্লিষ্টবৃত্তিকে নিবৃত্তিমার্গ বলা যাইতে পারে। ঘোর সংসারী বিষয়লোলুপের চিত্তেও কখন কখন বৈরাগ্য দেখা যায়, শ্মশানক্ষেত্রে অনেকেই ইহা অনুভব করিয়া থাকেন, ইহাকেই ভাষায় "রাব-ণের মোক্ষজ্ঞান" বলিয়া থাকে। এইটী ক্লিষ্টের ছিদ্র, এই ছিদ্রে অক্লিষ্টবৃত্তি জন্মিতে পারে। পক্ষান্তরে উগ্রতপা ঋষিগণেরও সমাধিভ্রংশ শুনা যায়, তাপসশিরোমণি ভগবান্ বিশ্বামিত্রও মেনকা অপ্সরার কুহকে পড়িয়া বিবেকহীন হইয়াছিলেন। এইটী অক্লিষ্টের ছিদ্র, ইহাতে ক্লিষ্টবৃত্তি প্রবল বেগে উৎপন্ন হয়। ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট এই উভয় পক্ষে সংসারক্ষেত্রে ঘোরতর সংগ্রাম চলিতেছে, উপনিষদে ইহাকে রূপকভাবে দেবাসুরের যুদ্ধ বলিয়া বর্ণনা আছে। এক পক্ষের ব্যূহরচনা শিথিল হইলেই অপর পক্ষ প্রবল বেগে আক্রমণ করে। উভয়েরই সঞ্চার স্থল চিত্তভূমি, সেখানে থাকিয়া আপন আপন সৈন্য বৃদ্ধি করিতে উভয়ই সচেষ্ট। ক্লিষ্ট পক্ষের সৈন্যসংগ্রহে বিশেষ কষ্ট হয় না, প্রকৃতিই উহা সৃষ্টি করিতেছে। অক্লিষ্ট পক্ষের সৈন্যসংগ্রহে

বিশেষ প্রয়াস করিতে হয়। নিরন্তর অধ্যাত্ম শাস্ত্রের অনুশীলন, আচার্য্যের উপদেশ শ্রবণ, সৎসঙ্গ, সদালাপ প্রভৃতি উপায় দ্বারা অক্লিষ্টসৈন্যসংগ্রহ হইলে নিবৃত্তিমার্গে নির্ভয়ে বিচরণ করা যায়। প্রথমতঃ অক্লিষ্টবৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া ক্লিষ্টবৃত্তির নিরোধ করিতে হয়, পরে পর-বৈরাগ্য দ্বারা অক্লিষ্টবৃত্তিকেও নিরোধ করিতে পারিলে পূর্ব্বোক্ত নিরোধ অর্থাৎ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ হয়। সংস্কারই সংস্কারের নাশক হয়, অক্লিষ্ট সংস্কার দ্বারা ক্লিষ্ট সংস্কার বিনষ্ট হয় ॥ ৫ ॥

সূত্র। প্রমাণ-বিপর্য্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতয়ঃ ॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা। প্রমাণানিচ, বিপর্য্যয়শ্চ, বিকল্পশ্চ, নিদ্রাচ, স্মৃতিশ্চ তাস্তথোক্তাঃ। এতাঃ পঞ্চ চিত্তবৃত্তয় ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

তাৎপর্য্য। প্রমাণ, (যাহা হইতে যথার্থ জ্ঞান জন্মে) বিপর্য্যয়, (ভ্রম) বিকল্প, (আরোপ) নিদ্রা (সুষুপ্তি) ও স্মৃতি (স্মরণ, মনে পড়া) এই পাঁচ প্রকার চিত্তবৃত্তি ॥ ৬ ॥

মন্তব্য। এই সূত্রের ভাষ্য নাই। ইহাদের প্রত্যেকের লক্ষণ পর পর সূত্রে বলা যাইবে ॥ ৬ ॥

ভাষ্য। তত্র।

সূত্র। প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি ॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা। প্রত্যক্ষং (ইন্দ্রিয়জন্যা চিত্তবৃত্তিঃ) চ অনুমানং (ব্যাপ্তিজ্ঞান-জন্যা চিত্তবৃত্তিঃ) চ, আগমঃ (শব্দজ্ঞানজন্যা চিত্তবৃত্তিঃ) চ তে, প্রমাণানি (প্রমায়াঃ করণানি, প্রমীয়তে অনেন, প্র পূর্ব্বক মা ধাতোঃ করণে অনট্। অনধিগতার্থবিষয়কঃ পৌরুষেয়ো বোধঃ প্রমা) ॥ ৭ ॥

তাৎপর্য্য। পঞ্চবিধ বৃত্তির মধ্যে প্রমাণবৃত্তি তিন প্রকার, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ ॥ ৭ ॥

ভাষ্য। ইন্দ্রিয়প্রণালিকয়া চিত্তস্য বাহ্যবস্তূপরাগাৎ তদ্বিষয়া সামান্যবিশেষাত্মনোঽর্থস্য বিশেষাবধারণপ্রধানা বৃত্তিঃ প্রত্যক্ষং

প্রমাণম্। ফলমবিশিষ্টঃ পৌরুষেয়শ্চিত্তবৃত্তিবোধঃ, বুদ্ধেঃ প্রতিসংবেদীপুরুষ ইত্যুপরিষ্টাদুপপাদয়িষ্যামঃ।

অনুমেয়স্য তুল্যজাতীয়েষ্বনুবৃত্তো ভিন্নজাতীয়েভ্যো ব্যাবৃত্তঃ সম্বন্ধো যস্তদ্বিষয়া সামান্যাবধারণপ্রধানাবৃত্তিরনুমানম্। যথা, দেশান্তরপ্রাপ্তেঃ গতিমৎ চন্দ্রতারকং, চৈত্রবৎ ; বিন্ধ্যশ্চাপ্রাপ্তিরগতিঃ।

আপ্তেন দৃষ্টোঽনুমিতো বা অর্থঃ পরত্র স্ববোধসংক্রান্তয়ে শব্দেনোপদিশ্যতে, শব্দাৎ তদর্থবিষয়াবৃত্তিঃ শ্রোতুরাগমঃ। যস্যা শ্রদ্ধেয়ার্থঃ বক্তা ন দৃষ্টানুমিতার্থঃ স আগমঃ প্লবতে, মূলবক্তরি তু দৃষ্টানুমিতার্থে নির্বিপ্লবঃ স্যাৎ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ। ইন্দ্রিয় রূপ প্রণালী (নালা) দ্বারা বাহ্য বস্তুর সহিত চিত্তের উপরাগ (সম্বন্ধ) হইলে ঐ বাহ্য বিষয়ে সামান্য (জাতি ঘটত্বাদি) ও বিশেষ (ঘটাদি ব্যক্তি) স্বরূপ অর্থের বিশেষ নিশ্চয় যাহাতে প্রধান থাকে এরূপ চিত্তবৃত্তিকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে। এই প্রমাণের ফল অর্থাৎ প্রমা অবিশিষ্ট (যেরূপ চিত্তে হয় পুরুষেও তাহাই) পৌরুষেয় (পুরুষের বলিয়া ভাসমান) চিত্তবৃত্তিবোধ। (অনুব্যবসায় স্থানীয়, বৃত্তির প্রকাশ) পুরুষ বুদ্ধির প্রতিসংবেদী অর্থাৎ বুদ্ধির ধর্ম্মে ধর্ম্মবান্, এ কথা অগ্রে বিশেষ রূপে প্রতিপন্ন হইবে।

অনুমেয়ের (বহ্ন্যাদি সাধ্যবিশিষ্ট পর্ব্বতাদি পক্ষের) তুল্যজাতীয় সকলে (সপক্ষ, যাহাতে বহ্নিরূপ সাধ্য আছে, পাকশালা প্রভৃতিতে) অনুবৃত্ত (বর্ত্তমান, সপক্ষ-সকলে থাকে) ভিন্ন জাতীয় (যাহাতে বহ্নিরূপ সাধ্য নাই, জল হ্রদ প্রভৃতি) সকল হইতে ব্যাবৃত্ত (সেখানে থাকে না, যেখানে সাধ্য নাই সেখানে থাকে না) যে সম্বন্ধ অর্থাৎ সম্বন্ধপদার্থ (ধূম প্রভৃতি হেতু যাহা পর্ব্বতাদিতে দৃষ্ট হয়) তদ্বিষয় (তন্নিবন্ধন, তাঁহার জ্ঞান হইতে যেটী উৎপন্ন হয়) সামান্য-নিশ্চয়-প্রধান সেই চিত্তবৃত্তিকে অনুমান বলে ; বহ্নি-ব্যাপ্য (বহ্নিকে ছাড়িয়া থাকে না) ধূম পর্ব্বতে আছে ইহা জানিলে পর্ব্বতে বহ্নি আছে এই জ্ঞানকে অনুমান বলে। যেমন চন্দ্র তারকার গতি আছে, কেননা উহাদের দেশান্তর প্রাপ্তি (এক স্থান হইতে অন্য স্থান লাভ) আছে ;

চৈত্রের ন্যায় অর্থাৎ চৈত্র (কোনও ব্যক্তি) এক স্থান হইতে অন্য স্থান পাইয়া থাকে সুতরাং উহার গতি আছে। বিন্ধ্যপর্ব্বতের গতি নাই সুতরাং এক স্থান হইতে অন্য স্থানের প্রাপ্তিও নাই।

আপ্ত (ভ্রম, প্রমাদ, বঞ্চনা, ইন্দ্রিয়াপাটব প্রভৃতি দোষশূন্য ব্যক্তি) কর্ত্তৃক প্রত্যক্ষীকৃত, অনুমিত অথবা শব্দদ্বারা অবগত পদার্থ সকল, "নিজের যেরূপ বোধ, শ্রোতারও ঐরূপ হউক" এই অভিপ্রায়ে অপর ব্যক্তির নিকট শব্দ দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া থাকে ; ঐ শব্দ শ্রবণ করিয়া শ্রোতার উক্ত পদার্থ বিষয়ে যে চিত্তবৃত্তি হয় তাহাকে আগম বলে। যে আগমের (শব্দের) বক্তা অশ্রদ্ধেয়ার্থ (যাহার কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে) এবং দৃষ্টানুমিতার্থ নহে (যিনি বক্তব্য বিষয় প্রত্যক্ষ বা অনুমান দ্বারা জানেন নাই) সেই আগম প্রমাণ হয় না। মূল বক্তা ঈশ্বর দৃষ্টানুমিতার্থ অর্থাৎ পদার্থ সকল দেখিয়াছেন, অনুমান করিয়াছেন, সুতরাং বিপ্লবের (মনু প্রভৃতি শাস্ত্রের প্রামাণ্যহানির) সম্ভাবনা নাই॥ ৭ ॥

মন্তব্য। যেমন জোয়ারের জল নদী হইতে বহির্গত হইয়া খাল বহিয়া ক্ষেত্রে পতিত হয়, এবং ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ মণ্ডল প্রভৃতি যেরূপ ক্ষেত্রের আকার থাকে তদ্রূপে পরিণত হয় ; চিত্তও সেইরূপে ইন্দ্রিয়রূপ প্রণালী দ্বারা বাহ্য বস্তুর সহিত সম্বদ্ধ হইয়া তদ্রূপ ধারণ করে, ইহাকেই বৃত্তি বা পরিণাম বলা যায়। অর্থ সকল কাহারও মতে সামান্য অর্থাৎ জাতি স্বরূপ (জাতির অতিরিক্ত ব্যক্তি নাই), কাহারও মতে বিশেষ অর্থাৎ ব্যক্তিমাত্র (ব্যক্তির অতিরিক্ত জাতি নাই), কেহ বা উক্ত সামান্য ও বিশেষের সমবায় রূপ অতিরিক্ত সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া সামান্য ও বিশেষ ব্যক্তিতে থাকে এরূপ বলেন। পতঞ্জলির মতে জাতি ও ব্যক্তির সম্বন্ধ তাদাত্ম্য অর্থাৎ অভেদ, সমবায় নহে। এই সামান্য বিশেষাত্মক পদার্থ বিষয়ে ইন্দ্রিয়-জন্য যে চিত্তবৃত্তি হয় তাহাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে। ইহার ফল পূর্ব্বোক্ত প্রমা অর্থাৎ বিষয় সাক্ষাৎকার, এই জ্ঞানই "এইটী ঘট, এইটী পট" ইত্যাদি বিশেষ ব্যবহারের কারণ। প্রত্যক্ষস্থলে পদার্থের সামান্য ভাবটী প্রকাশিত থাকিলেও উহা বিশেষ দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে। বস্তু মাত্রেরই সামান্য (শব্দ ও অনুমান দ্বারা যেরূপ অনির্দ্দিষ্টভাবে জ্ঞান হয়) ও বিশেষ (নির্দ্দিষ্টভাবে যেরূপ

জ্ঞান হয়.) রূপে দুইটী ধর্ম্ম আছে ; প্রত্যক্ষস্থলে বিশেষ ধর্ম্মটীর সম্যক্ স্ফুরণ হওয়ায় সামান্য ধর্ম্মটী প্রচ্ছন্নরূপে লক্ষিত হইয়া থাকে।

জড়ের ধর্ম্ম জড়ই হইয়া থাকে, একটী জড় অন্য জড়কে প্রকাশ করিতে পারে না। চিত্ত জড়পদার্থ, বিষয়াকারে পরিণামরূপ বৃত্তি চিত্তের ধর্ম্ম, সুতরাং জড়; এই জড়বৃত্তি স্বয়ং বিষয় প্রকাশ করিতে পারে না, পুরুষের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া চেতনায়মান হইয়া পারে, স্বচ্ছ দর্পণাদিতে সূর্য্য প্রতিবিম্ব পতিত হইলে উহা গৃহাদি প্রকাশ করিতে পারে। চিত্ত পূর্ব্বোক্তভাবে ইন্দ্রিয়সহকারে বিষয়াকারে পরিণত হইলে বিষয়বিশিষ্ট চিত্তবৃত্তি পুরুষে প্রতিফলিত হয়, ইহাকেই প্রমা বা বোধ বলা যায়। এই প্রমা পূর্ব্বোক্ত চিত্তবৃত্তি হইলে হয় সুতরাং চিত্তবৃত্তিকে প্রমাণ (প্রমার কারণ) বলা হইয়াছে। সাংখ্যশাস্ত্রে চিত্তবৃত্তিরূপ প্রমাণ ন্যায়শাস্ত্রের ব্যবসায় জ্ঞানস্থানীয়, সাংখ্যের প্রমাটী ন্যায়-শাস্ত্রের অনুব্যবসায় জ্ঞানস্থানীয়। এ বিষয়ে পাতঞ্জল ও সাংখ্যের মতভেদ নাই। প্রমা জ্ঞানে আত্মা, চিত্তবৃত্তি ও বিষয় সমস্ত জ্ঞাত হয়, যেমন, "ঘটমহং জানামি" "ঘটজ্ঞানবানহং" ইত্যাদি। ইহাকেই বিষয় সাক্ষাৎকার বলা যায়। প্রমাতা প্রভৃতির বিভাগ এইরূপে উক্ত আছে।

প্রমাতা চেতনঃ শুদ্ধঃ প্রমাণং বৃত্তিরেব চ।
প্রমাঽর্থাকারবৃত্তীনাং চেতনে প্রতিবিম্বনম্॥
প্রতিবিম্বিতবৃত্তীনাং বিষয়ো মেয় উচ্যতে।
বৃত্তয়ঃ সাক্ষিভাস্যাঃ স্যুঃ করণস্যানপেক্ষণাৎ॥
সাক্ষাদ্দর্শনরূপঞ্চ সাক্ষিত্বং সাংখ্যসূত্রিতম্।
অবিকারেণ দ্রষ্টৃত্বং সাক্ষিত্বং চাপরে জগুঃ॥

অর্থাৎ শুদ্ধ চৈতন্য (পুরুষ) প্রমাতা (প্রমা জ্ঞানের আশ্রয়), চিত্তের বৃত্তি প্রমাণ, অর্থাকারে চিত্তবৃত্তি সকলের পুরুষে প্রতিবিম্ব প্রমা, উক্ত বৃত্তির বিষয় মেয় (জ্ঞানের বিষয়, জ্ঞেয়)। ইন্দ্রিয় প্রভৃতি করণের অপেক্ষা করে না বলিয়া বৃত্তি সকল সাক্ষিভাস্য (পুরুষ কর্তৃক প্রকাশিত) হইয়া থাকে। সাংখ্য মতে অপরের অপেক্ষা না করিয়া যে প্রত্যক্ষ দর্শন করে তাহাকে (পুরুষকে) সাক্ষী বলে। কাহারও মতে স্বয়ং বিকারী না হইয়া যে দর্শন করে তাহাকে সাক্ষী বলে।

বাচস্পতি মিশ্রের মতে পুরুষ চিত্তবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত হইয়াই চিত্তবৃত্তির ছায়া বিশিষ্ট হয়, পৃথক্‌রূপে বৃত্তির ছায়া পুরুষে পড়ে না। যোগ বার্ত্তিককার বিজ্ঞান ভিক্ষুর মতে চিত্তবৃত্তি ও পুরুষ এই পরস্পরের ছায়া পরস্পরে পতিত হয়। যেরূপেই হউক বিষয়াকারে চিত্তবৃত্তি হইলে উহা পুরুষের স্বকীয় বলিয়া বোধ হয়, চিত্তে ও পুরুষে বিশেষ থাকে না বলিয়াই প্রতীতি হয়। ভাষ্যকার তাহাই বলিয়াছেন "অবিশিষ্টঃ" ইতি।

একটী পদার্থের (যে ছাড়িয়া থাকে না, ধূমাদির) জ্ঞান হইতে অপর পদার্থের (যাহাকে ছাড়িয়া থাকে না, বহ্নি প্রভৃতির) জ্ঞানকে অনুমান বলে। অনুমানের কারণ ব্যাপ্তিজ্ঞান, ব্যভিচারের অভাবকে ব্যাপ্তি বলে, ছাড়িয়া থাকার নাম ব্যভিচার "বিহায়স্থিতির্ব্যভিচারঃ"। এই ব্যাপ্তি যাহাতে থাকে তাহাকে ব্যাপ্য বলে, যাহার ব্যাপ্তি তাহাকে ব্যাপক বলে, ব্যাপ্য ধূমাদির জ্ঞান হইতে ব্যাপক বহ্নি প্রভৃতির জ্ঞান হয়, কারণ ধূম বহ্নির ব্যাপ্য অর্থাৎ বহ্নিকে ছাড়িয়া কুত্রাপি অবস্থান করে না। বহ্নির জ্ঞান হইতে ধূমের জ্ঞান হইতে পারে না, কারণ বহ্নি ধূমের ব্যাপ্য নহে; ব্যভিচারী, অর্থাৎ ধূমকে ছাড়িয়া অয়োগোলকে অবস্থান করে। ধূমাদি ব্যাপ্যকে হেতু ও বহ্ন্যাদি ব্যাপককে সাধ্য বলে। যে হেতু সকল সপক্ষে (যাহাতে সাধ্য আছে বলিয়া নিশ্চয় আছে) অবস্থান করে, কোনও বিপক্ষে (যাহাতে সাধ্য নাই বলিয়া নিশ্চয় আছে) অবস্থান করে না। তাহাকে সৎ হেতু বলে; পক্ষে (যেখানে সাধ্যের সংশয় আছে) উক্ত সাধ্য ব্যাপ্য হেতু আছে এইরূপ জ্ঞান হইলে অনুমান হয়, ইহাকেই পরামর্শ বলে। ব্যাপ্তি দুই প্রকার, অন্বয় ও ব্যতিরেক, তৎ সত্ত্বে (হেতু থাকিলে) তৎ সত্তা (সাধ্যের থাকা) অন্বয়। তদসত্ত্বে (সাধ্য না থাকিলে) তদসত্তা (হেতুর না থাকা) ব্যতিরেক। ভাষ্যের প্রথম উদাহরণ "গতিমৎ চন্দ্রতারকং দেশান্তরপ্রাপ্তেঃ" এইটী অন্বয় স্থল। দ্বিতীয়টী "বিন্ধ্যশ্চাপ্রাপ্তিরগতিঃ" ব্যতিরেক স্থল। অন্বয় স্থলে হেতু ও সাধ্য এক স্থানে আছে এরূপ জ্ঞান পূর্ব্বে হয়, ব্যতিরেক স্থলে সেরূপ হয় না। অনুমান স্বার্থ ও পরার্থভেদে দ্বিবিধ। ধূম দেখিয়া বহ্নির জ্ঞান নিজের হওয়া এইটী স্বার্থানুমান। ন্যায় বাক্য দ্বারা অপরের নিকট কিছু প্রতিপন্ন করাকে পরার্থানুমান বলে। পরার্থানুমানে প্রতিজ্ঞা হেতু উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন

এই পঞ্চ অবয়বের আবশ্যক। প্রতিজ্ঞা চন্দ্রতারকং গতিমৎ, হেতু দেশান্তর-প্রাপ্তেঃ, উদাহরণ যৎ যৎ দেশান্তরপ্রাপ্তিমৎ তৎ গতিমৎ, যথা চৈত্রঃ, উপনয় গতি-ব্যাপ্য-দেশান্তরপ্রাপ্তিমৎ চন্দ্রতারকং, নিগমন—তস্মাৎ গতিমৎ। বিশেষ বিবরণ সিদ্ধান্তমুক্তাবলী প্রভৃতি ন্যায়শাস্ত্রে আছে।

প্রবঞ্চনা স্থলে প্রযুক্ত শব্দ সকল প্রমাণ হয় না, বক্তার হৃদয়ে যেরূপ সংস্কার থাকে, শ্রোতার তদ্রূপ জ্ঞান হইলে প্রমাণ হয়। মহাভারতে যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন, "অশ্বত্থামা হতঃ" এটী প্রমাণ নহে, কারণ বক্তা যুধিষ্ঠিরের মনে অশ্বত্থামা গজ মরিয়াছে এইরূপ সংস্কার ছিল, কিন্তু এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রোতা দ্রোণাচার্য্যের জ্ঞান হইয়াছিল তাঁহার পুত্র অশ্বত্থামা মরিয়াছে এখানে বক্তার স্ববোধের সংক্রম শ্রোতার চিত্তে হয় নাই।

বেদে যাহা বর্ণিত আছে তাহাই স্মরণ করিয়া মনু প্রভৃতি শাস্ত্র লেখা হইয়াছে। বেদের কর্ত্তা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর, তাঁহার ভ্রমের সম্ভাবনা নাই, সুতরাং স্মৃতি পুরাণ (যাহা বেদের অনুসারে লিখিত) প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্রই প্রমাণ। নাস্তিক প্রভৃতি দর্শনে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর নাই, সুতরাং তাহাদের কোনও শাস্ত্র-প্রমাণ নহে, স্বকপোলকল্পিত বকবাদ মাত্র।

শব্দ শ্রবণ করিলেই অর্থ বোধ হয় না, শব্দের শক্তি (সংকেত, এই শব্দদ্বারা এই অর্থ বুঝায়) জ্ঞান আবশ্যক। শক্তি, লক্ষণা, ব্যঞ্জনা ও তাৎপর্য্য এই চারি প্রকার শব্দের বৃত্তি আছে। শাব্দবোধে আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা, আসত্তি ও তাৎপর্য্য জ্ঞান কারণ। গ্রন্থবাহুল্য ভয়ে বিশেষ বিবরণ বলা হইল না।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ স্থলে চিত্তের বৃত্তি একরূপ হয় না; প্রত্যক্ষ স্থলে ইন্দ্রিয়কে দ্বার করিয়া চিত্ত বিষয়দেশে গমন করিয়া বিষয়ের আকার ধারণ করে, পরোক্ষ স্থলে সেরূপ ঘটে না, প্রত্যক্ষকেই বিষয়সাক্ষাৎকার বলা হয়।

পুরুষের বোধকে (সাক্ষাৎকারকে) প্রমা বলিয়া চিত্তবৃত্তিকে (উক্ত প্রমার করণকে) প্রমাণ বলা হইয়াছে, চিত্তবৃত্তিকে প্রমা বলিলে ইন্দ্রিয়াদিকে প্রমাণ বলা যাইতে পারে। ন্যায়শাস্ত্রে চিত্তবৃত্তিস্থানীয় ব্যবসায় জ্ঞানই প্রমা সুতরাং ইন্দ্রিয়াদিই প্রমাণ, সাংখ্য পাতঞ্জল শাস্ত্রে অনুব্যবসায় স্থানীয় পৌরুষেয় বোধই প্রমা সুতরাং চিত্তবৃত্তিই প্রমাণ।

শাস্ত্রে; প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, উপমান, অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি, ঐতিহ্য ও

সম্ভব এই আটটী প্রমাণের উল্লেখ আছে। চার্ব্বাক বা নাস্তিক মতে প্রমাণ ১টী—প্রত্যক্ষ। বৌদ্ধ ও বৈশেষিক (কণাদ) মতে ২টী—প্রত্যক্ষ ও অনুমান। সাংখ্য ও পাতঞ্জল মতে ৩টী—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ (আগম)। ন্যায় মতে ৪টী, পূর্ব্বোক্ত ৩টী ও উপমান। প্রভাকর (মীমাংসক, গুরু) মতে পূর্ব্বোক্ত ৪টী ও অর্থাপত্তি এই ৫টী। ভট্ট ও বৈদান্তিক মতে পূর্ব্বোক্ত ৫টী ও অনুপলব্ধি এই ৬টী। ঐতিহ্য ও সম্ভব প্রমাণ পুরাণাদি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে ॥ ৭ ॥

সূত্র। বিপর্য্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রূপপ্রতিষ্ঠম্ ॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা। অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠং (তদ্রূপে জ্ঞানপ্রতিভাসিরূপে, ন প্রতিষ্ঠতে নাবাধিতং বর্ত্ততে ইতি) মিথ্যাজ্ঞানং (অতদ্বতি তৎপ্রকারকং ভ্রমজ্ঞানং) বিপর্য্যয়ঃ (বিপর্য্যয় নাম্নী চিত্তবৃত্তিরিত্যর্থঃ) ॥ ৮ ॥

তাৎপর্য্য। যে জ্ঞান বিজ্ঞাত বিষয়ে স্থির থাকে না, পরিণামে বাধিত হয়, সেই মিথ্যাজ্ঞানকে বিপর্য্যয় অর্থাৎ ভ্রম বলা যায় ॥ ৮ ॥

ভাষ্য। স কস্মাৎ ন প্রমাণম্ ? যতঃ প্রমাণেন বাধ্যতে, ভূতার্থবিষয়ত্বাৎ প্রমাণস্য, তত্র প্রমাণেন বাধনমপ্রমাণস্য দৃষ্টং, তৎ যথা, দ্বিচন্দ্রদর্শনং সদ্বিষয়েণৈকচন্দ্রদর্শনেন বাধ্যতে ইতি। সেয়ং পঞ্চপর্ব্বা ভবতি অবিদ্যা, অবিদ্যাঽস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ ক্লেশা ইতি, এতে এব স্বসংজ্ঞাভিঃ তমো মোহো মহামোহ স্তামিস্রঃ অন্ধতামিস্র ইতি, এতে চিত্তমলপ্রসঙ্গেনাভিধাস্যন্তে ॥ ৮ ॥

অনুবাদ। সে (বিপর্য্যয়) প্রমাণ হয় না কেন ? প্রমাণের দ্বারা বাধিত হয় বলিয়াই বিপর্য্যয় জ্ঞানকে প্রমাণ বলা যায় না। প্রমাণ জ্ঞান ভূতার্থবিষয় অর্থাৎ উহার বিষয় কখনই বাধিত (নাই বলিয়া) হয় না। প্রমাণ ও অপ্রমাণ জ্ঞানের মধ্যে অপ্রমাণজ্ঞাণ প্রমাণজ্ঞান দ্বারা বাধিত হয় এরূপ দেখা যায় ; যেমন "চন্দ্র একটী" এই যথার্থ জ্ঞান দ্বারা "চন্দ্র দুইটী" এই ভ্রমজ্ঞান বাধিত হয় (মিথ্যা বলিয়া বুঝায়)। ভ্রমরূপ এই অবিদ্যা পঞ্চ পর্ব্ব অর্থাৎ পঞ্চ অবয়বে বিভক্ত, পর্ব্ব পাঁচটীর নাম ; অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। ইহারা যথাক্রমে তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও

অন্ধতামিস্র নামে অভিহিত হয়। চিত্তমল নিরূপণ প্রস্তাবে। (সাধন পাদে ৫—৯ সূত্রে) ইহাদিগকে বিশেষরূপে বলা যাইবে।

মন্তব্য। এক বস্তুকে অন্যরূপে জানার নাম বিপর্য্যয় বা ভ্রমজ্ঞান, যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান, শুক্তিতে রজতজ্ঞান ইত্যাদি। প্রথমতঃ শুক্তিরজত প্রভৃতি ভ্রমজ্ঞান জন্মে, পরিশেষে "এটী রজত নয় কিন্তু শুক্তি (ঝিনুক)" এইরূপ যথার্থ জ্ঞান জন্মিলে পূর্ব্বজ্ঞান বাধিত হয়। প্রথমে হইয়াছে বলিয়া পূর্ব্ব (ভ্রম) জ্ঞান প্রবল এবং পরে হইয়াছে বলিয়া উত্তর (যথার্থ) জ্ঞান দুর্ব্বল, অতএব উত্তরজ্ঞান দ্বারা পূর্ব্বজ্ঞান বাধিত হইবে না এরূপ আশঙ্কা করা উচিত নহে। পূর্ব্বাপর বলিয়া জ্ঞানের সবল দুর্ব্বলভাব হয় না; যে জ্ঞানের বিষয় বাধিত (নাই বলিয়া বিবেচিত) তাহাকেই দুর্ব্বল এবং যাহার বিষয় বাধিত নহে তাহাকে প্রবল বলা যায়; সুতরাং অবাধিত বিষয় উত্তরজ্ঞান বাধিত বিষয় পূর্ব্বজ্ঞান হইতে প্রবল। যে স্থলে পূর্ব্বজ্ঞানকে অপেক্ষা করিয়া উত্তরজ্ঞান জন্মে, সেখানে পূর্ব্বজ্ঞানের বাধা জন্মাইতে উত্তরজ্ঞানের সংকোচ হইতে পারে। এ স্থলে কেহ কাহারও অপেক্ষা রাখে না। স্বতন্ত্রভাবে আপন আপন কারণ হইতে জ্ঞানদ্বয় জন্মিয়া থাকে, অতএব সত্যজ্ঞান ভ্রমজ্ঞানের বাধা করিতে পারে।

"এটা ইহা কি না?" ইত্যাদি সংশয়জ্ঞানও বিপর্য্যয়ের অন্তর্গত। বিপর্য্যয় ও সংশয়ের প্রভেদ এই, বিপর্য্যয় স্থলে বিচার করিয়া পদার্থের অন্যথাভাব প্রতীতি হয়, জ্ঞানকালে হয় না। সংশয় স্থলে জ্ঞানকালেই পদার্থের অস্থিরতা প্রতীত হয় অর্থাৎ সংশয় স্থলে পদার্থ সকল "এটী এইরূপই" এরূপভাবে নিশ্চিত হয় না। ভ্রমস্থলে বিপরীত রূপে একটা নিশ্চয় হইয়া যায়, উত্তরকালে "উটী ওরূপ নহে" এইরূপে বাধিত হয়।

অবিদ্যা প্রভৃতির সংজ্ঞা বিষ্ণুপুরাণে উক্ত আছে, তমো মোহো মহামোহস্তামিস্রস্ত্বন্ধসংজ্ঞকঃ। অবিদ্যা পঞ্চ পর্ব্বৈষা প্রাদুর্ভূতা মহাত্মন ইতি। ইহাদের অবান্তরভেদ সাংখ্যকারিকায় উক্ত আছে, যথা, ভেদস্তমসোঽষ্টবিধো মোহস্য চ দশবিধো মহামোহঃ। তামিস্রোঽষ্টাদশধা তথা ভবত্যন্ধতামিস্রঃ ইতি॥ ৮॥

সূত্র। শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ॥ ৯॥

ব্যাখ্যা। শব্দজ্ঞানানুপাতী (শব্দশ্চ জ্ঞানঞ্চ শব্দজ্ঞানে, শব্দজনিতং জ্ঞানং

শব্দজ্ঞানং ইতি বা। তদনুপতিতুং বিষয়ীকর্ত্তুং শীলমস্য স তথোক্তঃ) বস্তুশূন্যঃ (নির্ব্বিষয়ঃ) বিকল্পঃ (আরোপঃ, পূর্ব্বোক্তা বৃত্তিঃ বিকল্প ইতি কথ্যতে) ॥ ৯ ॥

তাৎপর্য্য। বিষয় না থাকিলেও "নরশৃঙ্গ" প্রভৃতি শব্দ শ্রবণ করিলে সকলেরই একরূপ জ্ঞান হয়, উহাকে বিকল্পবৃত্তি বলে ॥ ৯ ॥

ভাষ্য। স ন প্রমাণোপারোহী, ন বিপর্য্যয়োপারোহী চ, বস্তুশূন্যত্বেঽপি শব্দজ্ঞানমাহাত্ম্যনিবন্ধনো ব্যবহারো দৃশ্যতে, তদ্‌যথা চৈতন্যং পুরুষস্য স্বরূপম্ ইতি, যদা চিতিরেব পুরুষস্তদা কিমত্র কেন ব্যপদিশ্যতে, ভবতি চ ব্যপদেশে বৃত্তিঃ যথা চৈত্রস্য গৌরিতি। তথা প্রতিষিদ্ধবস্তুধর্ম্মা নিষ্ক্রিয়ঃ পুরুষঃ, তিষ্ঠতি বাণঃ স্থাস্যতি স্থিত ইতি, গতিনিবৃত্তৌ ধাত্বর্থমাত্রং গম্যতে। তথাঽনুৎপত্তি-ধর্ম্মা পুরুষ ইতি, উৎপত্তিধর্ম্মস্যাভাবমাত্রমবগম্যতে ন পুরুষান্বয়ী ধর্ম্মঃ, তস্মাৎ বিকল্পিতঃ স ধর্ম্মস্তেন চাস্তি ব্যবহার ইতি ॥ ৯ ॥

অনুবাদ। বিকল্পকে প্রমাণ বলা যায় না, (কারণ বস্তুশূন্য অর্থাৎ পদার্থবিহীন) বিপর্য্যয়ও বলা যায় না, কারণ বস্তুশূন্য হইলেও শব্দজ্ঞান প্রভাবে চিরন্তন ব্যবহার দেখা যায়। যেমন, চৈতন্য অর্থাৎ জ্ঞান পুরুষের স্বরূপ (ধর্ম্ম), যদি চৈতন্যই পুরুষ হয়, উভয়ে কোনও ভেদ না থাকে তবে কাহার দ্বারা কাহার পরিচয় হইবে? অথচ "চৈত্রের গরু" ইত্যাদির ন্যায় ব্যপদেশ (বিশেষ্য বিশেষণভাব) হইয়া থাকে। এইরূপ পুরুষ প্রতিষিদ্ধবস্তুধর্ম্মা অর্থাৎ পৃথিব্যাদি বস্তুধর্ম্মের (পরিস্পন্দ প্রভৃতির) অভাব পুরুষে আছে, এবং ক্রিয়ার অভাব পুরুষে আছে; (সিদ্ধান্তে অভাব নামে কোনও পদার্থ নাই, অথচ তাহা দ্বারা চিরন্তন ব্যবহার চলিতেছে) এইরূপ, বাণ অবস্থান করিতেছে, করিয়াছিল এবং করিবে, এস্থলে স্থাধাতু দ্বারা গতিনিবৃত্তি (অভাব) রূপ একটী কল্পিত পদার্থের বোধ হইতেছে, ঐ কল্পিত পদার্থে আবার পূর্ব্বাপরীভাবে ভূত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কাল বুঝাইতেছে। এইরূপ পুরুষ অনুৎপত্তিধর্ম্মা, অর্থাৎ পুরুষে অনুৎপত্তি (উৎপত্তির অভাব) নামক একটী ধর্ম্ম আছে এরূপ বোধ হয়, অথচ অভাব নামে কোনও একটী পদার্থ নাই, অতএব উক্ত সকল স্থলে অভাব

প্রভৃতি ধর্ম্ম সমুদায় বিকল্পিত অর্থাৎ বিকল্পবৃত্তি দ্বারা বিজ্ঞাত, উক্ত কল্পিত ধর্ম্ম দ্বারা চিরন্তন ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে ॥ ৯ ॥

মন্তব্য। শব্দের এমনই একটী অনির্ব্বচনীয় প্রভাব আছে, যে অর্থ থাকুক আর নাই থাকুক, উচ্চারিত হইলেই একটী অর্থ বুঝাইয়া দেয়, মীমাংসক বলিয়াছেন "অত্যন্তমপ্যসত্যর্থে শব্দো জ্ঞানং করোতি হি" অর্থাৎ পদার্থ অত্যন্ত অসৎ (একেবারে না থাকা) হইলেও শব্দ জ্ঞান উৎপন্ন করিয়া থাকে। নরশৃঙ্গ, আকাশকুসুম প্রভৃতি পদার্থ নাই, তথাপি ঐ সকল শব্দ শ্রবণ করিলে একটা অর্থ বুঝায়, ইহাকেই বিকল্পবৃত্তি বলে। সত্যস্থলে শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান এই তিনটী বর্ত্তমান থাকে, বিকল্পস্থলে অর্থ থাকে না, কেবল শব্দ ও জ্ঞান থাকে, "শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যঃ" দ্বারা এই কথাই বলা হইয়াছে।

বিকল্পবৃত্তি দ্বারা কোনও স্থলে অভেদে ভেদ, কোথাও বা ভেদে অভেদ প্রতীতি হইয়া থাকে। ষষ্ঠী বিভক্তি থাকিলে ভেদ বুঝায়, "চৈত্রস্য গৌঃ" (চৈত্রের গরু) বলিলে চৈত্রে (কোনও ব্যক্তিতে) ও গরুতে ভেদ আছে এরূপ বুঝায়, "রাহোঃ শিরঃ" (রাহুর মস্তক) বলিলেও ঐরূপ রাহুতে ও মস্তকে ভেদ আছে এরূপ বুঝা উচিত, উচিত বটে কিন্তু রাহুতে ও মস্তকে ভেদ নাই, মস্তকই রাহু, এইটী অভেদে ভেদের দৃষ্টান্ত। ক্ষিপ্ত মূঢ় প্রভৃতি চিত্তের ধর্ম্ম, সুতরাং চিত্ত হইতে ভিন্ন. তথাপি ক্ষিপ্তং চিত্তং, মূঢ়ং চিত্তং ইত্যাদিরূপে অভেদ-নির্দ্দেশ হইয়া থাকে ; এই সকল ভেদে অভেদের দৃষ্টান্ত। সাংখ্য পাতঞ্জল মতে অভাব নামক কোনও পদার্থ নাই, উহা অধিকরণের স্বরূপ, তথাপি এই কল্পিত অভাব দ্বারা "নিষ্ক্রিয়ঃ পুরুষঃ" অর্থাৎ ক্রিয়ার অভাব বিশিষ্ট পুরুষ ইত্যাদি শত সহস্র ব্যবহার চলিতেছে, এস্থলে অভেদে ভেদ আরোপ হইয়াছে।

ভাষ্যের "প্রতিষিদ্ধবস্তুধর্ম্মা" এস্থলে প্রতিষিদ্ধা বস্তুধর্ম্মাঃ এরূপও পাঠ আছে, তাহার অর্থ, বস্তুর ধর্ম্ম সমুদায় প্রতিষিদ্ধাঃ প্রতিষেধব্যাপ্যাঃ অর্থাৎ অভাবের সহিত সম্বদ্ধ ; অভাবের সহিত ভাবের সম্বন্ধ হইতে পারে না তথাপি সম্বন্ধ আছে বলিয়া ব্যবহার চলিতেছে।

যথার্থকে অযথার্থ বলিয়া জানা বিপর্য্যয় ও বিকল্পে সমান, বিশেষ এই, বিপর্য্যয় স্থলে একবার বাধজ্ঞান (যেটী যাহা, সেটীকে তাহা বলিয়া জানা) হইলে আর ব্যবহার চলে না, সাধারণেরই ঐ বাধজ্ঞান হইতে পারে ; বিকল্প-

স্থলে সেরূপ হয় না, অযথার্থ বলিয়া জানিয়া শুনিয়াও আরোপিত পদার্থ দ্বারা ব্যবহার চলিয়া থাকে। বিকল্পবৃত্তি দ্বারা আরোপিত পদার্থ সকলকে অযথার্থ বলিয়া সকলে জানিতে পারে না, পণ্ডিতগণেরই উক্ত বিষয়ে যথার্থজ্ঞান হইয়া থাকে।

বিপর্য্যয়ের অতিরিক্ত বিকল্পবৃত্তি সকলে স্বীকার করেন না বলিয়াই ভাষ্যে উদাহরণ অনেকরূপে দেখান হইয়াছে ॥ ৯ ॥

সূত্র। অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তির্নিদ্রা ॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা। অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা (জাগ্রৎস্বপ্নবৃত্তীনাং অভাবস্তস্য প্রত্যয়ঃ কারণং চিত্তসত্বাচ্ছাদকং তমঃ, তদেবালম্বনং বিষয়ো যস্যাঃ সা তথোক্তা) বৃত্তিঃ (চিত্তস্য পরিণামবিশেষঃ) নিদ্রা (সুষুপ্তিঃ. তমোবিষয়া চিত্তবৃত্তিঃ নিদ্রা ইতি কথ্যতে)॥ ১০ ॥

তাৎপর্য্য। চিত্তের যে অবস্থায় বহিরিন্দ্রিয়জন্য জাগ্রৎবৃত্তি এবং কেবল মনোজন্য স্বপ্নবৃত্তি কিছুই হয় না, তাহাকে নিদ্রাবৃত্তি বলে, এই অবস্থায় প্রকাশের বিরোধী তমোগুণই চিত্তের বিষয় হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

ভাষ্য। সা চ সম্প্রবোধে প্রত্যবমর্শাৎ প্রত্যয়বিশেষঃ। কথং? সুখমহং অস্বাপ্সং প্রসন্নং মে মনঃ প্রজ্ঞাং মে বিশারদী করোতি; দুঃখমহং অস্বাপ্সং স্ত্যানং মে মনঃ ভ্রমত্যনবস্থিতং, গাঢ়ং মূঢ়ঃ অহং অস্বাপ্সং গুরূণি মে গাত্রাণি ক্লান্তং মে চিত্তমলসং মুষিতমিব তিষ্ঠতীতি। স খল্বয়ং প্রবুদ্ধস্য প্রত্যবমর্শো ন স্যাৎ অসতি প্রত্যয়ানুভবে তদাশ্রিতাঃ স্মৃতয়শ্চ তদ্বিষয়া ন স্যুঃ, তস্মাৎ প্রত্যয়বিশেষো নিদ্রা, সা চ সমাধৌ ইতরপ্রত্যয়বন্নিরোদ্ধব্যেতি ॥ ১০ ॥

অনুবাদ। সেইটী (নিদ্রাটী) একটী প্রত্যয় অর্থাৎ অনুভববিশেষ, কারণ জাগ্রৎ অবস্থায় উহার স্মরণ হয়। কিরূপ ? (কিভাবে স্মরণ হয়, তাহা সত্ত্ব প্রভৃতি গুণভেদে বিশেষ করিয়া বলা হইতেছে) আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, আমার মন নির্ম্মল হইয়া স্বচ্ছবৃত্তি উৎপন্ন করিতেছে, এইটী সাত্বিক স্মরণ। আমি দুঃখে নিদ্রিত ছিলাম, আমার মন অকর্ম্মণ্য হইয়া অস্থিরভাবে ভ্রমণ করিতেছে (বিষয় হইতে বিষয়ান্তর গ্রহণ করিতেছে) এইটী রাজসিক

স্মরণ। আমি অতিমাত্র মূঢ়ভাবে নিদ্রিত ছিলাম, আমার শরীর ভারবোধ হইতেছে, চিত্ত শ্রান্ত হইয়া অলস হইয়াছে, চিত্ত নাই বলিয়াই যেন বোধ হইতেছে, এইটী তামসিক স্মরণ। নিদ্রাকালে তমঃ বিষয়ে চিত্তবৃত্তি (অনুভব) না হইলে প্রবুদ্ধ ব্যক্তির উক্তরূপ স্মরণ হইতে পারিত না, চিত্তে আশ্রিত বৃত্তিবিষয়ে স্মৃতিও হইতে পারিত না; সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে, নিদ্রাকালে তমঃ বিষয়ে চিত্তের বৃত্তি হইয়াছিল, অতএব নিদ্রা একটী প্রত্যয়বিশেষ অর্থাৎ অনুভব। অপরাপর বৃত্তির ন্যায় নিদ্রাবৃত্তিকেও সমাধিকালে নিরোধ করিতে হইবে ॥ ১০ ॥

মন্তব্য। নৈয়ায়িক প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণ নিদ্রাকে একটী বৃত্তি (জন্যজ্ঞান) বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন সকল জ্ঞানের অভাবই নিদ্রা (সুষুপ্তি) কালে হয়; কারণ উক্ত কালে কোনও জ্ঞানেরই কারণ থাকে না, তখন কি বহিরিন্দ্রিয়, কি অন্তরিন্দ্রিয় কাহারই ব্যাপার নাই, সুতরাং কিরূপে জ্ঞান জন্মিবে? পতঞ্জলির মতে নিদ্রা একটী বৃত্তি, যখন দেখা যাইতেছে পূর্ব্বোক্তরূপে জাগ্রৎকালে সকলেরই নিদ্রাবিষয়ে স্মরণ হইয়া থাকে তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, নিদ্রাও একটী অনুভববিশেষ, কারণ অনুভব না হইলে কখনই স্মরণ হয় না। নিদ্রাকে একটী বৃত্তি বলিয়া বিধান করিবেন বলিয়াই সূত্রে পুনর্ব্বার বৃত্তিপদের উল্লেখ হইয়াছে, অধিকৃতপদ (এখানে বৃত্তিপদ) বিধায়ক হয় না অর্থাৎ এস্থলে অধিকৃত (পূর্ব্বসূত্র হইতে যাঁহার অধিকার আসিতেছে) বৃত্তি পদটী নিদ্রাকে বৃত্তি বলিয়া বিধান করিতে সমর্থ নহে, তাই পুনর্ব্বার বৃত্তির উল্লেখ। এ বিষয়ে বৈদান্তিকেরও সম্মতি আছে, বিশেষ এই তাঁহারা উক্ত কালে সচ্চিদানন্দ আত্মতত্ত্বেরও স্ফুরণ স্বীকার করেন, এবং উক্ত বৃত্তিকে অজ্ঞানের বৃত্তি বলিয়া থাকেন, উক্ত অবস্থা তাঁহাদের মতে আনন্দময় কোষ।

চিত্ত জাগ্রৎকালে ত্বক্ ইন্দ্রিয়ে, স্বপ্নকালে মেধ্যা নাড়ীতে এবং সুষুপ্তি (নিদ্রা) কালে পুরীতৎ নাড়ীতে অবস্থিত থাকে ॥ ১১ ॥

সূত্র। অনুভূত বিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ ॥ ১১ ॥

ব্যাখ্যা। অনুভূতবিষয়াসম্প্রমোষঃ (অনুভূতৌ জ্ঞাতৌ যৌ বিষয়ৌ বৃত্তি-

তদ্গোচরার্থো তয়োরসম্প্রমোষঃ অস্তেয়ঃ অনপহরণমিতি যাবৎ) স্মৃতিঃ (স্মরণং সংস্কার দ্বারা অনুভবমাত্রজন্যত্বং স্মৃতিত্বমিতি) ॥ ১১ ॥

তাৎপর্য্য। প্রমাণ বিপর্য্যয় প্রভৃতি দ্বারা অধিগত পদার্থ হইতে অতিরিক্ত পদার্থ বিষয় করে না, এমত চিত্তবৃত্তিকে স্মৃতি বলে। সংস্কারকে দ্বার করিয়া অনুভবই স্মৃতির জনক হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

ভাষ্য। কিং প্রত্যয়স্য চিত্তং স্মরতি, আহোস্বিৎ বিষয়স্যেতি ? গ্রাহ্যোপরক্তঃ প্রত্যয়ো গ্রাহ্যগ্রহণোভয়াকারনির্ভাসঃ তথা জাতীয়কং সংস্কারমারভতে, স সংস্কারঃ স্বব্যঞ্জকাঞ্জনঃ তদাকারামেব গ্রাহ্যগ্রহণো ভয়াত্মিকাং স্মৃতিং জনয়তি। তত্র গ্রহণাকারপূর্ব্বা বুদ্ধিঃ, গ্রাহ্যাকার-পূর্ব্বা স্মৃতিঃ ; সা চ দ্বয়ী ভাবিতস্মর্ত্তব্যা চ অভাবিতস্মর্ত্তব্যা চ, স্বপ্নে ভাবিতস্মর্ত্তব্যা, জাগ্রৎসময়ে তু অভাবিতস্মর্ত্তব্যেতি। সর্ব্বাঃ স্মৃতয়ঃ প্রমাণবিপর্য্যয়বিকল্পনিদ্রাস্মৃতীনামনুভবাৎ প্রভবন্তি। সর্ব্বাশ্চৈতা-বৃত্তয়ঃ সুখদুঃখমোহাত্মিকাঃ, সুখদুঃখমোহাশ্চ ক্লেশেষু ব্যাখ্যেয়াঃ, সুখানুশয়ী রাগঃ, দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ, মোহঃ পুনরবিদ্যেতি। এতাঃ সর্ব্বা বৃত্তয়ো নিরোদ্ধব্যাঃ। আসাং নিরোধে সম্প্রজ্ঞাতো বা সমাধি র্ভবতি অসম্প্রজ্ঞাতো বেতি ॥ ১১ ॥

অনুবাদ। চিত্ত কি প্রত্যয়কে (অনুভবকে) স্মরণ করে, অথবা বিষয়কে স্মরণ করে ? এই প্রশ্নের উত্তর, উভয়কেই স্মরণ করে ; কেননা অনুভব বিষয়ের (ঘটপটাদির) উপরক্ত অর্থাৎ বিষয়াধীন হইলেও বিষয় ও জ্ঞান উভয়াকারে ভাসমান হইয়া স্বানুরূপ (বিষয়ও জ্ঞানাকার) সংস্কার উৎপন্ন করে, সেই সংস্কার আপনার উদ্বোধকের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া সেইরূপেই বিষয় ও জ্ঞানাকারে স্মরণ জন্মায়। অনুভব ও স্মৃতি উভয়েই বিষয় ও জ্ঞানের অবভাস হয়, বিশেষ এই বুদ্ধি (অনুভব) গ্রহণাকার প্রধান অর্থাৎ ইহাতে অজ্ঞাতের জ্ঞান হয় বলিয়া জ্ঞানাংশেরই প্রাধান্য থাকে, স্মৃতিতে জ্ঞাতের জ্ঞান বলিয়া বিষয়াংশই প্রধান থাকে। এই স্মৃতি দুই প্রকার, ভাবিতস্মর্ত্তব্য অর্থাৎ যাহার স্মর্ত্তব্য (স্মরণের বিষয়) ভাবিত (কল্পিত) ও অভাবিত স্মর্ত্তব্য অর্থাৎ যাহার বিষয়টী পূর্ব্বের ন্যায় কল্পিত নহে। স্মৃতিমাত্রেই প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা

ও স্মৃতির অনুভব হইতে উৎপন্ন হয়। উক্ত সমস্ত চিত্তবৃত্তিই সুখ দুঃখ ও মোহাত্মক অর্থাৎ বৃত্তিমাত্রেই সুখ, দুঃখ বা মোহের কারণ, সুখ দুঃখ ও মোহকে ক্লেশ বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়, "সুখানুশয়ী রাগঃ" অর্থাৎ সুখ বা সুখের সাধনে আসক্তিকে রাগ বলে, "দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ" অর্থাৎ দুঃখ বা দুঃখের সাধনে অনিষ্টবোধকে দ্বেষ বলে, মোহ শব্দে অবিদ্যা বুঝায়। এই সমস্ত বৃত্তিই নিরোধ (নিরোধ না করিলে সমাধি হইতে পারে না) করিতে হইবে। চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিলে প্রথমতঃ সম্প্রজ্ঞাত ও পরিশেষে অসম্প্রজ্ঞাত যোগ হয়॥ ১১॥

মন্তব্য। সূত্রের অসম্প্রমোষ শব্দের অর্থ অনপহরণ, ওরূপে রূপক করিয়া লিখিবার তাৎপর্য্য এই, পিতৃধনে পুত্রের অধিকার আছে, পিতৃধন সমস্ত বা তাহার কতক অংশ গ্রহণ করিলে পুত্র চুরি করিয়াছে বলা যায় না। স্মৃতির পিতা অনুভব, অধিক গ্রহণ না করিয়া অনুভবের বিষয় সমস্ত বা তাহা হইতে কিছু অল্প বিষয় গ্রহণ করিলে তাহাতে স্মৃতির চৌর্য্যাপরাধ হইতে পারে না। ইহা দ্বারা বলা হইল যে, স্মৃতি অনুভূত মাত্র বিষয়েই হয়, অতিরিক্ত বিষয়ে হয় না।

প্রত্যভিজ্ঞা নামে আর একটী জ্ঞান আছে, যেমন "সোঽয়ং দেবদত্তঃ" সেই এই দেবদত্ত অর্থাৎ যাহাকে পূর্ব্বে দেখিয়াছি এ সেই দেবদত্ত, এই জ্ঞানকে কেবল অনুভব বা কেবল স্মৃতি বলা যায় না, ইহার বিষয় কতকটা অজ্ঞাত, কতকটা জ্ঞাত। অনুভবের বিষয় সমস্তই পূর্ব্বে অজ্ঞাত থাকে, স্মৃতির বিষয় জ্ঞাত থাকে। এই প্রত্যভিজ্ঞা জ্ঞান অনুভব ও স্মৃতি উভয়ের মিশ্রণে সঙ্কীর্ণরূপে হয়।

জ্ঞানের অংশ দুইটী, বিষয়াংশ ও জ্ঞানাংশ, ইহা বুঝাইয়া দেওয়া কষ্টকর, প্রণিধান করিয়া নিজেই বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত, "অয়ং ঘটঃ" এইটী ঘট ইত্যাদি জ্ঞান স্থলে ঘটটী (যাহা বহিরংশ) বিষয়াংশ এবং ইহার মধ্যে স্ফুরণ (প্রকাশ) যে টুকু আছে, যাহা দ্বারা চিত্তে যেন একটী আলোকের ছটা প্রজ্বলিত হয় ঐটী জ্ঞানাংশ। জ্ঞানশব্দে প্রকাশ বুঝায়, ইহার স্বরূপতঃ কোনই ভেদ নাই, বিষয় দ্বারাই উহা পৃথক্ পৃথক্ রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে; ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞান ইত্যাদি স্থলে ঘট পটাদি বিষয়ই জ্ঞানের ভেদক হয়। জ্ঞানের নিজ অংশে সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ, কেবল বিষয় লইয়াই প্রত্যক্ষ পরোক্ষ রূপে ব্যবহার হয়।

৫

প্রদর্শিত হইল যে অনুভবের (জ্ঞানের) অংশ দ্বয় আছে, অনুভব হইতে সংস্কার জন্মে, সংস্কার হইতে স্মৃতি উৎপন্ন হয়, এই স্মৃতি কাহাকে বিষয় করিবে? ঘট পটাদিকে? না জ্ঞানকেও? অনুভব ঘটাদিকে বিষয় করে, আপনাকে করে না, সুতরাং তজ্জনিত সংস্কারও কেবল ঘটাদি বিষয়ক হইবে, অনুভব বিষয়ক হইবে না, সুতরাং স্মৃতিও কেবল ঘটাদিকে বিষয় করুক। অথবা অনুভব জন্য স্মৃতি হয় বলিয়া তাহাকেও বিষয় করুক। ভাষ্যে এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলা হইয়াছে অনুভব (জ্ঞান) ও ঘটাদি বিষয় উভয়ই স্মৃতির গোচর হইয়া থাকে। কারণ অনুভবে যেরূপ বিষয় ও জ্ঞান উভয়েরই প্রকাশ থাকে স্মৃতিতেও ঠিক ঐরূপ থাকিবে।

সুখ দুঃখ ও মোহ তিনটীকেই ক্লেশরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, সুখকে কেন ক্লেশ বলা হইল, এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে। কিন্তু উহা আমাদের পক্ষে বলা হয় নাই। আমরা বিষয়কীট, বিষয়সুখকেই পরমার্থতত্ত্ব বলিয়া বোধ করি। বিরক্ত যোগিগণ বিষয়সুখকে বিষনয়নে দৃষ্টি করেন, তাঁহারা দুঃখ অপেক্ষা সুখকেই অধিকরূপ ক্লেশ বলিয়া তৎপরিত্যাগে যত্ন করিয়া থাকেন। যোগিগণের দৃষ্টিতে জগতের সমস্তই দুঃখময় একথা অগ্রে সাধনপাদে ১৫ সূত্রে বলা হইবে।

বৃত্তি সমস্ত নিরোধ করিতে হইবে, অর্থাৎ যে সমস্ত ক্লিষ্টবৃত্তি উত্তরোত্তর বিষয়াসক্তি বৃদ্ধি করে, তাহাই নিরোধ করিবে। অক্লিষ্টবৃত্তি অর্থাৎ নিবৃত্তিমার্গে ধর্ম্মবৃত্তি সকলকে নিরোধ করিতে হইবে না। প্রথমতঃ নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া প্রবৃত্তিমার্গের বাধা দিতে হইবে। অভ্যাস দ্বারা এই অক্লিষ্টবৃত্তি দৃঢ় হইলে পরিশেষে উহা পরিত্যাগ করিলেও ক্ষতি নাই। যাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে তাহার স্বরূপ প্রথমতঃ বিশেষরূপে জানা আবশ্যক তাই প্রমাণাদি ক্লিষ্টবৃত্তি সবিস্তর বলা হইল॥ ১১ ॥

ভাষ্য। অথাসাং নিরোধে কঃ উপায়ঃ? ইতি।

সূত্র। অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ॥ ১২ ॥

ব্যাখ্যা। অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং (পুনঃপুনরুপায়ানুষ্ঠানেন বিষয়বিরক্ত্যা চ)

তন্নিরোধঃ (•তাসাং বৃত্তীনাং নিরোধঃ হননং, বহির্ভাবমপনীয় অন্তর্মুখতয়া অবস্থাপনম্ ইতি) ॥ ১২ ॥

তাৎপর্য্য। পূর্ব্বোক্ত চিত্তবৃত্তি সকলের নিরোধ কিরূপে হইবে ? এ প্রশ্নের উত্তর। অভ্যাস (বারংবার অনুষ্ঠান) ও বৈরাগ্য (ভোগ্য পদার্থে আসক্তি না থাকা) দ্বারা তাহাদের নিরোধ করিবে। অভ্যাস ও বৈরাগ্য কি তাহা অগ্রে প্রদর্শিত হইবে ॥ ১২ ॥

ভাষ্য। চিত্তনদী নাম উভয়তো বাহিনী, বহতি কল্যাণায়, বহতি পাপায় চ। যা তু কৈবল্যপ্রাগ্‌ভারা বিবেকবিষয়নিম্না সা কল্যাণবহা। সংসারপ্রাগ্‌ভারা অবিবেকবিষয়নিম্না পাপবহা। তত্র বৈরাগ্যেণ বিষয়স্রোতঃ খিলী ক্রিয়তে, বিবেকদর্শনাভ্যাসেন বিবেক-স্রোতঃ উদ্‌ঘাট্যতে ইত্যুভয়াধীনশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ। উভয়দিকে প্রবহমান চিত্তনামে একটী নদী আছে, উহা মঙ্গলের নিমিত্ত এবং পাপের নিমিত্ত প্রবাহিত হয়। যে প্রবাহটী কৈবল্যের (মুক্তির) অভিমুখ, বিবেক বিষয় যাহার নিম্নপথ তাহাকে কল্যাণবহ বলে। যে প্রবাহটী সংসারের অভিমুখ, অবিবেক বিষয় যাহার নিম্নপথ তাহাকে পাপবহ বলে। বৈরাগ্য দ্বারা বিষয়দিকের প্রবাহ প্রতিরুদ্ধ হয়, এবং বিবেক-দর্শনানুশীলন দ্বারা বিবেক পথের স্রোতঃ উদ্‌ঘাটিত হয়। অতএব এই উভয়ের (অভ্যাস ও বৈরাগ্যের) সাহায্যে চিত্তবৃত্তি নিরোধ হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

মন্তব্য। যেমন কোনও একটী নদীর দুইটী মুখ (শাখা) থাকিলে তাহার একটী বন্ধ করিলে অপরটীর বেগ প্রবল হয়, এবং প্রবাহিত সেই একটীরও আবার ক্রমশঃ যত সঙ্কোচ হয়, ততই বেগ বৃদ্ধি হইতে থাকে, বর্ষাকালে দেখা যায় নদীর প্রবাহ তীর অতিক্রম করিলে বেগ কমে, যতই প্রবাহ সঙ্কুচিত হয় ততই বেগ বৃদ্ধি হইতে থাকে ; চিত্তেরও সেইরূপ প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গ নামক দুইটী পথ আছে, বিষয়বৈরাগ্য (বাঁধের কপাটের ন্যায়) দ্বারা প্রবৃত্তি-মার্গ প্রতিরুদ্ধ হয়, অভ্যাস দ্বারা নিবৃত্তিমার্গটী পরিষ্কার করা হয়। প্রবৃত্তিমার্গ যতই প্রতিরুদ্ধ হয়, নিবৃত্তিমার্গে ততই প্রবলবেগে প্রবাহ চলিতে থাকে।

এইরূপ নিবৃত্তিমার্গ প্রতিরুদ্ধ হইলে প্রবৃত্তিমার্গের প্রবাহ প্রবল হইয়া থাকে, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম ইহাদের একটী হীন বল হইলে অপরটী আপনা হইতেই যেন প্রবল হইয়া উঠে।

বৈরাগ্য ও অভ্যাস মিলিত হইয়াই চিত্তবৃত্তি নিরোধের কারণ হয়, সূত্রে উভয়ের সমুচ্চয়ই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, বিকল্প নহে, অর্থাৎ হয় অভ্যাস না হয় বৈরাগ্য, কোনও একটী দ্বারা যোগ সিদ্ধি হয় এমত নহে, উভয়ের দ্বারাই চিত্তবৃত্তি নিরোধ হইয়া থাকে। ভগবদ্গীতায় উক্ত আছে, "অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্। অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে" ইতি॥ ১২॥

সূত্র। তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ॥ ১৩॥

ব্যাখ্যা। তত্র (তয়োরভ্যাসবৈরাগ্যয়োঃ মধ্যে) স্থিতৌ (রাজসতামসবৃত্তি-রহিতস্য চিত্তস্য সাত্ত্বিকপ্রবাহার্থং, স্থিত্যর্থমিতি, নিমিত্তার্থে সপ্তমী) যত্নঃ (উৎসাহঃ) অভ্যাসঃ (পুনঃপুনঃ অনুশীলনম্) ইতি উচ্যতে॥ ১৩॥

তাৎপর্য্য। যেরূপ উপায় অবলম্বন করিলে চিত্তের রাজসতামসবৃত্তি তিরোহিত হইয়া কেবল সাত্ত্বিকবৃত্তি প্রবাহ উৎপন্ন হয়, যম নিয়ম প্রভৃতি যোগের উপায় বিষয়ে তাদৃশ প্রযত্নকে অভ্যাস বলে॥ ১৩॥

ভাষ্য। চিত্তস্য অবৃত্তিকস্য প্রশান্তবাহিতা স্থিতিঃ, তদর্থঃ প্রযত্নঃ বীর্য্যং উৎসাহঃ, তৎ-সম্পিপাদয়িষয়া তৎ-সাধনানুষ্ঠান-মভ্যাসঃ॥ ১৩॥

অনুবাদ। রাজস ও তামসবৃত্তিবিহীন চিত্তের কেবল সাত্ত্বিকবৃত্তি প্রবাহ-রূপে প্রশান্তভাবে অবস্থানকে স্থিতি বলে, এই স্থিতিসম্পাদনের নিমিত্ত প্রযত্নকে অভ্যাস বলে। বীর্য্য ও উৎসাহ এই দুইটীই প্রযত্নের পর্য্যায় অর্থাৎ নামান্তর। উক্ত স্থিতিসম্পাদনমানসে যম নিয়ম প্রভৃতি বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ যোগসাধনে পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানকে অভ্যাস বলে॥ ১৩॥

মন্তব্য। ভাষ্যে যদি চ "চিত্তস্য অবৃত্তিকস্য" এইরূপ নির্দ্দেশ আছে তথাপি অবৃত্তিকপদে রাজসতামসবৃত্তিরহিত এইরূপ বুঝিতে হইবে, সমস্ত বৃত্তিরহিত এরূপ বুঝাইবে না, কারণ সম্প্রজ্ঞাতযোগে সাত্ত্বিকবৃত্তি থাকে।

"চর্ম্মণি দ্বীপিনং হন্তি" চর্ম্মের নিমিত্ত কুঞ্জর বিনাশ করে ইত্যাদি স্থলের ন্যায় সূত্রে স্থিতৌ এই সপ্তমীটী নিমিত্তার্থে বুঝিতে হইবে, স্থিতির নিমিত্ত যত্ন এইরূপ বুঝাইবে।

ভাষ্যের "সম্পিপাদয়িষয়া" (সম্পাদনেচ্ছয়া) এই পদ দ্বারা ইচ্ছা জন্য প্রযত্ন হইয়া থাকে ইহাই বলা হইয়াছে, আত্মজন্যা ভবেদিচ্ছা ইচ্ছাজন্যা কৃতির্ভবেৎ। কৃতিজন্যা ভবেচ্চেষ্টা চেষ্টাজন্যা ক্রিয়া ভবেৎ, অর্থাৎ আত্ম (জ্ঞান) জন্য ইচ্ছা হয়, ইচ্ছাজন্য কৃতি (প্রযত্ন) হয়, কৃতিজন্য চেষ্টা (শরীর ব্যাপার) হয় ও চেষ্টাজন্য ক্রিয়া (গমনাদি) হইয়া থাকে।

ফলকামী ব্যক্তির উপায়বিষয়ে প্রযত্ন করা উচিত, সাধনবিষয়েই কর্ত্তার ব্যাপার হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি যোগের কামনা করে তাহার উচিত যোগের উপায় অনুষ্ঠান করা॥ ১৩॥

সূত্র। স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্য্যসৎকারাসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ ॥ ১৪ ॥

ব্যাখ্যা। সঃ (অভ্যাসঃ) দীর্ঘকালনৈরন্তর্য্যসৎকারাসেবিতঃ (সুচিরং তপোব্রহ্মচর্য্যবিদ্যাশ্রদ্ধারূপেণ আদরেণ, নৈরন্তর্য্যেণ চ, আ সম্যক্ সেবিতঃ উপাসিতঃ অনুষ্ঠিতঃ ইতি যাবৎ সন্) দৃঢ়ভূমিঃ (স্থিরঃ অনুচ্ছেদ্যঃ) ভবতীতি শেষঃ ॥ ১৪ ॥

তাৎপর্য্য। বহুকাল যাবৎ তপস্যা প্রভৃতি আদর সহকারে নিরন্তর সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত হইলে অভ্যাস স্থির হয়, তখন আর বৈষয়িক ব্যাপার দ্বারা প্রতিবদ্ধ হয় না, সুতরাং যোগরূপ স্বকার্য্যজননে সমর্থ হয় ॥ ১৪ ॥

ভাষ্য। দীর্ঘকালাসেবিতঃ নিরন্তরাসেবিতঃ তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ বিদ্যয়া শ্রদ্ধয়া চ সম্পাদিতঃ সৎকারবান্ দৃঢ়ভূমির্ভবতি, ব্যুত্থান-সংস্কারেণ দ্রাক্ ইত্যেব অনভিভূতবিষয়ঃ ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ। বহুকাল নিরন্তর রূপে তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, উপাসনা ও ভক্তি-সহকারে সম্পাদিত হইলে উক্ত অভ্যাস দৃঢ়ভূমি হয়, তখন বিরোধী ব্যুত্থান-সংস্কার (বৈষয়িক জ্ঞান) দ্বারা হঠাৎ অভিভূত হয় না, অর্থাৎ এই অভ্যাসের

বিষয় পূর্ব্বোক্ত প্রশান্তবাহিতারূপ স্থিতি ব্যুত্থানসংস্কার দ্বারা বিদূরিত হয় না ॥ ১৪ ॥

মন্তব্য। চিত্তকে স্থির করা অতি দুরূহ ব্যাপার, অর্জ্জুন বলিয়াছেন "চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি" বলবদ্দৃঢ়ং। তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥ অর্থাৎ, মন বড়ই চঞ্চল, বায়ুর ন্যায় ইহাকেও বশীভূত করা দুষ্কর কার্য্য। ভাগ্যবশতঃ যদিও চিত্ত প্রশান্ত হয়, কিন্তু পুনর্ব্বার অস্থির হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, তাই সূত্রকার সতর্ক করিয়াছেন, একবার চিত্ত স্থির হইয়াছে দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইবে না, চতুর্দ্দিকে প্রবল বিষয়শত্রু রহিয়াছে, চিত্তকে অস্থির করা বিচিত্র ব্যাপার নহে, অতএব দীর্ঘকাল ভক্তিসহকারে নিরন্তর যোগোপায়ের অনুষ্ঠান করিবে। যত কাল পূর্ব্বোক্ত প্রশান্তবাহিতারূপ চিত্তপ্রসাদ স্বাভাবিকভাবে পরিণত না হয় তত কাল বিশেষ সতর্কভাবে কার্য্য করিবে ॥ ১৪ ॥

সূত্র। দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্ ॥ ১৫ ॥

ব্যাখ্যা। দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য (দৃষ্টঃ প্রত্যক্ষঃ ঐহিকঃ, আনুশ্রবিকঃ অনুশ্রবঃ বেদঃ তত্র বোধিতঃ, যো বিষয়ঃ ভোগ্যঃ তত্র বিতৃষ্ণস্য অনুরাগ-বিহীনস্য) বশীকারসংজ্ঞা (মম বশ্যাঃ বিষয়াঃ, নাহং তেষাং ইতি বিমর্শঃ) বৈরাগ্যং (নির্ব্বেদঃ, অনাসক্তিঃ) ॥ ১৫ ॥

তাৎপর্য্য। ঐহিক পারত্রিক সমস্ত সুখসাধন উপস্থিত হইলেও তাহাতে সম্পূর্ণভাবে অননুরক্ত থাকার নাম বৈরাগ্য ॥ ১৫ ॥

ভাষ্য। স্ত্রিয়ঃ, অন্নপানং, ঐশ্বর্য্যং, ইতি দৃষ্টবিষয়ে বিতৃষ্ণস্য স্বর্গবৈদেহ্যপ্রকৃতিলয়ত্বপ্রাপ্তৌ আনুশ্রবিকবিষয়ে বিতৃষ্ণস্য দিব্যা-দিব্যবিষয়সংযোগেঽপি চিত্তস্য বিষয়দোষদর্শিনঃ প্রসংখ্যানবলাৎ অনাভোগাত্মিকা হেয়োপাদেয়শূন্যা বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ। স্ত্রী, অন্ন, (অদ্যতে ইতি অন্ন ওদনাদি যাহা ভক্ষণ করা যায়) পান (পীয়তে ইতি পানং, সরবৎ প্রভৃতি যাহা পান করে) ও ঐশ্বর্য্য (সম্পত্তি)

প্রভৃতি চেতন ও অচেতন দ্বিবিধ ঐহিক বিষয়ে, স্বর্গে ("যন্ন দুঃখেন সম্ভিন্নং নচ গ্রস্তমনন্তরং। অভিলাষোপনীতঞ্চ তৎ সুখং স্বঃ পদাস্পদম্" ॥ দুঃখ অসংমিশ্রিত সুখবিশেষে) দেহরহিত ইন্দ্রিয়ে লয়রূপে এবং প্রকৃতিতে লয় পাওয়া রূপ মুক্তি-বিশেষে বেদবোধিত এই সমস্ত বিষয়ে তৃষ্ণারহিত চিত্তের দিব্য ও অদিব্য অর্থাৎ অলৌকিক ও লৌকিক সুখকর বিষয় সকল উপস্থিত হইলেও অর্জ্জন, রক্ষণ, ক্ষয় প্রভৃতি বিষয়দোষ দর্শন করায় অনাভোগাত্মিকা হান উপাদান শূন্যা উপেক্ষা বুদ্ধিরূপ বশীকারসংজ্ঞাকে বৈরাগ্য বলে। ইহার কারণ প্রসংখ্যান অর্থাৎ সর্ব্বদা বিষয়ের দুঃখরূপতা চিন্তা করিতে করিতে দোষের প্রত্যক্ষ করা ॥ ১৫ ॥

মন্তব্য। উল্লিখিত বৈরাগ্যকে অপর বৈরাগ্য বলে, ইহা চারি প্রকার; যতমানসংজ্ঞা, ব্যতিরেকসংজ্ঞা, একেন্দ্রিয়সংজ্ঞা ও বশীকারসংজ্ঞা। রাগ দ্বেষ প্রভৃতি চিত্তের মল দ্বারা ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ে ধাবিত হয়, যাহাতে উক্ত রাগ প্রভৃতি দ্বারা ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ে পরিচালিত না হয় এমত উপায় অবলম্বনে যত্নশীল হওয়াকে যতমানসংজ্ঞা বলে, এইটী বৈরাগ্যের প্রথম ভূমিকা। অনন্তর দেখিতে হইবে কোন্ কোন্ বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় নিবৃত্তি হইয়াছে, কোন্ কোন্‌টীই বা অবশিষ্ট আছে, ইহা পৃথক্‌রূপে অবধারণ করাকে ব্যতিরেক সংজ্ঞা বলে। বহিরিন্দ্রিয়গণ বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইলেও ঔৎসুক্য সহকারে মনে মনে বিষয় চিন্তার নাম একেন্দ্রিয়সংজ্ঞা অর্থাৎ চিত্তরূপ কেবল একটী ইন্দ্রিয়ে বিষয়ের অবস্থান, পরিশেষে এই ঔৎসুক্যেরও নিবৃত্তি হইলে বশীকারসংজ্ঞা হয়।

দরিদ্রগণের চিরকালই বিষয়বৈরাগ্য হইয়া থাকে, কিন্তু, ভোগ্য বস্তুর লাভ হইলে আর বৈরাগ্য থাকে না, ইহা সকলেরই বিদিত আছে। অভাববশতঃ বৈরাগ্য কোন কার্য্যেরই নহে, তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন, "দিব্যাদিব্যবিষয়-সংযোগেঽপি"। না পাইয়া অথবা লজ্জা ভয়ের খাতিরে মনে মনে দগ্ধ হওয়া অপেক্ষা প্রকাশ্যে ভোগ করা সহস্রগুণে উত্তম, তাহা হইলে কোনও কালে ভাল হইবার সম্ভাবনা থাকে, চক্রের পরিবর্ত্তন হইয়া কখনও সৎবৃত্তির উদয় হইতে পারে। এরূপ অনেক ভোগী পুরুষ দেখা যায়, যাঁহারা প্রথমতঃ ঘোর দুর্বৃত্ত থাকিয়াও পরিণামে অকৃত্রিম ভক্ত হইয়াছে, জগাই মাধাই ইহার প্রসিদ্ধ উদাহরণ। যাঁহারা সমাজের ভয় না করিয়া ইচ্ছানুরূপ ভোগসুখে রত থাকে, তাঁহাদের হৃদয়ে বল আছে, সৎপথে আসিলে সেদিকেও উন্নতিলাভ করিতে

পারে। কিন্তু "ভিতরে গলৎ বাহিরে চটক" এরূপ ধর্ম্মধ্বজী ব্যক্তি চিরকালই এক সমান থাকিয়া যায়।

সূত্রে কেবল বশীকারসংজ্ঞা নামক চতুর্থ বৈরাগ্যের উল্লেখ হইয়াছে, ইহাতেই প্রথম তিনটী বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে; কারণ প্রথম তিনটী না হইলে চরমটীর সম্ভাবনা হয় না ॥ ১৫ ॥

সূত্র। তৎ পরং পুরুষখ্যাতেঃ গুণবৈতৃষ্ণ্যম্ ॥ ১৬ ॥

ব্যাখ্যা। পুরুষখ্যাতেঃ (আত্মসাক্ষাৎকারাৎ হেতোঃ, জায়মানং ইতি শেষঃ) গুণবৈতৃষ্ণ্যং (গুণেষু জড়বিষয়েষু, বৈতৃষ্ণ্যং রাগাভাবঃ) তৎ (বৈরাগ্যং) পরং (পরসংজ্ঞকং শ্রেষ্ঠং ইত্যর্থঃ) ॥ ১৬ ॥

তাৎপর্য্য। বুদ্ধিপ্রভৃতি হইতে নির্গুণ নিষ্ক্রিয় আত্মা পৃথক্, ইহা সম্যক্ প্রত্যক্ষ হইলে প্রকৃতি ও তৎকার্য্য জড়বর্গ বিষয়ে অনুরাগ থাকে না, ইহাকে পরবৈরাগ্য বলে ॥ ১৬ ॥

ভাষ্য। দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়দোষদর্শী বিরক্তঃ পুরুষদর্শনাভ্যাসাৎ তচ্ছুদ্ধিপ্রবিবেকাপ্যায়িতবুদ্ধিঃ গুণেভ্যঃ ব্যক্তাব্যক্তধর্ম্মকেভ্যঃ বিরক্তঃ ইতি, তৎ দ্বয়ং বৈরাগ্যং; তত্র যৎ উত্তরং তৎ জ্ঞানপ্রসাদমাত্রম্। যস্যোদয়ে প্রত্যুদিত খ্যাতিঃ এবং মন্যতে "প্রাপ্তং প্রাপণীয়ং ক্ষীণাঃ ক্ষেতব্যাঃ ক্লেশাঃ, ছিন্নঃ, শ্লিষ্টপর্ব্বা ভবসংক্রমঃ, যস্য অবিচ্ছেদাৎ জনিত্বা ম্রিয়তে মৃত্বা চ জায়তে ইতি," জ্ঞানস্যৈব পরাকাষ্ঠা বৈরাগ্যম্, এতস্যৈব হি নান্তরীয়কং কৈবল্যমিতি ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ। প্রথমতঃ অর্জ্জন রক্ষণ প্রভৃতি দোষ দর্শন করিয়া যোগিগণ ঐহিক পারত্রিক ভোগ্য বিষয় সকল হইতে বিরক্ত হইয়া আত্মতত্ত্বজ্ঞান (আগম ও অনুমান দ্বারা) অভ্যাস করেন, ঐ জ্ঞানে (রজঃ ও তমো গুণের সংস্রব না থাকায়) কেবল সত্ত্বের আবির্ভাবরূপ শুদ্ধি জন্মে, তদ্দ্বারা সর্ব্বথা নির্ম্মলান্তঃকরণ হইয়া ব্যক্তাব্যক্ত ধর্ম্মবিশিষ্ট অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম বুদ্ধি প্রভৃতি গুণ (জড়বর্গ) হইতে সর্ব্বতোভাবে বিরক্ত হয়েন। অতএব বৈরাগ্য দুই প্রকার, অপর ও পর, (এই সূত্রে পর বৈরাগ্যের উল্লেখ করায় পূর্ব্ব সূত্রে

অপর বৈরাগ্য বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে, অপর বৈরাগ্যই পর বৈরাগ্যের কারণ, ইহার মধ্যে পর বৈরাগ্যটী জ্ঞানপ্রসাদ অর্থাৎ চিত্তের নির্ম্মলতার শেষ সীমা। এই পর বৈরাগ্য দ্বারা আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকারী যোগিগণের এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে, "পাইবার যোগ্য বস্তু (কৈবল্য) পাইয়াছি, ক্ষয়ের উপযুক্ত পঞ্চবিধ ক্লেশ (অবিদ্যা প্রভৃতি) ক্ষীণ হইয়াছে, অবিচ্ছিন্ন সংসারপ্রবাহ ছিন্ন হইয়াছে, যে সংসারের বিচ্ছেদ না থাকায় প্রাণিগণ জন্মিয়া মরে এবং মরিয়া পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করে"। জ্ঞানেরই চরম উন্নতি পর বৈরাগ্য, মুক্তি ইহারই অন্তর্গত ॥ ১৬ ॥

মন্তব্য। পর বৈরাগ্যটী জীবন্মুক্তিরই নামান্তর মাত্র। যদিচ বৈরাগ্য শব্দে রাগের অভাব বুঝায়, কিন্তু পতঞ্জলির মতে অভাবটী অতিরিক্ত পদার্থ নহে, অধিকরণ স্বরূপ, তাই বৈরাগ্যকে জ্ঞানপ্রসাদ বলা হইয়াছে, জ্ঞানের প্রসাদ অর্থাৎ রজঃ ও তমঃ গুণের সম্পূর্ণ তিরোধান। অপর বৈরাগ্য অবস্থায় রজঃ ভাগ কিছু পরিমাণে থাকে, পর বৈরাগ্যে তাহারও বিগম হয়, সুতরাং প্রকাশ স্বরূপ চিত্ত স্বকীয় স্বচ্ছভাবে প্রকাশ পায়। বহুকাল যাবৎ যোগের উপায় অনুষ্ঠান করিলে আত্ম সাক্ষাৎকার দ্বারা অবিদ্যা প্রভৃতি নষ্ট হয়, তখন একটী অনির্ব্বচনীয় ভাব (সমদৃষ্টি) উপস্থিত হয়, উহাকেই জীবন্মুক্তি বলে। জীবন্মুক্তি অ- নি- যাঁহা তাঁহারাই জানেন, বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা যায় না।

অর্থাৎ যে বস্তু নিজের (আত্মার) উপকারক তাহাতে রাগ (আসক্তি) ও যাহা ত্যাগ -কারক তাহাতে দ্বেষ হইয়া থাকে ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। দেহাদিকে আত্মা সবিত জ্ঞান থাকাতেই উক্ত রাগ দ্বেষ হইয়া থাকে, আত্মা নির্গুণ চৈতন্য অধ্যেই ...জ্ঞান দৃঢ় হইলে আর রাগ দ্বেষের সম্ভাবনা থাকে না। কারণ প্রথমঃ চতুষ্টয়া... উপকার বা অপকার কিছুই সম্ভব নহে। এই ভাবে হইবে। ...ই বৈরাগ্যের কারণ, বৈরাগ্য বলপূর্ব্বক সম্পাদিত হয় না,

হিন্দুশাস্ত্রে সচ... ...র, অধ্যাত্ম দৃষ্টি প্রভৃতি দ্বারা স্বভাবতঃই বিষয় বৈরাগ্য কিছু বিহিত আছে প্রভৃতিকে যোগপ... অনুসন্ধান... স্থিরচিত্তে...

অথ উপায়দ্বয়েন নিরুদ্ধ-চিত্তবৃত্তেঃ কথমুচ্যতে সম্প্রজ্ঞাতঃ ...রিতি ?

সূত্র। বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতারূপানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ ॥ ১৭ ॥

ব্যাখ্যা। সম্প্রজ্ঞাতঃ (সম্প্রজ্ঞায়তে অস্মিন্ সম্, প্র, জ্ঞাধাতোঃ অধিকরণে ক্ত প্রত্যয়ঃ, পূর্ব্বোক্তঃ সমাধিবিশেষঃ) বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতারূপানুগমাৎ (বিতর্কাদীনাং রূপৈঃ স্বরূপৈঃ, অনুগমাৎ সম্বন্ধাৎ, চতুর্দ্ধা ভবতীত্যর্থঃ) ॥ ১৭ ॥

তাৎপর্য্য। পূর্ব্বোক্ত অভ্যাস ও বৈরাগ্যরূপ দ্বিবিধ উপায় দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি কি ভাবে হয় ? এইরূপ জিজ্ঞাসায় বলা হইতেছে, সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অস্মিতার সম্বন্ধে চারি প্রকার হইয়া থাকে। সবিতর্ক, সবিচার, সানন্দ ও সাস্মিত ॥ ১৭ ॥

ভাষ্য। বিতর্কঃ চিত্তস্য আলম্বনে স্থূলঃ আভোগঃ, সূক্ষ্মঃ বিচারঃ, আনন্দঃ হ্লাদঃ, একাত্মিকা সম্বিদ্ অস্মিতা। তত্র প্রথমঃ চতুষ্টয়ানুগতঃ সমাধিঃ সবিতর্কঃ। দ্বিতীয়ঃ বিতর্কবিকলঃ সবিচারঃ। তৃতীয়ঃ বিচারবিকলঃ সানন্দঃ। চতুর্থঃ তদ্বিকলঃ অস্মিতামাত্রঃ [illegible]সাৎ সর্ব্বে এতে সালম্বনাঃ সমাধয়ঃ ॥ ১৭ ॥ [illegible]ভ্যঃ

অনুবাদ। কোনও একটী স্থূল বস্তু অবলম্বন করিয়া কেবল তদা[illegible] চিত্তের বৃত্তিধারাকে সবিতর্ক সমাধি বলে, ঐ বস্তুর সূক্ষ্মভাগ অবলম্বন [illegible] তদাকারেই চিত্তবৃত্তিধারার নাম সবিচার সমাধি। (এস্থলে স্থূলশব্দে দৃশ্যমান ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ মাত্রই বুঝাইবে, এবং উহার কারণ ভূ[illegible] পঞ্চতন্মাত্র প্রভৃতি সূক্ষ্ম শব্দবাচ্য) এস্থলে আনন্দ শব্দে আহ্লাদ [illegible] সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন ইন্দ্রিয়গণ বুঝাইবে, স্থূল ইন্দ্রিয় [illegible]রিয়া যোগিগণ বিষয়ে চিত্তবৃত্তিধারার নাম সানন্দ সমাধি। অহঙ্কারতত্ত্ব [illegible] আত্মতত্ত্বজ্ঞান বিষয় চিত্তবৃত্তিধারাকে অস্মিতা সমাধি বলে, ইহাতে [illegible]জঃ ও তমো গুণের তত্ত্বের সহিত অভিন্ন হইয়া সাবধিতে আত্মতত্ত্বও ভাসমান হ[illegible], তদ্দ্বারা সর্ব্বথা

এই চারি প্রকার সম্প্রজ্ঞাত সমাধির মধ্যে প্রথমটীর [illegible] সূক্ষ্ম বুদ্ধি প্রভৃতি উক্ত চারিটী সমাধিই সন্নিবিষ্ট থাকে। দ্বিতীয়টীতে (সবিচার সমা[illegible] দুই থাকে না, অন্য তিনটী থাকে। তৃতীয়টীতে (সানন্দ সমাধিতে) পূর্ব্ব সূত্রে

বিচার থাকে না, অন্য দুইটী থাকে। চতুর্থটীতে (অস্মিতা সমাধিতে) বিতর্ক, বিচার ও আনন্দ তিনটীই থাকে না, কেবল অস্মিতা মাত্র থাকে। উক্ত চতুর্ব্বিধ সম্প্রজ্ঞাত সমাধি সালম্বন অর্থাৎ ইহাতে আলম্বন থাকে, কোনও না কোন একটী সাত্বিক বৃত্তি থাকিয়া যায় ॥ ১৭ ॥

মন্তব্য। উল্লিখিত চারি প্রকার সম্প্রজ্ঞাত সমাধিকে প্রকারান্তরে তিন প্রকার বলা যাইতে পারে, গ্রাহ্যবিষয়ক, গ্রহণবিষয়ক ও গৃহীতৃবিষয়ক। গুণত্রয়ের তামসভাগ হইতে পঞ্চভূত ও সাত্বিকভাগ হইতে ইন্দ্রিয়গণ উৎপন্ন হয়। গ্রাহ্য (যাহার গ্রহণ অর্থাৎ জ্ঞান হয়) বিষয় স্থূল সূক্ষ্ম ভেদে দুই প্রকার, স্থূল পঞ্চ মহাভূত বিষয়ে সমাধির নাম সবিতর্ক, সূক্ষ্ম পঞ্চভূত বিষয়ে সমাধির নাম সবিচার। গ্রহণ (যাহার দ্বারা গ্রহণ অর্থাৎ জ্ঞান হয়, ইন্দ্রিয়গণ) বিষয়ও স্থূল সূক্ষ্ম ভেদে দ্বিবিধ, চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ স্থূলগ্রহণ ও অহঙ্কারতত্ব (ইন্দ্রিয় সকলের কারণ) সূক্ষ্মগ্রহণ ; ইন্দ্রিয়রূপ স্থূলগ্রহণ বিষয়ে সমাধির নাম সানন্দ, অহঙ্কাররূপ সূক্ষ্মগ্রহণ বিষয়ে সমাধির নাম সাস্মিত। সর্ব্বত্রই কার্য্যকে স্থূল ও কারণকে সূক্ষ্ম বলা হইয়াছে। অহঙ্কার বিষয়ে সমাধিকে গৃহীতৃবিষয়ক বলে, কারণ ইহাতে গৃহীতা (যে গ্রহণ করে, যে জানে) অর্থাৎ আত্মা অহঙ্কারের সহিত অভিন্নভাবে ভাসমান হয়।

কার্য্যাবস্থায় সূক্ষ্মভাবে কারণ থাকে, কারণাবস্থায় কার্য্য থাকে না, অর্থাৎ সমবায়ি কারণকে পরিত্যাগ করিয়া কার্য্য দাঁড়াইতে পারে না. কার্য্যকে ত্যাগ করিয়া সমবায়ি কারণ থাকিতে পারে, সুতরাং স্থূল (কার্য্য) বিষয়ে সবিতর্ক সমাধিতে অপর তিনটী সমাধিরও সম্ভাবনা থাকে, ঐ স্থূল গ্রাহ্যবিষয়ের মধ্যেই সূক্ষ্মগ্রাহ্য ও দ্বিবিধ গ্রহণ বিষয় সমাধি হইতে পারে, তাই বলা হইয়াছে "প্রথমঃ চতুষ্টয়ানুগতঃ সমাধিঃ"। এইরূপে সবিচার প্রভৃতি সমাধিও বুঝিতে হইবে।

হিন্দুশাস্ত্রে সচরাচর সন্ধ্যা, পূজা, উপাসনা ও স্তোত্রপাঠ প্রভৃতি যাহা কিছু বিহিত আছে, সমস্তই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। দুঃখের বিষয় অনেকেই পূজা প্রভৃতিকে যোগপথ বলিয়া নির্দ্দেশ করে না। লক্ষ্য স্থির নাই, উপায়ের অনুসন্ধান নাই, চিত্ত অভিমানে পরিপূর্ণ, তাই ওরূপ বিপরীত প্রতীতি হয়। স্থিরচিত্তে সন্ধ্যা পূজাপদ্ধতি ও যোগপ্রকরণ বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিলে

ভক্তভাবুকগণ স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন পূজা প্রভৃতি যোগের উপায় হইতে পৃথক্ নহে, অষ্টাঙ্গ যোগের কথা সন্ধ্যা পূজার পদে পদে অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে। এ বিষয় বিশেষ করিয়া বুঝাইতে হইলে স্বতন্ত্র একখানি পুস্তক লিখিবার প্রয়োজন, অতিবিস্তৃত হইবে বলিয়া এস্থানে পরিত্যক্ত হইল।

উচ্চ প্রাসাদে আরোহণ করিতে হইলে সোপান পরম্পরার প্রয়োজন, লম্ফ-প্রদান পূর্ব্বক একেবারে উপরে উঠা যায় না, তাহাতে ফললাভ দূরে থাকুক পদে পদে বিপত্তিরই সম্ভাবনা। ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি থাকিলে, চিত্ত স্থির করিতে বাসনা থাকিলে বাহ্য পূজার (পৌত্তলিকতার) প্রতি বিদ্বেষ করা উচিত নহে, সকল শাস্ত্রেই উপদেশ প্রদান করিতেছে, স্থূল বিষয় গ্রহণ করিতে পারিলে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম, বা পরিশেষে নিরালম্বনেও চিত্ত অবস্থান করিতে পারে। অনেকের আপত্তি হইতে পারে, তৃণ মৃত্তিকানির্ম্মিত পুত্তলিকায় দেবত্ব আরোপ করিয়া পূজা করা অজ্ঞানের কার্য্য, জ্ঞান লাভ করিতে গিয়া অজ্ঞানের আশ্রয় করার প্রয়োজন কি? আরোপ তাহাতে সন্দেহ নাই, ঐ উপাসনাও কি আরোপ নহে? যদি উপাসনাই আরোপ হইল, তবে অ[illegible] উপাসনার বিষয়ে আপত্তি কেন? প্রতিমাতে দেবতার আরোপ হয়, কিন্তু এ[illegible] প্রতিমা পূজাতেই "তত্ত্বমসি, অহং ব্রহ্মাস্মি" প্রভৃতি মহা বাক্যের অনুসারে "সোঽহং, দেবীরূপমাত্মানং বিচিন্ত্য" ইত্যাদি সমস্তই বিহিত আছে। গীতা[illegible] "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ" প্রভৃতি স্থানে তান্ত্রিক পূজার অন্তে "* * * তৎসর্ব্বং ব্রহ্মার্পণমস্তু" এইরূপ আধ্যাত্মিক সকল কথাই প্রতিমা পূজায় নিবিষ্ট আছে, অনুসন্ধান থাকিলেই জানা যাইতে পারে। সাকার প্রতিমা পূজার চরম লক্ষ্য ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞানের উপায় সাকার পূজা উপাসনা, সাকার উপাসনা হইতেই নিরাকার জ্ঞান হয়, পরস্পরই পরস্পরের সাপেক্ষ, বিদ্বেষের কোনই কারণ নাই, সাকার সম্প্রদায় নিরাকারের এবং নিরাকার সম্প্রদায় সাকারের বিদ্বেষী কেন হয় তাহা বুঝা যায় না, এটী কেবল একগুঁয়ে গোঁড়ামীরই ফল, আপন আপন শক্তির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ধর্ম্মপথে অভিমানশূন্য হইয়া বিচরণ করিলে কোনই বিদ্বেষ থাকে না।

দেহাত্মবাদী ঘোর নাস্তিকের প্রতি কিছুই বলা যাইতেছে না, যাঁহাদের পরকালে বিশ্বাস আছে, চিত্তের উন্নতিতে অভিলাষ আছে, অথচ আপন

অধিকারের দিকে দৃষ্টি নাই বলিয়া অন্য পথে গমন করিয়া দিশাহারা হইতেছে, সেই সমস্ত নিরাকারবাদিগণকে বলা যাইতেছে, মঙ্গল কামনা থাকিলে সাকারের আশ্রয় করা উচিত, নিরাকার নিরাকার বলিয়া চীৎকার করায় লাভ কি ? নিরাকার সত্য কিন্তু সকলের পক্ষে নহে। দেবদুর্ল্ভ মানবজীবন বৃথা ক্ষয় করা উচিত নহে, বামন হইয়া চাঁদ ধরা যায় না। যতদূর অধিকার আছে তদনুসারেই কার্য্য করিলে পরিণামে সুফল ফলিবে সন্দেহ নাই ॥ ১৭ ॥

ভাষ্য। অথাসম্প্রজ্ঞাতসমাধিঃ কিমুপায়ঃ কিং স্বভাবো বেতি ?

সূত্র। বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বঃ সংস্কারশেষোঽন্যঃ ॥১৮॥

ব্যাখ্যা। বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বঃ (বৃত্তীনাং অভাবঃ বিরামঃ, তস্য প্রত্যয়ঃ কারণং পরবৈরাগ্যং, তস্য অভ্যাসঃ পুনঃপুনরনুশীলনং, তদেব পূর্ব্বং কারণং যস্য সঃ) সংস্কারশেষঃ (সংস্কারমাত্রাবশিষ্টঃ) অন্যঃ (অসম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধিঃ, বিজ্ঞেয়ঃ ইতি শেষঃ) ॥ ১৮ ॥

তাৎপর্য্য। যাহাতে চিত্তের সমস্ত বৃত্তি তিরোহিত হয়, এমত উপায় পরবৈরাগ্য অবলম্বন করিলে কেবল সংস্কার মাত্র অবশিষ্ট থাকে, তাদৃশ অবস্থাকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে, ইহার প্রধান উপায় সর্ব্বদাই চিত্তবৃত্তি নিরোধ করা ॥ ১৮ ॥

ভাষ্য। সর্ব্ববৃত্তি-প্রত্যস্তময়ে সংস্কারশেষো নিরোধঃ চিত্তস্য সমাধিঃ অসম্প্রজ্ঞাতঃ, তস্য পরং বৈরাগ্যং উপায়ঃ। সালম্বনো হি অভ্যাসঃ তৎসাধনায় ন কল্পতে ইতি বিরামপ্রত্যয়ঃ নির্ব্বস্তুক আলম্বনী ক্রিয়তে, স চ অর্থশূন্যঃ, তদভ্যাসপূর্ব্বং চিত্তং নিরালম্বনং অভাবপ্রাপ্তং ইব ভবতীতি এষ নির্ব্বীজঃ সমাধিঃ অসম্প্রজ্ঞাতঃ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির কারণ কি ? উহার স্বভাবই বা কিরূপ ? এইরূপ জিজ্ঞাসায় বলা হইতেছে, চিত্তের সমস্ত বৃত্তি তিরোহিত হইলে সংস্কার মাত্র অবশিষ্ট থাকে, এইরূপ নিরোধকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলা যায়। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির কারণ পরবৈরাগ্য, যেহেতু সালম্বন অভ্যাস অর্থাৎ

সবিষয়ক (পুরুষ পর্য্যন্ত কোনও একটী বিষয় যাহাতে আছে) একাগ্রতা অভ্যাসরূপ অপর বৈরাগ্য অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না, এজন্য যাহাতে চিন্তনীয় কোনও বস্তু থাকে না, এরূপ পরবৈরাগ্যকেই আশ্রয় করা উচিত। উক্ত বিরাম প্রত্যয় অর্থাৎ পরবৈরাগ্য অর্থশূন্য, ইহাতে কোনও পদার্থ অভিলষিত থাকে না। এই পরবৈরাগ্যের বারম্বার অনুশীলন করিয়া অস নির্ব্বিষয় হয়, বৃত্তিরূপ কার্য্য করে না বলিয়া যেন বোধ হয় চিত্ত নষ্ট হইয়াছে। অতএব অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি নির্ব্বীজ অর্থাৎ নিরালম্বন ॥ ১৮ ॥

মন্তব্য। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে চিত্তের কোনও বৃত্তি থাকে না অথচ সংস্কার থাকে, এটী নূতন কথা, এ বিষয় সমাধিপাদের শেষ সূত্রে বিশেষরূপে বলা যাইবে।

সদৃশ কারণ হইতেই সদৃশ কার্য্য উৎপন্ন হয়, বিসদৃশ কারণ হইতে বিসদৃশ কার্য্য জন্মিতে পারে না। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির সদৃশ কারণ পরবৈরাগ্য। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে যেমন কোনও বিষয় থাকে না, পরবৈরাগ্যেও কোনও বিষয় অভীষ্ট থাকে না, সুতরাং উভয়ই সদৃশ; অপর বৈরাগ্যে কোন কোন বিষয় অভীষ্ট থাকে, সুতরাং তাহা হইতে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইতে পারে না, সম্প্রজ্ঞাত সমাধি অপর বৈরাগ্য হইতে জন্মিতে পারে, কারণ কতক বিষয় থাকিয়া কতক না থাকা উভয়েরই তুল্য।

কোনও বিষয় অবলম্বন না করিয়া চিত্ত অবস্থান করে, এ কথা আপাততঃ বিশ্বাস হয় না, চিত্তভূমিতে প্রতিক্ষণ শত সহস্র বিষয় আসিয়া উপস্থিত হয়, এরূপ অবস্থায় সমস্ত বিষয় হইতে একেবারে চিত্তবৃত্তি নিরোধ হওয়া কিরূপে হইবে? একটু প্রণিধান পূর্ব্বক চিন্তা করিলে এ বিষয় সহজেই প্রতিপন্ন হইবে। শত সহস্র বিষয় পরিত্যাগ করিয়া যদি সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে একটী মাত্র বিষয়ে চিত্ত অবস্থান করিতে পারে, তবে আর একটু উন্নতিলাভ করিলে একেবারে নিরালম্বনে থাকিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? অনেকেই ভানুমতী বাজি দেখিয়া থাকিবেন, তাহারা ক্রমশঃ অবলম্বন ত্যাগ করিয়া পরিশেষে নিরালম্বনে অবস্থান করিতে পারে।

আসক্তিমাত্রই দোষের কারণ, ঐ যে মুক্তির কারণ দেবদুর্ল্লভ আত্ম সাক্ষাৎকার বলা হইয়াছে, উহাতেও যেন আসক্তি না থাকে, তবেই নিরো

সমাধি হইবে; নতুবা ঐরূপ আত্মসাক্ষাৎকার বৃত্তিই চিরকাল হইতে থাকিবে, তাহাতে বন্ধন ভিন্ন মুক্তির সম্ভাবনা নাই। যে কোনও রূপে চিত্তের বৃত্তি হইয়া উহা পুরুষে প্রতিবিম্বিত হওয়াকেই বন্ধন বলে, সর্ব্বথাভাবে চিত্তবৃত্তি পুরুষে পতিত না হইলেই মুক্তি হয়, চিত্তবৃত্তি হইলেই পুরুষে পতিত হয়, অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে চিত্তের কোনও বৃত্তি থাকে না, সুতরাং পুরুষেও ছায়া পড়ে না, অতএব ইহাকেই নির্ব্বাণ মুক্তি বলা যাইতে পারে ॥ ১৮ ॥

ভাষ্য। স খল্বয়ং দ্বিবিধঃ উপায়প্রত্যয়ঃ ভবপ্রত্যয়শ্চ, তত্র উপায়প্রত্যয়ো যোগিনাং ভবতি।

সূত্র। ভবপ্রত্যয়ো বিদেহপ্রকৃতিলয়ানাম্ ॥ ১৯ ॥

ব্যাখ্যা। বিদেহপ্রকৃতিলয়ানাং (বিদেহানাং ষাট্‌কৌশিকস্থূলশরীররহিতানাং দেবানাং, প্রকৃতিলয়ানাং প্রধানভাবমুপগতানাং চ) ভবপ্রত্যয়ঃ (ভবন্তি জায়ন্তে অস্যাং জন্তবঃ ইতি ভবঃ অবিদ্যা, স প্রত্যয়ঃ কারণং যস্য স সমাধি-বতীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

তাৎপর্য্য। যেটী আত্মা নয় তাহাকে (ভূত, ইন্দ্রিয় ও প্রকৃতিকে) ঐ বলিয়া উপাসনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন বলিয়া বিদেহ অর্থাৎ দেবগণ প্রকৃতিলীন ব্যক্তিগণের সমাধি ভবপ্রত্যয় অর্থাৎ অবিদ্যামূলক ॥ ১৯ ॥

ভাষ্য। বিদেহানাং দেবানাং ভবপ্রত্যয়ঃ, তে হি স্বসংস্কারমাত্রোপযোগেন চিত্তেন কৈবল্যপদমিবানুভবন্তঃ স্বসংস্কারবিপাকং তথা জাতীয়কং অতিবাহয়ন্তি, তথা প্রকৃতিলয়াঃ সাধিকারে চেতসি প্রকৃতিলীনে কৈবল্যপদমিবানুভবন্তি, যাবন্ন পুনরাবর্ত্ততে অধিকারবশাৎ চিত্তমিতি ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ। নিরোধ সমাধি দুই প্রকার, শ্রদ্ধাদি উপায়জন্য ও অজ্ঞানমূলক, ইহার মধ্যে উপায়জন্য সমাধি যোগিগণের হইয়া থাকে। বিদেহ অর্থাৎ মাতাপিতৃজদেহরহিত দেবগণের ভবপ্রত্যয় (অজ্ঞানমূলক) সমাধি হয়, ঐ দেবগণ কেবল সংস্কারবিশিষ্ট চিত্ত (বৃত্তি থাকে না) যুক্ত হইয়া যেন কৈবল্যপদ অনুভব করিতে করিতে ঐ রূপেই আপন সংস্কার অর্থাৎ ধর্ম্মের

পরিণাম গৌণমুক্তি অতিবাহিত করেন। এইরূপে প্রকৃতিতে লীন ব্য
স্বকীয় সাধিকার (পুনর্ব্বার কার্য্য করিবে এরূপ) চিত্ত প্রকৃতিতে ল
হইলে যেন মুক্তিপদ অনুভব করিতে থাকেন, যে কাল পর্য্যন্ত অধিকার ব
(চিত্তের সমস্ত কার্য্য শেষ হয় নাই বলিয়া) চিত্ত পুনর্ব্বার আবৃত্ত না হয়॥১৯

মন্তব্য। চতুর্বিংশতি জড়তত্ত্বের উপাসকগণই বিদেহ ও প্রকৃতি
বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। কেবল বিকার অর্থাৎ পঞ্চমহাভূত ও একা
ইন্দ্রিয় এই ষোড়শ পদার্থের কোনও একটীকে আত্মা বলিয়া উপাসনা ক
যাঁহারা সিদ্ধিলাভ করেন তাঁহাদিগকে বিদেহ বলা যায়। প্রকৃতি শব্দে
প্রকৃতি অর্থাৎ মূলপ্রকৃতি (প্রধান) ও প্রকৃতিবিকৃতি অর্থাৎ মহৎ, অহং
ও পঞ্চতন্মাত্র বুঝিতে হইবে। উক্ত ভূত, ইন্দ্রিয় ও প্রকৃতির উপাসক
সিদ্ধিলাভ করিয়া মুক্তের ন্যায় অবস্থান করেন। ভাষ্যের কৈবল্য শ
নির্ব্বাণমুক্তি বুঝাইবে না, গৌণমুক্তি সাযুজ্য, সালোক্য ও সারূপ্য বুঝাইবে
ইহাদের স্থূলদেহ নাই, চিত্তের বৃত্তি নাই, এইটী মুক্তির সাদৃশ্য। সংস্কার আ
চিত্তের অধিকার আছে, এইটী মুক্তির বিপরীত অর্থাৎ বন্ধন, এই নি
ভাষ্যে "কৈবল্য পদং ইব" ইব শব্দের প্রয়োগ আছে, ইব শব্দে কোন
ভেদ এবং কোনও রূপে অভেদ বুঝায়।

ভোগ ও অপবর্গ এই দুইটী চিত্তের অধিকার, আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকা
হইলেই অপবর্গ হয়, সুতরাং যত দিন না চিত্ত আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকার করি
পারে, ততদিন যে অবস্থায়ই কেন থাকুক না অবশ্যই তাহার ফিরিয়া আসি
হইবে। বিদেহ ও প্রকৃতিলয়দিগের মুক্তিকে স্বর্গবিশেষ বলিলেও চলে, কেন
উহা হইতেও প্রচ্যুতি আছে, তবে কালের ন্যূনাতিরেক মাত্র, স্বর্গ কাল হই
অধিক কাল সাযুজ্যাদি মুক্তি থাকে, এবং আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া নির্ব্বা
লাভেরও সম্ভাবনা আছে, যতই কেন হউক না উক্ত সমস্তই অজ্ঞানমূলক
অর্থাৎ অনাত্মাকে আত্মা বলিয়া জানা উহার সর্ব্বত্রই আছে, এই নিমিত্তই
ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য উক্ত গৌণমুক্তির প্রতি আস্থা প্রদর্শন করেন নাই।

বিদেহাদির মুক্তিকাল বায়ুপুরাণে উক্ত আছে :—

দশমন্বন্তরাণীহ তিষ্ঠন্তীন্দ্রিয়চিন্তকাঃ।
ভৌতিকাস্তু শতং পূর্ণং সহস্রং ত্বাভিমানিকাঃ।

বৌদ্ধা দশ সহস্রাণি তিষ্ঠন্তি বিগতজ্বরাঃ ।
পূর্ণং শত সহস্রন্তু তিষ্ঠন্ত্যব্যক্তচিন্তকাঃ ।
নির্গুণং পুরুষং প্রাপ্য কালসংখ্যা ন বিদ্যতে ॥

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়োপাসকগণের মুক্তিকাল দশ মন্বন্তর, সূক্ষ্মভূত উপাসকগণের শত মন্বন্তর, অহঙ্কারোপাসকের সহস্র মন্বন্তর, বুদ্ধি উপাসকের (মহত্তত্ত্বের উপাসকের) দশ সহস্র মন্বন্তর, এবং প্রকৃতি উপাসকের লক্ষ মন্বন্তর। এক সপ্ততি দিব্য যুগে এক একটী মন্বন্তর হয়। নির্গুণ পুরুষকে পাইলে অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ করিলে কাল পরিমাণ থাকে না, প্রত্যাবৃত্তি হয় না।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে চিত্ত এত দীর্ঘকাল প্রকৃতিতে সর্ব্বতোভাবে লীন থাকিয়াও পুনর্ব্বার উক্ত মুক্তির অবসানে ঠিক্ পূর্ব্বরূপ ধারণ করে, লয়ের পূর্ব্বে যেটী সেরূপ ছিল, লয়ের পরেও সেটী তাহাই হয়, একটী আর একটী হইয়া যায় না। বর্ষাকালের পরে শীতকালে ভেকজাতি ও কোনও বৃক্ষজাতি মৃত্তিকারূপে পরিণত হয়, পুনর্ব্বার বর্ষার প্রারম্ভে আপন আকার ধারণ করে, চিত্তও ঐরূপে সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতিতে লীন হইয়া পুনর্ব্বার আপনার আকার ধারণ করে ॥ ১৯ ॥

সূত্র। শ্রদ্ধাবীর্য্যস্মৃতিসমাধিপ্রজ্ঞাপূর্ব্বক ইতরেষাম্ ॥ ২০ ॥

ব্যাখ্যা। ইতরেষাং (বিদেহপ্রকৃতিলয়াতিরিক্তানাং) শ্রদ্ধাবীর্য্যস্মৃতিসমাধিপ্রজ্ঞাপূর্ব্বকঃ (শ্রদ্ধাদিপঞ্চভ্যঃ, অসম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধির্ভবতীত্যর্থঃ) ॥ ২০ ॥

তাৎপর্য্য। যোগিগণের শ্রদ্ধাদি উপায় জন্য সমাধি হইয়া থাকে। (শ্রদ্ধাদির বিবরণ ভাষ্যে আছে) ॥ ২০ ॥

ভাষ্য। উপায়প্রত্যয়ো যোগিনাং ভবতি। শ্রদ্ধা চেতসঃ সম্প্রসাদঃ, সা হি জননীব কল্যাণী যোগিনং পাতি, তস্য শ্রদ্দধানস্য বিবেকার্থিনঃ বীর্য্যং উপজায়তে, সমুপজাতবীর্য্যস্য স্মৃতিঃ উপতিষ্ঠতে, স্মৃত্যুপস্থানে চ চিত্তং অনাকুলং সমাধীয়তে, সমাহিতচিত্তস্য প্রজ্ঞাবিবেকঃ উপাবর্ত্ততে, যেন যথাবৎ বস্তু জানাতি, তদভ্যাসাৎ তদ্বিষয়াচ্চ বৈরাগ্যাৎ অসম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধির্ভবতি ॥ ২০ ॥

অনুবাদ। যোগিগণের শ্রদ্ধাদি উপায় জন্য সমাধি হইয়া থাকে"। চিত্তের প্রসন্নতাকে (তত্ববিষয়ে উৎকট ইচ্ছাকে) শ্রদ্ধা বলে, মঙ্গলদায়িনী সেই শ্রদ্ধা যোগিগণকে রক্ষা করে। শ্রদ্ধাশীলবিবেকপ্রার্থী যোগীর বীর্য্য (প্রযত্ন) সমুৎপন্ন হয়, বীর্য্যের উৎপত্তি হইলে তত্বস্মরণ অর্থাৎ ধ্যান উৎপন্ন হয়, স্মৃতি উপস্থিত হইলে চিত্ত স্থিরভাবে সমাধি করিতে পারে (এইটী যোগের অঙ্গ সম্প্রজ্ঞাত সমাধি)। চিত্ত সমাহিত হইলে জ্ঞানের উৎকর্ষ হয় সুতরাং যথার্থ বস্তু জানিতে পারে, এইরূপে বারম্বার অভ্যাস ও তত্তৎ বিষয়ে বৈরাগ্য হইলে পরিশেষে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

মন্তব্য। সূত্রে অষ্টাঙ্গ যোগের শেষ অঙ্গ সমাধির উল্লেখ থাকায় যমনিয়ম প্রভৃতি পূর্ব্ব পূর্ব্ব অঙ্গ সমুদায় আছে বলিয়া জানিতে হইবে, কারণ পূর্ব্বাঙ্গ যমনিয়মাদি না হইলে উত্তরাঙ্গ সমাধির সম্ভাবনা হয় না। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির অঙ্গ অর্থাৎ কারণ।

যদিচ উপাসনামাত্রেই শ্রদ্ধার আবশ্যক, কিন্তু আত্মা ভিন্ন অন্য পদার্থে শ্রদ্ধা হইলে তাহাতে চিত্ত প্রসন্ন হয় না, কারণ অপর সমস্তই ভ্রমমূলক। সারাৎসার আত্মতত্ব সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতেও বিরক্ত হওয়া আবশ্যক, অর্থাৎ ঐ বিবেকখ্যাতিও চিত্তে না জন্মে এরূপ চেষ্টা করা উচিত, নতুবা চিরকালই চিত্তে বিবেক জ্ঞান হইতে থাকিলে অন্যভাবে বন্ধন হইয়া দাঁড়ায় তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন, "তদ্বিষয়াচ্চ বৈরাগ্যাৎ" সেই আত্মখ্যাতিতেও বিরক্ত হইয়া তাহার নিরোধ করিবে। চিত্তে কোনওরূপ বৃত্তি না হইলেই পুরুষের মুক্তি হয় ॥ ২০ ॥

ভাষ্য। তে খলু নব যোগিনঃ মৃদুমধ্যাধিমাত্রোপায়া ভবন্তি; তৎ যথা, মৃদূপায়ঃ, মধ্যোপায়ঃ, অধিমাত্রোপায়ঃ ইতি। তত্র মৃদূপায়োঽপি ত্রিবিধঃ মৃদুসংবেগঃ, মধ্যসংবেগঃ, তীব্রসংবেগঃ ইতি। তথা মধ্যোপায়ঃ, তথাধিমাত্রোপায়ঃ ইতি। তত্রাধিমাত্রোপায়ানাম্।

সূত্র। তীব্রসংবেগানামাসন্নঃ ॥ ২১ ॥

ভাষ্য। সমাধিলাভঃ সমাধিফলঞ্চ ভবতীতি ॥ ২১ ॥

অনুবাদ। উক্ত শ্রদ্ধাদি উপায়বিশিষ্ট যোগিগণ নয় প্রকার। তাহা এই রূপ। প্রথমতঃ মৃদু উপায় অর্থাৎ যাঁহাদের শ্রদ্ধাদি উপায় অতিরিক্ত নহে। দ্বিতীয়তঃ মধ্য উপায় অর্থাৎ যাঁহাদের শ্রদ্ধাদি উপায় মধ্যমরূপ, অতি প্রবল নহে; অতি নিকৃষ্টও নহে। তৃতীয়তঃ অধিমাত্র উপায় অর্থাৎ যাঁহাদের শ্রদ্ধাদি উপায় অতি উৎকট। এই তিনের মধ্যে মৃদু উপায়ও পুনর্ব্বার তিনরূপ হয়, যথা মৃদুসংবেগ, মধ্য সংবেগ ও তীব্র (অধিমাত্র) সংবেগ, সংবেগ শব্দের অর্থ বৈরাগ্য। এইরূপে মধ্যোপায় ও অধিমাত্রোপায় যোগিগণ সংবেগের তারতম্য অনুসারে তিন তিন ভাগে বিভক্ত হয়। ইহাদের মধ্যে অধিমাত্রোপায় তীব্রবৈরাগ্য যোগিগণের সমাধিলাভ ও সমাধিফল আসন্ন অর্থাৎ অচিরে উৎপন্ন হইয়া থাকে॥ ২১॥

মন্তব্য। সূত্রটী সম্পূর্ণভাবে ভাষ্যের অন্তর্নিবিষ্ট, সুতরাং পৃথক্ করিয়া ব্যাখ্যা করা হইল না। তুল্য উপায় অবলম্বন করিয়াও তুল্যকালে সকলের ফললাভ হয় না। অবশ্যই ইহার কোনও গূঢ় কারণ আছে, সেই কারণ উপায়ের তারতম্য। জগতের সমস্ত বস্তুই উত্তম মধ্যম ও অধম এই তিন প্রকার। শ্রদ্ধাদি উপায়ের উত্তম প্রভৃতি তারতম্য অনুসারে সমাধি লাভেরও তারতম্য (চিরকাল, অচিরকাল প্রভৃতি) ঘটিয়া থাকে। যদিচ এই ত্রিবিধ বিভাগ নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ করা যায় না, তথাপি মোটামুটী একটী বিভাগ কল্পনা করিতে হইবে। কতদূর হইলে শ্রদ্ধাদি উপায়ের অধমকল্প, কতদূরে মধ্যমকল্প এবং কতদূরেই বা উত্তমকল্প তাহার বিশেষ অবধারণ নাই। সমাধিলাভরূপ ফলের তারতম্য দর্শনে উপায়ের তারতম্য বুঝিয়া লইতে হইবে॥ ২১॥

সূত্র। মৃদুমধ্যাধিমাত্রত্বাৎ ততোঽপি বিশেষঃ॥ ২২॥

ব্যাখ্যা। মৃদুমধ্যাধিমাত্রত্বাৎ (পূর্ব্বোক্ততীব্রতায়াঃ অধমমধ্যমোত্তমভাবাৎ) ততোঽপি (আসন্নাদপি সমাধিলাভাৎ) বিশেষঃ (বৈলক্ষণ্যং তারতম্যং ভবতীতি শেষঃ)॥ ২২॥

তাৎপর্য্য। পূর্ব্বোক্ত তীব্র সংবেগের মৃদু, মধ্য ও অধিমাত্র প্রভেদে সমাধিলাভেরও বিশেষ হইয়া থাকে॥ ২২॥

ভাষ্য। মৃদুতীব্রঃ, মধ্যতীব্রঃ, অধিমাত্রতীব্র ইতি ততোঽপি বিশেষঃ, তদ্বিশেষাৎ মৃদুতীব্রসংবেগস্যাসন্নঃ, ততো মধ্যতীব্রসংবেগস্যাসন্নতরঃ, তস্মাদধিমাত্রতীব্রসংবেগস্যাধিমাত্রোপায়স্যাসন্নতমঃ সমাধিলাভঃ সমাধিফলঞ্চেতি ॥ ২২ ॥

অনুবাদ। মৃদুতীব্র, মধ্যতীব্র ও অধিমাত্রতীব্র এই তিনটী তীব্রসংবেগের প্রভেদ, ইহার বিশেষে সমাধিরও বিশেষ হইয়া থাকে, যেমন, মৃদুতীব্র সংবেগবিশিষ্ট যোগীর সমাধিলাভ ও সমাধিফল (কৈবল্য) আসন্ন (নিকটবর্ত্তী) হয়, মধ্যতীব্রসংবেগবিশিষ্ট যোগীর আসন্নতর ও অধিমাত্র তীব্রসংবেগবিশিষ্ট যোগীর আসন্নতম হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

মন্তব্য। উক্তরূপে মৃদু ও মধ্যসংবেগেরও ভেদ হইতে পারে। অধিমাত্র উপায়ে এবং অধিমাত্র তীব্রসংবেগে সাতিশয় প্রযত্ন করা কর্ত্তব্য ইহা দেখাইবার নিমিত্ত উক্ত ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে ॥ ২২ ॥

ভাষ্য। কিমেতস্মাদেবা সন্নতমঃ সমাধির্ভবতি অথাস্য লাভে ভবতি অন্যোঽপি কশ্চিদুপায়ো ন বেতি।

সূত্র। ঈশ্বরপ্রণিধানাৎ বা ॥ ২৩ ॥

ব্যাখ্যা। ঈশ্বরপ্রণিধানাৎ (ঈশ্বরে বক্ষ্যমাণস্বরূপে পুরুষবিশেষে, প্রণিধানাৎ উপাসনাৎ, ভক্তিবিশেষাৎ) বা (অপি আসন্নতমঃ সমাধিলাভঃ ফলঞ্চ ভবতীত্যর্থঃ) ॥ ২৩ ॥

তাৎপর্য্য। অধিমাত্র উপায় ও তীব্রসংবেগ হইতেই অচিরে সমাধিলাভ ও তৎফললাভ হয় এরূপ নহে, ঐকান্তিক ভক্তিসহকারে ঈশ্বরের উপাসনা করিলেও অচিরাৎ সমাধি ও ফললাভ হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

ভাষ্য। প্রণিধানাৎ ভক্তিবিশেষাৎ আবর্জ্জিত ঈশ্বরস্তমনুগৃহ্লাতি অভিধ্যানমাত্রেণ, তদভিধ্যানাদপি যোগিন আসন্নতমঃ সমাধিলাভঃ ফলঞ্চ ভবতীতি ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ। কি এই সমস্ত উপায় হইতেই অচিরে সমাধিলাভ হয়, অথবা

ইহার প্রাপ্তিতে আরও কোন উপায় আছে ? এইরূপ জিজ্ঞাসায় বলা হইতেছে, কায়িক, বাচিক ও মানসিক ত্রিবিধ ভক্তিবিশেষে উপাসনা করিলে পরমেশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া "ইহার অভিলষিত এই বিষয়টী সিদ্ধ হউক" এইরূপ ইচ্ছা সহকারে সেই যোগীর প্রতি অনুগ্রহ করেন। ঈশ্বরের তাদৃশ ইচ্ছা হইতেও যোগীর সমাধিলাভ আসন্নতম হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

মন্তব্য। সূত্রের অবতার ভাষ্যে "অন্যোঽপি" এইরূপ অন্য শব্দের প্রয়োগ থাকায় সূত্রের "বা" শব্দ বিকল্পার্থ বুঝিতে হইবে। ঈশ্বরের কেবল তাদৃশ অভিধ্যান (ইচ্ছা) হইতেই যোগীর সমাধিলাভ আসন্নতম হইয়া থাকে, উক্ত কার্য্যে তাঁহার অন্য কোনও ব্যাপারের আবশ্যক হয় না। ঈশ্বরের ইচ্ছা হইতেই সমস্ত নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। পরমেশ্বরের কথা দূরে থাকুক সিদ্ধ যোগিগণও অমোঘ ইচ্ছা প্রভাবে বর ও শাপ প্রদান করিয়া কত শত অলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন ॥ ২৩ ॥

ভাষ্য। অথ প্রধানপুরুষব্যতিরিক্তঃ কোঽয়মীশ্বরো নামেতি ?

সূত্র। ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ ॥ ২৪ ॥

ব্যাখ্যা। ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈঃ (অবিদ্যাদিভিঃ ক্লেশৈঃ ধর্ম্মাধর্ম্মরূপৈঃ কর্ম্মভিঃ, জাত্যায়ুর্ভোগৈঃ বিপাকৈঃ, আশয়ৈশ্চ তদনুগুণবাসনাভিঃ) অপরামৃষ্টঃ (অসম্বদ্ধঃ) পুরুষবিশেষঃ (পুরুষান্তরেভ্যো বিলক্ষণঃ) ঈশ্বরঃ (ঐশ্বর্য্যশালী, সত্যসঙ্কল্পঃ) ॥ ২৪ ॥

তাৎপর্য্য। অবিদ্যা প্রভৃতি পঞ্চবিধ ক্লেশ, ধর্ম্মাধর্ম্ম, জাতি, আয়ু ও ভোগ এবং সংস্কার এই সমস্ত যাহাতে নাই এরূপ পুরুষবিশেষকে ঈশ্বর বলে ॥ ২৪ ॥

ভাষ্য। অবিদ্যাদয়ঃ ক্লেশাঃ, কুশলাকুশলানি কর্ম্মাণি, তৎফলং বিপাকঃ, তদনুগুণা বাসনা আশয়াঃ, তে চ মনসি বর্ত্তমানাঃ পুরুষে ব্যপদিশ্যন্তে সহি তৎফলস্য ভোক্তেতি, যথা জয়ঃ পরাজয়ো বা যোদ্ধৃষু বর্ত্তমানঃ স্বামিনি ব্যপদিশ্যতে। যোহ্যনেন ভোগেন অপরামৃষ্টঃ স পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ কৈবল্যং প্রাপ্তাস্তর্হি সন্তি চ বহবঃ

কেবলিনঃ তে হি ত্রীণি বন্ধনানি ছিত্বা কৈবল্যং প্রাপ্তাঃ। ঈশ্বরস্য চ তৎসম্বন্ধো ন ভূতো ন ভাবী, যথা মুক্তস্য পূর্ব্বাবন্ধকোটিঃ প্রজ্ঞায়তে নৈবমীশ্বরস্য, যথা বা প্রকৃতিলীনস্য উত্তরাবন্ধকোটিঃ সম্ভাব্যতে নৈবমীশ্বরস্য, সতু সদৈবমুক্তঃ সদৈবেশ্বর ইতি। যোঽসৌ প্রকৃষ্ট-সত্ত্বোপাদানাদীশ্বরস্য শাশ্বতিক উৎকর্ষঃ স কিং সনিমিত্তঃ? আহো-স্বিৎ নির্নিমিত্ত ইতি? তস্য শাস্ত্রং নিমিত্তং। শাস্ত্রং পুনঃ কিন্নিমিত্তং? প্রকৃষ্টসত্ত্বনিমিত্তম্। এতয়োঃ শাস্ত্রোৎকর্ষয়োরীশ্বরসত্ত্বে বর্ত্তমানয়ো-রণাদিঃ সম্বন্ধঃ। এতস্মাৎ এতদ্ভবতি সদৈবেশ্বরঃ সদৈবমুক্তঃ ইতি। তচ্চ তস্যৈশ্বর্য্যং সাম্যাতিশয়বিনির্ম্মুক্তং, ন তাবৎ ঐশ্বর্য্যান্তরেণ তদতিশয্যতে, যদেবাতিশয়ি স্যাৎ তদেব তৎ স্যাৎ, তস্মাৎ যত্র কাষ্ঠাপ্রাপ্তিরৈশ্বর্য্যস্য স ঈশ্বরঃ। ন চ তৎসমানমৈশ্বর্য্যমস্তি, কস্মাৎ, দ্বয়োস্তুল্যয়োরেকস্মিন্ যুগপৎ কামিতেঽর্থে নবমিদমস্তু পুরাণমিদমস্তু ইত্যেকস্য সিদ্ধৌ ইতরস্য প্রাকাম্য বিঘাতাদূনত্বং প্রসক্তং, দ্বয়োশ্চ তুল্যয়োর্যুগপৎ কামিতার্থপ্রাপ্তির্নাস্ত্যর্থস্য বিরুদ্ধত্বাৎ। তস্মাৎ যস্য সাম্যাতিশয়বিনির্ম্মুক্তমৈশ্বর্য্যং স ঈশ্বরঃ স চ পুরুষবিশেষ ইতি ॥২৪॥

অনুবাদ। প্রধান ও পুরুষের অতিরিক্ত কি আছে, যাহাকে ঈশ্বর বলা যাইতে পারে, এরূপ আশঙ্কায় বলা হইতেছে। অবিদ্যা প্রভৃতি ক্লেশ, ধর্ম্মাধর্ম্ম-রূপ কর্ম্ম, কর্ম্মফল বিপাক (জাতি, আয়ু ও ভোগ) এবং তদনুকূল আশয় অর্থাৎ বাসনা, (সংস্কার) ইহারা চিত্তে থাকিয়াও পুরুষের বলিয়া অভিহিত হয়, কারণ পুরুষই ফলভোগ করেন, যেমন সৈন্যগণের জয় ও পরাজয়ে রাজার জয় পরাজয় বলিয়া ব্যবহার হয়। এই ফলভোগের সহিত যাঁহার কোনই সম্বন্ধ নাই সেই পুরুষ বিশেষকে ঈশ্বর বলে। (নিরীশ্বর সাংখ্যের আশঙ্কা) এমত হইলে মুক্তি যাঁহারা পাইয়াছেন তাঁহাদিগকেই ঈশ্বর বলা যাইতে পারে, মুক্ত পুরুষ অনেক আছে, তাঁহারা ত্রিবিধ (প্রাকৃতিক, বৈকারিক ও দাক্ষিণিক) বন্ধন ছেদন করিয়া মুক্তিপদ লাভ করিয়াছেন। (আশঙ্কার উত্তর) উপরোক্ত ফলসম্বন্ধ ঈশ্বরের পূর্ব্বে ছিল না, পরেও হইবে না, মুক্তপুরুষের পূর্ব্ববন্ধন

(মুক্তির পূর্ব্বে কর্ম্ম সম্বন্ধ) যেরূপ জানা যায়, সেরূপ ঈশ্বরের নাই। প্রকৃতিলীন ব্যক্তির যেমন উত্তরবন্ধনের অর্থাৎ লয়ের অবসানে পুনর্ব্বার কর্ম্মফলসম্বন্ধের সম্ভাবনা আছে, ঈশ্বরের সেরূপ নাই। ঈশ্বর সর্ব্বদাই মুক্ত এবং সর্ব্বদাই ঐশ্বর্য্যশালী।

প্রকৃষ্ট সত্ব (বিশিষ্ট চিত্ত) গ্রহণ করায় ঈশ্বরের যে এই স্বাভাবিক উৎকর্ষ বলা হইতেছে ইহা কি সনিমিত্ত ? অর্থাৎ ইহাতে কি প্রমাণ আছে ? অথবা নির্নিমিত্ত অর্থাৎ ইহাতে কি প্রমাণ নাই ? নাস্তিকের এইরূপ আশঙ্কায় বলা হইতেছে শাস্ত্রই উক্ত উৎকর্ষে প্রমাণ। শাস্ত্রে কি প্রমাণ ? অর্থাৎ শাস্ত্রে যাহা উক্ত আছে তাহা যথার্থ ইহাতে প্রমাণ কি ? এই আশঙ্কায় বলা হইতেছে ঈশ্বরের প্রকৃষ্ট সত্বই শাস্ত্রে প্রমাণ অর্থাৎ ঈশ্বর বিরচিত বলিয়াই শাস্ত্র সকলকে প্রমাণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। উক্ত উৎকর্ষ ও শাস্ত্র ঈশ্বরের চিত্তে আছে, ইহাদের উভয়ের সম্বন্ধ অনাদি অর্থাৎ চিরকাল হইতেই আছে, ইহা দ্বারা ঈশ্বর সর্ব্বদাই মুক্ত এবং সর্ব্বদাই ঐশ্বর্য্যশালী ইহাই প্রতিপন্ন হইল।

ঈশ্বরের এই ঐশ্বর্য্য (প্রকৃষ্ট সত্ব) সাম্য ও অতিশয় রহিত, অর্থাৎ ঈশ্বরের তুল্য বা অতিরিক্ত ঐশ্বর্য্য আর কাহারও নাই, ঈশ্বরের অপেক্ষা অপরের ঐশ্বর্য্য অতিরিক্ত হইতে পারে না, কারণ যাঁহার ঐশ্বর্য্য অতিরিক্ত সেই ঈশ্বর, অতএব যেস্থানে ঐশ্বর্য্যের কাষ্ঠাপ্রাপ্তি অর্থাৎ শেষসীমা সেই ঈশ্বর। ঈশ্বরের তুল্য ঐশ্বর্য্য কাহারও হইতে পারে না, কারণ দুইটী তুল্য বল ঈশ্বর হইলে তাহাদের কোনও পদার্থে এক সময় "এটী নূতন হউক" "এটী পুরাতন হউক" এই ভাবে ইচ্ছা হইলে একের অভীষ্ট সিদ্ধি হইলে অপরের ইচ্ছা ব্যাঘাত হওয়ায় তাঁহার ঈশ্বরত্ব থাকে না, যুগপৎ উভয়ের ইচ্ছাসিদ্ধিরও সম্ভাবনা নাই, কারণ একই পদার্থে এক সময়ে নূতন ও পুরাতন ভাব থাকিতে পারে না, কারণ উহারা পরস্পর বিরুদ্ধ। অতএব বলিতে হইবে যাঁহার ঐশ্বর্য্য সাম্য ও অতিশয় বিরহিত সেই ঈশ্বর, সেই ঈশ্বর পুরুষবিশেষ অর্থাৎ বিলক্ষণ পুরুষ, পুরুষ হইতে অতিরিক্ত তত্ব নহে ॥ ২৪ ॥

মন্তব্য। পুরুষমাত্রে ক্লেশাদির যথার্থ সম্বন্ধ না থাকিলেও আরোপিত আছে, ঈশ্বরে আরোপভাবেও ক্লেশাদি সম্বন্ধ নাই, সময় বিশেষের নিমিত্ত নহে, চিরকালই নাই। যদিচ মুক্তপুরুষে উক্ত ক্লেশাদি সম্বন্ধ নাই, তথাপি

তাঁহারা অনাদিকাল হইতে কর্ম্মফল ভোগ করিয়া আসিয়াছেন। প্রকৃতিলীন ব্যক্তিগণের উত্তর বন্ধ বলায় পূর্ব্ববন্ধ ছিল না এরূপ বুঝিতে হইবে না, উহাদের পূর্ব্বাপর উভয় বন্ধই আছে, কেবল দীর্ঘ সময় বিশেষের নিমিত্ত বন্ধ রহিত হয় মাত্র।

ঈশ্বরতত্ব প্রতিপাদন করায় পাতঞ্জল দর্শনকে সেশ্বর সাংখ্যও বলা হইয়া থাকে। ঈশ্বররূপ অনুক্তঅংশ পূরণ করায় ইহাকে সাংখ্যের পরিশিষ্টও বলা যাইতে পারে। এই নিমিত্তই গ্রন্থ সমাপ্তিতে "পাতঞ্জলে সাংখ্যপ্রবচনে" এইরূপ লেখা হইয়া থাকে।

ঐশ্বর্য্য জ্ঞান প্রভৃতি সমস্তই উপাধির অর্থাৎ প্রকৃষ্ট চিত্তের ধর্ম্ম, ঈশ্বরের (কেবল চৈতন্য স্বরূপের) নিজের কিছুই নহে। উপাধি থাকিলেও ঈশ্বর উপাধির বশীভূত নহেন, উপাধিই উঁহার বশীভূত, সাধারণ জীব উপাধিরই বশীভূত হইয়া থাকে, এইটুকু জীব ও ঈশ্বরের প্রভেদ। সংসারানলে নিরন্তর দহ্যমান জীবদিগকে জ্ঞান ও ধর্ম্মের উপদেশ দান করিয়া উদ্ধার করিবেন, এই অভিপ্রায়ে ভগবান্ স্বকীয় উপাধি প্রকৃষ্ট সত্বপ্রধান চিত্তকে গ্রহণ করিয়া থাকেন। এস্থলে আশঙ্কা হইতে পারে, ঈশ্বরের নিজের কোনই ধর্ম্ম না থাকিলে উপাধি গ্রহণের ইচ্ছাই বা কিরূপে হইতে পারে? একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলে ইহার উত্তর সহজে হইবে, যেমন কোনও ব্যক্তি "কল্য সকালেই আমার উঠিতে হইবে" এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া নিদ্রিত হইয়া পরদিন যথা সময়েই জাগ্রত হয়, তদ্রূপ প্রলয় কাল উপস্থিত হইলে ঈশ্বরের সঙ্কল্প হইয়া থাকে, "সৃষ্টির আদিতে পুনর্ব্বার আমাকে প্রকৃষ্ট সত্বরূপ উপাধি গ্রহণ করিতে হইবে", সেই সঙ্কল্প বশতঃই প্রলয়ের পর পুনর্ব্বার স্বকীয় উপাধি গ্রহণ করেন। সৃষ্টিও প্রলয় প্রবাহ অনাদি সুতরাং প্রথম বারে কিরূপে হইয়াছিল এরূপ আশঙ্কার কারণ নাই।

শাস্ত্র সকল প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত হইলেও তদ্দ্বারা যথোক্ত ঈশ্বর সিদ্ধি হইতে পারে এবং তাদৃশ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর সিদ্ধি হইলে তৎপ্রণীত বলিয়া শাস্ত্রকেও প্রমাণ বলা যাইতে পারে। এমত স্থলে পরস্পর পরস্পরের অপেক্ষারূপ অন্যোন্যাশ্রয় দোষের সম্ভাবনা, "যোঽসৌ প্রকৃষ্টসত্বোপাদানাৎ" ইত্যাদি ভাষ্য দ্বারা নাস্তিকের উক্ত আশঙ্কাই দেখান হইয়াছে। সিদ্ধান্তে শাস্ত্রের প্রামাণ্য

বোধ অন্য উপায় দ্বারাও হইতে পারে "মন্ত্রায়ুর্ব্বেদবৎ তৎ প্রমাণম্" ন্যায়সূত্র, অর্থাৎ ঈশ্বর প্রণীত মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ফলপ্রত্যক্ষ করিয়া উহার প্রামাণ্য-গ্রহ হয়, পরে ঐ ঈশ্বরবিরচিত বলিয়া অপর সকল শাস্ত্রেরও প্রামাণ্যগ্রহ হইতে পারিবে। শাস্ত্র সকল সাধারণপুরুষ বিরচিত নহে, উহা ঈশ্বরের প্রকৃষ্ট সত্ত্বরূপ উপাধি হইতেই আবির্ভূত হইয়াছে। ক্রমশঃ পরীক্ষা করিয়া বর্ণ সকল উল্টা পাল্টা করিয়া মন্ত্র বিরচিত হইয়াছে অথবা দ্রব্যের মিশ্রণগুণ পরীক্ষা করিয়া ঔষধি প্রস্তুত হইয়াছে এরূপ কল্পনায় কোনও প্রমাণ নাই। একটী পথ পাইলে তাহার উন্নতি করা যাইতে পারে, ঈশ্বরই প্রথম পথ প্রদর্শন করিয়াছেন ॥ ২৪ ॥

ভাষ্য। কিঞ্চ।

সূত্র। তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞবীজম্ ॥ ২৫ ॥

ব্যাখ্যা। তত্র (ঈশ্বরে) সর্ব্বজ্ঞ বীজং (সর্ব্বজ্ঞতায়া অনুমাপকং জ্ঞানং) নিরতিশয়ং (ন বিদ্যতে অতিশয়ো যস্মাৎ তাদৃশং কাষ্ঠাপ্রাপ্তমিত্যর্থঃ) ॥ ২৫ ॥

তাৎপর্য্য। ঈশ্বরের জ্ঞান নিরতিশয় অর্থাৎ ইহা হইতে অতিরিক্ত জ্ঞান কাহারই নাই, এই জ্ঞানই ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতার সাধক ॥ ২৫ ॥

ভাষ্য। যদিদং অতীতানাগতপ্রত্যুৎপন্নপ্রত্যেকসমুচ্চয়াতীন্দ্রিয়-গ্রহণমল্পং বহু ইতি সর্ব্বজ্ঞবীজং, এতদ্বিবর্দ্ধমানং যত্র নিরতিশয়ং স সর্ব্বজ্ঞঃ। অস্তি কাষ্ঠাপ্রাপ্তিঃ সর্ব্বজ্ঞবীজস্য সাতিশয়ত্বাৎ পরিমাণ-বদিতি। যত্র কাষ্ঠাপ্রাপ্তিঃ জ্ঞানস্য স সর্ব্বজ্ঞঃ, স চ পুরুষবিশেষ ইতি, সামান্যমাত্রোপসংহারে কৃতোপক্ষয়মনুমানং ন বিশেষপ্রতিপত্তৌ সমর্থং ইতি তস্য সংজ্ঞাদিবিশেষপ্রতিপত্তিরাগমতঃ পর্য্যন্বেষ্যা। তস্যাত্মানুগ্রহাভাবেঽপি ভূতানুগ্রহঃ প্রয়োজনম্, জ্ঞানধর্ম্মোপদেশেন কল্পপ্রলয়মহাপ্রলয়েষু সংসারিণঃ পুরুষান্ উদ্ধরিষ্যামীতি। তথাচোক্তং "আদি বিদ্বান্ নির্ম্মাণচিত্তমধিষ্ঠায় কারুণ্যাৎ ভগবান্ পরমর্ষিরাসুরয়ে জিজ্ঞাসমানায় তন্ত্রং প্রোবাচ" ইতি ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ। ইন্দ্রিয়ের অতীত ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানবিষয়ে প্রত্যেক (এক একটী করিয়া, ও সমুচ্চয়ভাবে (সমূহ আলম্বনে) অল্প ও বহু পরিমাণে (বিষয়ের অল্পতা ও আধিক্যবশতঃই জ্ঞানকে অল্প ও বহু বলা যায়) জ্ঞান লক্ষিত হয়, এই অতীন্দ্রিয় জ্ঞানই সর্ব্বজ্ঞতার হেতু অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় জ্ঞান যাঁহার আছে তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ বলে। এই জ্ঞান বিশেষরূপে বর্দ্ধমান হইয়া (ক্রমশঃ অনেক পদার্থকে বিষয় করিয়া) যেস্থানে নিরতিশয় (যাহা হইতে অধিক না থাকে এরূপ) হয় তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর বলে। সর্ব্বজ্ঞতার সম্পাদক এই জ্ঞানের পরিশেষ আছে,—কেননা, যে পদার্থ সাতিশয় অর্থাৎ তারতম্যে অবস্থিত তাহা কোনও এক স্থানে নিরতিশয় হইবে, যেমন পরিমাণ, (পরিমাণ কুবলয় বিল্ব প্রভৃতিতে ক্রমশঃ বিবর্দ্ধমান হইয়া আকাশে নিরতিশয় হয়, আকাশ পরম মহৎ পরিমাণ, তাহার পরিমাণ হইতে আর কোনও পরিমাণ অধিক নাই; এইরূপ জ্ঞান ও তারতম্যযুক্ত, অর্থাৎ এক হইতে অপর ব্যক্তি অতীন্দ্রিয় পদার্থ অধিক জানে, তাহা অপেক্ষা আর একজন অধিক জানে, অতএব কোনও এক স্থান এমত আছে, যেখানে এই জ্ঞানের পরিসীমা হয়) যেখানে শেষ আছে সেই ব্যক্তিই সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর। উহা পুরুষবিশেষ, অর্থাৎ পুরুষতত্ত্ব হইতে পৃথক্ নহে। অনুমান সামান্যভাবেই অর্থকে বুঝায়, (প্রকৃতস্থলে কোনও একটী পদার্থ আছে, যেখানে জ্ঞানের পরিশেষ হইয়াছে, এই ভাবে ঈশ্বরকে বুঝান হইয়াছে, তাঁহার বিশেষ লক্ষণ কিছুই জানা যায় নাই) বিশেষরূপে বুঝাইতে অনুমান অক্ষম, সুতরাং ঈশ্বরের সংজ্ঞা প্রভৃতি বিশেষ ধর্ম্ম সকল শাস্ত্র হইতেই বুঝিতে হইবে। ঈশ্বরের নিজের প্রয়োজন না থাকিলেও জীবের প্রতি অনুগ্রহ করাই তাঁহার প্রয়োজন, জ্ঞান ও ধর্ম্মের উপদেশ দ্বারা কল্পপ্রলয় (ব্রহ্মার দিনাবসান, যাহাতে সত্যলোক ভিন্ন সমস্ত জগৎ বিনষ্ট হয়) ও মহাপ্রলয় (যাহাতে সত্যলোকেরও বিনাশ হয়) কালে সংসারিপুরুষ সকলকে উদ্ধার করিব, এই অভিপ্রায়েই তিনি জীবের প্রতি অনুগ্রহ করেন, অর্থাৎ আপন উপাধি ও মূর্ত্তি প্রভৃতি পরিগ্রহ করেন। এই কথাই শাস্ত্রে উক্ত আছে— "আদিবিদ্বান্ ভগবান্ মহর্ষি কপিল মুনি করুণা করিয়া নির্ম্মাণচিত্ত (নির্ম্মাণার্থ চিত্ত, স্বকীয় উপাধি, প্রকৃষ্ট সত্ত্বযুক্ত চিত্ত) গ্রহণ করিয়া জিজ্ঞাসু আসুরিকে সাংখ্যশাস্ত্র উপদেশ করিয়াছিলেন" ॥ ২৫ ॥

মন্তব্য। ভাষ্যে "জ্ঞানং নিরতিশয়ং সাতিশয়ত্বাৎ পরিমাণবৎ" এইরূপে অনুমান করা হইয়াছে, এস্থলে জ্ঞানশব্দে জ্ঞান সামান্য (জ্ঞানত্বং জাতি) বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ "জ্ঞানত্বং নিরতিশয়বৃত্তি, সাতিশয়বৃত্তিত্বাৎ পরিমাণত্ববৎ এইরূপে অনুমান করিতে হইবে, নতুবা কোনও জ্ঞানই সাতিশয় হইয়া নিরতিশয় হয় না, যেটী সাতিশয় (অস্মদাদি সাধারণের জ্ঞান) সেটী নিরতিশয় নহে, এবং যেটী নিরতিশয় (ঈশ্বরের জ্ঞান) সেটী সাতিশয় নহে।

সাংখ্যশাস্ত্রে আদি বিদ্বান্ কপিলকেই ঈশ্বর বলে। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে ঈশ্বরবিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে, কুসুমাঞ্জলিতে উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন, "শুদ্ধবুদ্ধস্বভাবঃ" ইতি ঔপনিষদাঃ, "আদি বিদ্বান্ সিদ্ধঃ" ইতি কাপিলাঃ, "ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈঃ অপরামৃষ্টঃ নির্ম্মাণকায়ং অধিষ্ঠায় সম্প্রদায়-প্রদ্যোতকঃ অনুগ্রাহকশ্চ" ইতি পাতঞ্জলাঃ, "লোকবেদবিরুদ্ধৈঃ অপি নির্লেপঃ স্বতন্ত্রশ্চ" ইতি মহাপাশুপতাঃ, "শিবঃ" ইতি শৈবাঃ, "পুরুষোত্তমঃ" ইতি বৈষ্ণবাঃ, "পিতামহঃ" ইতি পৌরাণিকাঃ, "যজ্ঞপুরুষঃ" ইতি যাজ্ঞিকাঃ, "নিরাবরণঃ" ইতি দিগম্বরাঃ, "উপাস্যত্বেন দেশিতঃ" ইতি মীমাংসকাঃ, "যাবদুক্তোপপন্নঃ," ইতি নৈয়ায়িকাঃ, "লোকব্যবহারসিদ্ধঃ" ইতি চার্ব্বাকাঃ, কিং বহুনা, কারবোঽপি যং বিশ্বকর্ম্মেত্যুপাসতে, অর্থাৎ বেদান্তীর মতে ঈশ্বর অদ্বিতীয় চৈতন্য স্বরূপ, সাংখ্যমতে আদি বিদ্বান্ অণিমাদি সিদ্ধিযুক্ত কপিল, পাতঞ্জলমতে ক্লেশাদিসম্পর্করহিত, শ্রুতিসম্প্রদায়ের উপদেশক ও অনুগ্রহকারী পুরুষবিশেষ, মহাপাশুপতমতে লৌকিক ও বৈদিক বিরুদ্ধধর্ম্মযুক্ত হইয়াও নির্লিপ্ত জগৎকর্ত্তা, শৈবমতে শিব অর্থাৎ ত্রৈগুণ্যের অতীত, বৈষ্ণবমতে পুরুষোত্তম অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ, পৌরাণিকমতে পিতামহ অর্থাৎ জনকেরও জনক, যাজ্ঞিকের মতে যজ্ঞপুরুষ অর্থাৎ যজ্ঞে প্রধান ব্যক্তি, দিগম্বরমতে নিরাবরণ অর্থাৎ অজ্ঞান, অদৃষ্ট ও দেহাদিরহিত, মীমাংসকমতে উপাস্যভাবে কল্পিত মন্ত্রাদি, নৈয়ায়িকমতে—প্রমাণ দ্বারা যতদূর সম্ভব ধর্ম্মযুক্ত, চার্ব্বাকমতে—লোকব্যবহার সিদ্ধ রাজা প্রভৃতি, অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, শিল্পিগণও যাঁহাকে বিশ্বকর্ম্মা বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকে।

শাস্ত্র দ্বারা ঈশ্বরের শিব প্রভৃতি সংজ্ঞার ন্যায় ছয়টী অঙ্গ ও দশটী অব্যয় ধর্ম্মও জানিতে পারা যায়, বায়ুপুরাণে উক্ত আছে :—

সর্ব্বজ্ঞতা তৃপ্তিরনাদিবোধঃ স্বতন্ত্রতা নিত্যমলুপ্তশক্তিঃ।
অনন্তশক্তিশ্চ বিভোর্বিধিজ্ঞাঃ ষড়াহুরঙ্গানি মহেশ্বরস্য ॥
জ্ঞানং বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যং তপঃ সত্যং ক্ষমা ধৃতিঃ।
স্রষ্টৃত্বমাত্মসংবোধো হ্যধিষ্ঠাতৃত্বমেব চ।
অব্যয়ানি দশৈতানি নিত্যং তিষ্ঠন্তি শঙ্করে ॥

অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞতা, তৃপ্তি, নিত্যজ্ঞান, স্বতন্ত্রতা, অলুপ্তসামর্থ্য ও অনন্তশক্তি, এই ছয়টী অঙ্গ। জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, তপঃ, সত্য, ক্ষমা, ধৃতি, স্রষ্টৃত্ব, আত্মজ্ঞান ও অধিষ্ঠান এই দশটী অব্যয় ধর্ম্ম।

সূত্রের সর্ব্বজ্ঞ শব্দ ভাবপ্রধান, উহা দ্বারা সর্ব্বজ্ঞতা বুঝিতে হইবে, কেহ কেহ "সার্ব্বজ্ঞ্যবীজম্," কেহ বা "সর্ব্বজ্ঞত্ববীজম্" এইরূপও পাঠ করিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

ভাষ্য। স এষঃ।

সূত্র। পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ ॥ ২৬ ॥

ব্যাখ্যা। স এষঃ (ঈশ্বরঃ) পূর্ব্বেষামপি (সর্গাদ্যুৎপন্নব্রহ্মাদীনামপি) গুরুঃ (উপদেষ্টা) কালেন (দিনমাসাদিনা) অনবচ্ছেদাৎ (অপরিসংখ্যেয়ত্বাৎ) ॥২৬॥

তাৎপর্য্য। সেই ঈশ্বর প্রথমোৎপন্ন ব্রহ্মাদিরও উপদেশক, কারণ তিনি কালপরিচ্ছেদ্য নহেন অর্থাৎ অনাদি ॥ ২৬ ॥

ভাষ্য। পূর্ব্বে হি গুরবঃ কালেন অবচ্ছিদ্যন্তে, যত্রাবচ্ছেদার্থেন কালো নোপাবর্ত্ততে স এষ পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ। যথা অস্য সর্গস্যাদৌ প্রকর্ষগত্যা সিদ্ধস্তথা অতিক্রান্তসর্গাদিষ্বপি প্রত্যেতব্যঃ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ। প্রথম গুরু ব্রহ্মাদি কাল দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয়েন, অর্থাৎ অমুক সময়ে উৎপন্ন এই ভাবে পরিচিত হয়েন। কাল উক্ত অবচ্ছেদরূপ প্রয়োজনের নিমিত্ত যেখানে থাকে না, অর্থাৎ কাল যাঁহার পরিচ্ছেদ করিতে পারে না, সেই এই ঈশ্বর পূর্ব্ব গুরু সকল ব্রহ্মাদিরও গুরু। যেমন বর্ত্তমান সৃষ্টির আদিতে জ্ঞানের প্রকর্ষ দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধি হয়, তদ্রূপ অন্যান্য সৃষ্টিতেও ঈশ্বর সিদ্ধি বুঝিতে হইবে ॥ ২৬ ॥

মন্তব্য। "ব্রহ্মাদিরও গুরু" একথা শুনিলে বিস্ময় জন্মিতে পারে, শ্রুতিতে আছে, "যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিনোতি তস্মৈ" অর্থাৎ যিনি সৃষ্টির প্রাক্‌কালে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে বেদ উপদেশ করিয়াছেন, ভাগবতে উক্ত আছে, "তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে" অর্থাৎ যিনি অন্তর্যামী-রূপে ব্রহ্মার চিত্তে বেদ উপদেশ করিয়াছেন। মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিবার বিধান আছে, তাহাতে অভীষ্টসিদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু মূর্ত্তি সকল ঈশ্বরের স্বরূপ নহে, তাঁহার স্বরূপ নিত্যজ্ঞান ও আনন্দ। চতুর্ভুর্জ ব্রহ্মা অপর সকলের নির্ম্মাতা বলিয়াই সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া বিখ্যাত, কিন্তু তাঁহার স্বকীয় স্থূল মূর্ত্তি অবশ্যই জন্য অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্কল্প মাত্র হইতে উৎপন্ন। পরমেশ্বর আপনার ইচ্ছা দ্বারা চতুর্ভুর্জ ব্রহ্মাকে (হিরণ্যগর্ভকে) সৃষ্টি করিয়া তাঁহার দ্বারা অপর সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। চতুর্ভুর্জ ব্রহ্মা জীব কোটিতে বর্ত্তমান, ঈশ্বর কোটিতে নহে, এই নিমিত্তই ইহাকে প্রথম জীব বলা যায়। শাস্ত্রে দুই প্রকার ব্রহ্মার কথা পাওয়া যায়, একজন ঈশ্বর কোটিতে অপরটী জীব কোটিতে ॥ ২৬ ॥

সূত্র। তস্য বাচকঃ প্রণবঃ ॥ ২৭ ॥

ব্যাখ্যা। প্রণবঃ (প্রকর্ষেণ নূয়তে স্তূয়তে অনেন ইতি প্রণবঃ ওঙ্কারঃ) তস্য (ঈশ্বরস্য) বাচকঃ (বোধকঃ অভিধাবৃত্ত্যা তৎপ্রতিপাদকঃ) ॥ ২৭ ॥

তাৎপর্য্য। ওঙ্কার ঈশ্বরের বাচক ॥ ২৭ ॥

ভাষ্য। বাচ্য ঈশ্বরঃ প্রণবস্য। কিমস্য সঙ্কেতকৃতং বাচ্য-বাচকত্বং, অথ প্রদীপপ্রকাশবদবস্থিতমিতি। স্থিতোঽস্য বাচ্যস্য বাচকেন সহ সম্বন্ধঃ, সঙ্কেতস্তু ঈশ্বরস্য স্থিতমেবার্থমভিনয়তি, যথা অবস্থিতঃ পিতাপুত্রয়োঃ সম্বন্ধঃ সঙ্কেতেনাবদ্যোত্যতে অয়মস্য পিতা অয়মস্য পুত্রঃ ইতি। সর্গান্তরেষ্বপি বাচ্যবাচকশক্ত্যপেক্ষস্তথৈব সঙ্কেতঃ ক্রিয়তে, সম্প্রতিপত্তিনিত্যতয়া নিত্যঃ শব্দার্থসম্বন্ধঃ ইত্যা-গমিনঃ প্রতিজানতে ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ। অকার, উকার, মকার ও নাদবিন্দু এই সার্দ্ধত্রিমাত্রাত্মক

ওঙ্কারের বাচ্য ঈশ্বর। প্রণব বাচক, ঈশ্বর বাচ্য, এই বাচ্যবাচকতারূপ সম্বন্ধ কি সঙ্কেত (এই শব্দ দ্বারা এই অর্থের বোধ হউক, এইরূপ ঈশ্বরের ইচ্ছা) দ্বারা উৎপন্ন হয়, না প্রদীপ প্রকাশের স্থায় স্বতঃই অবস্থিত থাকে ? এইরূপ জিজ্ঞাসায় বলা হইতেছে পদের সহিত অর্থের সম্বন্ধ স্বতঃসিদ্ধঃ, সঙ্কেত দ্বারা উহার অভিব্যক্তি হয় মাত্র, যেমন পিতা ও পুত্রের সম্বন্ধ বর্ত্তমানই থাকিয়া "এই ব্যক্তি ইহার পিতা," এ "উহার পুত্র" এইরূপ সঙ্কেত দ্বারা প্রকাশিত হয় মাত্র। অন্যান্য সৃষ্টিতেও এইরূপ শব্দ ও অর্থের বাচ্যবাচকতা সম্বন্ধ অপেক্ষা করিয়াই সঙ্কেত করা হইয়া থাকে, অর্থাৎ যে শব্দ দ্বারা যে অর্থের বোধ চিরকালই হইয়া থাকে, সঙ্কেত দ্বারা তাহাই প্রকাশিত হয়। শব্দজন্য অর্থের জ্ঞান নিয়তই হইয়া থাকে বলিয়া ঐ উভয়ের সম্বন্ধ ও নিত্য ইহা শাস্ত্রকারগণ স্বীকার করিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥

মন্তব্য। সঙ্কেত দ্বিবিধ, ঈশ্বর সঙ্কেত ও আধুনিক সঙ্কেত, ঘটপটাদি স্থলে ঈশ্বর সঙ্কেত, দেবদত্ত প্রভৃতি স্থলে আধুনিক সঙ্কেত, ইহাকেই অপভ্রংশ শব্দ বলে। "অস্মাৎ শব্দাৎ অয়মর্থো বোদ্ধব্যঃ," "এতৎপদং এতদর্থবাচকং ভবতু" এইরূপ ঈশ্বরের ইচ্ছা অথবা ইচ্ছার বিষয়তাকে নৈয়ায়িকগণ সঙ্কেত বা শক্তি বলেন। মীমাংসকমতে শক্তি নিত্য। নৈয়ায়িকগণ বলেন সঙ্কেত দ্বারাই বাচ্য-বাচকতা সম্বন্ধ উৎপন্ন হয়, তাদৃশ সম্বন্ধকে সঙ্কেত কৃত না বলিয়া "নিত্য, সঙ্কেত দ্বারা কেবল ব্যঙ্গ্য" এইরূপ বলিলে যে স্থানে উক্ত সম্বন্ধ থাকে না সেখানে উহার অভিব্যক্তিও হইতে পারে না, অভিব্যঙ্গ্য ঘটপটাদি না থাকিলে শতসহস্র প্রদীপও তাহার অভিব্যক্তি করিতে পারে না। মহা প্রলয়ে শব্দ ও অর্থ উভয়ই বিনষ্ট হয়, সুতরাং সৃষ্টির প্রারম্ভে সঙ্কেত দ্বারাই তাদৃশ সম্বন্ধ উৎপন্ন হয়, এইরূপই স্বীকার করা কর্ত্তব্য। পতঞ্জলির মতে সকল শব্দই সকল শব্দের বাচক, ঈশ্বর সঙ্কেত দ্বারা কেবল উহার প্রকাশ হয়, অর্থাৎ অর্থবিশেষে নিয়মিত হয় মাত্র। মহাপ্রলয়ে শব্দরাশির বিগম হইলেও সৃষ্টির প্রারম্ভে পুনর্ব্বার প্রাদুর্ভাবকালে তাদৃশ শক্তিবিশিষ্ট হইয়াই প্রাদুর্ভূত হয়, অতএব পূর্ব্বোক্ত নৈয়ায়িকের আশঙ্কার কোনও কারণ নাই ॥ ২৭ ॥

ভাষ্য। বিজ্ঞাতবাচ্যবাচকত্বস্য যোগিনঃ।

সূত্র । তজ্জপস্তদর্থভাবনম্ ॥ ২৮ ॥

ব্যাখ্যা । বিজ্ঞাতবাচ্যবাচকত্বস্য (বিশেষেণ জ্ঞাতং বাচ্যবাচকত্বং প্রতিপাদ্য প্রতিপাদকত্বং যেন তস্য) যোগিনঃ (সমাধিমতঃ) তজ্জপঃ (তস্য প্রণবস্য জপঃ) তদর্থভাবনম্ (তদর্থস্য প্রণবার্থস্য ঈশ্বরস্য ভাবনং চিন্তনম্ উপাসনমিতি যাবৎ, বিধেয়মিতি শেষঃ) ॥ ২৮ ॥

তাৎপর্য্য । যোগিগণ ঈশ্বর ও প্রণবের বাচ্যবাচকতারূপ সম্বন্ধ বিশেষ করিয়া পরিজ্ঞাত হইয়া বাচক প্রণবের (ওঙ্কারের) জপ ও বাচ্য ঈশ্বরের উপাসনা করিবে ॥ ২৮ ॥

ভাষ্য । প্রণবস্য জপঃ, প্রণবাভিধেয়স্য চ ঈশ্বরস্য ভাবনা । তদস্য যোগিনঃ প্রণবং জপতঃ প্রণবার্থঞ্চ ভাবয়তশ্চিত্তং একাগ্রং সম্পদ্যতে ; তথাচোক্তম্ "স্বাধ্যায়াৎ যোগমাসীত যোগাৎ স্বাধ্যায়-মামনেৎ । স্বাধ্যায়যোগসম্পত্ত্যা পরমাত্মা প্রকাশতে" ইতি ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ । প্রণবের জপ ও প্রণবার্থ পরমেশ্বরের চিন্তন এই দুইটী অনুষ্ঠান করিতে করিতে যোগীর চিত্ত একাগ্র হয় । শাস্ত্রে উক্ত আছে স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদপাঠ (প্রধানতঃ প্রণবের উচ্চারণ) দ্বারা যোগের অনুষ্ঠান ও যোগের অনুষ্ঠান করিয়া পুনর্ব্বার বেদার্থের মনন করিবে, এইরূপে স্বাধ্যায় ও যোগ সম্পত্তি দ্বারা পরমাত্মজ্ঞান হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

মন্তব্য । পূর্ব্বে বলা হইয়াছে "ঈশ্বরপ্রণিধানাৎ বা" এস্থলে সেই প্রণি-ধানেরই বিশেষ বিবরণ করা হইয়াছে । ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত আছে "ও মিত্যক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত" গীতায় উক্ত আছে "ও মিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্" । ঈশ্বরের বাচকশব্দ বহুবিধ থাকিলেও প্রণবকেই প্রধানরূপে কীর্ত্তন করা হইয়াছে ॥ ২৮ ॥

ভাষ্য । কিঞ্চ অস্য ভবতি ।

সূত্র । ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ ॥ ২৯ ॥

ব্যাখ্যা । ততঃ (প্রণবজপাৎ, প্রণবার্থচিন্তনাচ্চ) প্রত্যক্‌চেতনধিগমঃ

(জীবাত্মসাক্ষাৎকারঃ) অন্তরায়াভাবশ্চ (বক্ষ্যমানব্যাধিপ্রভৃতীনাং নাশশ্চ) অস্য যোগিনঃ ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

ভাষ্য। যে তাবদন্তরায়া ব্যাধিপ্রভৃতয়ঃ তে তাবদীশ্বরপ্রণিধানাৎ ন ভবন্তি, স্বরূপদর্শনমপ্যস্য ভবতি, যথৈবেশ্বরঃ পুরুষঃ শুদ্ধঃ প্রসন্নঃ কেবলঃ অনুপসর্গঃ, তথায়মপি বুদ্ধেঃ প্রতিসংবেদী যঃ পুরুষ ইত্যেবমধিগচ্ছতি ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ। ব্যাধি প্রভৃতি যে সমস্ত অন্তরায় অর্থাৎ চিত্তের বিক্ষেপক তৎ সমস্তই ঈশ্বরপ্রণিধান দ্বারা তিরোহিত হয়, ইহা দ্বারা যোগীর স্বরূপদর্শনও হইয়া থাকে। যেমন ঈশ্বর অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত পুরুষবিশেষ শুদ্ধ, (কূটস্থ বলিয়া উদয় ব্যয়রহিত) প্রসন্ন, (ক্লেশবর্জ্জিত) কেবল (ধর্ম্মাধর্ম্মরহিত) ও অনুপসর্গ অর্থাৎ জাতি, আয়ুঃ ও ভোগরূপ উপদ্রবরহিত, বুদ্ধির প্রতিসংবেদী অর্থাৎ বুদ্ধির ছায়া গ্রহণ করিয়া গুণবান্ পুরুষও সেইরূপ, যোগিগণ এইরূপ বুঝিয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥

মন্তব্য। সাদৃশ্য ভেদমূলক, জীব ঈশ্বরের সদৃশ বলিলে জীবে ঈশ্বরের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য উভয়ই আছে বুঝিতে হইবে। শুদ্ধি, প্রসাদ প্রভৃতি সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ ঐ সমস্ত ধর্ম্ম জীব ও ঈশ্বর উভয়েই আছে, "বুদ্ধেঃ প্রতিসংবেদী" এইটী বৈধর্ম্ম্য অর্থাৎ উক্ত ধর্ম্ম ঈশ্বরে নাই, জীবাত্মার ন্যায় ঈশ্বরে বুদ্ধিধর্ম্ম সুখাদির আরোপ হয় না। এস্থলে আশঙ্কা হইতে পারে, ঈশ্বর চিন্তন দ্বারা জীবাত্মদর্শন কিরূপে হইবে ? ঈশ্বরের চিন্তায় না হয় তাঁহারই সাক্ষাৎকার হউক, জীবাত্মার স্বরূপ দর্শন হইবার কারণ কি ? ইহার উত্তর অত্যন্ত বিভিন্ন বস্তুদ্বয়ের একের চিন্তনে অপরের জ্ঞান না হইতে পারে, কিন্তু সদৃশ বস্তুদ্বয়ের একের চিন্তায় অপরটীর জ্ঞান হইয়া থাকে। একটী শাস্ত্রের সম্যক্ অনুশীলন করিলে তৎসদৃশ শাস্ত্রান্তরের জ্ঞান আপনা হইতেই হইয়া যায়। একখানি ব্যাকরণ সুন্দর করিয়া অভ্যাস করিলে অন্য ব্যাকরণ দেখিয়াই বুঝা যাইতে পারে, ন্যায়শাস্ত্রের জ্ঞান থাকিলে বৈশেষিক শাস্ত্র সহজেই বুঝা যায়। জীব ও ঈশ্বরের সাদৃশ্য বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, সুতরাং ঈশ্বর উপাসনায় জীবাত্মার সাক্ষাৎকার হইবে

সন্দেহ নাই। বিশেষ এই ঈশ্বরের উপাসনা স্থির হইলে স্বকীয় আত্মার নিদিধ্যাসন করিলেই আত্মসাক্ষাৎকার হয় ॥ ২৯ ॥

ভাষ্য। অথ কেঽন্তরায়াঃ, যে চিত্তস্য বিক্ষেপকাঃ, কে পুনস্তে কিয়ন্তো বেতি ?

সূত্র। ব্যাধিস্ত্যানসংশয়প্রমাদালস্যাবিরতিভ্রান্তিদর্শনালব্ধভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপাস্তেঽন্তরায়াঃ ॥ ৩০ ॥

ব্যাখ্যা। (ব্যাধিশ্চ, স্ত্যানঞ্চ, সংশয়শ্চ, প্রমাদশ্চ, আলস্যঞ্চ, অবিরতিশ্চ, ভ্রান্তিদর্শনঞ্চ, অলব্ধভূমিকত্বঞ্চ, অনবস্থিতত্বঞ্চ তানি) চিত্তবিক্ষেপাঃ (চিত্তস্য বিক্ষেপকাঃ স্থৈর্য্যবিঘাতকাঃ) তে অন্তরায়াঃ (তে ব্যাধিপ্রভৃতয়ো নব চিত্তবিক্ষেপাঃ অন্তরায়াঃ বিঘ্না ইত্যর্থঃ) ॥ ৩০ ॥

তাৎপর্য্য। যাহা দ্বারা চিত্তের বিক্ষেপ হয় অর্থাৎ একাগ্রতা বিনষ্ট হয় তাহাকে অন্তরায় বলে, ব্যাধি প্রভৃতি নয়টী চিত্তের বিক্ষেপ সুতরাং অন্তরায় ॥ ৩০ ॥

ভাষ্য। নব অন্তরায়াশ্চিত্তস্য বিক্ষেপাঃ সহ এতে চিত্তবৃত্তিভির্ভবন্তি, এতেষামভাবে ন ভবন্তি পূর্ব্বোক্তাশ্চিত্তবৃত্তয়ঃ। ব্যাধিঃ ধাতুরসকরণবৈষম্যং, স্ত্যানং অকর্ম্মণ্যতা চিত্তস্য, সংশয়ঃ উভয়কোটিস্পৃগ্বিজ্ঞানং স্যাদিদং এবং নৈবং স্যাদিতি, প্রমাদঃ সমাধিসাধনানামভাবনম্ আলস্যং কায়স্য চিত্তস্য চ গুরুত্বাদপ্রবৃত্তিঃ, অবিরতিঃ চিত্তস্য বিষয়সম্প্রয়োগাত্মাগর্দ্ধঃ, ভ্রান্তিদর্শনং বিপর্য্যয়জ্ঞানং, অলব্ধভূমিকত্বং সমাধিভূমেরলাভঃ, অনবস্থিতত্বং যল্লব্ধায়াং ভূমৌ চিত্তস্য অপ্রতিষ্ঠা, সমাধিপ্রতিলম্ভে হি তদবস্থিতং স্যাৎ, ইত্যেতে চিত্তবিক্ষেপা নব যোগমলা যোগপ্রতিপক্ষা যোগান্তরায়া ইত্যভিধীয়ন্তে ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ। (প্রশ্ন) অন্তরায় কি ? (উত্তর) যাহারা চিত্তের বিক্ষেপ জন্মায়। তাহারা কে কে ? তাহাদের সংখ্যাই বা কত ? এই প্রশ্নে বলা হইতেছে চিত্তের

বিক্ষেপকারক অন্তরায় নয়টী। এই সমস্ত অন্তরায় চিত্তবৃত্তির (বিক্ষিপ্ত বৃত্তির) সহিত উৎপন্ন হয়, ইহারা না থাকিলে চিত্তের বিক্ষেপ বৃত্তিও হয় না। ধাতু, (বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা) রস (আহারের পরিণাম) ও করণের (ইন্দ্রিয়ের) বৈষম্য অর্থাৎ ন্যূনাধিক ভাব হইতে ব্যাধি জন্মে। স্ত্যানশব্দে চিত্তের কার্য্যকারিতা শক্তির অভাব বুঝায়। এই বস্তুটী এইরূপ কি না? এইরূপ উভয় প্রকার জ্ঞানকে সংশয় বলে। সমাধির উপায়ের অননুষ্ঠানকে প্রমাদ বলে। তমোগুণের আধিক্যবশতঃ চিত্তের, এবং কফাদির আধিক্যবশতঃ শরীরের গুরুতা প্রযুক্ত প্রযত্নের অভাবের নাম আলস্য। অবিরতি শব্দের অর্থ সর্ব্বদা বিষয়সংযোগরূপ তৃষ্ণাবিশেষ। এক বস্তুকে অন্য বস্তু বলিয়া জানার নাম ভ্রান্তিদর্শন। মধুমতী প্রভৃতি সমাধিভূমির লাভ না হওয়াকে অলব্ধ-ভূমিকত্ব বলে। উক্ত সমাধিভূমি পাইয়াও তাহাতে অবস্থান না করাকে অনবস্থিতত্ব বলে। সমাধির প্রতিলম্ভ অর্থাৎ ধ্যেয়ের সাক্ষাৎকার হইলে চিত্ত স্থির হয়, নতুবা ভ্রংশের সম্ভাবনা। উক্ত নয়টী চিত্তের বিক্ষেপ, যোগের মল ও সমাধির প্রতিপক্ষ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

মন্তব্য। "ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং মূলমুত্তমম্" শরীর সুস্থ না থাকিলে কোন কার্য্যই হয় না তাই সূত্রকার প্রথমেই ব্যাধিকে অন্তরায় বলিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে বিশেষ এই, সংশয় ও বিপর্য্যয় এই দুইটী চিত্তের বৃত্তিবিশেষ সুতরাং যোগবৃত্তির বিরোধী, কারণ যুগপৎ চিত্তের বৃত্তিদ্বয় হয় না "জ্ঞানদ্বয়স্যাযৌগপদ্যাৎ।" ব্যাধিপ্রভৃতি চিত্তবৃত্তি না হইলেও ইহারা যোগের বিরুদ্ধ বিক্ষেপ বৃত্তি উৎপাদন করিয়া যোগের প্রতিপক্ষ হয়।

অন্বয় ও ব্যতিরেক দ্বারাই কার্য্যকারণভাব গৃহীত হয়, দেখা যাইতেছে অন্তরায় সকল থাকিলে বিক্ষেপ হয়, না থাকিলে হয় না, সুতরাং উক্ত ব্যাধি প্রভৃতি অন্তরায় চিত্তের বিক্ষেপক।

সকল বিষয়েই যে পর্য্যন্ত পরিপক্ক না হওয়া যায়, ততদিন বিশেষ সতর্ক থাকিতে হয়, ধ্যেয় সাক্ষাৎকার না হওয়া পর্য্যন্ত পদে পদে সমাধির ভ্রংশ হইতে পারে, অতএব বিশেষ প্রণিধান সহকারে যোগের অনুষ্ঠান করিতে হইবে ॥ ৩০ ॥

সূত্র। দুঃখদৌর্ম্মনস্যাঙ্গমেজয়ত্বশ্বাসপ্রশ্বাসা বিক্ষেপসহভুবঃ ॥ ৩১ ॥

ব্যাখ্যা। (দুঃখাদয়ঃ প্রশ্বাসপর্য্যন্তাঃ পঞ্চ), বিক্ষেপসহভুবঃ (বিক্ষেপেণ সহ জায়ন্তে, বিক্ষিপ্তচিত্তস্যৈতে ভবন্তীতি ফলিতোঽর্থঃ) ॥ ৩১ ॥

তাৎপর্য্য। বিক্ষিপ্ত চিত্তের দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য, অঙ্গমেজয়ত্ব (শরীরের কম্পন), শ্বাস ও প্রশ্বাস হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

ভাষ্য। দুঃখমাধ্যাত্মিকং, আধিভৌতিকং, আধিদৈবিকঞ্চ। যেনাভিহতাঃ প্রাণিনঃ তদুপঘাতায় প্রযতন্তে তদ্দুঃখম্। দৌর্ম্মনস্যং ইচ্ছাভিঘাতাৎ চিত্তস্য ক্ষোভঃ। যদঙ্গান্যেজয়তি কম্পয়তি তদ্ অঙ্গমেজয়ত্বম্। প্রাণো যদ্বাহ্যং বায়ুং আচামতি স শ্বাসঃ, যৎ কৌষ্ঠ্যং বায়ুং নিঃসারয়তি স প্রশ্বাসঃ। এতে বিক্ষেপ-সহভুবঃ বিক্ষিপ্তচিত্তস্যৈতে ভবন্তি, সমাহিতচিত্তস্যৈতে ন ভবন্তি ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ। যাহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া প্রাণিগণ তন্নিবারণের চেষ্টা করে, অর্থাৎ যে বস্তু অভিলষণীয় নহে তাহাকে দুঃখ বলে, দুঃখ তিন প্রকার, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। ইচ্ছার পূরণ না হওয়ায় চিত্তের চঞ্চলতাকে দৌর্ম্মনস্য বলে। অঙ্গের কম্পকে (বাত প্রভৃতি রোগ হইতে) অঙ্গমেজয়ত্ব বলে। বাহিরের বায়ু নাসিকা দ্বারা গ্রহণ করাকে শ্বাস, এবং ভিতরের বায়ু বাহির করাকে প্রশ্বাস বলে। এই কয়েকটী পূর্ব্বোক্ত বিক্ষেপের সহচর, কেন না বিক্ষিপ্ত চিত্তেরই এই সমস্ত হইয়া থাকে, সমাধি হইলে আর হয় না ॥ ৩১ ॥

মন্তব্য। আধ্যাত্মিক দুঃখ দুই প্রকার; শারীর ও মানস, ব্যাধি প্রভৃতি হইতে শারীর এবং কাম প্রভৃতি হইতে মানস দুঃখ জন্মে। ব্যাঘ্র প্রভৃতি ভূত (প্রাণী) হইতে উৎপন্ন দুঃখকে আধিভৌতিক দুঃখ বলে। গ্রহাদি হইতে আধিদৈবিক দুঃখ জন্মে। সমস্ত দুঃখই মনোজন্য হইলেও কেবল মনঃ এবং মনঃ ও অন্য কারণ এই উভয় হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া শারীর ও মানসরূপে বিভাগ করা হইয়াছে।

সমাধির একটী অঙ্গ প্রাণায়াম, উহা রেচক পূরক ও কুম্ভক এই ত্রিতয় স্বরূপ, শ্বাস দ্বারা রেচকের এবং প্রশ্বাস দ্বারা পূরকের ব্যাঘাত হয়। শ্বাস প্রশ্বাস স্বভাবতঃই হইয়া থাকে, ইহা জীবন-যোনি-সংস্কারের সূচক। ত্রিবিধ প্রাণায়ামেই প্রাণবায়ুর সঙ্কোচ হয়, স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাস পূরক ও রেচক নহে ॥ ৩১ ॥

ভাষ্য। অথ এতে বিক্ষেপাঃ সমাধিপ্রতিপক্ষাঃ তাভ্যামেব অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং নিরোদ্ধব্যাঃ, তত্রাভ্যাসস্য বিষয়মুপসংহরন্নিদমাহ।

সূত্র। তৎপ্রতিষেধার্থমেকতত্ত্বাভ্যাসঃ ॥ ৩২ ॥

ব্যাখ্যা। তৎপ্রতিষেধার্থং (তেষাং বিক্ষেপাণাং প্রতিষেধার্থং প্রশমনায়) একতত্ত্বাভ্যাসঃ (একস্মিন্ তত্ত্বে ঈশ্বরে, অভিমতে বা যস্মিন্ কস্মিন্ বিষয়ে, অভ্যাসঃ চিত্তস্য পুনঃ পুনর্নিবেশনং, কর্ত্তব্য ইতি শেষঃ) ॥ ৩২ ॥

তাৎপর্য্য। পূর্ব্বোক্ত বিক্ষেপের নিবৃত্তির নিমিত্ত ঈশ্বরে অথবা অভিমত অন্য কোনও বিষয়ে চিত্ত নিবেশ করিবে।

ভাষ্য। বিক্ষেপপ্রতিষেধার্থমেকতত্ত্বাবলম্বনং চিত্তমভ্যসেৎ। যস্য তু প্রত্যর্থনিয়তং প্রত্যয়মাত্রং ক্ষণিকঞ্চ চিত্তং তস্য সর্ব্বমেব চিত্তমেকাগ্রং নাস্ত্যেব বিক্ষিপ্তম্। যদি পুনরিদং সর্ব্বতঃ প্রত্যাহৃত্য একস্মিন্ অর্থে সমাধীয়তে তদা ভবত্যেকাগ্রমিতি, অতো ন প্রত্যর্থনিয়তং। যোঽপি সদৃশপ্রত্যয়প্রবাহেণ চিত্তমেকাগ্রং মন্যতে তস্য যদ্যেকাগ্রতা প্রবাহচিত্তস্য ধর্ম্মস্তদৈকং নাস্তি প্রবাহচিত্তং ক্ষণিকত্বাৎ, অথ প্রবাহাংশস্যৈব প্রত্যয়স্য ধর্ম্মঃ স সর্ব্বঃ সদৃশপ্রত্যয়প্রবাহী বা বিসদৃশপ্রত্যয়প্রবাহী বা প্রত্যর্থনিয়তত্বাদেকাগ্র এবেতি বিক্ষিপ্তচিত্তানুপপত্তিঃ। তস্মাদেকমনেকার্থমবস্থিতং চিত্তমিতি। যদি চ চিত্তেনৈকেনানন্বিতাঃ স্বভাবভিন্নাঃ প্রত্যয়া জায়েরন্ অথ কথমন্যপ্রত্যয়দৃষ্টস্যান্যঃ স্মর্ত্তা ভবেৎ, অন্যপ্রত্যয়োপচিতস্য চ কর্ম্মাশয়স্যান্যঃ

প্রত্যয় উপভোক্তা ভবেৎ। কথঞ্চিৎ সমাধীয়মানমপ্যেতৎ গোময়-পায়সীয়ং ন্যায়মাক্ষিপতি। কিঞ্চ স্বাত্মানুভবাপহ্নবশ্চিত্তস্যান্যত্বে প্রাপ্নোতি, কথং, যদহমদ্রাক্ষং তৎ স্পৃশামি যচ্চ অস্প্রাক্ষং তৎ পশ্যামীতি অহমিতি প্রত্যয়ঃ সর্ব্বস্য প্রত্যয়স্য ভেদে সতি প্রত্যয়িন্য ভেদেনোপস্থিতঃ, একপ্রত্যয়বিষয়োঽয়মভেদাত্মা অহমিতি প্রত্যয়ঃ কথমত্যন্তভিন্নেষু চিত্তেষু বর্ত্তমানঃ সামান্যমেকং প্রত্যয়িনমাশ্রয়েৎ ? স্বানুভব-গ্রাহ্যশ্চায়মভেদাত্মাঽহমিতি প্রত্যয়ঃ, ন চ প্রত্যক্ষস্য মাহাত্ম্যং প্রমাণান্তরেণাভিভূয়তে, প্রমাণান্তরঞ্চ প্রত্যক্ষবলেনৈব ব্যবহারং লভতে, তস্মাদেকমনেকার্থমবস্থিতঞ্চ চিত্তম্ ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ। সমাধির প্রতিকূল এই সমস্ত বিক্ষেপ পূর্ব্বোক্ত অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা নিবারণ করিতে হইবে, তন্মধ্যে অভ্যাসের বিষয় উপসংহার করিবার নিমিত্ত এই সূত্র বলা হইতেছে। বিক্ষেপ নিবারণের নিমিত্ত চিত্তকে একটী তত্ত্বে (ঈশ্বরের প্রকরণ বলিয়া এস্থলে একতত্ত্বশব্দে ঈশ্বরকে বুঝায়, যে কোনও বস্তুতে হইলেও ক্ষতি নাই) অভিনিবেশ করিবে। যাহার (বৌদ্ধের) মতে চিত্ত প্রত্যর্থনিয়ত অর্থাৎ এক হউক বা অনেক হউক প্রত্যেক বিষয়েই পর্য্যবসন্ন, জ্ঞানস্বরূপ (জ্ঞানের আশ্রয় নহে) ও একক্ষণস্থায়ী, তাহার মতে সমস্ত চিত্তই একাগ্র, কোনও চিত্তই বিক্ষিপ্ত নহে। যদি চিত্ত স্থির হইয়া বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে গমন করে তবেই বিক্ষেপ হয় এবং ঐ বিক্ষিপ্তচিত্তকে ধ্যেয় ভিন্ন অপর সমস্ত বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া কেবল ধ্যেয় বস্তুতেই স্থির রাখা যায় তবেই একাগ্রতার সম্ভব হয়। (সমাধির বিধান বৌদ্ধমতেও আছে অতএব চিত্ত প্রত্যর্থ নিয়ত নহে, কিন্তু স্থায়ী) যদি বল সদৃশ অর্থাৎ সমানাকার জ্ঞানধারাই একাগ্রতা অর্থাৎ বিসদৃশ জ্ঞান না হইয়া ধ্যেয়াকারেই অনবরত প্রত্যয় উৎপত্তির নাম একাগ্রতা; এরূপ সিদ্ধান্তেও ঐ সমানাকার জ্ঞান কাহার ধর্ম্ম ? প্রবাহচিত্তের, না, প্রবাহের অন্তর্গত সেই সেই প্রবাহী চিত্তের ? প্রবাহচিত্ত নামে কোনও একটী স্থায়ী পদার্থ বৌদ্ধ মতে হইতে পারে না, কারণ তন্মতে বস্তুমাত্রেই ক্ষণিক, অনেক ক্ষণ অবস্থান

করে এমন কোনই পদার্থ নাই। প্রবাহের অংশ এক একটী চিত্তব্যক্তিরই ধর্ম্ম একাগ্রতা একথাও সঙ্গত হয় না, কারণ, সদৃশপ্রত্যয়ধারার অন্তর্গত হউক অথবা বিসদৃশপ্রত্যয়ধারার অন্তর্গত হউক সমস্ত চিত্তব্যক্তিই এক একটী অর্থে নিয়ত অর্থাৎ এক বস্তু ভিন্ন অপর বস্তুকে বিষয় করিতে পারে না, সুতরাং একাগ্রতা স্বভাবসিদ্ধ হওয়ায় চিত্তের বিক্ষেপের সম্ভাবনা নাই, অতএব স্বীকার করিতে হইবে "স্থির একটী চিত্ত ব্যক্তি অনেক পদার্থকে বিষয় করে"। যদি স্থির একটী চিত্তের আশ্রিত না হইয়া পরস্পর বিলক্ষণ (ক্ষণিক বলিয়া) প্রত্যয় সকল উৎপন্ন হয় তবে কিরূপে এক প্রত্যয় কর্ত্তৃক পরিদৃষ্ট পদার্থকে অপর প্রত্যয়ে স্মরণ করিবে? কিরূপেই বা অন্য প্রত্যয় কর্ত্তৃক সঞ্চিত কর্ম্মফল অপরে উপভোগ করিবে? কার্য্যকারণভাব কল্পনা করিয়া অর্থাৎ কারণের ধর্ম্ম কার্য্যে সঞ্চার হইতে পারে, উত্তর বিজ্ঞানের প্রতি পূর্ব্ব বিজ্ঞান কারণ, সুতরাং পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিজ্ঞানের ধর্ম্ম উত্তরোত্তর বিজ্ঞানে সংক্রান্ত হইবে, এই ভাবে কোনও রূপে সমাধান করিলেও উহা গোময় পায়সীয় ন্যায়ের অপেক্ষাও অধিক উপহাসাস্পদ হয়। ক্ষণিক চিত্তস্বীকার করিলে স্বকীয় আত্মানুভবেরও অপলাপ হইয়া পড়ে, আমি যাহা দেখিয়াছিলাম সম্প্রতি তাহা স্পর্শ করিতেছি, যাহা স্পর্শ করিয়াছিলাম সম্প্রতি তাহাই দেখিতেছি ইত্যাদি রূপে বিষয়ভেদে জ্ঞানের ভেদ হইলেও "যে আমি সেই আমি" এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা থাকায় জ্ঞাতার ভেদ কখনই হয় না। পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন চিত্ত ব্যক্তি (বৌদ্ধমতে ক্ষণিক চিত্তই আত্মা) হইলে সেই আমি এই রূপ অভেদ বিষয়ক "অহং" ইত্যাকার প্রত্যয় কখনই হইতে পারে না। সেই আমি এই জ্ঞানটী সকলেরই অনুভব-সিদ্ধ, (তর্কের কথা নহে) প্রত্যক্ষের প্রভাব অন্য কোনও প্রমাণ দ্বারা বিনষ্ট হয় না, অন্য সকল প্রমাণ প্রত্যক্ষেরই সাহায্যে ব্যবহার লাভ করিয়া থাকে। অতএব অনেক পদার্থে বর্ত্তমান একটী স্থির চিত্ত আছে ইহাই সিদ্ধান্ত হইল॥ ৩২॥

মন্তব্য। সকলেই স্বীকার করেন জ্ঞানের আধার একটী স্থিরচিত্ত আছে, এই চিত্ত ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে গমন করিয়া বিক্ষিপ্ত হয়, সুতরাং প্রযত্ন সহকারে উহার একাগ্রতা হইতে পারে। বৌদ্ধ মতে সেরূপ ঘটে না, কারণ বৌদ্ধেরা স্থিরচিত্ত স্বীকার করে না, ক্ষণে ক্ষণে জায়মান জ্ঞানই চিত্ত, এরূপ হইলে

বিক্ষেপের সম্ভাবনাই নাই, স্থির থাকিয়া এক বিষয় হইতে অন্য বিষয়ে গমন করাকেই বিক্ষেপ বলে, ক্ষণস্থায়ী চিত্তে বিক্ষেপই বা কি আর সমাধিই বা কি? এই ক্ষণিক চিত্তকেই তাহারা আত্মা বলে অর্থাৎ বুদ্ধিকে আত্মা বলায় বৌদ্ধ সংজ্ঞা হইয়াছে। যে ব্যক্তির অনুভব জন্মে, সংস্কার জন্মিয়া উদ্বোধক সহকারে তাহারই স্মরণ হইয়া থাকে, এবং যে ব্যক্তি ধর্ম্মাধর্ম্ম উপার্জ্জন করে তাহারই সুখদুঃখ ভোগ হয় ইহাই সর্ব্বসম্মত, ক্ষণিক চিত্ত স্বীকার করিলে উক্ত উভয়ই সম্ভব হয় না, যে ক্ষণিক চিত্তরূপ আত্মা বিষয় অনুভব করিয়াছে পরক্ষণেই সে ব্যক্তি নাই কালান্তরে কিরূপে স্মরণ হইবে? যে ব্যক্তি কর্ম্ম দ্বারা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়াছে, কালান্তরে সে নাই, সুখদুঃখ ভোগ কে করিবে? বৌদ্ধেরা এ বিষয়ে বলিয়া থাকেন, উক্ত দোষ হইবে না, কারণ প্রবাহের অন্তর্গত পূর্ব্ব পূর্ব্ব ক্ষণিক চিত্ত হইতে উত্তরোত্তর ক্ষণিক চিত্ত উৎপন্ন হয়, পূর্ব্ব চিত্তে যাহা অনুভূত বা কৃত হইয়াছে উত্তর চিত্তে, তাহার ফল জন্মিতে পারে, এরূপ স্থলে একের ফল অপরে হইবার সম্ভাবনা নাই, ফল কথা স্থিরচিত্তস্থলে একটী ক্ষণিক প্রত্যয় দ্বারা স্বীকার করা হইতেছে। পুত্রে শ্রাদ্ধ করিলে পিতার ফল-ভোগ হয়, আম্র বৃক্ষের মূলদেশে মধুর রস সেক করিলে পরম্পরায় ফলেও মধুর রস জন্মে, তদ্রূপ পূর্ব্ব চিত্তের সংক্রম পরচিত্তে হইবে। ঐরূপ সিদ্ধান্তে ভাষ্যকার বলিতেছেন উহা গোময় পায়সীর ন্যায় অপেক্ষাও জঘন্য। ন্যায়ের তাৎপর্য্য এইরূপ "গোময়ং পায়সং গব্যত্বাৎ সম্মত-পায়সবৎ" অর্থাৎ গোময়কে পায়স বলা যাইতে পারে, কারণ উহা গব্য, যে গব্য হয় সে পায়স হয় যেমন সর্ব্ববাদী সম্মত পায়স। এই অনুমানটী যেরূপ উপহাসজনক, পূর্ব্বোক্ত বৌদ্ধের যুক্তি তদপেক্ষাও অধিক। একটী জ্ঞান সন্তানের (বুদ্ধি ধারার) আশ্রয়ে থাকিয়া অনুভব, সংস্কার ও স্মৃতি ইহারা কার্য্য কারণ হয়, কিন্তু সন্তান নামে যদি একটী স্থির পদার্থ থাকে তবেই ওরূপ বলা যাইতে পারে, সন্তান (প্রবাহ) কেবল কল্পিত ভিন্ন আর কিছুই নহে। গোময় পায়স স্থলে বরং গব্যত্বরূপ একটী প্রসিদ্ধ হেতু আছে, প্রকৃত স্থলে এক-সন্তান-বর্ত্তিতারূপ-ধর্ম্মটী কেবল কল্পনাপ্রসূত, সুতরাং উক্ত ন্যায় অপেক্ষা বৌদ্ধের যুক্তি অধিক হাস্যাস্পদ সন্দেহ নাই। বৌদ্ধেরা প্রদীপশিখা নদী প্রবাহ প্রভৃতি দৃষ্টান্ত দ্বারা জ্ঞানসন্তান স্থাপন করিয়া থাকে, অর্থাৎ সন্ধ্যা হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত প্রতিক্ষণেই দীপশিখা

পৃথক্ পৃথক্ হয়, অথচ বোধ হয় যেন সেই প্রদীপই আছে, বর্ষাকালে খরস্রোত নদীপ্রবাহ অবিরত গমন করিতেছে অথচ বোধ হয় যেন একই জলরাশি রহিয়াছে, তদ্রূপ প্রতিক্ষণে চিত্ত ভিন্ন ভিন্ন হইলেও এক বলিয়া সাধারণের প্রতীতি হইয়া থাকে। বৌদ্ধ চারি প্রকার, সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক। ইহাদিগকে প্রকারান্তরে তিন প্রকারও বলা যাইতে পারে। সমস্ত পদার্থ স্বীকারবাদী, কেবল ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী ও সর্ব্বশূন্যবাদী। বহির্বিষয়ের পরোক্ষতা অপরোক্ষতাবিষয়ে বিবাদ থাকিলেও সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিকমতে বাহ্য পদার্থের সত্তা স্বীকার আছে, সুতরাং ইহারা এক শ্রেণীতে বিভক্ত। ক্ষণিক বিজ্ঞান মতে বাহ্য পদার্থ নাই, উহা জ্ঞানেরই পরিণাম, এ বিষয়ে শঙ্করাচার্য্যেরও ঐকমত্য আছে, বিশেষ এই শঙ্কর ঐ জ্ঞানকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করেন। উক্তরূপে বৌদ্ধের সহিত "জ্ঞানের বিবর্ত্ত জগৎ" এ বিষয়ে সাদৃশ্য আছে বলিয়া শঙ্করকে "প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ" বলিয়া থাকে। ইহাদের বিশেষ বিবরণ সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ ও শারীরক ভাষ্যের তর্কপাদে আছে ॥ ৩২ ॥

ভাষ্য। যস্যেদং শাস্ত্রেণ পরিকর্ম্ম নির্দ্দিশ্যতে তৎ কথম্ ?

সূত্র। মৈত্রী করুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্য-বিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্ ॥ ৩৩ ॥

ব্যাখ্যা। সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্যবিষয়াণাং (সুখিষু, দুঃখিষু, পুণ্যশীলেষু, পাপিষু চ) মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং (যথাক্রমং সৌহার্দ্দদয়াহর্ষমাধ্যস্থবুদ্ধীনাং) ভাবনাতঃ (সম্পাদনাৎ) চিত্তপ্রসাদনম্ (চিত্তস্য প্রসাদনং নৈর্ম্মল্যং ভবতীতি শেষঃ) ॥ ৩৩ ॥

তাৎপর্য্য। সুখিগণের প্রতি প্রেম, দুঃখিতে দয়া, ধার্ম্মিকে হর্ষ ও পাপি-গণের প্রতি ঔদাসীন্য করিলে চিত্ত প্রসন্ন হয় ॥ ৩৩ ॥

ভাষ্য। তত্র সর্ব্বপ্রাণিষু সুখসম্ভোগাপন্নেষু মৈত্রীং ভাবয়েৎ, দুঃখিতেষু করুণাং, পুণ্যাত্মকেষু মুদিতাং, অপুণ্যাত্মকেষু উপেক্ষাম্। এবমস্য ভাবয়তঃ শুক্লো ধর্ম্ম উপজায়তে, ততশ্চ চিত্তং প্রসীদতি, প্রসন্নমেকাগ্রং স্থিতিপদং লভতে ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ। শাস্ত্র দ্বারা চিত্তের পরিশুদ্ধি বিহিত হইয়াছে, উহা কিরূপ? অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধির কারণ কি? স্বরূপ কি? এবং ফলই বা কি? এইরূপ জিজ্ঞাসায় বলা হইতেছে, জগতের সমস্ত সুখী লোকের প্রতি সৌহার্দ্দ্য অর্থাৎ প্রেম করিবে (ইহাতে চিত্তের ঈর্ষামল দূর হয়), দুঃখিগণের প্রতি দয়া করিবে অর্থাৎ যেমন নিজের দুঃখ দূর করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা হয়, তদ্রূপ অন্য প্রাণীর দুঃখ দূর করিতে যত্ন করিবে (ইহাতে পরাপকাররূপ চিত্তমল বিনষ্ট হয়), ধার্ম্মিক লোক দেখিয়া সন্তুষ্ট হইবে (ইহাতে গুণে দোষারোপ নামক অসূয়া নিবৃত্তি হয়), অধার্ম্মিক লোকের প্রতি উদাসীন থাকিবে, অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে (ইহাতে ক্রোধরূপ চিত্তমল বিনষ্ট হয়)। এইরূপে পুনঃপুনঃ অনুশীলন করিলে চিত্তে শুক্লধর্ম্ম অর্থাৎ রাজস তামস বৃত্তি তিরোহিত হইয়া সাত্ত্বিক বৃত্তি উদয় হইতে থাকে, তখন চিত্ত প্রসন্ন হইয়া সুস্থির হয়, পূর্ব্বের ন্যায় আর তড়িৎবেগে বিষয় দেশে গমন করে না॥ ৩৩॥

মন্তব্য। শাস্ত্রের এই উপদেশটী ধার্ম্মিকের জপমালা করা উচিত। পুত্র, ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয়গণকে সুখভোগ করিতে দেখিলে সকলেই আনন্দিত হইয়া থাকেন, কারণ উহাদিগকে সকলেই প্রাণের অধিক ভাল বাসেন। ঐ ভালবাসাটুকু জগতের সমস্ত সুখীর প্রতি অর্পিত হইলে কেমন আনন্দের কারণ হয়? যেদিকে দৃষ্টিপাত করা যায় সকলকেই সুখস্বচ্ছন্দে দেখিয়া অপার আনন্দ সম্ভোগ হয়। "অমুক রাজ্য পাইল" "অমুকের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইল" ভাবিয়া ভাবিয়া অন্তর্দগ্ধ হইতে হয় না। বিনা পরিশ্রমে স্বর্গভোগ, প্রাণপণ করিয়া অর্থোপার্জ্জনে লোকে সুখী হউক, কেবল তাঁহাদিগকে দেখিয়াই ধার্ম্মিকের আনন্দ, ইহা অপেক্ষা সুখের সুগম উপায় আর কি হইতে পারে?

নিজের কষ্ট হইলে তাহা দূর করিতে কাহারও উপদেশের অপেক্ষা থাকে না, ভবিষ্যতে কষ্ট হইবে বলিয়া পূর্ব্বেই প্রতীকারের চেষ্টা হয়। ঐ ভাবটী অপরের প্রতি হইলে জগতের অনেক দুঃখ মোচন হইবার সম্ভব। প্রকৃত ধার্ম্মিকগণ পরের দুঃখ দেখিয়া আপনা হইতেই প্রতীকারের চেষ্টা করেন।

অধার্ম্মিকের সঙ্গ ত্যাগ করিতে বলা হইয়াছে ইহাতে আশঙ্কা হইতে পারে, "তাহাদের উদ্ধারের উপায় কি"? উপায় আছে, নিজে সম্যক্ সিদ্ধ হইয়া পরের প্রতি উপদেশ দিবে, অপক্ক অবস্থায় উপদেশ দিতে গিয়া নিজেরই অধোগতির

সম্ভাবনা। লোকসংগ্রহ নিমিত্ত জীবন্মুক্ত যোগিগণও উপদেশ দিবেন এরূপও বিধান আছে। ফল কথা নিজে যতদিন সুন্দররূপে চিত্তশুদ্ধি লাভ করিতে না পারে ততদিন অধার্ম্মিকের সঙ্গ পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য॥ ৩৩॥

সূত্র। প্রচ্ছর্দ্দনবিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য॥ ৩৪ ॥

ব্যাখ্যা। প্রাণস্য (আধ্যাত্মিকবায়োঃ) প্রচ্ছর্দ্দনবিধারণাভ্যাং (নাসাপুটেন বহির্নিঃসারণেন, ধারণেন চ) বা (অপি, মনসঃ স্থৈর্য্যং সম্পাদয়েদিতি)॥ ৩৪ ॥

তাৎপর্য্য। নাসারন্ধ্র দ্বারা অন্তরের বায়ু নিঃসারণ ও বিধারণ অর্থাৎ প্রাণায়াম দ্বারা চিত্তস্থৈর্য্য সম্পাদন করিবে॥ ৩৪ ॥

ভাষ্য। কৌষ্ঠ্যস্য বায়োর্নাসিকাপুটাভ্যাং প্রযত্নবিশেষাৎ বমনং প্রচ্ছর্দ্দনম্, বিধারণং প্রাণায়ামঃ, তাভ্যাং বা মনসঃ স্থিতিং সম্পাদয়েৎ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ। যোগশাস্ত্রবিহিত প্রযত্নসহকারে নাসিকাদ্বয়ের অন্যতর দ্বারা উদরস্থিত বায়ুকে বাহিরে অবস্থাপন করাকে প্রচ্ছর্দ্দন বলে, প্রাণবায়ুর গতিরোধকে বিধারণ বলে। এই উভয় উপায় দ্বারা চিত্তের স্থিরতা সম্পাদন করিবে॥ ৩৪ ॥

মন্তব্য। জপ, পূজা ও সন্ধ্যা প্রভৃতি সর্ব্বত্রই প্রাণায়ামের বিধান আছে। বাম নাসিকা দ্বারা বাহিরের বায়ুকে অন্তরে প্রবেশ করাইয়া অন্তরেই স্থির রাখাকে পূরক বলে। অন্তরের বায়ুকে দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা বাহির করিয়া বাহিরেই স্থির রাখার নাম রেচক। যাহাতে অন্তরের বায়ু বাহিরে অথবা বাহিরের বায়ু অন্তরে প্রবেশ করিতে না পারে এ ভাবে প্রাণবায়ুকে সঙ্কোচ করাকে কুম্ভক বলে। এই রেচক, পূরক ও কুম্ভককেই প্রাণায়াম বলে, প্রাণায়াম শব্দের অর্থ প্রাণের আয়াম অর্থাৎ বায়ুকে সঙ্কোচ করা, যাহাতে ক্রিয়া না হয় এরূপ করা। সচরাচর চারি বার মন্ত্র জপ করিয়া পূরক, ষোলবার কুম্ভক ও আট বার রেচক এইরূপে অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, ওরূপ সংখ্যা ক্রম একটী অনুপাত মাত্র, অর্থাৎ পূরকের চতুর্গুণ কুম্ভক ও দ্বিগুণ রেচক, যেমন ষোল বারে পূরক, চৌষট্টি বারে কুম্ভক, এবং বত্রিশ বারে রেচক,

এইরূপে জানিবে। অভ্যস্ত হইলে ক্রমশঃ ঐ সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হয়। প্রাণায়ামই চিত্তস্থৈর্য্যের কারণ, কেবল স্বহস্তে নাসিকা মর্দ্দন অথবা বায়ুকে প্রবেশ করান অথবা বাহির করানকে প্রাণায়াম বলে না। বায়ুকে স্থির রাখাই প্রাণায়াম ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

উত্তর সূত্রের "মনসঃ স্থিতিনিবন্ধনী" এই স্থান হইতে স্থিতিপদের অনুবৃত্তি করিয়া "স্থিতিং সম্পাদয়েৎ" এইরূপে ভাষ্যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সূত্রের বাশব্দ পূর্ব্বোক্ত মৈত্রী প্রভৃতি উপায় অপেক্ষা করিয়া বিকল্পার্থক নহে, কিন্তু বক্ষ্যমাণ উপায় অপেক্ষা করিয়া বিকল্পার্থ। মৈত্রী প্রভৃতির সহিত প্রাণায়ামাদির সমুচ্চয় জানিবে, অর্থাৎ সর্ব্বত্রই মৈত্রাদি আবশ্যক।

রেচকের পরে পূরক ব্যতিরেকে কুম্ভক হইতে পারে না, সুতরাং পূরকেরও গ্রহণ করিতে হইবে, এইরূপ কেহ কেহ বলেন ॥ ৩৪ ॥

সূত্র। বিষয়বতী বা প্রবৃত্তিরুৎপন্না মনসঃ স্থিতিনিবন্ধনী ॥ ৩৫ ॥

ব্যাখ্যা। বিষয়বতী (বিষয়াঃ শব্দাদয়ো ভোগ্যাস্তে বিদ্যন্তে ফলত্বেন যস্যাঃ সা) প্রবৃত্তিঃ (প্রকৃষ্টা বৃত্তিঃ সাক্ষাৎকাররূপা) বা (অপি) মনসঃ স্থিতিনিবন্ধনী (চিত্তস্য স্থৈর্য্যসম্পাদিকা, মনসঃ ইত্যস্য প্রবৃত্তিরিত্যত্রাপি সম্বন্ধঃ) ॥ ৩৫ ॥

তাৎপর্য্য। তত্তৎ ইন্দ্রিয়স্থানে ধারণা করিলে অলৌকিক গন্ধাদির সাক্ষাৎকার হয়, এইরূপ হইলে শাস্ত্রে বিশ্বাস হয় সুতরাং চিত্তও স্থির হয় ॥ ৩৫ ॥

ভাষ্য। নাসিকাগ্রে ধারয়তোঽস্য যা দিব্যগন্ধসংবিৎ সা গন্ধপ্রবৃত্তিঃ, জিহ্বাগ্রে দিব্যরসসংবিৎ, তালুনি রূপসংবিৎ, জিহ্বামধ্যে স্পর্শসংবিৎ, জিহ্বামূলে শব্দসংবিৎ, ইত্যেতাঃ প্রবৃত্তয়ঃ উৎপন্নাশ্চিত্তং স্থিতৌ নিবধ্নন্তি, সংশয়ং বিধমন্তি, সমাধি প্রজ্ঞায়াঞ্চ দ্বারী ভবন্তীতি। এতেন চন্দ্রাদিত্যগ্রহমণিপ্রদীপরত্নাদিষু প্রবৃত্তিরুৎপন্না বিষয়বত্যেব বেদিতব্যা। যদ্যপি হি তত্তচ্ছাস্ত্রানুমানাচার্য্যোপদেশৈরবগতমর্থতত্ত্বং সদ্ভুতমেব ভবতি এতেষাং যথাভূতার্থপ্রতিপাদনসামর্থ্যাৎ তথাপি যাবদেকদেশোঽপি কশ্চিন্ন স্বকরণসংবেদ্যো ভবতি তাবৎ সর্ব্বং

পরোক্ষমিব অপবর্গাদিষু সূক্ষ্মেষর্থেষু ন দৃঢ়াং বুদ্ধিমুৎপাদয়তি। তস্মাচ্ছাস্ত্রানুমানাচার্য্যোপদেশোপাদ্বলনার্থমেবাবশ্যং কশ্চিদ্বিশেষঃ প্রত্যক্ষীকর্ত্তব্যঃ। তত্র তদুপদিষ্টার্থৈকদেশপ্রত্যক্ষত্বে সতি সর্ব্বং সুসূক্ষ্মবিষয়মপি আ অপবর্গাৎ সুশ্রদ্ধীয়তে এতদর্থমেব ইদং চিত্তপরিকর্ম্মনির্দিশ্যতে। অনিয়তাসু বৃত্তিষু তদ্বিষয়ায়াং বশীকারসংজ্ঞায়ামুপজাতায়াং সমর্থং স্যাৎ তস্যতস্যার্থস্য প্রত্যক্ষীকরণায়েতি, তথাচ সতি শ্রদ্ধাবীর্য্যস্মৃতিসমাধয়োঽস্যাপ্রতিবন্ধেন ভবিষ্যন্তীতি ॥৩৫॥

অনুবাদ। যোগিগণ নাসিকার অগ্রে চিত্তের ধারণা করিয়া অলৌকিক গন্ধ সাক্ষাৎকার করেন, ইহাকে গন্ধ প্রবৃত্তি বলে, ঐরূপে জিহ্বার অগ্রে অলৌকিক রসজ্ঞান, তালুতে রূপজ্ঞান, জিহ্বামধ্যে স্পর্শজ্ঞান ও জিহ্বামূলে শব্দজ্ঞান হইয়া থাকে। দিব্য গন্ধাদিবিষয়ে এই সমস্ত প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইয়া চিত্তকে স্থির ও সংশয়কে (শাস্ত্রাদির উপদিষ্ট পদার্থবিষয়ে) বিদূরিত করিয়া সমাধির উৎপত্তির উপায় হয়। এইরূপে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, মণি, প্রদীপ ও রত্ন প্রভৃতি বস্তুতে (জ্যোতির্ম্ময় পদার্থে) বিষয়বতী প্রবৃত্তি বুঝিতে হইবে। যদি চ শাস্ত্র, অনুমান ও আচার্য্যোপদেশ হইতে অবগত পদার্থ সমুদায় যথার্থই হইয়া থাকে, কারণ ইহারা যথার্থ বস্তুরই প্রতিপাদন করে, তথাপি যেকাল পর্য্যন্ত শাস্ত্রাদির উপদিষ্ট পদার্থ সমুদায় মধ্যে কোনও একটী ইন্দ্রিয় দ্বারা বিদিত না হয়, ততকাল মুক্তিপর্য্যন্ত সমস্ত সূক্ষ্ম পদার্থে শাস্ত্রাদি পরোক্ষভাবে থাকিয়া দৃঢ় জ্ঞান জন্মাইতে পারে না। অতএব শাস্ত্রাদি প্রতিপাদিত বিষয় সমুদায়ে সংশয় দূর করিবার নিমিত্ত অবশ্যই কোনও একটী বিশেষ প্রত্যক্ষ করা কর্ত্তব্য। উপদিষ্ট পদার্থ সমুদায়ের মধ্যে কোনও একটী প্রত্যক্ষ হইলে অপবর্গ পর্য্যন্ত সমস্ত সূক্ষ্ম বিষয়েই বিশ্বাস জন্মে, এই নিমিত্তই উল্লিখিত বিষয়বতীরূপ চিত্তপরিকর্ম্ম (চিত্তের সংশয়চ্ছেদ) নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অব্যবস্থিত চিত্তবৃত্তি সমুদায়ের মধ্যে তত্তৎ গন্ধাদির সাক্ষাৎকার হইলে তত্তদ্বিষয়ে বশীকার সংজ্ঞা অর্থাৎ দৃঢ় বৈরাগ্য জন্মিলে পুরুষ প্রভৃতি সূক্ষ্ম বিষয় প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয়, অর্থাৎ শাস্ত্রোপদিষ্ট পুরুষ প্রভৃতি পদার্থে বিশ্বাস ও উপভোগ্য শব্দাদি বিষয়ে দৃঢ় বৈরাগ্য জন্মিলে আর বিক্ষেপের কারণ থাকে না, সুতরাং

অবাধে সমাধি হইতে পারে। এইরূপ হইলে যোগীর শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি ও সমাধির কোনই প্রতিবন্ধক থাকে না॥ ৩৫ ॥

মন্তব্য। শব্দাদি বিষয় সকল দিব্য ও অদিব্যভেদে দুই প্রকার, যে বিষয়ে সচরাচর লোকের জ্ঞান হয় উহাই অদিব্য অর্থাৎ লৌকিক, ইহা ভিন্ন একরূপ দিব্য অর্থাৎ অলৌকিক বিষয় আছে, যোগিগণ উহা অনুভব করেন।

ভাষ্যে "ধারয়তঃ" পদের দ্বারা কেবল ধারণারই উল্লেখ আছে, কিন্তু ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই ত্রিতয়রূপ সংযম বুঝিতে হইবে, কারণ সংযমই বিষয় সাক্ষাৎকারের কারণ।

"সংশয়াত্মা বিনশ্যতি" যাঁহার সর্ব্বত্রই সংশয় তাঁহার জীবন কেবল কষ্টকর মাত্র। নিজের প্রত্যক্ষ না হইলে কেবল পরের উপদেশেই সংশয় ছেদ হয় না। যোগীই হউন আর ভোগীই হউন স্বার্থকামনায় সকলেই সচেষ্ট। এইরূপ উপায় অবলম্বন করিলে স্বার্থসিদ্ধি হইবে এই ভাবে দৃঢ় নিশ্চয় না জন্মিলে উপায় অনুষ্ঠানে প্রযত্ন হয় না, তাই উপদিষ্ট বস্তুর একদেশে প্রত্যক্ষ করিবার বিধান আছে, উপদিষ্ট বস্তুর একদেশে প্রত্যক্ষ হইলে আর সংশয় থাকে না, তখন পূর্ণ উৎসাহে নিজেই অগ্রসর হয়॥ ৩৫ ॥

সূত্র। বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী॥ ৩৬ ॥

ব্যাখ্যা। বিশোকা (বিগতঃ শোকো যস্যাঃ সা) জ্যোতিষ্মতী (জ্যোতিঃ প্রকাশো বিদ্যতে যস্যাঃ সা) বা (চ, সমুচ্চয়ে, দুঃখরহিতা প্রকাশময়ী প্রবৃত্তিঃ মনঃ স্থৈর্য্যং সম্পাদয়েৎ)॥ ৩৬ ॥

তাৎপর্য্য। হৃৎপদ্মমধ্যে প্রকাশশীল চিত্তসত্ত্ব বিষয়ে ধারণা করিলে শোক-রহিত জ্যোতির্ম্ময়ী প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়, উহাতেও চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন হয়॥ ৩৬ ॥

ভাষ্য। প্রবৃত্তিরুৎপন্না মনসঃ স্থিতিনিবন্ধনীত্যনুবর্ত্ততে। হৃদয়-পুণ্ডরীকে ধারয়তো যা বুদ্ধিসংবিৎ, বুদ্ধিসত্ত্বং হি ভাস্বরমাকাশকল্পং, তত্র স্থিতিবৈশারদ্যাৎ প্রবৃত্তিঃ সূর্য্যেন্দুগ্রহমণিপ্রভারূপাকারেণ বিকল্পতে, তথাঽস্মিতায়াং সমাপন্নং চিত্তং নিস্তরঙ্গমহোদধিকল্পং

শান্তমনন্তমস্মিতামাত্রং ভবতি, যত্রেদমুক্তম্ "তমণুমাত্রমাত্মানমনুবিদ্যাঽস্মীত্যেবং তাবৎ সম্প্রজানীতে" ইতি। এষা দ্বয়ী বিশোকা-বিষয়বতী অস্মিতামাত্রা চ প্রবৃত্তির্জ্যোতিষ্মতীত্যুচ্যতে, যয়া যোগিনশ্চিত্তং স্থিতিপদং লভতে ইতি ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ। পূর্ব্ব সূত্র হইতে "প্রবৃত্তিরুৎপন্না মনসঃ স্থিতিনিবন্ধনী" এই অংশটুকুর অধিকার হইয়াছে। হৃৎপদ্মে ধারণা করিলে বুদ্ধির সাক্ষাৎকার হয়। বুদ্ধিসত্ত্ব (বুদ্ধি আকারে পরিণত সত্ত্বগুণ, বুদ্ধি সামান্যতঃ ত্রিগুণাত্মক হইলেও প্রধানতঃ সত্ত্বপ্রধান) ভাস্বর অর্থাৎ প্রকাশস্বভাব, আকাশের ন্যায় ব্যাপক, (প্রদীপের প্রভার ন্যায় ইহার সঙ্কোচ বিকাশ হইয়া থাকে) এই বুদ্ধিসত্ত্বে ধারণা কৌশল জন্মিলে সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, মণি প্রভৃতি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের প্রভারূপে নানাবিধ চিত্তবৃত্তি জন্মে। এইরূপে অহঙ্কারতত্ত্বে ধারণা করিলে চিত্ত প্রশান্ত কল্লোল মহাসমুদ্রের ন্যায় শান্ত অর্থাৎ রজঃ তমোগুণ বিরহিত হইয়া কেবল অস্মিতারূপে পরিণত হয়। এ বিষয়ে ভগবান্ পঞ্চশিখাচার্য্য বলিয়াছেন "সেই অণুমাত্র অর্থাৎ দুরধিগম আত্মতত্ত্বকে চিন্তা করিয়া অস্মি (অহং) এইরূপে আত্মসাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন"। বিষয়বতী অর্থাৎ সূর্য্যাদি নানা জ্যোতির্ম্ময়ী ও অস্মিতামাত্র এই দ্বিবিধ বিশোকা প্রবৃত্তি কথিত হইল, এই প্রবৃত্তি দ্বারা যোগিগণের চিত্ত স্থির হয় ॥ ৩৬ ॥

মন্তব্য। উদর ও বক্ষঃস্থলের মধ্যে অধোমুখ যে অষ্টদল পদ্ম আছে রেচক প্রাণায়াম দ্বারা উহাকে ঊর্দ্ধমুখ করিয়া উহাতে চিত্তের ধারণা করিবে। ঐ পদ্মমধ্যে সূর্য্যমণ্ডল অকার জাগরিতস্থান, তদুপরি চন্দ্রমণ্ডল উকার স্বপ্নস্থান, তদুপরি বহ্নিমণ্ডল মকার সুষুপ্তিস্থান, তদুপরি পরব্যোমাত্মক ব্রহ্মনাদ তুরীয়-স্থান (চতুর্থ) অর্দ্ধমাত্র, ইহা ব্রহ্মবাদী যোগিগণ বলিয়া থাকেন। এই পদ্মের কর্ণিকাতে ঊর্দ্ধমুখী সূর্য্যাদিমণ্ডলের মধ্যগত ব্রহ্মনাড়ী, তাহারও উপরে সুষুম্না-নামে নাড়ী আছে, এই নাড়ী দ্বারা বাহিরের সূর্য্যাদিমণ্ডলও সম্বদ্ধ আছে, ঐটীই চিত্তস্থান, উহাতে ধারণা করিলে বুদ্ধির জ্ঞান হয়।

আনুষ্ঠানিক হিন্দু মাত্রেই পূজার অঙ্গ ভূতশুদ্ধির বিবরণ অবগত আছেন। মূলাধারস্থিত কুলকুণ্ডলিনী শক্তির সহিত জীবাত্মাকে ষট্‌চক্রভেদ করিয়া

সহস্রদল পদ্মে পরম শিবের সহিত সংযুক্ত করার নাম ভূতশুদ্ধি। মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা এই ষট্চক্র। ভূতশুদ্ধিতে "হংসঃ ইতি মন্ত্রেণ জীবাত্মানং প্রদীপকলিকাকারং" ইত্যাদি একটী বৃহৎ মন্ত্র পঠিত হইয়া থাকে, কিন্তু উহার মর্ম্মবোধ অনেকেরই হয় না। লক্ষ্য স্থির না করিয়া দিশাহারা হইয়া ভ্রমণ করিলে কখনই গন্তব্য স্থানে পৌঁছা যায় না, অনুষ্ঠানের মর্ম্ম অবগত হইয়া কার্য্য করা সকলেরই কর্ত্তব্য। এই সূত্রের প্রকৃত অর্থ অবগত হইতে হইলে পূর্ণানন্দ যতিকৃত প্রসিদ্ধ "ষট্চক্র" গ্রন্থ বিশেষরূপে অধ্যয়ন করা আবশ্যক। সংক্ষেপতঃ জীবাত্মার উপাধি সূক্ষ্ম শরীরকেই কুলকুণ্ডলিনী বলে। স্ব স্ব কারণে কার্য্যের লয়রূপ অপবাদকেই ষট্‌চক্রভেদ বলে, জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যই পরম শিবে সংযোগ ইত্যাদি সমস্ত রহস্য অবগত হইয়া অনুষ্ঠান করিলেই ফললাভের বিশেষ সম্ভাবনা। সমস্ত শাস্ত্রই একসুরে বাঁধা, যেখানে দেখিবে, সেইখানে আত্মজ্ঞান, জীব ব্রহ্মের অভেদ ইত্যাদি আছে ॥ ৩৬ ॥

সূত্র। বীতরাগবিষয়ং বা চিত্তম্ ॥ ৩৭ ॥

ব্যাখ্যা। বীতরাগবিষয়ং (বীতঃ অপগতঃ রাগো বিষয়াভিলাষো যেষাং তে বিষয়া যস্য তৎ) বা চিত্তং (অপি চিত্তং স্থিরং ভবতীত্যর্থঃ) ॥ ৩৭ ॥

তাৎপর্য্য। যাঁহাদের চিত্তে রাগ নাই তাদৃশ জীবন্মুক্ত ব্যক্তির চিত্তে সমাধি করিয়া চিত্ত স্থির হয় ॥ ৩৭ ॥

ভাষ্য। বীতরাগচিত্তালম্বনোপরক্তং বা যোগিনশ্চিত্তং স্থিতিপদং লভতে ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ। বিষয়বিরক্ত সনক প্রভৃতির চিত্তকে আশ্রয় করিয়া তদাকারে আকারিত যোগীর চিত্ত সমাহিত হয়, অর্থাৎ বিরক্তের চিত্ত দৃষ্টান্ত করিয়া নিজেও বিষয় বিরক্ত হইতে ইচ্ছুক হয় ॥ ৩৭ ॥

মন্তব্য। উপরোক্ত সূত্রটী সৎসঙ্গের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন মাত্র। শত সহস্র উপদেশে যতটুকু ফললাভ না হয়, একটী দৃষ্টান্তে তাহার শতগুণ কার্য্য হইয়া থাকে। শাস্ত্রকারগণ সাধুসঙ্গ ও কাশীবাস তুল্য বলিয়া গিয়াছেন "কাশ্যাং বাসঃ সতাং সঙ্গঃ গঙ্গাম্ভঃ শম্ভুসেবনম্" ॥ ৩৭ ॥

সূত্র। স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানালম্বনম্ বা ॥ ৩৮ ॥

ব্যাখ্যা। স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানালম্বনং (স্বপ্নজ্ঞানং নিদ্রাজ্ঞানং চ আলম্বনং বিষয়ো যস্য তৎ) বা (অপি চিত্তং স্থিতিং লভতে ইতি) ॥ ৩৮ ॥

তাৎপর্য্য। স্বপ্নে দেবতামূর্ত্তিবিশেষ অথবা সাত্বিকী সুষুপ্তিবৃত্তিকে অবলম্বন করিয়াও যোগীর চিত্ত স্থির হয় ॥ ৩৮ ॥

ভাষ্য। স্বপ্নজ্ঞানালম্বনং নিদ্রাজ্ঞানালম্বনং বা তদাকারং যোগিনশ্চিত্তং স্থিতিপদং লভতে ইতি ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ। স্বপ্ন অথবা সাত্বিক নিদ্রাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া তদাকারে আকারিত যোগীর চিত্ত স্থিতিলাভ করিয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥

মন্তব্য। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি (নিদ্রা) এই তিনটী চিত্তের অবস্থা। যে সময় বহিরিন্দ্রিয় জন্য চিত্তের বৃত্তি হয় তাহাকে জাগ্রৎ বলে, কেবল মনোজন্য বৃত্তিকে স্বপ্ন বলে। সুষুপ্তি দুই প্রকার অর্দ্ধ ও সমগ্র, সত্বাদি গুণত্রয়-বিষয়ে বৃত্তিকে অর্দ্ধ সুষুপ্তি ও বৃত্তিমাত্রের বিগমকে সমগ্র সুষুপ্তি বলে। যদিচ ভাষ্যে সামান্যতঃ স্বপ্ন ও নিদ্রার উল্লেখ আছে, তথাপি স্বপ্ন শব্দে উপাস্যদেবের স্বপ্ন ও নিদ্রাশব্দে সাত্বিক সুষুপ্তির গ্রহণ করিতে হইবে ॥ ৩৮ ॥

সূত্র। যথাভিমতধ্যানাৎ বা ॥ ৩৯ ॥

ব্যাখ্যা। যথাভিমতধ্যানাৎ (যথাভিলাষং চিন্তনাৎ), বা (অপি চিত্তং স্থিতিং লভতে) ॥ ৩৯ ॥

তাৎপর্য্য। অভীষ্ট যে কোনও বিষয়ের ধ্যান করিলেও চিত্ত স্থির হয় ॥ ৩৯ ॥

ভাষ্য। যদেবাভিমতং তদেব ধ্যায়েৎ, তত্র লব্ধস্থিতিকমন্যত্রাপি স্থিতিপদং লভতে ইতি ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ। যাহাই কেন অভিমত হউক না অনুক্ষণ তাহারই ধ্যান করিবে, চিত্ত ঐ বিষয়ে স্থিতিলাভ করিলে অন্যত্রও স্থির হইতে পারে ॥ ৩৯ ॥

মন্তব্য। কি সুন্দর উপদেশ! সঙ্কোচ নাই, অনুদারতার লেশ নাই। শিষ্য একটীকে ভালবাসে, শাস্ত্রকার বলিলেন উহাকে পরিত্যাগ করিয়া

আমার কথা শুন, এরূপ উপদেশে সর্ব্বত্র ফললাভ হয় না। উচ্চ অধিকারী হইলে সমস্তই সম্ভব হয়, কিন্তু তাদৃশ ব্যক্তির সংখ্যা বড়ই অল্প। সুতরাং শিষ্যের চিত্তের গতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া উপদেশ প্রদানই উত্তম। যে ভাবেই কেন হউক না একবার চিত্ত কোনও বিষয়ে স্থিরতা লাভ করিতে পারিলে সর্ব্বত্রই সুগম হইয়া যায়। অভিমত বিষয় ত্যাগ করিয়া বিষয়ান্তর চিন্তা করা প্রথমতঃ কতদূর কষ্টকর তাহা প্রেমিক মাত্রেই অবগত আছেন। সূত্রে যথাভিমত ধ্যানের উপদেশ থাকিলেও উহার মর্ম্ম অন্যরূপ অর্থাৎ যদি চিত্তের অভিমত কোনও উপাস্য দেবতা হয়, তবে চিরকাল তাঁহার ধ্যান করায় ক্ষতি নাই, নতুবা বিষয়ান্তর হইলে উহাতে অভ্যাস করিয়া ক্রমশঃ অভীষ্টপথে অগ্রসর হইতে হয়। ব্যক্তিভেদে অভিমতও ভিন্ন ভিন্ন, ভক্তের অভিমত ভগবান্, কামুকের অভিমত কামিনী, বীরের অভিমত প্রতিপক্ষ ইত্যাদি ॥ ৩৯ ॥

সূত্র। পরমাণুপরমমহত্ত্বান্তোঽস্য বশীকারঃ ॥ ৪০ ॥

ব্যাখ্যা। অস্য (প্রাগুক্তশ্রদ্ধাদ্যুপায়পরিশোধিতচেতসো যোগিনঃ) পরমাণুপরমমহত্ত্বান্তঃ (আপরমাণু আ পরমমহত্ত্ব) বশীকারঃ (স্বাতন্ত্র্যং উপজায়তে পরমাণোঃ পরমমহৎপর্য্যন্তং যৎ কিমপি বিষয়ীকর্ত্তুমর্হতীতি ফলিতঃ অর্থঃ) ॥৪০॥

তাৎপর্য্য। পূর্ব্বোক্ত উপায় দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে যোগিগণ সূক্ষ্মবিষয়ে পরমাণু পর্য্যন্ত ও স্থূল বিষয়ে পরম মহৎ পুরুষাদি পর্য্যন্ত স্বেচ্ছানুসারে সমাধি করিতে পারেন ॥ ৪০ ॥

ভাষ্য। সূক্ষ্মে নিবিশমানস্য পরমাণ্বন্তং স্থিতিপদং লভতে ইতি স্থূলে নিবিশমানস্য পরমমহত্ত্বান্তং স্থিতিপদং চিত্তস্য। এবং তাং উভয়ীং কোটিমনুধাবতো যোঽস্যা প্রতিঘাতঃ স পরো বশীকারঃ, তদ্বশীকারাৎ পরিপূর্ণং যোগিনশ্চিত্তং ন পুনরভ্যাসকৃতং পরিকর্ম্মাপেক্ষতে ইতি ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ। সূক্ষ্মবিষয়ে সমাধি অভ্যাস করিতে করিতে যোগীর চিত্ত পরমাণু পর্য্যন্ত অবলম্বন করিয়া স্থির হইতে পারে। স্থূল বিষয়ে অভ্যাস করিয়া পরম মহৎ অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষাদি পর্য্যন্তও গ্রহণ করিয়া চিত্ত স্থির হয়। এই ভাবে

সূক্ষ্ম ও স্থূল উভয়বিধ সমাধি অভ্যাস করিতে করিতে চিত্তের স্বচ্ছন্দ বিহার অর্থাৎ ইচ্ছামত যে কোনও বিষয় অবলম্বন করিয়াই স্থিরতা জন্মে, ইহাকে পরবশীকার বলে, ইহা দ্বারা পরিপূর্ণ যোগীর চিত্ত আর পরিকর্ম্মের (শুদ্ধির) অপেক্ষা করে না ॥ ৪০ ॥

মন্তব্য। অনুষ্ঠান করিতে গিয়া অশক্ত হওয়াকে প্রতিঘাত বলে, অভ্যাস দৃঢ়তর হইলে আর এরূপ ঘটে না। শ্বাসপ্রশ্বাসের ন্যায় সমাধি স্বাভাবিক হইলে আর কষ্টকর হয় না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত স্বাভাবিকরূপে না হয় ততকাল বিশেষ প্রণিধান পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করা উচিত। সুশিক্ষিত গায়ক যেমন সপ্তস্বর তিন গ্রামের যে কোনও ভাগ অনায়াসে আদায় করিতে পারে, তদ্রূপ ইচ্ছামত যে কোনও বিষয়ে সমাধি স্থির হইলে তাহাকে বশীকার বলে। চিরকাল অভ্যস্ত কোনও একটী বিষয়ে সমাধি হওয়া ততদূর কষ্টকর নহে। কিন্তু অনভ্যস্ত যে কোনও বিষয়ে ইচ্ছামত সমাধিসিদ্ধি হওয়া বিশেষ আয়াসসাধ্য। চিত্তকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়া সাধারণ যন্ত্রের ন্যায় উহা দ্বারা কার্য্য করিতে পারিলেই সেরূপ সম্ভব হয় ॥ ৪০ ॥

ভাষ্য। অথ লব্ধস্থিতিকস্য চেতসঃ কিংস্বরূপা কিংবিষয়া বা সমাপত্তিরিতি ? তদুচ্যতে।

সূত্র। ক্ষীণবৃত্তেরভিজাতস্যেব মণের্গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যেষু তৎস্থতদঞ্জনতা সমাপত্তিঃ ॥ ৪১ ॥

ব্যাখ্যা। ক্ষীণবৃত্তেঃ (ক্ষীণা অপগতাঃ বৃত্তয়ো বিষয়ান্তরজ্ঞানানি যস্য তাদৃশস্য চিত্তস্য), অভিজাতস্য মণেরিব (নির্ম্মলস্ফটিকস্যেব), গৃহীতৃগ্রহণ-গ্রাহ্যেষু (আত্মেন্দ্রিয়বিষয়েষু), তৎস্থতদঞ্জনতা (তত্র স্থিতস্য তদাকারতা) সমাপত্তিঃ (সম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধিরিত্যর্থঃ) ॥ ৪১ ॥

তাৎপর্য্য। জপাকুসুমাদির সন্নিধানে নির্ম্মল স্ফটিকাদির যেমন তদাকার হয়, চিত্তেরও তদ্রূপ বিষয়ান্তর জ্ঞান রহিত হইয়া পুরুষ, ইন্দ্রিয় ও বিষয়াকার ধারণকে সমাধি বলে ॥ ৪১ ॥

ভাষ্য। ক্ষীণবৃত্তেরিতি প্রত্যস্তমিতপ্রত্যয়স্যেত্যর্থঃ। অভিজাত

স্যেব মণেরিতি দৃষ্টান্তোপাদানম্। যথা স্ফটিক উপাশ্রয়ভেদাৎ তত্তদ্রূপোপরক্ত উপাশ্রয়রূপাকারেণ নির্ভাসতে, তথা গ্রাহ্যালম্বনোপরক্তং চিত্তং গ্রাহ্যসমাপন্নং গ্রাহ্যস্বরূপাকারেণ নির্ভাসতে, ভূতসূক্ষ্মোপরক্তং ভূতসূক্ষ্মসমাপন্নং ভূতসূক্ষ্মস্বরূপাভাসং ভবতি, তথা স্থূলালম্বনোপরক্তং স্থূলরূপসমাপন্নং স্থূলরূপাভাসং ভবতি, তথা বিশ্বভেদোপরক্তং বিশ্বভেদসমাপন্নং বিশ্বরূপাভাসং ভবতি। তথা গ্রহণেষ্বপি ইন্দ্রিয়েষ্বপি দ্রষ্টব্যম, গ্রহণালম্বনোপরক্তং গ্রহণসমাপন্নং গ্রহণস্বরূপাকারেণ নির্ভাসতে। তথা গৃহীতৃপুরুষালম্বনোপরক্তং গৃহীতৃপুরুষসমাপন্নং গৃহীতৃপুরুষস্বরূপাকারেণ নির্ভাসতে। তথা মুক্তপুরুষালম্বনোপরক্তং মুক্তপুরুষসমাপন্নং মুক্তপুরুষস্বরূপাকারেণ নির্ভাসতে। তদেবং অভিজাতমণিকল্পস্য চেতসো গৃহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যেষু পুরুষেন্দ্রিয়ভূতেষু যা তৎস্থতদঞ্জনতা তেষু স্থিতস্য তদাকারাপত্তিঃ সা সমাপত্তিরিত্যুচ্যতে ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ। অনন্তর চিত্তের স্থৈর্য্যসম্পন্ন হইলে কিরূপে কোন্ কোন্ বিষয়ে সমাধি হয় তাহা বলা যাইতেছে। ক্ষীণবৃত্তি শব্দ দ্বারা চিত্তের ধ্যেয় ভিন্ন বিষয়ান্তর হইতে বৃত্তির নিরাস উক্ত হইয়াছে। অভিজাত মণি অর্থাৎ শুদ্ধ স্ফটিকাদি এটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন, অর্থাৎ যেমন স্বচ্ছ স্ফটিক জপাকুসুম প্রভৃতি উপাধির সন্নিধানে সেই সেই রক্তিমাদি রূপবিশিষ্ট হইয়া তত্তদ্রূপেই ভাসমান হয় (নিজের রূপে প্রকাশ পায় না), চিত্তও সেইরূপ গ্রাহ্যবিষয়ের ছায়াবিশিষ্ট হইয়া (স্বকীয় অন্তঃকরণরূপ তিরোধান করিয়া) গ্রাহ্যস্বরূপই যেন প্রাপ্ত হইয়া ভাসমান হয়। (গ্রাহ্যস্বরূপ স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে দুই প্রকারে দেখান হইতেছে), চিত্ত ভূতসূক্ষ্ম অর্থাৎ তন্মাত্রাকে অবলম্বন করিয়া তাহার প্রতিবিম্ব ধারণ করিয়া নিজরূপ তিরোধান করিয়া ভূতসূক্ষ্মরূপে ভাসমান হয়, এইভাবে স্থূল বিষয় আলম্বন করিয়া স্থূলরূপে ভাসমান হয়। এইরূপে বিশ্বভেদ অর্থাৎ চেতনাচেতন গবাদি ও ঘটাদিরূপে ভাসমান হয়। ইন্দ্রিয় (গ্রহণ) বিষয়েও এইরূপ জানিবে, ইন্দ্রিয়কে আলম্বন করিয়া তদ্রূপে ভাসমান হয়। এইরূপে গৃহীতৃ পুরুষকে (জ্ঞাতা

আত্মাকে) আলম্বন করিয়া পুরুষস্বরূপে (কূটস্থ চেতনভাবে) ভাসমান হয়। মুক্ত অর্থাৎ বন্ধবিরহিত পুরুষকে আলম্বন করিয়া মুক্ত পুরুষস্বরূপে ভাসমান হয়। এই ভাবে নির্ম্মল স্ফটিক প্রভৃতি মণির ন্যায় চিত্ত গৃহীতৃ, গ্রহণ ও গ্রাহ্য অর্থাৎ পুরুষ, ইন্দ্রিয় ও ভূতসমূহে সংযুক্ত হইয়া তত্তৎ রূপ ধারণ করে, ইহাকে সমাপত্তি অর্থাৎ সমাধি বলে॥ ৪১ ॥

মন্তব্য। সূত্রে "গৃহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যেষু" এইরূপ ক্রমের উল্লেখ হইলেও ভাষ্যে তাহার ব্যতিক্রম হইয়াছে, প্রথমতঃ গ্রাহ্যবিষয়ে, পরে গ্রহণবিষয়ে পরিশেষে গৃহীতৃ বিষয়ে সমাপত্তি হইয়া থাকে, তাই পাঠক্রমের পরিবর্ত্তন করিয়া অর্থক্রমের গ্রহণ করা হইয়াছে, অর্থাৎ যেভাবে সমাধির সম্ভাবনা তদনুসারেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

অমূল্য মানবজীবনের উদ্দেশ্য রক্ষা করিতে ইচ্ছা থাকিলে শাস্ত্রের উপদেশানুসারেই কার্য্য করা উচিত, শাস্ত্রে বলিতেছে প্রথমতঃ গ্রাহ্যবিষয়ে সমাধি করিবে, প্রথমতঃ প্রতিমা পূজা ভিন্ন উপায় নাই। বৃথা বাগাড়ম্বর করিয়া নিরাকারের আকারে সমাধি করা কেবল বৃথা অভিমান প্রদর্শন মাত্র॥ ৪১ ॥

সূত্র। তত্র শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পৈঃ সঙ্কীর্ণা সবিতর্কা সমাপত্তিঃ॥ ৪২ ॥

ব্যাখ্যা। তত্র (তেষু সমাধিষু মধ্যে) সবিতর্কা সমাপত্তিঃ (সবিতর্কসমাধিঃ) শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পৈঃ (শব্দঃ বর্ণাত্মকঃ স্ফোটরূপো বা, অর্থঃ জাতিঃ ক্রিয়া গুণঃ দ্রব্যঞ্চ, জ্ঞানং চিত্তবৃত্তিঃ, তেষাং বিকল্পাঃ অন্যোহন্যস্মিন্ অন্যোহন্যাভেদারোপাঃ তৈঃ) সঙ্কীর্ণা (পরস্পরং মিশ্রিতা ভবতীতি শেষঃ)॥ ৪২ ॥

তাৎপর্য্য। স্থূলবিষয়ে সবিতর্ক ও নির্ব্বিতর্ক এই দুই প্রকার সমাধি হইয়া থাকে, সবিতর্ক সমাধিতে শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান ইহারা পরস্পর সঙ্কীর্ণভাবে ভাসমান হয়॥ ৪২ ॥

ভাষ্য। তদ্‌যথা গৌরিতি শব্দো গৌরিত্যর্থো গৌরিতি জ্ঞানং ইত্যবিভাগেন বিভক্তানামপি গ্রহণং দৃষ্টম্। বিভজ্যমানাশ্চান্যে শব্দধর্ম্মা অন্যে অর্থধর্ম্মা অন্যে বিজ্ঞানধর্ম্মা ইত্যেতেষাং বিভক্তঃ

পন্থাঃ। তত্র সমাপন্নস্য যোগিনো যো গবাদ্যর্থঃ সমাধিপ্রজ্ঞায়াং সমারূঢ়ঃ স চেৎ শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পানুবিদ্ধ উপাবর্ত্ততে সা সঙ্কীর্ণা সমাপত্তিঃ সবিতর্কেত্যুচ্যতে ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ। সবিতর্ক সমাধি এইরূপ, গোঃ এই শব্দের আকারে অর্থ ও জ্ঞান অনুগত হয়, গোঃ এই জ্ঞানের আকারে শব্দ ও অর্থ অনুগত হয়, গোঃ এই অর্থের আকারে শব্দ ও জ্ঞানের সংশ্লেষ হয়, বস্তুতঃ বিভক্ত শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানের এই ভাবে মিশ্রণ দেখা গিয়া থাকে। বিভাগ করিলে শব্দের ধর্ম্ম (উদাত্ত অনুদাত্ত প্রভৃতি), অর্থের ধর্ম্ম (জড়তা, মূর্ত্তি প্রভৃতি) ও জ্ঞানের ধর্ম্ম (প্রকাশ, মূর্ত্তিরহিততা (প্রভৃতি) পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া জানা যায়, অতএব ইহাদের স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন রূপ, সঙ্কীর্ণ নহে। সমাহিত চিত্ত যোগীর সমাধি জ্ঞানেতে গো প্রভৃতি পদার্থ ভাসমান হয়, উহাতে যদি শব্দ ও জ্ঞানের অভেদ আরোপ হয় তবে সেই সঙ্কীর্ণ সমাধিকে সবিতর্ক বলা যায় ॥ ৪২ ॥

মন্তব্য। পরসূত্রে "সূক্ষ্মবিষয়া ব্যাখ্যাতা" এইরূপ উল্লেখ থাকায় এস্থলে স্থূলের উল্লেখ না থাকিলেও সবিতর্কা ও নির্ব্বিতর্কা সমাপত্তি স্থূল বিষয়ে বলিয়া জানিতে হইবে। কণ্ঠ তালু প্রভৃতি স্থানে উদান বায়ুর আঘাতে শব্দ উৎপন্ন হয়, শ্রবণ ইন্দ্রিয় দ্বারা উহার প্রত্যক্ষ হয়; উদাত্ত, তারতা ও মন্দতা প্রভৃতি উহার ধর্ম্ম। গো ঘটাদি অর্থ চক্ষুঃ ও ত্বক্ ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়, রূপ রস গন্ধ প্রভৃতি উহার ধর্ম্ম। বিষয় আকারে অন্তঃকরণের পরিণামকে অথবা পুরুষে উহার প্রতিবিম্বকে জ্ঞান বলে, প্রকাশ মূর্ত্তির অভাব ইত্যাদি উহার ধর্ম্ম, বিচার করিলে ইহা প্রতীত হয়। কিন্তু যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, "গলকম্বলাদিবিশিষ্ট পদার্থ কি ? উত্তর হইবে "গোঃ"। অর্থের বোধ হউক এই অভিপ্রায়ে যদি চ গোঃ শব্দের উল্লেখ হইয়া থাকে, তথাপি উক্ত পদার্থের বাচক শব্দ ও প্রকাশক জ্ঞান ইহারা উভয়েই তুল্যরূপে "গোঃ" এই আকারে ভাসমান হইয়া উঠে। এইরূপে পরস্পর বিভিন্ন শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানের অভেদ প্রতীতিকে বিতর্ক জ্ঞান বলে ॥ ৪২ ॥

ভাষ্য। যদা পুনঃ শব্দসঙ্কেতস্মৃতিপরিশুদ্ধৌ শ্রুতানুমানজ্ঞানবিকল্পশূন্যায়াং সমাধিপ্রজ্ঞায়াং স্বরূপমাত্রেণাবস্থিতঃ অর্থঃ তৎস্বরূপা-

কারমাত্রতয়ৈব অবচ্ছিদ্যতে সা চ নির্ব্বিতর্কা সমাপত্তিঃ। তৎ পরং প্রত্যক্ষং, তচ্চ শ্রুতানুমানয়োর্বীজং, ততঃ শ্রুতানুমানে প্রভবতঃ। নচ শ্রুতানুমানজ্ঞানসহভূতং তদ্দর্শনং, তস্মাদসঙ্কীর্ণং প্রমাণান্তরেণ যোগিনো নির্ব্বিতর্কসমাধিজং দর্শনমিতি, নির্ব্বিতর্কায়াঃ সমাপত্তেরস্যাঃ সূত্রেণ লক্ষণং দ্যোত্যতে।

সূত্র। স্মৃতিপরিশুদ্ধৌ স্বরূপশূন্যেবার্থমাত্রনির্ভাসা নির্ব্বিতর্কা ॥ ৪৩ ॥

ব্যাখ্যা। স্মৃতিপরিশুদ্ধৌ (শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পাপগমে) স্বরূপশূন্যেব (স্বকীয়ং জ্ঞানরূপমিব পরিত্যজন্তী) অর্থমাত্রনির্ভাসা (বিষয়াকারেণ ভাসমানা) নির্ব্বিতর্কা (উক্তসমাপত্তিঃ নির্ব্বিতর্কা বিতর্কবিরহিতা, উচ্যতে ইত্যর্থঃ) ॥ ৪৩ ॥

তাৎপর্য্য। পূর্ব্বোক্ত সঙ্কীর্ণরূপে শব্দার্থসঙ্কেত স্মৃতির অপগম হইলে সমাধিজ্ঞান স্বকীয় রূপ পরিত্যাগ করিয়াই যেন ধ্যেয়রূপে ভাসমান হয়, উহাকে নির্ব্বিতর্ক সমাধি বলে ॥ ৪৩ ॥

ভাষ্য। যা শব্দসঙ্কেতশ্রুতানুমানজ্ঞানবিকল্পস্মৃতিপরিশুদ্ধৌ গ্রাহ্যস্বরূপোপরক্তা প্রজ্ঞা স্বমিব প্রজ্ঞারূপং গ্রহণাত্মকং ত্যক্ত্বা পদার্থমাত্রস্বরূপা গ্রাহ্যস্বরূপাপন্নেব ভবতি সা নির্ব্বিতর্কা সমাপত্তিঃ। তথা চ ব্যাখ্যাতা, তস্যা একবুদ্ধ্যুপক্রমো হি অর্থাত্মা অণুপ্রচয়বিশেষাত্মা গবা দির্ঘটাদির্বা লোকঃ। স চ সংস্থানবিশেষো ভূতসূক্ষ্মাণাং সাধারণো ধর্ম্ম আত্মভূতঃ ফলেন ব্যক্তেনানুমিতঃ স্বব্যঞ্জকাঞ্জনঃ প্রাদুর্ভবতি, ধর্ম্মান্তরোদয়ে চ তিরোভবতি, স এষ ধর্ম্মোঽবয়বীত্যুচ্যতে, যোঽসাবেকশ্চ মহাংশ্চাণীয়াংশ্চ স্পর্শবাংশ্চ ক্রিয়াধর্ম্মকশ্চানিত্যশ্চ, তেনাবয়বিনা ব্যবহারাঃ ক্রিয়ন্তে। যস্য পুনরবস্তুকঃ স প্রচয়বিশেষঃ সূক্ষ্মং চ কারণমনুপলভ্যমবিকল্পস্য তস্যাবয়ব্যভাবাৎ অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠং মিথ্যাজ্ঞানমিতি প্রায়েণ সর্ব্বমেব প্রাপ্তং মিথ্যাজ্ঞানমিতি, তদা চ সম্যগ্‌জ্ঞানমপি কিং স্যাৎ বিষয়াভাবাৎ, যদ্

যত্নপলভ্যতে, তন্তদবয়বিত্বেনাগ্রাতং, তস্মাদস্ত্যেবয়বী যো মহত্বাদি-ব্যবহারাপন্নঃ সমাপত্তের্নির্ব্বিতর্কায়া বিষয়ো ভবতি ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ। যে সময় শব্দের সঙ্কেত (শক্তি, এইটী গরু ইত্যাদিভাবে শব্দ অর্থ ও জ্ঞানের অভেদ আরোপ) ও স্মরণের (উক্ত সঙ্কেত মনে থাকার) অপগম হইলে শব্দ ও পরার্থানুমানের বিকল্প অর্থাৎ শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানের ভেদে অভেদ আরোপ তিরোহিত হয়, তখন সমাধি বৃত্তিতে স্বরূপে (শব্দ ও জ্ঞানের অমিশ্রণভাবে) বর্ত্তমান পদার্থ স্বীয় রূপেই ভাসমান হয়, এই অবস্থাকে নির্ব্বিতর্ক সমাধি বলে। ইহাকে পরপ্রত্যক্ষ (শ্রেষ্ঠ সাক্ষাৎকার) বলে; এই বিতর্করহিত প্রত্যক্ষটী শ্রুত অনুমানের কারণ, উহা হইতেই শ্রুত ও অনুমান উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ যোগিগণ সমাধি দ্বারা পদার্থ সকল পরিশুদ্ধ অর্থাৎ শব্দ ও জ্ঞানের অমিশ্রণরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া বিকল্প করিয়া উপদেশ দিয়া থাকেন। যোগিগণের নির্ব্বিকল্প জ্ঞান শ্রুত ও অনুমান জ্ঞানের সহচর নহে, অতএব যোগিগণের নির্ব্বিতর্ক সমাধি হইতে উৎপন্ন জ্ঞান অন্য প্রমাণের সঙ্কীর্ণ নহে। নির্ব্বিতর্ক সমাধির লক্ষণ সূত্র দ্বারা প্রকাশ করা যাইতেছে। শব্দের সঙ্কেত, শ্রুত অর্থাৎ আগম ও অনুমান ইহাদের জ্ঞানরূপ বিকল্প হইতে উৎপন্ন স্মৃতির অপগম হইলে চিত্তবৃত্তি বিষয়াকার ধারণ করিয়া জ্ঞানাত্মক স্বীয় প্রজ্ঞারূপ পরিত্যাগ করিয়াই যেন কেবল বিষয়াকারে পরিলক্ষিত হয় ইহাকে নির্ব্বিতর্ক সমাধি বলে। শাস্ত্রকারগণ এইরূপেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, নির্ব্বিতর্ক সমাধির বিষয় একত্ব বুদ্ধি উৎপাদন করে, ঐ পদার্থ বস্তু সৎ অর্থাৎ ভাবরূপ, উহা পরমাণু পুঞ্জ দ্বারা গঠিত, একটী অপর হইতে বিভিন্ন, উহা চেতনাচেতন ভেদে গবাদি ও ঘটাদিরূপে বিভক্ত, উভয়বিধই লোক অর্থাৎ দৃশ্য, (জ্ঞানের বিষয়) হইয়া থাকে।

সেই সংস্থানবিশেষ অর্থাৎ স্থূল অবয়বী ভূতসূক্ষ্ম সকলের সাধারণ ধর্ম্ম অর্থাৎ প্রত্যেকে পরিসমাপ্ত (দ্বিত্ব প্রভৃতির ন্যায় ব্যাসজ্যবৃত্তি নহে, যেমন উভয় বস্তুর জ্ঞান না হইলে দ্বিত্বের জ্ঞান হয় না, ভূতসূক্ষ্মের ধর্ম্ম ঘটাদি অবয়বী সেরূপ নহে, উহা প্রত্যেক ভূতসূক্ষ্মেই আছে, নতুবা সমস্ত অবয়ব দর্শন না হইলে অবয়বীর উপলব্ধি হইত না)। ঐ ধর্ম্ম ভূতসূক্ষ্মের আত্মভূত অর্থাৎ অভিন্ন (অথচ কথঞ্চিৎ ভিন্ন, নৈয়ায়িকের ন্যায় পাতঞ্জলমতে অবয়ব ও অবয়বীর ভেদ

স্বীকার নাই, ইহারা ভেদাভেদ সম্বন্ধ বলেন, "ভূতসূক্ষ্মানাং" এই ষষ্ঠী বিভক্তি দ্বারা ভেদ বলা হইয়াছে, "আত্মভূত" শব্দ দ্বারা অভেদ উক্ত হইয়াছে), "ঘটঃ" এইরূপ অনুভব ও ব্যবহাররূপ ফলের দ্বারা উক্ত অবয়বী রূপ ধর্ম্মের অনুমান হয় অর্থাৎ পরমাণু পুঞ্জ হইতে অতিরিক্ত অবয়বী স্বীকার না করিলে উল্লিখিত অনুভব ও ব্যবহার শব্দ প্রয়োগ) হইতে পারে না। উক্ত ধর্ম্ম স্বব্যঞ্জকাঞ্জন অর্থাৎ স্বকীয় কারণের ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া প্রাদুর্ভূত হয়, এবং অন্য একটী ধর্ম্মের (কার্য্যের) উদয় হইলে তিরোহিত হয়, (মৃৎপিণ্ডের ধর্ম্ম ইষ্টক, উহা চূর্ণ অর্থাৎ সুরকি নামক অন্য একটী ধর্ম্মের উদয় হইলে আর থাকে না), সেই এই ধর্ম্মকে অবয়বী বলে। যে এই এক, মহৎ বা ক্ষুদ্র অর্থাৎ আপেক্ষিক ছোট বড়, স্পর্শবান্, ক্রিয়াবান্, অনিত্য ঘটপটাদি অবয়বী, ইহার দ্বারা সমস্ত ব্যবহার হইয়া থাকে, (অবয়বীকে অতিরিক্তরূপে স্বীকার না করিলে কেবল পরমাণু পুঞ্জ হইতে উক্ত একত্বাদি বুদ্ধি হইতে পারে না)। যাহার মতে (বৌদ্ধমতে) সেই প্রচয় বিশেষ অবয়বী নাই, সূক্ষ্ম কারণ পরমাণুরও নির্ব্বিকল্প প্রত্যক্ষ হয় না, তাহার মতে সমস্ত জ্ঞানই "অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠং" এই লক্ষণাক্রান্ত মিথ্যা জ্ঞান হইয়া উঠে। এরূপ স্থলে সম্যক্ জ্ঞানই (যথার্থ জ্ঞান, প্রমা) বা কি হইবে ? কেন না ঐ সম্যক্ জ্ঞানের বিষয় (অবয়বী) থাকে না, যাহা কিছু জানা যায় সমস্তই অবয়বী (অবয়বী নহে এরূপ পদার্থের প্রত্যক্ষ হয় না), অতএব স্বীকার করিতে হইবে মহান্, এক ইত্যাদি ব্যবহারের বিষয় অবয়বী আছে, ঐ অবয়বী নির্ব্বিতর্ক সমাধির বিষয় হইয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥

মন্তব্য। সকলেই জানেন শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান ইহারা এক পদার্থ নহে, কিন্তু এমনই একটা অনাদি নৈসর্গিক ভ্রমসংস্কার রহিয়াছে যে কিছুতেই উহাদের ভেদ উপলব্ধি হয় না, শব্দের উপস্থিতি হইলেই সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ও অর্থের উপস্থিতি হয়, এইরূপে জ্ঞান ও অর্থের উপস্থিতি স্থলেও অপর দুইটীর উপস্থিতি জানিবে। অর্থতত্ত্বের যথার্থ স্বরূপ শব্দ বা অনুমান দ্বারা প্রকাশিত হয় না, কারণ উক্ত উভয়েই বিকল্প অর্থাৎ ভেদে অভেদের আরোপ হইয়া থাকে। যোগিগণ নির্ব্বিতর্ক সমাধি সহকারে শব্দ ও জ্ঞানের অসঙ্কররূপে অর্থের উপলব্ধি করিয়া বিকল্পপূর্ব্বক উপদেশ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের এই নির্ব্বিতর্ক জ্ঞান শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা যায় না, কারণ শব্দ সবিতর্করূপেই

হইয়া থাকে। এই নির্ব্বিতর্ক সমাধিবিশিষ্ট যোগিগণের বাক্যই শাস্ত্র প্রমাণ, যোগবলে উহারা পরোক্ষ পদার্থ সকল প্রত্যক্ষ করিয়া উপদেশ করিয়াছেন, উপদেশ করিতে হইলে অগ্রে পদার্থ সকল প্রত্যক্ষ করা আবশ্যক। শাস্ত্রশ্রবণ ও মননপূর্ব্বক নিদিধ্যাসন করিয়া নির্ব্বিতর্কভাবে পদার্থের সাক্ষাৎকার করিতে হয়। ঐরূপে আত্মতত্ত্বের অবগমই অবিদ্যা নিবর্ত্তক, মুক্তির অসাধারণ কারণ।

ভাষ্যকার প্রসঙ্গক্রমে অবয়বী সিদ্ধি করিয়াছেন। বৌদ্ধেরা বলেন পরমাণু পুঞ্জের অতিরিক্ত অবয়বী নাই। কিন্তু অবয়বী স্থলে পরমাণু পুঞ্জ স্বীকার করিলে উহাতে একত্ব মহান্ প্রভৃতি জ্ঞান হইতে পারে না, কারণ পরমাণুতে মহৎ পরিমাণ নাই, পুঞ্জকেও এক বলা যায় না, পুঞ্জনামক অতিরিক্ত একটী পদার্থ স্বীকার করিলে উহা অবয়বীর নামান্তর হয় মাত্র। বিশেষতঃ জল আহরণ প্রভৃতি যে সমস্ত কার্য্য অবয়বী ঘট হইতে সম্পন্ন হয় উহা পরমাণু দ্বারা নিষ্পন্ন হইতে পারে না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে অবয়বী নামক অতিরিক্ত পদার্থ আছে। বিশেষ এই, ন্যায়মতে দ্ব্যণুক ত্রসরেণুভাবে অবয়বীর উৎপত্তি হয়, পতঞ্জলি মতে সেরূপ নহে, পরমাণু রাশি হইতেই অবয়বী জন্মে, দ্ব্যণুকাদি ক্রম স্বীকার নাই ॥ ৪৩ ॥

সূত্র। এতয়ৈব সবিচারা নির্ব্বিচারা চ সূক্ষ্মবিষয়া ব্যাখ্যাতা ॥ ৪৪ ॥

ব্যাখ্যা। এতয়ৈব (সবিতর্কয়া নির্ব্বিতর্কয়া চ সমাপত্ত্যা), সূক্ষ্মবিষয়া (ভূতসূক্ষ্মগোচরা), সবিচারা নির্ব্বিচারা চ ব্যাখ্যাতা (স্থূলবিষয়বৎ সূক্ষ্মবিষয়াপি বিজ্ঞেয়া) ॥ ৪৪ ॥

তাৎপর্য্য। স্থূল বিষয় সবিতর্ক সমাধি দ্বারা সূক্ষ্ম বিষয় সবিচার এবং নির্ব্বিতর্ক দ্বারা নির্বিচার সমাধি বুঝিতে হইবে॥ ৪৪ ॥

ভাষ্য। তত্র ভূতসূক্ষ্মেষু অভিব্যক্তধর্ম্মকেষু দেশকালনিমিত্তানুভবাবচ্ছিন্নেষু যা সমাপত্তিঃ সা সবিচারেত্যুচ্যতে। তত্রাপ্যেকবুদ্ধিনির্গ্রাহ্যমেবোদিতধর্ম্মবিশিষ্টং ভূতসূক্ষ্মমালম্বনীভূতং সমাধিপ্রজ্ঞায়ামুপতিষ্ঠতে। যা পুনঃ সর্ব্বথা সর্ব্বতঃ শান্তোদিতাব্যপদেশ্য

ধর্ম্মানবচ্ছিন্নেষু সর্ব্বধর্ম্মানুপাতিষু সর্ব্বধর্ম্মাত্মকেষু সমাপত্তিঃ সা নির্ব্বিচারেত্যুচ্যতে। এবংস্বরূপং হি তদ্ভূতসূক্ষ্মং এতেনৈব স্বরূপেণালম্বনীভূতমেব সমাধিপ্রজ্ঞাস্বরূপমুপরঞ্জয়তি। প্রজ্ঞা চ স্বরূপশূন্যেবার্থমাত্রা যদা ভবতি তদা নির্ব্বিচারেত্যুচ্যতে, তত্র মহদ্বস্তুবিষয়া সবিতর্কা নির্ব্বিতর্কা চ, সূক্ষ্মবিষয়া সবিচারা নির্ব্বিচারা চ, এবমুভয়োরেতয়ৈব নির্ব্বিতর্কয়া বিকল্পহানির্ব্যাখ্যাতা ইতি ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ। যাহা হইতে ঘটপটাদি ধর্ম্ম (কার্য্য) প্রকাশ হইয়াছে, উপরি অধঃ প্রভৃতি দেশ, বর্ত্তমানাদি কাল ও তন্মাত্রারূপ কারণ যাহার অনুভূত হইয়াছে, এতাদৃশ ভূতসূক্ষ্ম (পরমাণু) বিষয়ে সমাধিকে সবিচারা বলা যায়। এস্থলেও পূর্ব্বের ন্যায় একঃ ইত্যাকার জ্ঞানের বিষয়, বর্ত্তমান ধর্ম্মবিশিষ্ট ভূতসূক্ষ্ম আলম্বনরূপে সমাধিপ্রজ্ঞায় ভাসমান হয়। যেমন পরমাণুপুঞ্জ হইতে অতিরিক্ত ঘটপটাদি অবয়বী স্বীকার হইয়াছে, তদ্রূপ তন্মাত্র সমষ্টি হইতেও অতিরিক্তরূপে একটী পরমাণু স্বীকার হইতে হইবে, (পাতঞ্জলমতে পরমাণু সকল তন্মাত্র হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে)। নীলপীতাদি সমস্ত প্রকার রহিত, দেশ, কাল ও নিমিত্তের অনুভববিহীন, ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ঘটাদি সমস্ত ধর্ম্মবিরহিত, অথচ তাদৃশ ঘটাদিরূপ ধর্ম্মে অনুসরণ করিতে সমর্থ, উক্ত সমস্ত ধর্ম্মাত্মক পরমাণুতে যে সমাধি হয় তাহাকে নির্বিচারা বলে। উল্লিখিত স্বরূপই ভূতসূক্ষ্মের স্বাভাবিক, (দেশকালাদি তাহাতে আরোপিত হয় মাত্র)। পরমাণু সকল নিজের এইরূপ স্বভাবেই ভাসমান হইয়া সমাধি জ্ঞানকে উৎপাদন করে, অর্থাৎ যথার্থ বস্তুকে বিষয় করাই বুদ্ধির স্বভাব, সুতরাং পরমাণুর আরোপিত ঘটাদি ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া স্বরূপমাত্রকেই বিষয় করে। সমাধিজ্ঞান যখন নিজের স্বরূপ ত্যাগ করিয়াই যেন অর্থ মাত্র (ভূতসূক্ষ্ম স্বরূপ) হইয়া যায় তাহাকে নির্ব্বিচারা বলে। সবিতর্ক ও নির্বিতর্ক সমাধি মহদ্বস্তু বিষয়ে হয়, সবিচার ও নির্ব্বিচার সমাধি সূক্ষ্মবিষয়ে হইয়া থাকে। উভয়ের অর্থাৎ নিজের (নির্বিতর্কের) ও নির্বিচারের বিকল্প (আরোপ) ত্যাগ এইরূপে নির্বিতর্ক সমাধি দ্বারা ব্যাখ্যাত হইল ॥ ৪৪ ॥

মন্তব্য। নৈয়ায়িকগণ পরমাণুকে নিরবয়ব নিত্য বলিয়া স্বীকার করেন, পতঞ্জলিমতে পরমাণু নিত্য নহে, উহার অবয়ব আছে, তন্মাত্র হইতে পরমাণুর

উৎপত্তি হয়। গন্ধতন্মাত্র প্রধান পঞ্চতন্মাত্র হইতে পার্থিব পরমাণু জন্মে। গন্ধ-তন্মাত্র রহিত রসতন্মাত্র প্রধান চারিটী তন্মাত্র হইতে জলীয় পরমাণুর, গন্ধ ও রসতন্মাত্র রহিত রূপতন্মাত্র প্রধান তিনটী তন্মাত্র হইতে তৈজস পরমাণুর, স্পর্শতন্মাত্র প্রধান, শব্দ স্পর্শতন্মাত্র হইতে বায়বীয় পরমাণুর ও কেবল শব্দ তন্মাত্র হইতে আকাশীয় পরমাণুর উৎপত্তি হয়। তন্মাত্র সমুদায় হইতে অতিরিক্ত পরমাণু স্বীকার করিতে হয়, নতুবা একত্বাদি জ্ঞান হইতে পারে না। পরমাণুর উৎপত্তি স্বীকার করায় পতঞ্জলিমতে পরমাণু সকল নৈয়ায়িকের এসরেণু স্থানাপন্ন হইল ॥ ৪৪ ॥

সূত্র। সূক্ষ্মবিষয়ত্বঞ্চ অলিঙ্গপর্যবসানম্ ॥ ৪৫ ॥

ব্যাখ্যা। সূক্ষ্মবিষয়ত্বং (সবিচারনির্বিচারয়োঃ সূক্ষ্মপদার্থালম্বনত্বম্) চ (পুনঃ) অলিঙ্গপর্য্যবসানম্ (প্রধানপর্য্যন্তম্, বিজ্ঞেয়মিতি শেষঃ) ॥ ৪৫ ॥

তাৎপর্য্য। উক্ত গ্রাহ্যসূক্ষ্ম বস্তুর সবিচার নির্বিচার সমাপত্তির বিষয় প্রকৃতি পর্য্যন্ত জানিবে ॥ ৪৫ ॥

ভাষ্য। পার্থিবস্যাণোর্গন্ধতন্মাত্রং সূক্ষ্মো বিষয়ঃ, আপ্যস্যরস-তন্মাত্রং, তৈজসস্য রূপতন্মাত্রং, বায়বীয়স্য স্পর্শতন্মাত্রং, আকাশস্য শব্দতন্মাত্রমিতি, তেষামহঙ্কারঃ, অস্যাপি লিঙ্গমাত্রং সূক্ষ্মো বিষয়ঃ, লিঙ্গমাত্রস্যাপ্যলিঙ্গং সূক্ষ্মো বিষয়ঃ, ন চ অলিঙ্গাৎ পরং সূক্ষ্মমস্তি। নন্বস্তি পুরুষঃ সূক্ষ্ম ইতি ? সত্যং, যথা লিঙ্গাৎ পরমলিঙ্গস্য সৌক্ষ্ম্যং নচৈবং পুরুষস্য, কিন্তু লিঙ্গস্যান্বয়িকারণং পুরুষো ন ভবতি হেতুস্তু ভবতীতি অতঃ প্রধানে সৌক্ষ্ম্যং নিরতিশয়ং ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ। গন্ধতন্মাত্র পার্থিব পরমাণুর সূক্ষ্ম বিষয়, রসতন্মাত্র জলীয় পর-মাণুর, রূপতন্মাত্র তৈজস পরমাণুর, স্পর্শতন্মাত্র বায়বীয় পরমাণুর, শব্দতন্মাত্র আকাশীয় পরমাণুর, অহঙ্কার পঞ্চতন্মাত্রের, লিঙ্গমাত্র অর্থাৎ বুদ্ধি (মহত্তত্ত্ব) অহঙ্কারের এবং অলিঙ্গ অর্থাৎ প্রধান মহত্তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিষয় (সর্ব্বত্রই কার্য্য অপেক্ষা করিয়া উপাদান (সমবায়ি) কারণকেই সূক্ষ্ম বলিয়া এবং কারণকে অপেক্ষা করিয়া কার্য্যকে স্থূল বলিয়া ব্যাখ্যা হইয়াছে)। অলিঙ্গ (যেটী লিঙ্গ

অর্থাৎ কার্য্যভাবে কারণের সূচক নহে, যাহার কারণ নাই) প্রধান হইতে আর সূক্ষ্ম নাই। নাই কেন? পুরুষ যে আছে, আছে সত্য কিন্তু যে ভাবে (কার্য্য কারণ ভাবে) মহত্তত্ব অপেক্ষা প্রধানকে সূক্ষ্ম বলা হইয়াছে, সে ভাবে পুরুষের সূক্ষ্মতা নাই। তবে পুরুষ মহত্তত্বের সমবায়ি কারণ না হইলেও নিমিত্ত কারণ হইয়া থাকে, অর্থাৎ পুরুষার্থ প্রয়োজক হয় বলিয়া, পুরুষের সন্নিধান বশতঃ প্রধানের পরিণাম হয় বলিয়া পুরুষকেও কারণ বলা যাইতে পারে। অতএব কার্য্যকারণভাবে সূক্ষ্মতার বিশ্রান্তি প্রধানেই আছে বুঝিতে হইবে, (প্রধানের আর কারণ নাই, এই নিমিত্তই মূল প্রকৃতি বলা যায়)॥ ৪৫ ॥

মন্তব্য। উপাসনা বিষয়ে স্থূল হইতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতমে প্রবেশ করাই যোগশাস্ত্রের সার মর্ম্ম। শাস্ত্র না মানিয়া বরং উচ্ছৃঙ্খলভাবে থাকা ভাল। শাস্ত্রের একদেশ মানিয়া নিজের ইচ্ছামত একদেশ পরিত্যাগ করা বিড়ম্বনা মাত্র। পতঞ্জলির উপদেশ ত্যাগ করিয়া স্বকল্পিত পথে অগ্রসর হইলে কিছুতেই সিদ্ধি হইবে না, একেবারে পরম সূক্ষ্ম নিরাকারে প্রবেশ করা কেবল কথা মাত্র॥ ৪৫ ॥

সূত্র। তা এব সবীজঃ সমাধিঃ॥ ৪৬ ॥

ব্যাখ্যা। তাঃ (প্রাগুক্তাঃ সবিতর্কাদিসমাপত্তয়ঃ) সবীজ এব সমাধিঃ (সালম্বন এব সম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধিরিতি)॥ ৪৬ ॥

তাৎপর্য্য। পূর্ব্বোক্ত সবিতর্ক, নির্ব্বিতর্ক, সবিচার ও নির্ব্বিচার চতুর্ব্বিধ সমাধিকে সবীজ অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত যোগ বলে॥ ৪৬ ॥

ভাষ্য। তা শ্চতস্রঃ সমাপত্তয়ো বহির্বস্তুবীজা ইতি সমাধিরপি সবীজঃ, তত্র স্থূলেঽর্থে সবিতর্কো নির্ব্বিতর্কঃ, সূক্ষ্মেঽর্থে সবিচারঃ নির্ব্বিচারঃ ইতি চতুর্দ্ধা উপসংখ্যাতঃ সমাধিরিতি॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ। বহির্বস্তু (আত্মার বাহিরে) অর্থাৎ গ্রাহ্যবিষয়ে বলিয়া পূর্ব্বোক্ত চারিটী সমাপত্তিকে সবীজ অর্থাৎ সালম্বন সমাধি বলে। তাহার মধ্যে বিশেষ এই স্থূল বিষয়ে সবিতর্ক (বিকল্পভাবে) ও নির্ব্বিতর্ক (অবিকল্পভাবে) এবং

সূক্ষ্মবিষয়ে ঐরূপে সবিচার ও নির্ব্বিচার, অতএব চারি প্রকারে সমাধি (গ্রাহ্যবিষয়ে) বলা হইল॥ ৪৬॥

মন্তব্য। বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ এই সূত্রে গ্রাহ্য, গ্রহণ ও গৃহীতৃ বিষয়ে সমাধি বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে গ্রাহ্যবিষয়ে পূর্ব্বোক্ত সবিতর্ক প্রভৃতি চারিটী সমাধি বলা হইল, এইরূপে গ্রহণ ও গৃহীতৃ বিষয়ে বিকল্প ও অবিকল্প ভেদে আর চারিটী সমাধি হইবে, সুতরাং সমুদায়ে আট প্রকার সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বুঝিতে হইবে।

সূত্রের এবকারকে ভিন্ন ক্রম করিয়া "সবীজঃ এব" এইরূপে ব্যাখ্যা করিতে হইবে, ইহাতে গ্রহণ ও গৃহীতৃ বিষয়ে সমাধির নিরাস হইবে না, নতুবা "তাঃ এব" সেই কএকটীই এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে ইহা ভিন্ন আর সমাধি আছে এরূপ বোধ হইত না, অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত সমাধি গ্রাহ্যবিষয়ে বিতর্কাদি চারি প্রকারেই অবসান হইয়া যাইত।

উক্ত সমাধি চতুষ্টয়ে বিবেকখ্যাতি না থাকায় বন্ধের বীজ অজ্ঞানাদি থাকিয়া যায় এই নিমিত্ত সবীজ অর্থাৎ বীজের সহিত বর্ত্তমান বলা হইয়াছে॥৪৬॥

সূত্র। নির্ব্বিচারবৈশারদ্যেঽধ্যাত্মপ্রসাদঃ॥ ৪৭॥

ব্যাখ্যা। নির্ব্বিচারবৈশারদ্যে (নির্ব্বিচারস্য বিকল্পরহিতসূক্ষ্মবিষয়কস্য সমাধেঃ, বৈশারদ্যে নৈর্ম্মল্যে, সতীতি শেষঃ), অধ্যাত্মপ্রসাদঃ (চিত্তশুদ্ধিঃ, ক্লেশরহিতং স্থিতিপ্রবাহযোগ্যত্বং ভবতি)॥ ৪৭॥

তাৎপর্য্য। পূর্ব্বোক্ত নির্ব্বিচার সমাধির স্বচ্ছতা জন্মিলে চিত্তে ক্লেশরহিত হইয়া নির্ম্মল স্থিতিপ্রবাহের সম্ভাবনা হয়, অর্থাৎ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির উপক্রম হয়॥ ৪৭॥

ভাষ্য। অশুদ্ধ্যাবরণমলাপেতস্য প্রকাশাত্মনো বুদ্ধিসত্ত্বস্য রজস্তমোভ্যামনভিভূতঃ স্বচ্ছঃ স্থিতিপ্রবাহো বৈশারদ্যং, যদা নির্ব্বিচারস্য সমাধের্বৈশারদ্যমিদং জায়তে, তদা যোগিনো ভবত্যধ্যাত্মপ্রসাদঃ ভূতার্থবিষয়ঃ ক্রমাননুরোধী স্ফুটপ্রজ্ঞালোকঃ, তথাচোক্তং "প্রজ্ঞাপ্রসাদমারুহ্য হ্যশোচ্যঃ শোচতো জনান্। ভূমিষ্ঠানিব শৈলস্থঃ সর্ব্বান্ প্রাজ্ঞোঽনুপশ্যতি॥ ৪৭॥

অনুবাদ। রজঃ ও তমোগুণের উপচয়কে অশুদ্ধি বলে, সেইটাই আবরণ-রূপ মল, উহা হইতে বিনির্ম্মুক্ত প্রকাশ-স্বভাব অন্তঃকরণের রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা অনভিভূত অর্থাৎ আবরণের অযোগ্য নির্ম্মল স্থিতিধারাকে বৈশারদ্য বলে, (এই অবস্থায় কেবল সাত্বিকভাবেই চিত্ত অবস্থান করে), এইরূপে যোগিগণের নির্ব্বিচার সমাধির নির্ম্মলতা জন্মিলে অধ্যাত্ম প্রসাদ অর্থাৎ চিত্তের উৎকর্ষ জন্মে, যাহাতে ক্রমের (একটীর পর আর একটীর) অনুরোধ না করিয়া যুগপৎ সমস্ত বিষয় অবগাহী যথার্থরূপে স্পষ্টতঃ জ্ঞান প্রকাশ হয়। এ বিষয়ে পরমর্ষিগণের উক্তি আছে, "যেমন উত্তুঙ্গ শৈলশিখরস্থিত পুরুষ ভূমিষ্ঠ ব্যক্তিগণকে আপনার নিম্নে অবলোকন করে, এবং আপনাকে সর্ব্বোপরি দর্শন করে, তদ্রূপ প্রজ্ঞাপ্রসাদ অর্থাৎ জ্ঞানালোকের প্রকর্ষ লাভ করিয়া বিজ্ঞ যোগিগণ স্বয়ং অশোচ্য অর্থাৎ বন্ধমুক্ত হইয়া অপর সকল অজ্ঞ পুরুষকে রোরুদ্যমান দর্শন করেন ॥ ৪৭ ॥

মন্তব্য। উজ্জ্বল প্রদীপ বা মণি প্রভাকে আবরণ বিশেষ দ্বারা আচ্ছাদন করার ন্যায় তমোগুণ সমস্ত জগৎপ্রকাশক চিত্তসত্বকে আবরণ করে বলিয়া যুগপৎ সমস্ত জ্ঞান হইতে পারে না। উক্ত আবরণ যেমন যেমন তিরোহিত হয় চিত্তও ঐরূপ পদার্থ সকলকে প্রকাশ করিতে পারে। মৃৎপাত্রের মধ্যে প্রদীপ থাকিলে কেবল তাহাকেই প্রকাশ করে, ঐ পাত্র ভঙ্গ করিলে সমস্ত গৃহ প্রকাশ হয়, গৃহের ভিত্তি বিনাশ করিলে বাহিরেও প্রকাশ হয়, অন্তঃকরণেও এইরূপে জ্ঞানের বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥

সূত্র। ঋতম্ভরা তত্র প্রজ্ঞা ॥ ৪৮ ॥

ব্যাখ্যা। তত্র (তস্মিন্ বৈশারদ্যে সতি) প্রজ্ঞা (নির্ব্বিচারসমাধিজন্যং জ্ঞানং) ঋতম্ভরা (সত্যপালিকা ইতি সংজ্ঞকা ভবতি) ॥ ৪৮ ॥

তাৎপর্য্য। পূর্ব্বোক্ত সমাধি হইতে চিত্তের নৈর্ম্মল্য হইলে যে জ্ঞান হয় তাহাকে ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা বলে ॥ ৪৮ ॥

ভাষ্য। তস্মিন্ সমাহিতচিত্তস্য যা প্রজ্ঞা জায়তে তস্যা ঋতম্ভরেতি সংজ্ঞা ভবতি, অন্বর্থা চ সা সত্যমেব বিভর্ত্তি ন তত্র বিপর্য্যাস-

গন্ধোঽপ্যস্তি, তথাচোক্তং "আগমেনানুমানেন ধ্যানাভ্যাসরসেন চ। ত্রিধা প্রকল্পয়ন্ প্রজ্ঞাং লভতে যোগমুত্তমম্" ইতি ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ। অধ্যাত্মপ্রসাদ হইলে সমাধিবিশিষ্ট চিত্তে যে প্রজ্ঞা জন্মে উহাকে ঋতম্ভরা বলে, ঐ সংজ্ঞা অনুগতার্থক অর্থাৎ যৌগিক, যেহেতু উক্ত প্রজ্ঞা কেবল সত্যকেই ধারণ অর্থাৎ বিষয় করে, উহাতে মিথ্যার লেশও থাকে না। উক্ত বিষয়ে ঋষিদিগের উক্তি আছে, "আগম অর্থাৎ বেদবিহিত শ্রবণ, অনুমান অর্থাৎ মনন ও ধ্যানাভ্যাস রস অর্থাৎ নিদিধ্যাসন এই তিন প্রকারে সমাধির অনুষ্ঠান করিয়া উত্তম যোগ লাভ হয়" ॥ ৪৮ ॥

মন্তব্য। শ্রুতিতে আত্মদর্শনের তিনটী উপায় আছে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন, "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ, শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ", শ্রুতি বাক্যের তাৎপর্য্য অবধারণকে শ্রবণ বলে, যুক্তি দ্বারা উপপত্তির নাম মনন, এবং সর্ব্বদা চিন্তনকে নিদিধ্যাসন বলে, "শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ। মত্বা চ সততং ধ্যেয় এতে দর্শনহেতবঃ ॥ ৪৮ ॥

ভাষ্য। সা পুনঃ।

সূত্র। শ্রুতানুমানপ্রজ্ঞাভ্যামন্যবিষয়াবিশেষার্থত্বাৎ ॥৪৯॥

ব্যাখ্যা। সা (নির্ব্বিচারবৈশারদ্যসমুদ্ভবা প্রজ্ঞা) পুনঃ (নিশ্চিতম্) শ্রুতানুমানপ্রজ্ঞাভ্যাং (আগমানুমানজ্ঞানাভ্যাং) অন্যবিষয়া (পৃথক্‌গোচরা) বিশেষার্থত্বাৎ (বিশেষঃ তদ্ব্যক্তিত্বং অর্থঃ বিষয়ো যস্যাঃ সা বিশেষার্থা তস্যাভাবস্তত্বাৎ শ্রুতানুমান প্রজ্ঞা তু সামান্যমাত্রমবগাহতে, নতু বিশেষম্) ॥ ৪৯ ॥

তাৎপর্য্য। সেই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা বিশেষ অর্থাৎ তদ্ব্যক্তিত্বরূপ অসাধারণ ধর্ম্মকে বিষয় করে, সুতরাং ইহার বিষয় শ্রুতানুমান জ্ঞানের বিষয় হইতে পৃথক্ ॥ ৪৯ ॥

ভাষ্য। শ্রুতমাগমবিজ্ঞানং তৎসামান্যবিষয়ং নহ্যাগমেন শক্যো বিশেষোঽভিধাতুং, কস্মাৎ? নহি বিশেষেণ কৃতসঙ্কেতঃ শব্দ ইতি। তথানুমানং সামান্যবিষয়মেব, যত্র প্রাপ্তিস্তত্র গতিঃ যত্রাপ্রাপ্তিস্তত্র

ন ভবতি গতিরিত্যুক্তং, অনুমানেন চ সামান্যেনোপ সংহারঃ, তস্মাৎ শ্রুতানুমানবিষয়ো ন বিশেষঃ কশ্চিদস্তীতি, ন চাস্য সূক্ষ্মব্যবহিত-বিপ্রকৃষ্টস্য বস্তুনঃ লোকপ্রত্যক্ষেণ গ্রহণং, ন চাস্য বিশেষস্যাপ্রামাণিক-স্যাভাবোঽস্তীতি সমাধিপ্রজ্ঞানির্গ্রাহ্য এব সবিশেষো ভবতি ভূতসূক্ষ্ম-গতো বা পুরুষগতো বা। তস্মাৎ শ্রুতানুমানপ্রজ্ঞাভ্যামন্যবিষয়া সা প্রজ্ঞা বিশেষার্থত্বাৎ ইতি ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ। শ্রুতশব্দে আগমবিজ্ঞান অর্থাৎ শাব্দবোধ বুঝায়, উহা সামান্যকে বুঝাইয়া থাকে, শব্দ দ্বারা বিশেষকে (তদ্ব্যক্তিত্বকে) বলা যায় না, কারণ বিশেষের সহিত শব্দের শক্তিগ্রহ হয় না· সেইরূপ অনুমানও সামান্য বিষয়েই হইয়া থাকে, যেখানে প্রাপ্তি অর্থাৎ দেশান্তর সংযোগ আছে সেখানে গতি আছে, যেখানে গতি নাই সেখানে প্রাপ্তিও নাই এইরূপে অনুমান উক্ত হইয়া থাকে। অনুমান দ্বারা সামান্যরূপেই অর্থাৎ "যে কেহ" এই ভাবে উপসংহার (সাধ্যনিশ্চয়) হইয়া থাকে। অতএব কোনও একটী বিশেষ শ্রুত ও অনুমান জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। উক্তবিধ সূক্ষ্ম, ব্যবহিত ও দূরবর্তী পদার্থ সকলের জ্ঞান লৌকিক প্রত্যক্ষ দ্বারাও হইতে পারে না। ঐ পদার্থ অপ্রামাণিক অর্থাৎ লোকপ্রত্যক্ষ, অনুমান বা শব্দ প্রমাণের বিষয় হইল না বলিয়া উহার সত্তা নাই এরূপও বলা উচিত নহে, অতএব ভূতসূক্ষ্মেরই হউক অথবা পুরুষের হউক উক্ত বিশেষটী সমাধি জ্ঞানেরই বিষয় হইয়া থাকে। অতএব উক্ত ঋতম্ভরা সমাধি প্রজ্ঞার বিষয় শব্দ ও অনুমানের বিষয় হইতে বিভিন্ন ॥ ৪৯ ॥

মন্তব্য। বিশেষে শক্তি স্বীকার করিলে আনন্ত্য অর্থাৎ ব্যক্তিভেদে শক্তি-ভেদ হয়, সুতরাং অসংখ্য শক্তি স্বীকার করিতে হয়। এবং ব্যভিচার হয় অর্থাৎ একটী বিশেষ ব্যক্তিতে শক্তিগ্রহ হইলে সেইটীরই (কোনও একটী গো (ব্যক্তিরই) জ্ঞান হইতে পারে, অন্য বিশেষ ব্যক্তিতে শক্তির উপস্থিতি হইতে পারে না, কাজেই সে স্থলে অর্থজ্ঞান হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে, সামান্যে (নৈয়ায়িক অভিমত জাতিতে) শক্তিগ্রহ হইলে উক্ত দোষ হয় না, অতএব শব্দ দ্বারা বিশেষের প্রতীতি হয় না। অনুমান দ্বারাও বিশেষের জ্ঞান হইতে পারে না, যেখানে ধূম আছে সেখানে বহ্নি আছে এই ভাবে অনির্দ্দিষ্টরূপেই

জ্ঞান হইয়া থাকে। লৌকিক প্রত্যক্ষস্থলে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষের আবশ্যক, এবং মহত্ব পরিমাণ না থাকিলে প্রত্যক্ষ হয় না, সুতরাং সূক্ষ্ম, ব্যবহিত বা দূরবর্ত্তী বস্তুর প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। ঐ সমস্ত প্রমাণ থাকে না বলিয়া সেই বিশেষটী নাই ইহাও বলা যায় না, কারণ প্রমাণ প্রমেয়ের ব্যাপক বা কারণ নহে, যে, প্রমাণের অভাবে প্রমেয়ের অভাব হইবে, পরিশেষে উক্ত বিশেষটী যোগীর সমাধি জ্ঞানেরই বিষয় হইয়া থাকে।

যদিচ অনুমান বা ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা উপদেশ বাক্য দ্বারা তাদৃশ বিশেষ ব্যক্তিরও জ্ঞান হইতে পারে তথাপি কথঞ্চিৎ কোনও অনির্দ্দিষ্টরূপেই জ্ঞান হয়, করামলকবৎ নিঃসন্দেহরূপে জ্ঞান সমাধি প্রজ্ঞাতেই সম্ভব ॥ ৪৯ ॥

ভাষ্য। সমাধিপ্রজ্ঞা-প্রতিলম্ভে যোগিনঃ প্রজ্ঞাকৃতঃ সংস্কারো নবো নবো জায়তে।

সূত্র। তজ্জঃ সংস্কারোঽন্যসংস্কারপ্রতিবন্ধী ॥ ৫০ ॥

ব্যাখ্যা। তজ্জঃ সংস্কারঃ (নির্ব্বিচারসমাধিজন্যঃ সংস্কারঃ) অন্যসংস্কার-প্রতিবন্ধী (অন্যসংস্কারস্য ব্যুত্থানজন্যস্য, প্রতিবন্ধী বাধকো ভবতি) ॥ ৫০ ॥

তাৎপর্য্য। নির্ব্বিচার সমাধি হইতে উৎপন্ন সংস্কার ব্যুত্থানজনিত সংস্কার সমুদায়কে বিনাশ করে ॥ ৫০ ॥

ভাষ্য। সমাধিপ্রজ্ঞাপ্রভবঃসংস্কারো ব্যুত্থানসংস্কারাশয়ং বাধতে, ব্যুত্থানসংস্কারাভিভবাৎ তৎপ্রভবাঃ প্রত্যয়া ন ভবন্তি, প্রত্যয়নিরোধে সমাধিরুপতিষ্ঠতে, ততঃ সমাধিজা প্রজ্ঞা, ততঃ প্রজ্ঞাকৃতাঃ সংস্কারাঃ ইতি নবো নবঃ সংস্কারাশয়ো জায়তে, ততঃ প্রজ্ঞা ততশ্চ সংস্কারা ইতি। কথমসৌ সংস্কারাতিশয়শ্চিত্তং সাধিকারং ন করিষ্যতীতি, ন তে প্রজ্ঞাকৃতাঃ সংস্কারাঃ ক্লেশক্ষয়হেতুত্বাৎ চিত্তমধিকারবিশিষ্টং কুর্ব্বন্তি, চিত্তং হি তে স্বকার্য্যাদবসাদয়ন্তি, খ্যাতিপর্য্যবসানং হি চিত্তচেষ্টিতমিতি ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ। সমাধি প্রজ্ঞা লাভ করিলে যোগিগণের প্রজ্ঞাকৃত নূতন নূতন

সংস্কার উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সমাধি হইতে উৎপন্ন সংস্কার ব্যুত্থানসংস্কারের নাশক হয়, ব্যুত্থানসংস্কারের অভিভব হইলে আর তাহা হইতে জ্ঞান জন্মিতে পারে না (সংস্কার থাকিলেই জ্ঞান হয়), ব্যুত্থানপ্রত্যয় নিরুদ্ধ হইলে অপ্রতিহত-ভাবে সমাধি উপস্থিত হইতে পারে, সমাধি হইলেই পূর্ব্বোক্ত প্রজ্ঞা ও তজ্জন্য সংস্কার জন্মে, এই ভাবে নূতন নূতন সংস্কার জন্মে। (প্রশ্ন) প্রজ্ঞাকৃত এই সংস্কারাতিশয় চিত্তকে অধিকারবিশিষ্ট (ভোগের জনক) কেনই বা না করে? অর্থাৎ নিরন্তর যদি প্রজ্ঞাকৃত সংস্কার হইতে থাকে তবে তাহাও ত' এক প্রকার বন্ধবিশেষ, পুরুষের স্বরূপে অবস্থিতি না হইলেই বন্ধ বলা যায়। (উত্তর) প্রজ্ঞাকৃত ঐ সমস্ত সংস্কার অবিদ্যাদি পঞ্চ ক্লেশের ক্ষয়কারণ, সুতরাং চিত্তের অধিকার অর্থাৎ কার্য্যারম্ভ জন্মায় না, ঐ প্রজ্ঞাকৃত সংস্কার সমুদায় চিত্তকে স্বকার্য্য ভোগজনন হইতে নিবৃত্ত করে, যেহেতু খ্যাতি অর্থাৎ বিবেকজ্ঞান পর্য্যন্ত চিত্তের চেষ্টা হয়, (আত্মার সাক্ষাৎকার যাহার হয়, প্রকৃতি তাহার উদ্দেশে আর কোনই কার্য্য করে না ॥ ৫০ ॥

মন্তব্য। যদিচ অনাদিকাল হইতে চিত্তভূমিতে মিথ্যা সংস্কার নিরূঢ়ভাবে রহিয়াছে, তথাপি যথার্থ জ্ঞানজন্য সংস্কার অর্থাৎ সমাধি জ্ঞান হইতে উৎপন্ন সংস্কার তাহাকে বিনাশ করিতে পারে, কারণ তত্ত্ব পক্ষপাতই বুদ্ধির স্বভাব, বুদ্ধি একবার যথার্থ বস্তুকে বিষয় করিতে পারিলে আর কেহই তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না, "নিরুপদ্রবভূতার্থস্বভাবস্য বিপর্য্যয়ৈঃ। ন বাধো-ঽনাদিমত্ত্বেঽপি বুদ্ধেস্তৎপক্ষপাততঃ," অর্থাৎ অনাদি হইয়াও মিথ্যা সংস্কার যথার্থ জ্ঞানের বাধক হয় না, কারণ যথার্থ বিষয় অবগাহন করাই বুদ্ধির স্বভাব।

কি জ্ঞান, কি সংস্কার, কি সুখদুঃখাদি কোনও একটী ধর্ম্মের আরোপ হইলেই পুরুষের বন্ধন হয়, পুরুষের স্বরূপে অবস্থিতিকেই মুক্তি বলে, সমাধি-জন্য সংস্কার চিরকাল থাকিলে পুরুষের মুক্তি হইতে পারে না, তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন "ন তে চিত্তমধিকারবিশিষ্টং কুর্ব্বন্তি।" চিত্তের ধর্ম্মই পুরুষে আরোপ হয়, কেবল চিত্তের প্রতিবিম্ব পড়ে না, চিত্ত স্থির (বৃত্তিবিহীন) হইলেই আপনা হইতেই পুরুষ স্থির হইতে পারে ॥ ৫০ ॥

ভাষ্য। কিঞ্চ অস্য ভবতি।

সূত্র । তস্যাপি নিরোধে সর্ব্বনিরোধাৎ নির্বীজঃ সমাধিঃ ॥ ৫১ ॥

ব্যাখ্যা । তস্যাপি (সম্প্রজ্ঞাতসমাধিপ্রজ্ঞাসংস্কারস্য, অপিশব্দাৎ প্রজ্ঞায়াশ্চ) নিরোধে (অত্যন্তং উচ্ছেদে সতি) সর্ব্বনিরোধাৎ (সর্ব্বস্য প্রজ্ঞায়াঃ তজ্জস্য-সংস্কারসমুদায়স্য চ বিনাশাৎ) নির্বীজঃ সমাধিঃ (অসম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধির্ভবতীতি শেষঃ) ॥ ৫১ ॥

তাৎপর্য্য । সম্প্রজ্ঞাত সমাধিপ্রজ্ঞা ও তজ্জন্য সংস্কারমাত্রের নিঃশেষ নিবৃত্তি হইলেই নির্বীজ নিরালম্বন অসম্প্রজ্ঞাত যোগ হয়, ইহাকেই মুক্তি বলে ॥ ৫১ ॥

ভাষ্য । স ন কেবলং সমাধিপ্রজ্ঞাবিরোধী, প্রজ্ঞাকৃতানাং সংস্কারাণামপি প্রতিবন্ধী ভবতি, কস্মাৎ, নিরোধজঃ সংস্কারঃ সমাধিজান্ সংস্কারান্ বাধতে ইতি । নিরোধস্থিতিকালক্রমানুভবেন নিরোধচিত্তকৃতসংস্কারাস্তিত্বমনুমেয়ম্ । ব্যুত্থাননিরোধসমাধিপ্রভবৈঃ সহ কৈবল্যভাগীয়ৈঃ সংস্কারৈশ্চিত্তং স্বস্যাম্প্রকৃতাববস্থিতায়াং প্রবিলীয়তে, তস্মাৎ তে সংস্কারাশ্চিত্তস্যাধিকারবিরোধিনঃ ন স্থিতিহেতবঃ, যস্মাৎ অবসিতাধিকারং সহকৈবল্যভাগীয়ৈঃ সংস্কারৈশ্চিত্তং বিনিবর্ত্ততে তস্মিন্নিবৃত্তে পুরুষঃ স্বরূপপ্রতিষ্ঠঃ অতঃ শুদ্ধো মুক্তঃ ইত্যুচ্যতে ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ । সম্প্রজ্ঞাত সমাধির উত্তর যোগীর আরও কিছু হইয়া থাকে । সেই নির্বীজ সমাধি কেবল সবীজ সম্প্রজ্ঞাত সমাধি প্রজ্ঞার বিরোধী হয় এরূপ নহে, প্রজ্ঞাকৃত সংস্কার সমুদায়েরও বিনাশক হইয়া থাকে । নিরোধের স্থিতিকাল ক্রমের (দিনমাসাদির) অনুভব অনুসারে (এতকাল আমি সমাহিত ছিলাম, সমাধিভঙ্গের পর যোগীর ঐরূপ স্মরণ হয়, তদনুসারে) নিরোধকালে চিত্তে সংস্কার হইয়াছিল ইহার অনুমান করা যায় । ব্যুত্থান ও ইহার নিরোধ সম্প্রজ্ঞাত সমাধি এই উভয় হইতে উৎপন্ন সংস্কার ও কৈবল্যভাগীয় নিরোধ-সংস্কারের সহিত চিত্ত আপন প্রকৃতিতে (স্বকারণে) লয় পায় । অতএব উক্ত সংস্কার সমুদায় চিত্তের অধিকারের বিরোধী হয় অর্থাৎ বিনাশের কারণ হয়,

স্থিতির কারণ হয় না, কারণ চিত্ত অধিকারের অবসান হইলে কৈবল্যপ্রয়োজক নিরোধ সংস্কারের সহিত নিবৃত্ত হয়, চিত্ত বিনষ্ট হইলে পুরুষ স্বরূপে অবস্থান করে বলিয়া শুদ্ধ (নির্ম্মল, স্বচ্ছ) অতএব মুক্ত বলিয়া কথিত হয়॥ ৫১ ॥

মন্তব্য। যোগের প্রথম অবস্থা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি, ইহাতে ব্যুত্থান বৃত্তির তিরোধান হয়, সমাধি সংস্কার হইতে ব্যুত্থান সংস্কার বিনষ্ট হয়, সংস্কার ভিন্ন সংস্কারের নাশক হয় না, সম্প্রজ্ঞাত সমাধি অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি দ্বারা বিনষ্ট হয়। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি সংস্কারের বিনাশের নিমিত্ত অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি সংস্কার স্বীকার করিতে হয়। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইতে উৎপন্ন সংস্কার চিত্তের সহিতই বিনষ্ট হয়। বন্ধনদশায় আত্মজ্ঞানলাভের চেষ্টা থাকে, কিন্তু একবার আত্মদর্শন হইলে আর তাদৃশ জ্ঞানেও ইচ্ছা থাকে না, ইহাকে জ্ঞানপ্রসাদরূপ পরবৈরাগ্য বলা হইয়াছে "তৎপরং পুরুষখ্যাতেগুর্ণবৈতৃষ্ণ্যং" এই সূত্রে বিশেষরূপে বলা হইয়াছে।

প্রথম পাদের প্রতিপাদ্য বিষয় সমুদায় সংগ্রহ করিয়া বাচস্পতিমিশ্র শ্লোক করিয়াছেন।

যোগস্যোদ্দেশনির্দ্দেশৌ তদর্থং বৃত্তিলক্ষণম্ ।
যোগোপায়াঃ প্রভেদাশ্চ পাদেঽস্মিন্ উপবর্ণিতাঃ ॥

এই প্রথম পাদে যোগের আরম্ভ প্রতিজ্ঞা, লক্ষণ, লক্ষণের নিমিত্ত বৃত্তির লক্ষণ, অভ্যাস বৈরাগ্য প্রভৃতি উপায় ও বিতর্ক বিচার প্রভৃতি প্রভেদ বর্ণিত হইয়াছে, ইতি ॥ ৫১ ॥

পাতঞ্জলদর্শনে সমাধিনামক প্রথম পাদ সমাপ্ত হইল।

সাধন পাদ।

ভাষ্য। উদ্দিষ্টঃ সমাহিতচিত্তস্য যোগঃ, কথং ব্যুত্থিতচিত্তোঽপি যোগযুক্তঃ স্যাৎ ইত্যেতদারভ্যতে।

সূত্র। তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা। তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি (তপঃচান্দ্রায়ণাদি, স্বাধ্যায়ঃ প্রণবপূর্ব্বমন্ত্রজপঃ, ঈশ্বরপ্রণিধানং ঈশ্বরে সকলার্পণং, এতানি), ক্রিয়াযোগঃ (ক্রিয়ৈব যোগঃ, যোগোপায়ত্বাৎ যোগ ইত্যুচ্যতে) ॥ ১ ॥

তাৎপর্য্য। তপস্যা, ওঁকারাদিমন্ত্রজপ ও ঈশ্বরে সমস্ত অর্পণ করাকে ক্রিয়াযোগ বলে ॥ ১ ॥

ভাষ্য। নাতপস্বিনো যোগঃ সিধ্যতি, অনাদিকর্ম্মক্লেশবাসনা চিত্রা প্রত্যুপস্থিতবিষয়জালা চাশুদ্ধির্নান্তরেণ তপঃ সম্ভেদমাপদ্যতে ইতি তপস উপাদানম্, তচ্চ চিত্তপ্রসাদনমবাধমানমনেনাসেব্যমিতি মন্যতে। স্বাধ্যায়ঃ প্রণবাদিপবিত্রাণাং জপঃ, মোক্ষশাস্ত্রাধ্যয়নং বা। ঈশ্বরপ্রণিধানং সর্ব্বক্রিয়াণাং পরমগুরাবর্পণং, তৎফলসংন্যাসো বা ॥ ১ ॥

অনুবাদ। সমাহিতচিত্ত যোগীর যোগ বলা হইয়াছে, ব্যুত্থিত চিত্তেরও কিরূপে যোগ হইবে তাহা দেখাইবার নিমিত্ত দ্বিতীয় পাদ আরব্ধ হইতেছে। তপস্যাবিহীন ব্যক্তির যোগসিদ্ধি হয় না। আদিরহিত চিরকাল প্রবহমান ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্ম ও অবিদ্যা প্রভৃতি ক্লেশ সংস্কার দ্বারা চিত্রীকৃত, ভোগ্য বিষয় সকলের উপস্থাপক অশুদ্ধি অর্থাৎ চিত্তে রজঃ ও তমোগুণের সমুদ্রেক তপস্যা ব্যতিরেকে বিরল হয় না। চিত্তের প্রসাদন অর্থাৎ বিশুদ্ধিকারক উক্ত তপস্যাকে

এরূপে অনুষ্ঠান করিবে যাহাতে বাধা অর্থাৎ ধাতুবৈষম্য না হয়, শরীরের ব্যাঘাত না হয়। প্রণব (ওঙ্কার) প্রভৃতি পবিত্র মন্ত্রের জপ অথবা উপনিষদ্ প্রভৃতি মোক্ষ প্রতিপাদক শাস্ত্রের অধ্যয়নকে স্বাধ্যায় বলে। পরম গুরু ঈশ্বরে সমস্ত ক্রিয়ার অর্পণ অথবা ক্রিয়ার ফলত্যাগকে ঈশ্বর প্রণিধান বলা যায়॥ ১॥

মন্তব্য। দ্রোণাচার্য্যের ব্যূহের ন্যায়, চিত্তভূমিতে রজঃ ও তমোগুণের পরিণাম বিষয়বাসনা, পাপপুণ্য ও অবিদ্যা প্রভৃতি ক্লেশ অনাদিকাল হইতে এরূপে অভেদ্যভাবে অবস্থিত আছে যে, উহাদিগকে ভেদ করিয়া অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের উপদেশ প্রবেশ করানই কঠিন। তপস্যা করিলে উক্ত ব্যূহ ভেদ হয়, তখন ধীরে ধীরে বিষয়বাসনা বিদূরিত করিয়া যোগমার্গে প্রবিষ্ট হওয়া যায়।

ঈশ্বরপ্রণিধান বিষয়ে শাস্ত্রান্তরে উল্লেখ আছে ঃ—কামতোঽকামতো বাপি যৎ করোমি শুভাশুভম্। তৎসর্ব্বং ত্বয়ি সংন্যস্তং ত্বৎপ্রযুক্তঃ করোম্যহম্॥ অর্থাৎ ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় আমি ভাল মন্দ যাহা কিছু করিয়াছি সমস্তই আপনাতে অর্পণ করিলাম, আমি আপনা দ্বারা প্রেরিত হইয়াই সমস্ত করিয়া থাকি, এইটী ক্রিয়ার অর্পণ। "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মাফলেষু কদাচন। মাকর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি" তোমার কর্ম্মেই অধিকার আছে কর্ম্মফলে নাই, কর্ম্মফলের কারণ হইও না, তোমার অকর্ম্মে অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগে অভিরুচি না হউক, অর্থাৎ ফলনিরপেক্ষ হইয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, ভগবানের এই উপদেশটী ফলসংন্যাস বা নিষ্কাম কর্ম্ম॥ ১॥

ভাষ্য। স হি ক্রিয়াযোগঃ।

সূত্র। সমাধিভাবনার্থঃ ক্লেশতনূকরণার্থশ্চ॥ ২॥

ব্যাখ্যা। স হি ক্রিয়াযোগঃ (পূর্ব্বোক্তঃ ক্রিয়ৈব যোগঃ) সমাধিভাবনার্থঃ (সমাধের্যোগস্য, ভাবনার্থঃ ভাবনং উৎপাদনং অর্থঃ প্রয়োজনং যস্য, উৎপাদকঃ ইত্যর্থঃ) ক্লেশতনূকরণার্থশ্চ (ক্লেশানাং অবিদ্যাদীনাং, তনূকরণার্থঃ প্রসবশক্তি-রাহিত্যায়)॥ ২॥

তাৎপর্য্য। পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়াযোগ অবিদ্যা প্রভৃতি পঞ্চবিধ ক্লেশকে প্রসব শক্তি রহিত অর্থাৎ দুর্ব্বল করিয়া সমাধির জনক হয়॥ ২॥

ভাষ্য। স হি আসেব্যমানঃ সমাধিং ভাবয়তি ক্লেশাংশ্চ প্রতনূকরোতি, প্রতনূকৃতান্ প্রসংখ্যানাগ্নিনা দগ্ধবীজকল্পান্ অপ্রসবধর্ম্মিণঃ করিষ্যতীতি, তেষাং তনূকরণাৎ পুনঃ ক্লেশৈরপরামৃষ্টা সত্ত্বপুরুষান্যতা খ্যাতিঃ সূক্ষ্মা প্রজ্ঞা সমাপ্তাধিকারা প্রতিপ্রসবায় কল্পিষ্যত ইতি ॥ ২ ॥

অনুবাদ। সেই ক্রিয়াযোগ সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইয়া সমাধি উৎপাদন করে, অবিদ্যাদি পঞ্চবিধ ক্লেশকে হীনবল করে, ক্রিয়াযোগ দ্বারা ক্লেশপঞ্চক শক্তি-বিহীন হইয়া প্রসংখ্যানরূপ (যোগজজ্ঞান) অগ্নি দ্বারা অঙ্কুর-জননশক্তি-রহিত দগ্ধধান্যাদি বীজের ন্যায় প্রসবশক্তিবিহীন হয়। এইরূপে অবিদ্যাদি ক্লেশের কার্য্যজননশক্তি তিরোহিত হইলে ক্লেশের দ্বারা অপরামৃষ্ট অর্থাৎ অসংমিশ্রিত বুদ্ধি ও পুরুষের ভেদখ্যাতি মাত্র সূক্ষ্ম প্রজ্ঞা (চিত্তবৃত্তি) গুণত্রয়ের অধিকার অর্থাৎ কার্য্যজনন বিনষ্ট করিয়া মুক্তি জন্মাইতে সমর্থ হয় ॥ ২ ॥

মন্তব্য। নিত্যনৈমিত্তিকাদি কার্য্য করিলে চিত্তশুদ্ধি হয়, ইহা সমস্ত শাস্ত্রের সার মর্ম্ম, অবিদ্যাদি ক্লেশের বিগমকেই চিত্তশুদ্ধি বলে। যেমন কাষ্ঠাদি আতপ-সহকারে পরিশুষ্ক হইলে বহ্নি দ্বারা সহজেই দগ্ধ হয়, তদ্রূপ ক্লেশ সমুদায় ক্রিয়াযোগ দ্বারা উচ্ছেদের যোগ্য হইলে জ্ঞানযোগ উহাকে অনায়াসেই উচ্ছিন্ন করিতে পারে।

বাচস্পতি মিশ্র "স হি ক্রিয়াযোগঃ" এই ভাষ্যটুকু পরসূত্রের সহিত একত্র অন্বয় করিয়াছেন। বার্ত্তিককার বিজ্ঞান ভিক্ষু উহাকে অন্যরূপে ব্যাখ্যা করেন, প্রথমাধ্যায়ে "ঈশ্বরপ্রণিধানাৎ বা" এই সূত্রে ঈশ্বর প্রণিধানের উল্লেখ আছে, পুনর্ব্বার সাধনপাদে ঈশ্বরপ্রণিধান বলা হইল, অতএব সাধনপাদের ঈশ্বর-প্রণিধান শব্দে ফলসংন্যাস বা ক্রিয়ার্পণ বুঝিতে হইবে, কারণ সেইটীই (স হি স এব ক্রিয়াযোগঃ) ক্রিয়াযোগ, সমাধিপাদের ঈশ্বরপ্রণিধান ক্রিয়াযোগ নহে, উহা জ্ঞানযোগ বা সমাধি ॥ ২ ॥

ভাষ্য। অথ কে তে ক্লেশাঃ কিয়ন্তো বেতি ?

সূত্র। অবিদ্যাঽস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃপঞ্চক্লেশাঃ ॥৩॥

ব্যাখ্যা। অবিদ্যাদয়ঃ পঞ্চক্লেশাঃ (কর্ম্মতৎফলয়োঃ প্রবর্ত্তকত্বেন পুরুষাণাং দুঃখজনকা ইত্যর্থঃ) ॥ ৩ ॥

তাৎপর্য্য। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পাঁচটীকে ক্লেশ বলে, অর্থাৎ ইহারা থাকিলেই ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ কর্ম্ম জন্মে সুতরাং সুখদুঃখের ভোগ হয়॥ ৩॥

ভাষ্য। ক্লেশা ইতি পঞ্চবিপর্য্যয়া ইত্যর্থঃ, তে স্যন্দমানা গুণাধিকারং দ্রঢ়য়ন্তি, পরিণামমবস্থাপয়ন্তি, কার্য্যকারণস্রোত উন্নময়ন্তি, পরস্পরানুগ্রহতন্ত্রী ভূত্বা কর্ম্মবিপাকং চ অভিনির্হরন্তি ইতি॥ ৩॥

অনুবাদ। ক্লেশ কাহাকে বলে? তাহাদের সংখ্যাই বা কত? তাহা নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। ক্লেশশব্দে পঞ্চ প্রকার বিপর্য্যয় অর্থাৎ মিথ্যা সংস্কার বুঝিতে হইবে। ঐ সমস্ত ক্লেশ সমুদ্দীপিত হইয়া গুণত্রয়ের অধিকার অর্থাৎ পরিণাম দৃঢ় করিয়া মহদাদিরূপে পরিণাম জন্মায়, কার্য্যকারণের প্রবাহ বর্দ্ধিত করে, একটী অপরের সহায় হইয়া কর্ম্মবিপাক অর্থাৎ জাতি, আয়ুঃ ও ভোগরূপ পুরুষার্থ সম্পাদন করে॥ ৩॥

মন্তব্য। পঞ্চবিধ ক্লেশের মধ্যে অবিদ্যা স্বয়ংই বিপর্য্যয় অর্থাৎ ভ্রমরূপ, অস্মিতাদি চতুষ্টয় স্বয়ং বিপর্য্যয় স্বরূপ না হইলেও অবিদ্যা থাকিলে উহারা থাকে, অবিদ্যা না থাকিলে উহারা থাকে না বলিয়াই বিপর্য্যয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

উক্ত পঞ্চবিধ ক্লেশই সমস্ত অনর্থের মূল, যেরূপেই হউক মুমুক্ষুর কর্ত্তব্য উহাদিগকে নিবৃত্তি করা। ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্ম উক্ত ক্লেশের ক্রোড়ে থাকিয়াই বন্ধের কারণ হয়, ক্লেশ নিবৃত্তি হইলে কর্ম্মরাশি থাকিলেও বন্ধ হয় না। "সতিমূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ" এই সূত্রে এবিষয় বিশেষরূপে বলা যাইবে॥ ৩॥

সূত্র। অবিদ্যাক্ষেত্রমুত্তরেষাং প্রসুপ্ততনুবিচ্ছিন্নোদারাণাম্॥ ৪॥

ব্যাখ্যা। উত্তরেষাং (অস্মিতাদীনাং চতুর্ণাং) প্রসুপ্ততনুবিচ্ছিন্নোদারাণাং (প্রত্যেকং প্রসুপ্তাদিচতুর্ভেদভিন্নানাং) অবিদ্যা (বিপর্য্যয়জ্ঞানম্) ক্ষেত্রং (প্রসবভূমিরিত্যর্থঃ)॥ ৪॥

তাৎপর্য্য। অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ ইহারা প্রত্যেকে প্রসুপ্ত, তনু, বিচ্ছিন্ন ও উদার এই চারিভাগে বিভক্ত। ইহাদের ক্ষেত্র অর্থাৎ সঞ্চরণস্থল (নিমিত্তকারণ) অবিদ্যা অর্থাৎ ভ্রমসংস্কার ॥ ৪ ॥

ভাষ্য। অত্রাবিদ্যাক্ষেত্রং প্রসবভূমিঃ, উত্তরেষাং অস্মিতাদীনাং চতুর্বিধকল্পিতানাং প্রসুপ্ততনুবিচ্ছিন্নোদারাণাম্। তত্র কা প্রসুপ্তিঃ? চেতসি শক্তিমাত্রপ্রতিষ্ঠানাং বীজভাবোপগমঃ, তস্য প্রবোধঃ আলম্বনে সম্মুখীভাবঃ, প্রসংখ্যানবতো দগ্ধক্লেশবীজস্য সম্মুখীভূতেঽপ্যালম্বনে নাসৌ পুনরস্তি দগ্ধবীজস্য কুতঃ প্ররোহ ইতি, অতঃ ক্ষীণক্লেশঃ কুশলশ্চরমদেহ ইত্যুচ্যতে, তত্রৈব সা দগ্ধবীজভাবা পঞ্চমী ক্লেশাবস্থা নান্যত্রেতি, সতাং ক্লেশানাং তদা বীজসামর্থ্যং দগ্ধমিতি বিষয়স্য সম্মুখীভাবেঽপি সতি ন ভবত্যেষাং প্রবোধ ইত্যুক্তা প্রসুপ্তিঃ দগ্ধবীজানামপ্ররোহশ্চ। তনুত্বমুচ্যতে প্রতিপক্ষভাবনোপহতাঃ ক্লেশাস্তনবো ভবন্তি। তথা বিচ্ছিদ্য বিচ্ছিদ্য তেন তেনাত্মনা পুনঃ সমুদাচরন্তীতি বিচ্ছিনাঃ, কথং? রাগকালে ক্রোধস্যাদর্শনাৎ, ন হি রাগকালে ক্রোধঃ সমুদাচরতি, রাগশ্চ ক্বচিৎ দৃশ্যমানঃ ন বিষয়ান্তরে নাস্তি, নৈকস্যাং স্ত্রিয়াং চৈত্রোরক্তঃ ইত্যন্যাসু স্ত্রীষু বিরক্ত ইতি, কিন্তু তত্র রাগো লব্ধবৃত্তিঃ অন্যত্র ভবিষ্যদ্বৃত্তিরিতি, স হি তদা প্রসুপ্ততনুবিচ্ছিন্নো ভবতি। বিষয়ে যো লব্ধবৃত্তিঃ স উদারঃ। সর্ব্বে এতে ক্লেশবিষয়ত্বং নাতিক্রামন্তি। কস্তর্হি বিচ্ছিন্নঃ প্রসুপ্তস্তনুরুদারো বা ক্লেশ ইতি? উচ্যতে, সত্যমেবৈতৎ কিন্তু বিশিষ্টানামেবৈতেষাং বিচ্ছিন্নাদিত্বম্। যথৈব প্রতিপক্ষভাবনাতো নিবৃত্তস্তথৈব স্বব্যঞ্জকাঞ্জনেনাভিব্যক্ত ইতি, সর্ব্ব এবামী ক্লেশা অবিদ্যাভেদাঃ কস্মাৎ সর্ব্বেষু অবিদ্যৈবাভিপ্লবতে, যদবিদ্যয়া বস্ত্বাকার্য্যতে তদেবানুশেরতে ক্লেশাঃ, বিপর্য্যাস-প্রত্যয়কালে উপলভ্যন্তে, ক্ষীয়মাণাং চাবিদ্যামনুক্ষীয়ন্তে ইতি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ। পঞ্চবিধ ক্লেশের মধ্যে উত্তরবর্ত্তী অস্মিতা প্রভৃতি ক্লেশচতুষ্টয় প্রসুপ্ত, তনু, বিচ্ছিন্ন ও উদার এই চতুর্ভাগে বিভক্ত, ইহাদের প্রসবভূমি অর্থাৎ নিমিত্তকারণ অবিদ্যা, (ক্ষেত্রশব্দে সমবায়ি অর্থাৎ উপাদান কারণকেই বুঝায়, অস্মিতাদির উপাদান বুদ্ধি, অবিদ্যা নহে, অবিদ্যা নিমিত্তকারণ হইলেও প্রধানতঃ ক্ষেত্র বলা হইয়াছে), অবস্থা চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রসুপ্তি কি ? তাহা বলা যাইতেছে, চিত্তভূমিতে শক্তিভাবে বর্ত্তমান ক্লেশচতুষ্টয়ের বীজভাবের উপগম অর্থাৎ বীজত্বের (কার্য্যশক্তির) প্রাপ্তির নাম প্রসুপ্তি (শক্তিমাত্র-প্রতিষ্ঠা বলায় চিত্তভূমিতে ইহাদের উৎপত্তির যোগ্যতা আছে, এবং বীজ ভাবোপগম বলায় ইহারা কার্য্য করিতে পারিবে বলা হইয়াছে), উক্ত সুপ্ত ক্লেশগণ স্বস্ব বিষয় পাইয়া অভিব্যক্ত হয় ইহাকে প্রবোধ বলে। প্রসংখ্যানবান্ অর্থাৎ বিবেক সাক্ষাৎকার বিশিষ্ট জীবন্মুক্ত পুরুষের সম্মুখে ভোগ্য বিষয় সমুদায় উপস্থিত হইলেও উক্ত ক্লেশ সকল প্রবুদ্ধ হয় না, কারণ বীজ দগ্ধ হইলে কিরূপে প্ররোহ (অঙ্কুর) জন্মিবে? অতএব ক্লেশরহিত কুশল জীবন্মুক্ত পুরুষকেই চরম দেহ বলা যায়, কারণ জীবন্মুক্ত পুরুষের আর পুনর্ব্বার জন্ম হয় না। এই জীবন্মুক্তি অবস্থাই দগ্ধবীজ ক্লেশের পঞ্চমী অবস্থা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রসুপ্তি প্রভৃতি চারিটী ক্লেশাবস্থা অপেক্ষা করিয়া জীবন্মুক্তিতে ক্লেশের পঞ্চমী অবস্থা বলা যায়। ক্লেশ সমস্ত সৎ অর্থাৎ সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত থাকিলেও উহাদের বীজশক্তি দগ্ধ হইয়াছে, সুতরাং ভোগ্য বিষয় শব্দ স্পর্শাদি উপস্থিত হইলেও আর প্রবোধ হয় না, (বিষয়ভোগে প্রবৃত্তি হয় না)। ক্লেশ সকলের প্রসুপ্তি ও দগ্ধ বীজের অঙ্কুরাভাব বলা হইল, সম্প্রতি তনুত্ব বলা যাইতেছে, প্রতিপক্ষ অর্থাৎ ক্রিয়া যোগের অনুষ্ঠান দ্বারা অভিভূত হইয়া ক্লেশ সকল তনু (ক্ষুদ্র) অর্থাৎ উচ্ছেদের যোগ্য হয়, এইরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া হইয়া নিজরূপে অভিব্যক্ত হয় ইহাকে বিচ্ছিন্ন অবস্থা বলে। তাহা এইরূপ, রাগ (আসক্তি) কালে ক্রোধ দেখা যায় না, রাগ কালে ক্রোধ সম্পূর্ণ আবির্ভূত হইয়াছে এরূপ দেখা যায় না, রাগও কোনও স্থানে দৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া অন্য স্থানে নাই এরূপও নহে, চৈত্র (কোনও ব্যক্তি) একটী স্ত্রীতে অনুরক্ত হইয়াছে বলিয়া অন্য স্ত্রীতে বিরক্ত এরূপ বলা যায় না, তবে পূর্ব্ব স্ত্রীতে তাহার অনুরাগ অভিব্যক্ত হইয়াছে, অন্য স্ত্রীতে ভবিষ্যতে হইবে এরূপ বলা যাইতে পারে। উক্ত ভবিষ্যদ্বৃত্তি রাগ প্রসুপ্ত, তনু অথবা বিচ্ছিন্নভাবে আছে

বুঝিতে হইবে। যে ক্লেশটী স্বকীয় বিষয়ে লব্ধবৃত্তি অর্থাৎ কার্য্যারম্ভ করিয়াছে তাহাকে উদার বলে। প্রসুপ্ত প্রভৃতি সকলেই ক্লেশ বিষয়তাকে পরিত্যাগ করে না অর্থাৎ সকলেই পুরুষের দুঃখের কারণ হয়, যদি তাহাই হয় তবে এটী বিচ্ছিন্ন, এটী প্রসুপ্ত, এটী তনু বা এটী উদার এরূপ ভেদ হইবার কারণ কি ? অর্থাৎ উদার অবস্থাতেই ক্লেশ প্রদান করে, প্রসুপ্ত প্রভৃতি সমস্তই যদি ক্লেশদায়ক হয় তবে সকলকেই উদার বলা যাইতে পারে, প্রসুপ্ত প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞার কারণ কি ? বলা যাইতেছে, কথা সত্যই অর্থাৎ সকলেই উদার হইতে পারে, তবে বিশেষ বিশেষ অবস্থাসহকারেই বিচ্ছিন্ন প্রভৃতি সংজ্ঞা হইয়াছে। উক্ত ক্লেশ সকল যেমন প্রতিপক্ষ অর্থাৎ ক্রিয়া যোগের অনুষ্ঠানে হীনবল হয়, তদ্রূপ অনুকূল কারণ সমবধানে প্রবল হইয়া উঠে। অস্মিতাদি সমস্ত ক্লেশকেই অবিদ্যার প্রভেদ বলা যাইতে পারে, কারণ, অস্মিতাদি সমস্ত ক্লেশেই অবিদ্যা অনুগতভাবে আছে, অবিদ্যা দ্বারা বস্তুর স্বরূপ আবৃত হইলেই অস্মিতা প্রভৃতি ক্লেশ উহাতে কার্য্য করিতে সমর্থ হয়। অস্মিতাদি ক্লেশ বিপর্য্যাস জ্ঞান অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞান কালেই লক্ষিত হয়, অবিদ্যার ক্ষয় হইলে উহাদেরও ক্ষয় হইতে থাকে ॥ ৪ ॥

মন্তব্য। জীবন্মুক্ত ভিন্ন আর কেহই চরম দেহ হইতে পারে না, কারণ তাহাদের উত্তরকালে দেহের সম্ভাবনা আছে, সেই দেহ অপেক্ষা করিয়া বর্ত্তমান দেহটী চরম না হইয়া পূর্ব্ব হয় জীবন্মুক্তের আর একটী দেহ হইলে সেইটী অপেক্ষা করিয়া বর্ত্তমানটী পূর্ব্ব হইতে পারিত, তাহা নাই সুতরাং জীবন্মুক্তই চরম দেহ অর্থাৎ দেহধারণের শেষ অবস্থা, আর দেহধারণ হইবে না।

যেমন কাষ্ঠরাশি রৌদ্রে শুষ্ক হইলে অগ্নি দ্বারা সহজেই দগ্ধ হয়, তদ্রূপ ক্রিয়াযোগ দ্বারা ক্লেশ সকল অভিভূত হইলে প্রসংখ্যান অগ্নি সহজেই দগ্ধ করে। প্রতিপক্ষ অন্যরূপেও হইতে পারে, সম্যক্ জ্ঞান অবিদ্যার, ভেদদর্শন অস্মিতার, মাধ্যস্থ রাগ ও দ্বেষের এবং স্বাভাবিক মরণ-ত্রাস-নিবৃত্তি অভিনিবেশের প্রতিপক্ষ।

বিচ্ছিন্ন অবস্থা সজাতীয় ও বিজাতীয় বৃত্তি দ্বারা সম্পন্ন হয়, রাগ দ্বারা দ্বেষ বিচ্ছিন্ন হয়, এবং বিষয়ান্তরবর্ত্তী রাগ দ্বারাই রাগের বিচ্ছেদ হইতে পারে।

ক্রিয়াযোগ প্রভৃতি প্রতিপক্ষ ভাবনা দ্বারা ক্লেশ নিবৃত্তি করিবে বলিয়াই ক্লেশ সকলের প্রসুপ্ত প্রভৃতি বিভাগ করা হইয়াছে। একটী সংগ্রহ শ্লোকে প্রসুপ্তাদির নির্দ্দেশ আছে :—

প্রসুপ্তাস্তত্বলীনানাং তন্ববস্থাশ্চ যোগিণাম্।
বিচ্ছিন্নোদাররূপাশ্চ ভবন্তি বিষয়ৈবিণাম্॥

অর্থাৎ তত্ব (প্রকৃতি প্রভৃতি) লীনগণের ক্লেশ প্রসুপ্ত থাকে, যোগিগণের তনু হয়, এবং বিষয়াসক্তগণের ক্লেশ বিচ্ছিন্ন ও উদারভাবে অবস্থান করে॥ ৪॥

ভাষ্য। তত্রাবিদ্যাস্বরূপমুচ্যতে।

সূত্র। অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতি-

রবিদ্যা॥ ৫॥

ব্যাখ্যা। অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু (অস্থায়িনি, অপবিত্রে, দুঃখে, আত্ম-ভিন্নেষু চ। নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতিঃ (যথাক্রমং নিত্যস্য, পবিত্রস্য, সুখস্য, আত্ম-নশ্চ খ্যাতিঃ তদ্বুদ্ধিঃ) অবিদ্যা (মিথ্যাজ্ঞানং ভ্রম ইতি যাবৎ)॥ ৫॥

তাৎপর্য্য। অনিত্য বস্তুতে নিত্যজ্ঞান, অশুচিতে শুচিজ্ঞান, দুঃখে সুখজ্ঞান ও অনাত্মায় আত্মজ্ঞানকে অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞান বলে॥ ৫॥

ভাষ্য। অনিত্যে কার্য্যে নিত্যখ্যাতিঃ, তদ্যথা, ধ্রুবা পৃথিবী, ধ্রুবা সচন্দ্রতারকাদ্যৌঃ, অমৃতা দিবৌকস ইতি। তথাঽশুচৌ পরম-বীভৎসে কায়ে উক্তঞ্চ "স্থানাদ্বীজাদুপষ্টম্ভান্নিস্যন্দান্নিধনাদপি। কায়মাধেয়শৌচত্বাৎ পণ্ডিতা হ্যশুচিং বিদুঃ" ইত্যশুচৌ শুচিখ্যাতি-র্দৃশ্যতে, নবেব শশাঙ্কলেখা কমনীয়েয়ং কন্যা মধ্বমৃতাবয়বনির্ম্মিতেব চন্দ্রং ভিত্বা নিঃসৃতেব জ্ঞায়তে নীলোৎপলপত্রায়তাক্ষী হাবগর্ভাভ্যাং লোচনাভ্যাং জীবলোকমাশ্বাসয়ন্তীবেতি, কস্য কেনাভিসম্বন্ধঃ, ভবতি চৈবমশুচৌ শুচিবিপর্য্যাস প্রত্যয়ঃ ইতি। এতেনাপুণ্যে পুণ্যপ্রত্যয়স্তথৈবানর্থে চার্থপ্রত্যয়ো ব্যাখ্যাতঃ। তথা দুঃখে সুখ-খ্যাতিং বক্ষ্যতি "পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈগু´ণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব

সর্ব্বং বিবেকিনঃ” ইতি, তত্র সুখখ্যাতিরবিদ্যা। তথাঽনাত্মন্যাত্মখ্যাতিঃ বাহ্যোপকরণেষু চেতনাচেতনেষু, ভোগাধিষ্ঠানে বা শরীরে, পুরুষোপকরণে বা মনসি অনাত্মন্যাত্মখ্যাতিরিতি, তথৈতদত্রোক্তং “ব্যক্তমব্যক্তং বা সত্ত্বমাত্মত্বেনাভিপ্রতীত্য তস্য সম্পদমনুনন্দতি আত্মসম্পদং মন্বানঃ তস্য ব্যাপদমনুশোচতি আত্মব্যাপদং মন্যমানঃ স সর্ব্বোঽপ্রতিবুদ্ধঃ” ইতি। এষা চতুষ্পদা ভবত্যবিদ্যা মূলমস্য ক্লেশসন্তানস্য কর্ম্মাশয়স্য চ সবিপাকস্য ইতি। তস্যাশ্চামিত্রা গোষ্পদবৎ বস্তুসতত্ত্বং বিজ্ঞেয়ং, যথা নামিত্রো মিত্রাভাবো ন মিত্রমাত্রং কিন্তু তদ্বিরুদ্ধ সপত্নঃ, তথাঽগোষ্পদং ন গোষ্পদাভাবো ন গোষ্পদমাত্রং কিন্তু দেশ এব তাভ্যামন্যৎ বস্ত্বন্তরং, এবমবিদ্যা ন প্রমাণং ন প্রমাণাভাবঃ কিন্তু বিদ্যা-বিপরীতং জ্ঞানান্তরমবিদ্যেতি ॥ ৫ ॥

অনুবাদ। অনিত্য কার্য্য বস্তুতে নিত্যজ্ঞান, যেমন পৃথিবী ধ্রুবা অর্থাৎ নিত্যা, চন্দ্রতারকাবিশিষ্ট অন্তরীক্ষ লোকও নিত্য, দেবগণ অমর। এইরূপ অতিশয় ঘৃণাজনক অপবিত্র শরীরে শুচিজ্ঞান, শরীরের অপবিত্রতাসম্বন্ধে উক্ত আছে, শরীরের স্থান মূত্রাদিবিশিষ্ট মাতৃউদর, বীজ মাতাপিতার লোহিত ও শুক্র, উপষ্টম্ভ অর্থাৎ পোষক ভক্ষ্য ও পেয় বস্তুর পরিণাম রসরক্তাদি, স্বেদ অর্থাৎ ঘর্ম্ম প্রভৃতি এবং মরণ, এই কএকটী কারণে পণ্ডিতগণ শরীরকে অপবিত্র বলিয়া থাকেন, শরীর আধেয় শৌচ অর্থাৎ ইহার শুচিতা মৃদ্‌জলাদি দ্বারা সম্পন্ন হয়, অতএব উহা অপবিত্র, (শরীর স্বভাবতঃ শুদ্ধ হইলে উক্ত মৃদ্ প্রভৃতি দ্বারা উহার শৌচের আবশ্যক ছিল না)। এইরূপে অপবিত্র শরীরে পবিত্রতা জ্ঞান হইয়া থাকে, যেমন, যেন মধুময় অমৃত মাখা অবয়ব দ্বারা বিনির্ম্মিত, অভিনব চন্দ্রলেখার ন্যায় মনোহারিণী এই কামিনী চন্দ্রমণ্ডল ভেদ করিয়াই যেন বহির্গত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে ; নীলকমল দলের ন্যায় বিশাল নয়ন ঐ স্ত্রী হাবভাবমিশ্রিত নয়নদ্বয়ে জীবলোকের যেন কতই আশ্বাস জন্মাইতেছে। (বিচার করিলে ঐ স্ত্রীশরীরের পবিত্রতা কোথায় ?) তথাপি অশুচি স্ত্রীশরীরে শুচি বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা অপুণ্য অর্থাৎ

পাপ কার্য্যে (হিংসাদিতে) পুণ্যজ্ঞান এবং অনর্থে (ধনাদিতে) অর্থ (কল্যাণ) বলিয়া ভ্রান্তিজ্ঞান বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এইরূপ দুঃখে সুখবোধ "পরিণাম তাপসংস্কার" ইত্যাদি সাধন পাদের ১৫ সূত্রে বলা হইবে। বিবেকীর দৃষ্টিতে সমস্তই দুঃখ, অর্থাৎ অজ্ঞলোকে যাহাকে সুখ বা সুখের উপায় বলিয়া জানে ঐ সমস্ত বৈষয়িক পদার্থ বিবেকীর চক্ষে দুঃখময়, উহাতে সুখ জ্ঞান হয় এটী অবিদ্যা অর্থাৎ ভ্রান্তিজ্ঞান। এইরূপে অনাত্ম বস্তুতে আত্মজ্ঞানকেও অবিদ্যা বলিয়া জানিবে, চেতন ও অচেতনভেদে দুই প্রকার বাহ্য বস্তুতে, ভোগের অধিষ্ঠান (অবচ্ছেদক) স্থূল শরীরে অথবা পুরুষের উপকরণ (ভোগজনক) চিত্ত এই সমস্ত অনাত্ম বস্তুতে আত্মজ্ঞান ইহাও অবিদ্যা। এ বিষয়ে ভগবান্ পঞ্চশিখ আচার্য্য বলিয়াছেন, ব্যক্ত অর্থাৎ চেতন পুত্র স্ত্রী ও পশু প্রভৃতি এবং অব্যক্ত অর্থাৎ অচেতন শয্যা আসন প্রভৃতি পদার্থকে আত্মা বলিয়া জানিয়া তাহারই সম্পদ্ বিপদ্‌কে নিজের সম্পদ্ বিপদ্ বলিয়া জানিয়া সমস্ত অজ্ঞলোক আনন্দিত ও দুঃখিত হইয়া থাকে। উক্ত অনিত্য প্রভৃতি বিষয়ে চারি প্রকার অবিদ্যাই ক্লেশ সমুদায়েরও সবিপাক (জাতি, আয়ুঃ ও ভোগরূপ ফলের সহিত) ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মাশয়ের মূল। অমিত্র (শত্রু) ও অগোষ্পদের (বৃহৎ দেশের) ন্যায় অবিদ্যা একটী বস্তু সতত্ব অর্থাৎ ভাব পদার্থ, যেমন অমিত্র বলিলে মিত্রের অভাব অথবা কেবল মিত্র না বুঝাইয়া মিত্রের বিরুদ্ধ শত্রু বুঝায়, যেমন অগোষ্পদ বলিলে গোষ্পদের অভাব অথবা কেবল গোষ্পদ না বুঝাইয়া উহাদের অতিরিক্ত একটী বিপুল দেশরূপ অন্য বস্তু বুঝায়, তদ্রূপ অবিদ্যা প্রমাণ বা প্রমাণের অভাব নহে, কিন্তু বিদ্যার (জ্ঞানের) বিপরীত (বিনাশ্য) অন্য একটী ভ্রমজ্ঞান ॥ ৫ ॥

মন্তব্য। উল্লিখিত অবিদ্যাশব্দে মিথ্যা সংস্কারকেই বুঝিতে হইবে, উহা আবহমানকাল প্রসিদ্ধ, তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন অপর কিছুতেই উহার বিনাশ হয় না, যতদিন উহা থাকিবে ততকাল জীব এই সংসারবন্ধনে আবদ্ধ থাকিবে।

হিংসাদিকার্য্যে ধর্ম্মবুদ্ধি বলায় বৈধহিংসার (বলিদান) উল্লেখ হইয়াছে। বৈধহিংসাবিষয়ে শাস্ত্রের মতভেদ আছে, সাংখ্য পাতঞ্জলমতে বৈধহিংসায় (পশুবিনাশে) যাগের সিদ্ধি হয় অথচ পাপ হয়, পাপ অপেক্ষা পুণ্যের ভাগ অতিরিক্ত বলিয়াই লোকের উহাতে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। মীমাংসক নৈয়ায়িক

প্রভৃতির মতে বৈধহিংসায় পাপ নাই। যেভাবেই হউক মুমুক্ষুগণের সকাম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান বিধেয় নহে সুতরাং পশুহিংসা না করাই ভাল। কাম্যকর্ম্মেই হিংসার বিধান আছে, মুমুক্ষুগণ সর্ব্বদা কাম্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন।

নঞের অর্থ ছয় প্রকার "তৎসাদৃশ্যমভাবশ্চ, তদন্যত্বং তদল্পতা। অপ্রাশস্ত্যং বিরোধশ্চ নঞর্থাঃ ষট্ প্রকীর্ত্তিতাঃ"। এস্থলে বিরোধ অর্থে নঞের সহিত নঞ্‌তৎপুরুষ সমাস করিয়া অবিদ্যা পদ হইয়াছে, বিদ্যার (জ্ঞানের) বিরোধী অর্থাৎ বিনাশ্য. বিদ্যা (জ্ঞান) দ্বারা অবিদ্যার বিনাশ হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

সূত্র। দৃগ্দর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতেবাস্মিতা ॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা। দৃগ্দর্শনশক্ত্যোঃ (দৃক্‌শক্তেঃ ভোক্তৃত্বযোগ্যস্য, পুরুষস্য, দর্শনশক্তেঃ দৃশ্যতে ইতি দর্শনং তচ্ছক্তেঃ ভোগ্যত্বযোগ্যায়া বুদ্ধেশ্চ) একাত্মতেব (তাদাত্ম্যাভিমানঃ অভেদারোপঃ "অহং সুখী" ইত্যাদিঃ) অস্মিতা (অহঙ্কারঃ অহং ভাব ইত্যর্থঃ) ॥ ৬ ॥

তাৎপর্য্য। বুদ্ধি ও পুরুষের অভেদ অভিমানকে অস্মিতা বলে ॥ ৬ ॥

ভাষ্য। পুরুষো দৃক্‌শক্তিঃ বুদ্ধির্দর্শনশক্তিঃ ইত্যেতয়োরেকস্বরূপাপত্তিরিবাঽস্মিতা ক্লেশ উচ্যতে। ভোক্তৃভোগ্যশক্ত্যোরত্যন্তবিভক্তয়োরত্যন্তাসঙ্কীর্ণয়োরবিভাগপ্রাপ্তাবিব সত্যাং ভোগঃ কল্পতে, স্বরূপপ্রতিলম্ভে তু তয়োঃ কৈবল্যমেব ভবতি কুতো ভোগ ইতি। তথাচোক্তং "বুদ্ধিতঃ পরং পুরুষমাকারশীলবিদ্যাদিভির্বিভক্তমপশ্যন্ কুর্য্যাত্তত্রাত্মবুদ্ধিং মোহেন" ইতি ॥ ৬ ॥

অনুবাদ। পুরুষ দৃক্‌শক্তি অর্থাৎ চেতন ভোক্তা, বুদ্ধি অচেতন ভোগ্য এই উভয়ের অভেদ অভিমানের নাম অস্মিতা ক্লেশ, সূত্রে ইব শব্দ থাকায় অভেদের আরোপ বুঝিতে হইবে অর্থাৎ উভয়ে যেন অভিন্ন হইয়া যায়, বাস্তবিক অভেদ নহে। অত্যন্ত বিভিন্ন ধর্ম্মবিশিষ্ট অতএব সম্পূর্ণ পৃথক্ ভোগ্যশক্তি (বুদ্ধি) ও ভোক্তৃশক্তির (পুরুষ) অবিভাগ অর্থাৎ অভেদ আরোপ হইলেই ভোগ (সুখদুঃখাদির সাক্ষাৎকার) হয়। উক্ত উভয়ের স্বরূপ (বিবেকজ্ঞান) সাক্ষাৎকার হইলে মুক্তি হয়, সুতরাং ভোগ হয় না। ভগবান পঞ্চশিখ এইরূপই

বলিয়াছেন ; আকার, শীল ও বিদ্যাদিরূপে বুদ্ধি হইতে অত্যন্ত বিভিন্ন পুরুষকে জানিতে না পারিয়া মোহবশতঃ ঐ বুদ্ধিকেই সাধারণে আত্মা বলিয়া জানে। পুরুষের আকার (স্বরূপ) সদা বিশুদ্ধি, শীল (স্বভাব) উদাসীনতা ও বিদ্যা চৈতন্য। বুদ্ধির আকার অবিশুদ্ধি, শীল অনুদাসীন অর্থাৎ বন্ধন ও জড়তা অর্থাৎ চৈতন্যের অভাব ইত্যাদি ॥ ৬ ॥

মন্তব্য। নির্ম্মল চিদাকাশে এই অস্মিতাই কালমেঘের সঞ্চার, ইহাকেই হৃদয়গ্রন্থি বলে, প্রথমতঃ অবিদ্যা দ্বারা আত্মার স্বরূপ আবৃত হয়, অনন্তর উক্ত অস্মিতার আবির্ভাব হয়, এই অস্মিতাকে অজ্ঞানের বিক্ষেপশক্তি বলিলেও চলে। এই অস্মিতারূপ হৃদয় বন্ধন কখন ব্যক্তভাবে কখন বা অব্যক্তভাবে অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে, এই নিমিত্তই জীবকে অনাদি বলা হইয়া থাকে। আত্মদর্শন তীক্ষ্ণ অস্ত্রে ঐ বন্ধন ছেদ হয় "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি-শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে" অর্থাৎ আত্মদর্শন হইলে হৃদয়গ্রন্থি (অস্মিতা) ভেদ হয়, সমস্ত সংশয় বিদূরিত হয়, এবং ভোগের জনক ধর্ম্মাধর্ম্ম ক্ষয় হয়।

সূত্রে শক্তিপদ থাকায় বুদ্ধি ও পুরুষের যোগ্যতারূপ সম্বন্ধ বলা হইয়াছে, প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ হইতে সৃষ্টি হয়, এই সংযোগশব্দে উক্ত যোগ্যতা বুঝায়, নতুবা উভয়েই বিভু, সুতরাং অন্যভাবে সংযোগ হইতে পারে না। এই অনাদি সম্বন্ধ হইতেই সৃষ্টি হয়। বুদ্ধি (প্রকৃতি) ও পুরুষের একত্রে মিলনকেই জীবভাব বলে। জীবশব্দে কেবল জড় বুদ্ধি বা কেবল অসঙ্গ পুরুষ বুঝায় না, কিন্তু "চিজ্জড়সমষ্টির্জীবঃ" অর্থাৎ চেতন ও জড়ের মিশ্রণই জীব ॥ ৬ ॥

সূত্র। সুখানুশয়ী রাগঃ ॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা। সুখানুশয়ী (সুখমনুশেতে বিষয়ীকরোতি ইতি সুখানুশয়ী সুখ-গোচরঃ ইত্যর্থঃ) রাগ (আসক্তিঃ কামঃ তৃষ্ণা) ॥ ৭ ॥

তাৎপর্য্য। সুখ বা সুখের উপায়ে কামনাকে রাগ বলে ॥ ৭ ॥

ভাষ্য। সুখাভিজ্ঞস্য সুখানুস্মৃতিপূর্ব্বঃ সুখে তৎসাধনে বা যো গর্দ্ধস্তৃষ্ণালোভঃ স রাগ ইতি ॥ ৭ ॥

অনুবাদ। যে ব্যক্তি সুখভোগ করিয়াছে, তাহার সুখের স্মরণ হইয়া সুখ বা সুখের সাধনে (সুখজনক পদার্থে) যে লোভ তাহাকে রাগ বলে। গর্দ্ধ, তৃষ্ণা, লোভ ও রাগ এই কয়েকটী পর্য্যায় শব্দ ॥ ৭ ॥

মন্তব্য। কোনও একটা বস্তু সুখের কারণ ইহা পূর্ব্বে অনুভব করিয়া তজ্জাতীয় অন্য বস্তুতে অনুরক্তি হয়। অনুভব না হইলে স্মৃতি হয় না বলিয়া সুখাভিজ্ঞস্য বলা হইয়াছে ॥ ৭ ॥

সূত্র। দুঃখানুশয়ীদ্বেষঃ ॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা। দুঃখানুশয়ী (দুঃখমনুশেতে বিষয়ীকরোতি ইতি দুঃখবিষয়কঃ) দ্বেষঃ (ক্রোধঃ প্রতিপক্ষভাবনম্ ইত্যর্থঃ) ॥ ৮ ॥

তাৎপর্য্য। যে ব্যক্তি দুঃখের অনুভব করিয়াছে তাহার দুঃখ অথবা দুঃখের কারণে যে ক্রোধ হয় তাহাকে দ্বেষ বলে ॥ ৮ ॥

ভাষ্য। দুঃখাভিজ্ঞস্য দুঃখানুস্মৃতিপূর্ব্বো দুঃখে তৎসাধনে বা যঃ প্রতিঘোমন্যুর্জিঘাংসা ক্রোধঃ স দ্বেষ ইতি ॥ ৮ ॥

অনুবাদ। দুঃখাভিজ্ঞ অর্থাৎ যে ব্যক্তি কখনও দুঃখের অনুভব করিয়াছে তাহার দুঃখ স্মরণ হইয়া দুঃখ অথবা দুঃখের কারণ প্রহার প্রভৃতিতে যে ক্রোধ হয় তাহাকে দ্বেষ বলে। প্রতিঘ, মন্যু, জিঘাংসা, ক্রোধ ও দ্বেষ ইহারা পর্য্যায়শব্দ ॥ ৮ ॥

মন্তব্য। পূর্ব্ব সূত্রের ন্যায় এখানেও বুঝিতে হইবে কোনও বিষয়কে প্রথমতঃ দুঃখের কারণ বলিয়া প্রতীতি হয় অনন্তর তৎসজাতীয় বস্তুতে দুঃখের কারণ বলিয়া স্মরণ হইয়া বিদ্বেষ জন্মে ॥ ৮ ॥

সূত্র। স্বরসবাহী বিদুষোঽপি তথারূঢ়োঽভিনিবেশঃ ॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা। স্বরসবাহী (পূর্ব্বজন্মসু অসকৃন্মরণদুঃখানুভবজন্যসংস্কারসমূহঃ স্বরসঃ, তেন বহতি প্রভবতি ইতি স্বাভাবিক ইত্যর্থঃ) বিদুষোঽপি (শ্রুতানুমানাভ্যাং জাতপরোক্ষবিবেকবতঃ অপি) তথারূঢ়ঃ (অবিদুষ ইব প্রসিদ্ধঃ) অভিনিবেশঃ (মরণত্রাসঃ সদা স্বজীবনপ্রার্থনম্ ইত্যর্থঃ) ॥ ৯ ॥

তাৎপর্য্য। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে মরণদুঃখ অনুভব করিয়া বিজ্ঞ বা অজ্ঞ সাধারণের যে মরণভয় হয় তাহাকে অভিনিবেশ নামক ক্লেশ বলে॥ ৯॥

ভাষ্য। সর্ব্বস্য প্রাণিন ইয়মাত্মাশীর্নিত্যা ভবতি, "মা ন ভূবং ভূয়াসমিতি।" ন চাননুভূতমরণধর্ম্মকস্যৈষা ভবত্যাত্মাশীঃ, এতয়া চ পূর্ব্বজন্মানুভবঃ প্রতীয়তে, স চায়মভিনিবেশঃ ক্লেশঃ স্বরসবাহী কৃমেরপি জাতমাত্রস্য প্রত্যক্ষানুমানাগমৈরসম্ভাবিতো মরণত্রাস উচ্ছেদদৃষ্ট্যাত্মকঃ পূর্ব্বজন্মানুভূতং মরণদুঃখমনুমাপয়তি। যথাচায়মত্যন্তমূঢ়েষু দৃশ্যতে ক্লেশস্তথা বিদুষোঽপি বিজ্ঞাতপূর্ব্বাপরান্তস্য রূঢ়ঃ, কস্মাৎ, সমানাহি তয়োঃ কুশলাকুশলয়োঃ মরণদুঃখানুভবাদিয়ং বাসনেতি॥ ৯॥

অনুবাদ। প্রাণিমাত্রেরই আত্মবিষয়ে এইরূপে আশীঃ অর্থাৎ ইচ্ছাবিশেষ সর্ব্বদাই হইয়া থাকে :—"আমার না থাকা যেন হয় না, কিন্তু চিরকালই যেন বাঁচিয়া থাকি।" মরণরূপ ধর্ম্ম অর্থাৎ আত্মার অবস্থাবিশেষকে যে অনুভব করে নাই তাহার উক্ত প্রকারে আত্মবিষয়ে আশীঃ ইচ্ছাবিশেষ হয় না। এই আশীর্ব্বাদে জানা যায় যে পূর্ব্বজন্ম আছে। কি প্রত্যক্ষ, কি অনুমান, কি শব্দ কোনও প্রমাণ দ্বারা মরণদুঃখ জানিতে পারে নাই, কেবল জন্মিয়াছে এরূপ কৃমি কীটেরও উচ্ছেদ দৃষ্টি স্বরূপ (বুঝি বাঁচি না এইরূপ) মরণত্রাস হইয়া থাকে, স্বাভাবিক এই অভিনিবেশ ক্লেশ পূর্ব্বজন্মে মরণদুঃখের অনুমান করায়। এই অভিনিবেশ মরণত্রাস যেমন অত্যন্ত মূঢ় ব্যক্তির আছে ঐরূপ যে বিদ্বান্ পুরুষ আত্মার পূর্ব্বান্ত অর্থাৎ পূর্ব্বকোটি সংসার ও পরান্ত অর্থাৎ পরকোটি কৈবল্য শাস্ত্রাদি দ্বারা পরোক্ষভাবে জানিয়াছেন তাঁহারও হইয়া থাকে, কারণ, কুশল বা অকুশল অর্থাৎ পণ্ডিত বা মূর্খ উভয়েরই মরণদুঃখানুভব জন্য এই সংস্কার (মরণদুঃখবিষয়ে জ্ঞান) একরূপ অর্থাৎ যমের ভয় সকলেরই সমান॥ ৯॥

মন্তব্য। এই সূত্র ভাষ্যটীর উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন, পরকাল সিদ্ধ হইলেই সমস্ত শাস্ত্রের আবশ্যক, ধর্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যক, পাপকার্য্য হইতে বিরতির আবশ্যক। মরিব বলিয়া সকলেরই ভয় হইয়া থাকে, কেন হয়? মরণটী দুঃখ অথবা দুঃখের কারণ ইহা বিশেষরূপে অবগত না হইলে মরণে ভয়

হয় না। যাহার ঐ ভয় হয় সে কখনই বর্ত্তমান জন্মে মরণদুঃখ অনুভব করে নাই। মরণ হইলে আর বর্ত্তমান জন্ম কোথায়? তবেই স্বীকার করিতে হইবে ঐ ভীত ব্যক্তি জন্মান্তরে মরণদুঃখ অবশ্যই অনুভব করিয়াছে, সুতরাং জন্মান্তর সিদ্ধ হইল। কেবল জন্মিয়াছে এরূপ গোবৎস আপনা হইতেই মাতৃস্তন্য পান করে, স্তন্যপান করিলে ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় ইহা সে কখনই জানে নাই। এইটী অভীষ্টের সাধক এরূপ জ্ঞান না হইলে তাহাতে প্রবৃত্তি জন্মে না, সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে গোবৎস পূর্ব্বজন্মে স্তন্যপান করিয়া জানিয়াছে উহাতে ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় তাই বিনা উপদেশে নিজেই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি, সুতরাং প্রথম জন্মে কিরূপে প্রবৃত্তি হইয়াছে এরূপ আশঙ্কা হইবে না। সিদ্ধান্তে সকল জীবেই সকল জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে, জীবের প্রথম জন্ম ধরা যায় না।

জন্মান্তরের সংস্কার প্রমাণ করিতে গিয়া শঙ্করাচার্য্য একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, বানরশিশু গর্ভ হইতেই দুইখানি হাত বাহির করিয়া বৃক্ষের ক্ষুদ্র শাখা ধারণ করে, এদিকে বানরী বিপরীতদিকে সরিয়া যায়, এইরূপে বানরী প্রসব করে। ভগবানের আশ্চর্য্য লীলা, বানর শিশুকে ডাল ধরিতে কে শিখাইল? মার্জ্জার প্রভৃতি জীবন নির্ব্বাহ করিতে যতগুলি সংস্কারের প্রয়োজন, মার্জ্জার জন্ম পরিগ্রহ করিলে প্রাক্তন উক্ত সংস্কার সমুদায় আপনা হইতেই উদ্বুদ্ধ হয়। সর্প দেখিলে নকুল বিবাদ করে, মুষিক দেখিলে মার্জ্জারে ধরিতে যায় ইহা কেহই শিখাইয়া দেয় না। জন্মান্তরের অসংখ্য সংস্কার থাকিলেও কেবল জীবন নির্ব্বাহোপযোগী সংস্কারগুলির উদ্বোধ হয়। সেই সেই জীবনই তত্তৎ সংস্কারের উদ্বোধক, সুতরাং সংস্কার সাধারণের উদ্বোধ হয় না। একটী মার্জ্জার জন্মের পর শতজন্ম ব্যবধানে পুনর্ব্বার মার্জ্জার জন্ম হইলেও মার্জ্জার সংস্কারেরই উদ্বোধ হইয়া থাকে, এ সমস্ত বিষয় চতুর্থ অধ্যায়ের নবম সূত্রে প্রকাশিত হইবে ॥ ৯ ॥

সূত্র। তে প্রতিপ্রসবহেয়াঃ সূক্ষ্মাঃ ॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা। তে (ক্লেশাঃ) সূক্ষ্মাঃ (সংস্কাররূপাঃ) প্রতিপ্রসবহেয়াঃ (প্রতিপ্রসবেন প্রলয়েন চিত্তবিনাশেন হেয়া উচ্ছেদ্যাঃ) ॥ ১০ ॥

তাৎপর্য্য। পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ জন্মাইয়া কৃতার্থচিত্ত প্রতিলোম-ভাবে স্বকারণ অস্মিতায় লীন হইলে সংস্কাররূপ সূক্ষ্ম ক্লেশ নষ্ট হয় ॥ ১০ ॥

ভাষ্য। তে পঞ্চক্লেশা দগ্ধবীজকল্পা যোগিনশ্চরিতাধিকারে চেতসি প্রলীনে সহ তেনৈবাস্তং গচ্ছন্তি ॥ ১০ ॥

অনুবাদ। প্রসংখ্যানরূপ অগ্নি দ্বারা যোগিগণের ক্লেশপঞ্চক দগ্ধবীজ সদৃশ হইয়া কৃতকৃত্য স্বকারণে বিলীন চিত্তের সহিত অস্তমিত হইয়া যায় ॥ ১০ ॥

মন্তব্য। সূত্রকার দগ্ধবীজ সদৃশ ক্লেশপঞ্চকের পঞ্চমী অবস্থার উল্লেখ করেন নাই, কারণ, যাহা পুরুষের প্রযত্ন দ্বারা দূরীভূত হয় তাহারই উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য, অশক্যবিষয়ে উপদেশ প্রদান নিরর্থক। ক্লেশ সকলকে সংস্কার-রূপে স্থিতিরূপ সূক্ষ্ম অবস্থা হইতে সমূলে বিনাশ করা পুরুষের প্রযত্নসাধ্য নহে, উহা চিত্তবিনাশের সঙ্গেই তিরোহিত হয়, তাই সূত্রকার উহার উল্লেখ করেন নাই ॥ ১০ ॥

ভাষ্য। স্থিতানান্তু বীজভাবোপগতানাম্।

সূত্র। ধ্যানহেয়াস্তদ্বৃত্তয়ঃ ॥ ১১ ॥

ব্যাখ্যা। তদ্বৃত্তয়ঃ (তেষাং ক্লেশানাং সুখদুঃখমোহাত্মকাঃ স্থূলব্যাপারাঃ) ধ্যানহেয়াঃ (ধ্যানেন হাতব্যাঃ) ॥ ১১ ॥

তাৎপর্য্য। ক্লেশপঞ্চকের সুখদুঃখ ও মোহস্বরূপ স্থূল বৃত্তি সকল ধ্যান দ্বারা তিরোহিত হয় ॥ ১১ ॥

ভাষ্য। ক্লেশানাং যা বৃত্তয়ঃ স্থূলাস্তাঃ ক্রিয়াযোগেন তনূকৃতাঃ সত্যঃ প্রসংখ্যানেন ধ্যানেন হাতব্যাঃ, যাবৎ সূক্ষ্মীকৃতা যাবৎ দগ্ধ-বীজকল্পা ইতি। যথাচ বস্ত্রাণাং স্থূলো মলঃ পূর্ব্বং নির্ধূয়তে, পশ্চাৎ সূক্ষ্মো যত্নেনোপায়েনাপনীয়তে তথা স্বল্পপ্রতিপক্ষাঃ স্থূলাবৃত্তয়ঃ ক্লেশানাং সূক্ষ্মাস্তু মহাপ্রতিপক্ষা ইতি ॥ ১১ ॥

অনুবাদ। বীজভাবে (সংস্কাররূপে) বর্ত্তমান ক্লেশ সমুদায়ের যে সমস্ত স্থূল-বৃত্তি অর্থাৎ সংসারদশায় যাহাদের ভোগ হয় উহারা ক্রিয়াযোগ দ্বারা তনূকৃত

(হীনবল) হইয়া প্রসংখ্যানরূপ ধ্যান দ্বারা ত্যাগের যোগ্য হয়, যেকাল পর্য্যন্ত ক্লেশ সকল সূক্ষ্মীকৃত হইয়া দগ্ধবীজের ন্যায় হয় ততকাল প্রসংখ্যান করিবে। যেমন বস্ত্রের স্থূলমল (ধূলি প্রভৃতি) সহজ উপায়ে অপনীত হয়, অনন্তর সূক্ষ্মমল প্রযত্ন (ক্ষারাদির সংযোগ) সহকারে দূরীভূত হয়, তদ্রূপ ক্লেশপঞ্চকের স্থূলবৃত্তি সকল স্বল্প প্রতিপক্ষ অর্থাৎ সহজ উপায় দ্বারা বিনষ্ট হয়, সূক্ষ্মবৃত্তি (সংস্কার) দূর করিতে বিশেষ প্রযত্নের আবশ্যক ॥ ১১ ॥

মন্তব্য। ক্লেশের তনূকরণ (হীনবল করা) পর্য্যন্ত পুরুষের প্রযত্নসাধ্য, পূর্ব্বোক্ত সূক্ষ্ম অবস্থা হইতে একেবারে উচ্ছেদ করা প্রযত্নসাধ্য নহে, উহা চিত্ত-বিনাশের সহিতই হইয়া থাকে। কেবল স্থূলতা ও কৃশতারূপ সাদৃশ্য অবলম্বন করিয়াই বস্ত্রের মলকে দৃষ্টান্ত করা হইয়াছে, বস্ত্রের সূক্ষ্মমল পুরুষপ্রযত্ন দ্বারা অপনীত হইতে পারে, কিন্তু ক্লেশের সূক্ষ্ম অবস্থা অর্থাৎ সংস্কাররূপে অবস্থিতি পুরুষপ্রযত্নে অপনীত হয় না একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ॥ ১১ ॥

সূত্র। ক্লেশমূলঃ কর্ম্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ ॥ ১২ ॥

ব্যাখ্যা। দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ (ইহ জন্মনি ভবিষ্যতি বা ফলজনকঃ) কর্ম্মাশয়ঃ (ধর্ম্মাধর্ম্মরূপঃ) ক্লেশমূলঃ (ক্লেশাঃ মূলং উৎপত্তৌ কার্য্যজননে চ যস্য স তথা) ॥ ১২ ॥

তাৎপর্য্য। ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মাশয় ক্লেশমূলক অর্থাৎ ক্লেশ থাকিলেই উহারা ফল প্রদান করিতে পারে ; উহারা বর্ত্তমান জন্মে অথবা ভবিষ্যৎ জন্মে ফল প্রদান করিয়া থাকে ॥ ১২ ॥

ভাষ্য। তত্র পুণ্যাপুণ্যকর্ম্মাশয়ঃ কামলোভমোহক্রোধপ্রসবঃ। স দৃষ্টজন্মবেদনীয়শ্চাদৃষ্টজন্মবেদনীয়শ্চ, তত্র তীব্রসংবেগেন মন্ত্রতপঃ সমাধিভির্নির্বর্ত্তিতঃ ঈশ্বরদেবতামহর্ষিমহানুভাবানামারাধনাদ্বা যঃ পরিনিষ্পন্নঃ স সদ্যঃ পরিপচ্যতে পুণ্যকর্ম্মাশয় ইতি। তথা তীব্র-ক্লেশেন ভীতব্যাধিতকৃপণেষু বিশ্বাসোপগতেষু বা মহানুভাবেষু বা তপস্বিষু কৃতঃ পুনঃপুনরপকারঃ স চাপি পাপকর্ম্মাশয়ঃ সদ্য এব পরি-

পচ্যতে। যথা নন্দীশ্বরঃ কুমারো মনুষ্যপরিণামং হিত্বা দেবত্বেন পরিণতঃ, তথা নহুষোঽপি দেবানামিন্দ্রঃ স্বকং পরিণামং হিত্বা তির্য্যক্ত্বেন পরিণত ইতি। তত্র নারকাণাং নাস্তি দৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ কর্ম্মাশয়ঃ, ক্ষীণক্লেশানামপি নাস্তি অদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ কর্ম্মাশয় ইতি ॥ ১২ ॥

অনুবাদ। পুণ্যকর্ম্মাশয় (ধর্ম্ম) ও অপুণ্যকর্ম্মাশয় (অধর্ম্ম) উভয়ই কাম, লোভ, মোহ ও ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হয়, উক্ত কর্ম্মাশয়ের কতকগুলি দৃষ্টজন্ম-বেদনীয় অর্থাৎ যে জন্মে অনুষ্ঠিত হয় সেই জন্মেই উহার পরিপাক (ভোগ) হয়, কতকগুলি অদৃষ্টজন্মবেদনীয় অর্থাৎ মৃত্যুর পর জন্মান্তরে ফলোৎপাদন করে। তীব্র সংবেগ অর্থাৎ উৎকট প্রযত্নবিশেষে মন্ত্র, তপস্যা ও সমাধি দ্বারা সম্পাদিত অথবা পরমেশ্বর, দেবতা, মহর্ষি ও মহানুভব (মহাত্মা) গণের আরাধনা দ্বারা পরিনিষ্পন্ন পুণ্যকর্ম্মাশয় সদ্যঃ অর্থাৎ সেই জন্মেই পরিপাক (জাতি প্রভৃতি ফল) উৎপন্ন করে। সেইরূপ উৎকট অবিদ্যা প্রভৃতি ক্লেশ থাকিলে ভীত, ব্যাধিগ্রস্ত, দরিদ্র, বিশ্বস্ত (যে বিশ্বাস করিয়া গৃহে থাকে) অথবা মহানুভব তপস্বিগণের প্রতি বারম্বার অপকার করিলে উহা হইতে সমুৎপন্ন পাপকর্ম্মাশয় সদ্যই ফল জন্মায়। যেমন রাজকুমার নন্দীশ্বর মহাদেবের উৎকট আরাধনা করিয়া মনুষ্যশরীর ত্যাগ করিয়া দেবশরীর পাইয়াছিলেন, অর্থাৎ না মরিয়া অমনিই মনুষ্যশরীর ত্যাগ করিয়া দেবশরীর লাভ হইয়াছিল। ঐরূপ নহুষ রাজা দেবগণের ইন্দ্র হইয়া মহর্ষির শাপবশতঃ দেবতারূপ স্বকীয় পরিণাম পরিত্যাগ করিয়া তির্য্যক্‌রূপে অর্থাৎ বৃহৎ অজগরভাবে পরিণত হইয়াছিলেন। নারক অর্থাৎ যাহাদের পাপভোগ নরকে হইবে তাহাদের দৃষ্টজন্ম-বেদনীয় কর্ম্মাশয় নাই (কারণ মনুষ্যশরীর দ্বারা দীর্ঘকালভোগ্য কুম্ভীপাকাদি নরকভোগ হইতে পারে না, ততকাল মনুষ্যশরীর থাকে না, অতএব পাপকর্ম্ম-বশতঃ নরকে ভোগোপযোগী শরীরান্তর হয়) ক্ষীণক্লেশ যোগিগণের অদৃষ্টজন্ম-বেদনীয় কর্ম্মাশয় নাই অর্থাৎ তাহাদের সমস্ত কর্ম্মই ইহজন্মে শেষ হয় ॥ ১২ ॥

মন্তব্য। কামনা করিয়া যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিলে স্বর্গজনক ধর্ম্ম হয়, লোভবশতঃ পরদ্রব্য অপহরণাদি করিলে নরকাদিজনক অধর্ম্ম হয়, মোহবশতঃ

হিংসা করিলে অর্থাৎ "হিংসা করিলে ধর্ম্ম হয়" এরূপ জানিয়া হিংসা করিলে অধর্ম্মই হইয়া থাকে। ক্রোধবশতঃ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উভয়ই হইয়া থাকে, উত্তান-পাদ রাজনন্দন ধ্রুব ক্রোধবশতঃ গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া অতি উত্তম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, ক্রোধবশতঃ ব্রাহ্মণাদি হিংসা করিলে পাপ হয়।

ভক্তি ও দয়ার যথার্থ পাত্র কে কে তাহা ভাষ্যকার দেখাইয়াছেন, ঈশ্বর দেবতা প্রভৃতিকে ভক্তি করিবে, ভীত, পীড়িত প্রভৃতিকে দয়া করিবে। "অত্যুৎকটৈঃ পাপপুণ্যৈরিহৈব ফলমশ্নুতে" অর্থাৎ পাপ বা পুণ্য অতিশয় উৎকট হইলে শীঘ্রই ফল জন্মে, কিন্তু তাদৃশ উৎকট পাপপুণ্য প্রায়শঃই হয় না, দুরাচার পাপীর কষ্ট না হইয়া শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, পুণ্যশীলের সুখ না হইয়া কষ্টে জীবন অতিবাহিত হইতেছে দেখিয়া অনেকেরই ধর্ম্মাধর্ম্মে অবিশ্বাস দেখা যায়, এরূপ অবিশ্বাস করা উচিত নহে, ইহজীবনেই পাপপুণ্যের ফলভোগ হইবে শাস্ত্রের এরূপ সিদ্ধান্ত নহে, অধিকাংশ কর্ম্মফল জন্মান্তরে হয়।

বাচস্পতির মতে সংবেগ শব্দের অর্থ বৈরাগ্য, বার্ত্তিককার বিজ্ঞান ভিক্ষুর মতে উপায়ানুষ্ঠানের শীঘ্রতা, এ বিষয় "তীব্রসংবেগানামাসন্নঃ" এই সূত্রে বলা হইয়াছে।

বার্ত্তিককার বলেন নারকশব্দে নরকভোগী পুরুষ, তাহাদের যে অবস্থায় ধর্ম্মাদি উৎপন্ন হয় না, কিন্তু স্বর্গভোগী দেবগণ কদাচিৎ কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষে লীলাবিগ্রহ করিয়া ধর্ম্মাদি উপার্জ্জন করিতে পারেন। বাচস্পতি বলেন শত সহস্র বৎসর ভোগ্য নরকযন্ত্রণা মনুষ্য বা তৎপরিণাম কোনও শরীরে ভোগ হইতে পারে না, ততকাল মানবশরীর থাকিতেই পারে না, নারকশব্দে যাহাদের নরকভোগ করিতে হইবে এরূপ পুরুষ সকল বুঝায়। এস্থলে বাচস্পতির কথাই সঙ্গত বোধ হয়॥ ১২॥

সূত্র। সতিমূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ॥ ১৩॥

ব্যাখ্যা। সতিমূলে (মূলে ক্লেশরূপে সতি) তদ্বিপাকঃ (তেষাং কর্ম্মণাং বিপাকঃ পরিণামঃ) জাত্যায়ুর্ভোগাঃ (জন্ম, আয়ুঃ, সুখদুঃখভোগশ্চ, ভবন্তীতি শেষঃ)॥ ১৩॥

তাৎপর্য্য। অবিদ্যা প্রভৃতি পঞ্চক্লেশ থাকিলেই ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মাশয়ের পরিণাম জন্ম, আয়ুঃ ও ভোগ হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

ভাষ্য। সৎস্থ ক্লেশেষু কর্ম্মাশয়ো বিপাকারম্ভী ভবতি, নোচ্ছিন্ন-ক্লেশমূলঃ। যথা তুষাবনদ্ধাঃ শালিতণ্ডুলা অদগ্ধবীজভাবা প্ররোহসমর্থা ভবন্তি নাপনীততুষা দগ্ধবীজভাবা বা, তথা ক্লেশাবনদ্ধঃ কর্ম্মাশয়ো বিপাকপ্ররোহী ভবতি, নাপনীতক্লেশো ন প্রসংখ্যানদগ্ধক্লেশবীজ-ভাবো বেতি। স চ বিপাকস্ত্রিবিধো জাতিরায়ুর্ভোগ ইতি। তত্রেদং বিচার্য্যতে কিমেকং কর্ম্মৈকস্ত জন্মনঃ কারণম্, অথৈকং কর্ম্মানেকং জন্মাক্ষিপতীতি। দ্বিতীয়া বিচারণা কিমনেকং কর্ম্মানেকং জন্ম-নির্ব্বর্ত্তয়তি, অথানেকং কর্ম্মৈকং জন্মনির্ব্বর্ত্তয়তীতি। ন তাবৎ একং কর্ম্মৈকস্ত জন্মনঃ কারণং, কস্মাৎ অনাদিকালপ্রচিতস্যাসঙ্খ্যেয়স্যাব-শিষ্টকর্ম্মণঃ সাম্প্রতিকস্য চ ফলক্রমানিয়মাদনাশ্বাসো লোকস্য প্রসক্তঃ স চানিষ্ট ইতি। ন চৈকং কর্ম্মানেকস্য জন্মনঃ কারণম্, কস্মাৎ, অনেকেষু কর্ম্মস্বেকৈকমেব কর্ম্মানেকস্য জন্মনঃ কারণমিত্যব-শিষ্টস্য বিপাককালাভাবঃ প্রসক্তঃ, স চাপ্যনিষ্ট ইতি। ন চানেকং কর্ম্মানেকস্য জন্মনঃ কারণম্, কস্মাৎ, তদনেকং জন্ম যুগপন্ন সম্ভবতীতি ক্রমেণ বাচ্যম্, তথাচ পূর্ব্বদোষানুষঙ্গঃ, তস্মাজ্জন্মপ্রায়ণান্তরে কৃতঃ পুণ্যাপুণ্যকর্ম্মাশয়প্রচয়ো বিচিত্রঃ প্রধানোপসর্জ্জনভাবেনাবস্থিতঃ প্রায়ণাভিব্যক্ত একপ্রঘট্টকেন মিলিত্বা মরণং প্রসাধ্য সম্মূর্চ্ছিত এক-মেব জন্ম করোতি, তচ্চ জন্ম তেনৈব কর্ম্মণা লব্ধায়ুষ্কং ভবতি, তস্মিন্নায়ুষি তেনৈব কর্ম্মণা ভোগঃ সম্পদ্যত ইতি, অসৌ কর্ম্মাশয়ো জন্মায়ুর্ভোগহেতুত্বাৎ ত্রিবিপাকোঽভিধীয়ত ইতি, অত একভবিকঃ কর্ম্মাশয় উক্ত ইতি।

দৃষ্টজন্মবেদনীয়স্ত্বেকবিপাকারম্ভীভোগহেতুত্বাৎ, দ্বিবিপাকারম্ভী বা আয়ুর্ভোগহেতুত্বাৎ নন্দীশ্বরবৎ নহুষবদ্বা ইতি। ক্লেশকর্ম্মবিপা-

কানুভব-নিমিত্তাভিস্ত্ত বাসনাভিরনাদিকালসম্মূর্চ্ছিতমিদং চিত্তং চিত্রীকৃতমিব সর্ব্বতো মৎস্যজালং গ্রন্থিভিরিবাততমিত্যেতা অনেকভবপূর্ব্বিকা বাসনাঃ। যস্ত্বয়ং কর্ম্মাশয় এষ এবৈকভবিক উক্ত ইতি। যে সংস্কারাঃ স্মৃতিহেতবস্তা বাসনাস্তাশ্চানাদিকালীনা ইতি। যস্ত্বসাবৈকভবিকঃ কর্ম্মাশয়ঃ স নিয়তবিপাকশ্চানিয়তবিপাকশ্চ; তত্র দৃষ্টজন্মবেদনীয়স্য নিয়তবিপাকস্যৈবায়ং নিয়মো, নত্বদৃষ্টজন্মবেদনীয়স্যানিয়তবিপাকস্য, কস্মাৎ, যো হ্যদৃষ্টজন্মবেদনীয়োঽনিয়তবিপাকস্তস্য ত্রয়ী গতিঃ, কৃতস্যাবিপক্কস্য নাশঃ, প্রধানকর্ম্মণ্যাবাপগমনং বা, নিয়তবিপাকপ্রধানকর্ম্মণাঽভিভূতস্য বা চিরমবস্থানং ইতি। তত্র কৃতস্যাঽবিপক্কস্য নাশো যথা শুক্লকর্ম্মোদয়াদিহৈব নাশঃ কৃষ্ণস্য, যত্রেদমুক্তম্, "দ্বে দ্বে হবৈ কর্ম্মণী বেদিতব্যে পাপকস্যৈকোরাশিঃ, পুণ্যকৃতোঽপহন্তি। তদিচ্ছস্ব কর্ম্মাণি সুকৃতানি কর্ত্তুমিহৈব তে কর্ম্ম কবয়ো বেদয়ন্তি।" প্রধানকর্ম্মণ্যাবাপগমনং, যত্রেদমুক্তং, "স্যাৎ স্বল্পঃ সঙ্করঃ সপরিহারঃ সপ্রত্যবমর্ষঃ, কুশলস্য নাপকর্ষায়ালং, কস্মাৎ, কুশলং হি মে বহ্বন্যদস্তি যত্রায়মাবাপং গতঃ স্বর্গেঽপি অপকর্ষমল্পং করিষ্যতি" ইতি। নিয়তবিপাকপ্রধানকর্ম্মণাভিভূতস্য বা চিরমবস্থানম্, কথমিতি, অদৃষ্টজন্মবেদনীয়স্যৈব নিয়তবিপাকস্য কর্ম্মণঃ সমানং মরণমভিব্যক্তিকারণমুক্তং, নত্বদৃষ্টজন্মবেদনীয়স্যানিয়তবিপাকস্য, যত্ত্বদৃষ্টজন্মবেদনীয়ং কর্ম্মানিয়তবিপাকং তন্নশ্যেৎ, আবাপং বা গচ্ছেৎ, অভিভূতং বা চিরমপ্যুপাসীত যাবৎ সমানং কর্ম্মাভিব্যঞ্জকং নিমিত্তমস্য ন বিপাকাভিমুখং করোতীতি। তদ্বিপাকস্যৈব দেশকালনিমিত্তানবধারণাদিয়ং কর্ম্মগতির্বিচিত্রা দুর্বিজ্ঞানা চ ইতি, ন চোৎসর্গস্যাপবাদান্নিবৃত্তিরিতি একভবিকঃ কর্ম্মাশয়োঽনুজ্ঞায়ত ইতি ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ। চিত্তভূমিতে ক্লেশ থাকিলেই কর্ম্মাশয়ের বিপাক (পরিণাম) হয়, ক্লেশরূপ মূলের উচ্ছেদ হইলে আর হয় না। যেমন শালিতণ্ডুল (ধান্যবীজ,

চাউল) তুষের মধ্যে আচ্ছাদিত থাকিয়া এবং দগ্ধবীজশক্তি না হইয়া অঙ্কুরোৎপাদন সমর্থ হয়, তুষের বিমোক অথবা বীজশক্তি দাহ করিলে আর হয় না, তদ্রূপ ক্লেশমিশ্রিত থাকিয়াই কর্ম্মাশয় অদৃষ্ট ফলজননে সমর্থ হয়, ক্লেশ অপনীত হইলে অথবা প্রসংখ্যান দ্বারা ক্লেশরূপ বীজভাবের দাহ করিলে আর হয় না। উক্ত কর্ম্মবিপাক তিন প্রকার জাতি (মনুষ্য প্রভৃতি জন্ম) আয়ুঃ (জীবনকাল) ও ভোগ অর্থাৎ সুখদুঃখের সাক্ষাৎকার। কর্ম্মফলসম্বন্ধে বিচার করা যাইতেছে, একটী কর্ম্ম (ধর্ম্ম বা অধর্ম্মরূপ) কি একটী জন্মের কারণ ? অথবা একটী কর্ম্ম অনেক জন্ম সম্পাদন করে ? দ্বিতীয় বিচার যথা, অনেক কর্ম্ম কি অনেক জন্মের কারণ ? অথবা অনেক কর্ম্ম একটী জন্মের কারণ হয় ? একটী কর্ম্ম একটী জন্মের কারণ এরূপ বলা যায় না, কারণ, অনাদি কাল হইতে সঞ্চিত জন্মান্তরীয় অসংখ্য অবশিষ্ট কর্ম্মের এবং বর্ত্তমান শরীরে যাহা কিছু করা হইয়াছে, এই সমস্তের ফল ক্রমের (ফলোৎপত্তির পৌর্ব্বাপর্য্যের) নিয়ম না থাকায় লোকের ধর্ম্মানুষ্ঠানে অবিশ্বাস হইয়া পড়ে, সেরূপ হওয়া সঙ্গত নহে। একটী কর্ম্ম অনেক জন্মের কারণ ইহাও বলা যায় না, কারণ, অসংখ্য কর্ম্মের মধ্যে যদি একটীই অনেক জন্মের কারণ হইয়া পড়ে তবে অবশিষ্ট কর্ম্মরাশির বিপাককাল অর্থাৎ পরিণামের অবসরই ঘটিয়া উঠে না, সেটীও অভিপ্রেত নহে। অনেকগুলি কর্ম্ম অনেক জন্মের কারণ ইহাও বলা যায় না, কারণ, সেই অনেক জন্ম একদা হইতে পারে না, সুতরাং ক্রমশঃ হয় বলিতে হইবে, তাহাতেও পূর্ব্বোক্ত দোষ অর্থাৎ কর্ম্মান্তরের পরিণামের সময়াভাব হইয়া উঠে। অতএব জন্ম ও মরণের মধ্যবর্ত্তী সময়ে অনুষ্ঠিত বিচিত্র কর্ম্ম সমুদায় প্রধান ও অপ্রধানভাবে অবস্থিত হইয়া মরণ দ্বারা অভিব্যক্ত অর্থাৎ ফলজননে অভিমুখীকৃত হইয়া জন্ম প্রভৃতি কার্য্য জন্মাইতে একত্র মিলিত হইয়া একটীই জন্ম সম্পাদন করে। সঞ্চিত কর্ম্মরাশি প্রারব্ধ কর্ম্ম দ্বারা অভিভূত থাকিয়া মরণ সময়ে সজাতীয় অনেক কর্ম্মের সহিত মিলিত হইয়া একটী জন্ম উৎপন্ন করে, এরূপ হইলে আর পূর্ব্বের দোষ হইল না, কারণ যেমন এক এক জন্মে অনেক কর্ম্ম উৎপন্ন হয়, এদিকে একটী জন্ম দ্বারাও অনেক কর্ম্মের ক্ষয় হইয়া আয় ব্যয় একরূপ তুল্য হইয়া পড়ে। উক্ত জন্ম উক্ত কর্ম্ম অর্থাৎ উক্ত জন্মের প্রয়োজক কর্ম্ম দ্বারাই আয়ুঃ লাভ করে অর্থাৎ যে কর্ম্মসমষ্টি দ্বারা মনুষ্যাদির জন্ম হয় তাহারই দ্বারা জীবনকাল ও

সুখদুঃখের ভোগ হইয়া থাকে। উক্তবিধ কর্ম্মাশয় জন্ম, আয়ুঃ ও ভোগের কারণ বলিয়া ত্রিবিপাক অর্থাৎ উক্ত জন্মাদি তিন প্রকার পরিণামের জনক বলিয়া কথিত হয়, ইহাকেই একভবিক অর্থাৎ একটী জন্মের কারণ কর্ম্মাশয় বলা যায়। দৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্ম্মাশয় কেবল ভোগের হেতু হইলে তাহাকে এক বিপাকারম্ভক বলা যায়, যেমন নহুষ রাজার। আয়ুঃ ও ভোগ এই উভয়ের জনক হইলে দ্বিবিপাকারম্ভক হয়, যেমন নন্দীশ্বরের। (নন্দীশ্বরের অষ্টবর্ষ মাত্র আয়ুঃ ছিল, শিবের বরপ্রদানে অমরত্ব ও তদুপযুক্ত ভোগ হয়)। গ্রন্থি দ্বারা (গিঁট দিয়া) সর্ব্বাবয়বে ব্যাপ্ত মৎস্য জালের ন্যায় চিত্ত অনাদি কাল হইতে ক্লেশ, কর্ম্ম ও বিপাকের সংস্কার দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া বিচিত্র হইয়াছে। উক্ত বাসনা (সংস্কার) সমুদায় অসংখ্য জন্ম হইতে চিত্তভূমিতে সঞ্চিত রহিয়াছে। জন্মহেতু একভবিক ঐ কর্ম্মাশয় নিয়ত বিপাক ও অনিয়ত বিপাক হইয়া থাকে, অর্থাৎ কতকগুলির পরিণামসময় অবধারিত থাকে কতকগুলির পরিণাম কি ভাবে হইবে তাহা স্থির বলা যায় না, তাহাদের বিষয় পরে বলা যাইবে। দৃষ্টজন্মবেদনীয় নিয়ত বিপাক কর্ম্মাশয়েরই এরূপ নিয়ম করা যাইতে পারে যে উহা একভবিক হইবে। অদৃষ্টজন্মবেদনীয় অনিয়ত বিপাক কর্ম্মাশয়ের সেরূপ নিয়ম হইতে পারে না, কারণ, অদৃষ্টজন্মবেদনীয় অনিয়ত বিপাক কর্ম্মাশয়ের ত্রিবিধ গতি হইয়া থাকে, প্রথমতঃ বিপাক না জন্মাইয়াই কৃত কর্ম্মাশয়ের নাশ হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ প্রধান কর্ম্ম বিপাক সময়ে আবাপগমন অর্থাৎ যাগাদি প্রধান কর্ম্মের স্বর্গাদিরূপ বিপাক হইবার সময় হিংসাদিকৃত অধর্ম্মও কিঞ্চিৎ দুঃখ জন্মাইতে পারে। তৃতীয়তঃ নিয়ত বিপাক প্রধান কর্ম্ম দ্বারা অভিভূত হইয়া চিরকাল অবস্থিতি করিতেও পারে। বিপাক উৎপাদন না করিয়া সঞ্চিত কর্ম্মাশয়ের নাশ যেমন শুক্ল কর্ম্ম অর্থাৎ তপস্যাজনিত ধর্ম্মের উদয় হইলে এই জন্মেই কৃষ্ণ অর্থাৎ কেবল পাপ অথবা পাপপুণ্যমিশ্রিত কর্ম্মরাশির নাশ হয়। এ বিষয়ে উক্ত আছে, পাপচারী অনাত্মজ্ঞ পুরুষের অসংখ্য কর্ম্মরাশি দুই প্রকার, একটী কৃষ্ণ অর্থাৎ কেবল অধর্ম্ম, অপরটী শুক্ল কৃষ্ণ অর্থাৎ পুণ্যপাপমিশ্রিত এই উভয়বিধ কর্ম্মকেই পুণ্য দ্বারা গঠিত একটী কর্ম্মরাশি নষ্ট করিতে পারে, অতএব তুমি সুকৃত শুক্ল ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে তৎপর হও, পণ্ডিতগণ ইহ জন্মেই তোমার কর্ম্মের বিধান করিয়াছেন। প্রধান কর্ম্মে আবাপগমনবিষয়ে

উক্ত আছে, স্বল্প সঙ্কর অর্থাৎ যজ্ঞাদি সাধ্য ধর্ম্মের স্বল্পের অর্থাৎ যাগানুকূল হিংসাজনিত অল্পমাত্র পাপের সহিত সঙ্কর হয় অর্থাৎ সংমিশ্রণ হয়। সপরিহার অর্থাৎ হিংসাজনিত ঐ অল্পমাত্র অধর্ম্মকে প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা উচ্ছেদ করা যায়। সপ্রত্যবমর্ষ অর্থাৎ যদি প্রমাদবশতঃ প্রায়শ্চিত্ত করা না হয় তবে প্রধান কর্ম্ম-ফলের উদয় সময় ঐ অল্পমাত্র অধর্ম্মও স্বকীয় বিপাক অনর্থ জন্মায়, তথাপি সুখসমুদ্র স্বর্গভোগের মধ্যে ঐ সামান্য দুঃখ বহ্নিকণিকা সহজেই সহ্য করা যায়। কুশল অর্থাৎ পুণ্যরাশির অপকর্ষ করিতে ঐ অল্পমাত্র অধর্ম্ম সমর্থ হয় না, কারণ উক্ত সামান্য অধর্ম্ম অপেক্ষা যাগাদিকৃত ধর্ম্মের পরিমাণ অনেক, যাহাতে এই ক্ষুদ্র অধর্ম্ম অপ্রধানভাবে থাকিয়া স্বর্গভোগের সময় অল্প পরিমাণে দুঃখ জন্মাইয়া থাকে। তৃতীয় গতি যথা নিয়ত বিপাক এতাদৃশ প্রধান কর্ম্ম দ্বারা অভিভূত হইয়া চিরকাল অবস্থান করা, কারণ, অদৃষ্টজন্মবেদনীয় নিয়ত বিপাক কর্ম্মরাশিই মরণ দ্বারা অভিব্যক্ত হয়, অদৃষ্টজন্মবেদনীয় অনিয়ত বিপাক কর্ম্ম-রাশি সেরূপে মরণ সময়ে অভিব্যক্ত হয় না। অদৃষ্টজন্মবেদনীয় অনিয়তবিপাক কর্ম্মরাশি নষ্ট হইতেও পারে, প্রধান কর্ম্মবিপাক সময়ে আবাপগমন (সহায়ক-ভাবে অবস্থান) করিতেও পারে, অথবা প্রধান কর্ম্ম দ্বারা অভিভূত হইয়া চিরকাল অবস্থিত থাকিতে পারে যতকাল পর্য্যন্ত সজাতীয় কর্ম্মান্তর অভিব্যক্ত হইয়া উহাকে ফলাভিমুখ না করে। অদৃষ্টজন্মবেদনীয় অনিয়ত বিপাক কর্ম্ম-রাশিরই দেশ, কাল ও নিমিত্তের স্থিরতা হয় না বলিয়াই কর্ম্মগতিকে বিচিত্র ও দুর্জ্ঞেয় বলা হইয়াছে। অপবাদ (বিশেষ) দ্বারা উৎসর্গের (সামান্যের) নিবৃত্তি হয় না ("অপবাদবিষয়ং পরিত্যজ্য উৎসর্গঃ প্রবর্ত্ততে," অর্থাৎ সামান্যবিধি বিশেষ বিধিকে পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে প্রবৃত্ত হয়) কোনও এক স্থানে অপবাদ হইলেও স্থানান্তরে উৎসর্গের প্রবৃত্তি হইতে পারে, অতএব পূর্ব্বোক্ত একভবিক কর্ম্মাশয় অনুজ্ঞাত থাকিল ॥ ১৩ ॥

মন্তব্য। "ললাটলেখো ন পুনঃ প্রয়াতি" "যদভাবি ন তদ্ভাবি ভাবিচেন্ন তদন্যথা॥" "ললাটে লিখিতং যত্তু ষষ্ঠীজাগরবাসরে। ন হরিঃ শঙ্করো ব্রহ্মা নান্যথৈব কদাচন" ইত্যাদি অনেক স্থানে দেখা যায় অদৃষ্টলিপি খণ্ডন হয় না, হইবেই বা কিরূপে? যদি সুখদুঃখের ভোগ অথবা আয়ুঃসংখ্যার পরিবর্ত্তন হয় তবে মনুষ্য প্রভৃতি জন্মকেও পরিবর্ত্তন করিয়া পশুপক্ষিভাবে পরিণত করা

যাইতে পারে। এ স্থলে আশঙ্কা হইতে পারে জন্ম, আয়ুঃ ও ভোগ যদি একই কর্ম্মের ফল হয় তবে কিরূপে প্রাণায়াম দ্বারা আয়ুর্বৃদ্ধি ও পরদার গমনাদিতে আয়ুঃক্ষয় হইবার কথা শাস্ত্রে উল্লেখ রহিয়াছে ? আয়ুঃ বৃদ্ধি বা হ্রাস হইতে পারে না সত্য বটে, কিন্তু আয়ুঃকাল পরিমাণ দিন মাস বৎসররূপে নহে, উহা স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাস (অজপা. হংসঃ মন্ত্র) দ্বারা নির্দ্দিষ্ট, ঐ শ্বাস প্রশ্বাসের সংখ্যারূপ আয়ুঃকাল কখনই অন্যথা হয় না, প্রাণায়ামাদি দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস ধীরভাবে হয়, কুম্ভক করিলে একেবারেই শ্বাস প্রশ্বাস হয় না, সুতরাং অনায়াসেই দীর্ঘ জীবন হইতে পারে। অন্যদিকে পাপকার্য্যে শ্বাসের গতি ব্যগ্রভাবে হইতে থাকে, সুতরাং শ্বাসের সংখ্যা অল্পকাল মধ্যেই শেষ হওয়ায় অল্প জীবন হইয়া থাকে। সিদ্ধ যোগিগণের কথা পৃথক্, উহাদের অলৌকিক সমাধি-প্রভাবে অঘটনেরও ঘটনা হয়, শঙ্করাচার্য্যের আয়ুঃকাল ষোড়শ বর্ষ বা তৎ-পরিমিত (দিনরাত্রি কতবার স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাস হয় তাহার একটী নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা আছে) শ্বাস প্রশ্বাস ছিল, ভগবান্ ব্যাসদেব বরপ্রদানে উহাকে দ্বিগুণ করিয়াছিলেন। উৎকটভাবে উপায়ের অনুষ্ঠান করিলে প্রারব্ধ ফল সম্পূর্ণ তিরোহিত নাই হউক কথঞ্চিৎ অল্প বহু হইতে পারে, কিন্তু সেরূপ অনুষ্ঠান অতি বিরল, অনুষ্ঠাতার সম্পূর্ণ মানসিকশক্তি, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি থাকা চাই, নতুবা কেবল বাহ্য আড়ম্বরে কোনই ফললাভ হয় না। স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি কার্য্য বড়ই দুরূহ, বিশেষভাবে মানসিক বল ও স্থিরতা থাকিলেই সিদ্ধি হয়, দুঃখের বিষয় সকল কার্য্যই এখন বাহ্য আড়ম্বরে পরিণত হইয়াছে, বাহ্য আয়োজন যে চিত্ত স্থিরতার নিমিত্তই, সেদিকে লক্ষ্য নাই ॥ ১৩ ॥

সূত্র। তে হ্লাদপরিতাপফলাঃ পুণ্যাপুণ্যহেতুত্বাৎ ॥১৪॥

ব্যাখ্যা। তে (জাত্যায়ুর্ভোগাঃ) পুণ্যাপুণ্যহেতুত্বাৎ (ধর্ম্মাধর্ম্মনিমিত্তকত্বাৎ) হ্লাদপরিতাপফলাঃ (যথাক্রমং সুখদুঃখফলা ভবন্তি) ॥ ১৪ ॥

তাৎপর্য্য। জন্ম, আয়ুঃ ও ভোগ ইহারা পুণ্য দ্বারা সম্পাদিত হইলে সুখের কারণ ও পাপ দ্বারা সম্পাদিত হইলে দুঃখের কারণ হয় ॥ ১৪ ॥

ভাষ্য। তে জন্মায়ুর্ভোগাঃ পুণ্যহেতুকাঃ সুখফলাঃ, অপুণ্য-

হেতুকাঃ দুঃখফলা ইতি। যথা চেদং দুঃখং প্রতিকূলাত্মকং এবং বিষয়সুখকালেঽপি দুঃখমস্ত্যেব প্রতিকূলাত্মকং যোগিনঃ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ। পূর্ব্বোক্ত জাতি, আয়ুঃ ও ভোগ পুণ্য দ্বারা সাধিত হইলে সুখের জনক হয়, পাপের দ্বারা সাধিত হইলে দুঃখের জনক হয়। সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ দুঃখ যেমন প্রতিকূল (অনিষ্ট) স্বভাব এইরূপ বৈষয়িক সুখকালেও যোগিগণের দুঃখ অনুভব হয়, তাঁহারা বিষয়সুখকে দুঃখ বলিয়া বোধ করেন।

মন্তব্য। জন্ম ও আয়ুঃ সুখদুঃখের কারণ হইতে পারে, ভোগ কিরূপে কারণ হয়? বরং সুখদুঃখই বিষয়ভাবে ভোগের (অনুভবের) কারণ এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে। সমাধান, যেমন কর্ম্ম ওদনাদিকেও কারক বলে, ফলতঃ উহা ক্রিয়ার পরবর্ত্তী সুতরাং ক্রিয়াজনক নহে (ক্রিয়ার জনককেই কারক বলে) তথাপি যাহার উদ্দেশ করিয়া যে ক্রিয়া হয় ঐ উদ্দেশ্যকেও কারণ বলা হইয়া থাকে। ভোগই পুরুষার্থ, সুখদুঃখ নহে, ভোগের নিমিত্তই সুখদুঃখের আবির্ভাব, অতএব ভোগকেও সুখদুঃখের কারণ বলিতে আপত্তি নাই ॥ ১৪ ॥

ভাষ্য। কথং তদুপপদ্যতে?

সূত্র। পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ ॥ ১৫ ॥

ব্যাখ্যা। পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈঃ (বিষয়োপভোগে তৃষ্ণাবিবৃদ্ধের্ভোগ্যাপ্রাপ্তৌ দুঃখমবশ্যম্ভাবি, এতৎ পরিণামদুঃখং, ভুজ্যমানেষু বিষয়েষু তৎপরিপন্থিনং প্রত্যবশ্যম্ভাবী দ্বেষঃ, এতৎ তাপদুঃখম্, সুখস্য দুঃখস্য বা সাধনে উপভুক্তে সংস্কারোৎপত্তিস্ততশ্চ তথাবিধোঽনুভবস্ততঃ পুনঃ সংস্কারঃ এবং যথোত্তরং সংস্কারবৃদ্ধিরিতি সংস্কারদুঃখং, তৈঃ) গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ (গুণানাং চিত্তরূপেণ পরিণতানাং সত্ত্বাদীনাং বৃত্তয়ঃ সুখদুঃখমোহরূপাস্তাসাং বিরোধাৎ পরস্পরমভিভাব্যাভিভাবকত্বাৎ) বিবেকিনঃ (জ্ঞাততত্ত্বস্য) সর্ব্বং (সুখং বা দুঃখং বা যৎ কিমপি) দুঃখমেব (প্রতিকূলবেদনীয়মেব, সুখমপি দুঃখরূপতয়া ভাসতে) ॥ ১৫ ॥

তাৎপর্য্য। বিবেকশালী যোগীর পক্ষে বিষয়মাত্রই দুঃখাকর, কারণ,

ভোগের পরিণাম ভাল নহে, ক্রমশঃ তৃষ্ণা বৃদ্ধি হয়, ভোগকালেও বিরোধীর প্রতি বিদ্বেষ হয়, এবং ক্রমশঃই ভোগসংস্কার বৃদ্ধি হইতে থাকে। চিত্তের সুখদুঃখ মোহ স্বরূপ বৃত্তি সকলও পরস্পর বিরোধী, কিছুতেই শান্তি নাই ॥ ১৫ ॥

ভাষ্য। সর্ব্বস্যায়ং রাগানুবিদ্ধশ্চেতনাঽচেতনসাধনাধীনঃ সুখানুভবঃ ইতি তত্রাস্তি রাগজঃ কর্ম্মাশয়ঃ, তথাচ দ্বেষ্টিদুঃখসাধনানি মুহ্যতি চেতি দ্বেষমোহকৃতোঽপ্যস্তি কর্ম্মাশয়ঃ। তথা চোক্তং নানুপহত্য ভূতানি উপভোগঃ সম্ভবতীতি হিংসাকৃতোঽপ্যস্তি শারীরঃ কর্ম্মাশয়ঃ ইতি, বিষয়সুখং চ অবিদ্যেত্যুক্তম্। যা ভোগেষ্বিন্দ্রিয়াণাং তৃপ্তেরুপশান্তিস্তৎ সুখং, যা লৌল্যাদনুপশান্তিস্তদ্দুঃখম্। ন চেন্দ্রিয়াণাং ভোগাভ্যাসেন বৈতৃষ্ণ্যং কর্ত্তুং শক্যং, কস্মাৎ? যতো ভোগাভ্যাসমনুবিবর্দ্ধন্তে রাগাঃ, কৌশলানি চেন্দ্রিয়াণামিতি, তস্মাদনুপায়ঃ সুখস্য ভোগাভ্যাস ইতি। স খল্বয়ং বৃশ্চিক-বিষভীত ইবাশীবিষেণ দষ্টঃ যঃ সুখার্থীবিষয়ানুবাসিতো মহতি দুঃখপঙ্কে নিমগ্ন ইতি। এষা পরিণামদুঃখতা নাম প্রতিকূলা সুখাবস্থায়ামপি যোগিনমেব ক্লিশ্নাতি। অথ কা তাপদুঃখতা? সর্ব্বস্য দ্বেষানুবিদ্ধশ্চেতনাচেতনসাধনাধীনস্তাপানুভবঃ ইতি তত্রাস্তি দ্বেষজঃ কর্ম্মাশয়ঃ, সুখসাধনানি চ প্রার্থয়মানঃ কায়েণ বাচা মনসা চ পরিস্পন্দতে ততঃ পরমনুগৃহ্লাত্যুপহন্তি চ, ইতি পরানুগ্রহপীড়াভ্যাং ধর্ম্মাধর্ম্মাবুপচিনোতি, স কর্ম্মাশয়ো লোভাৎ মোহাচ্চ ভবতি ইত্যেষা তাপদুঃখতোচ্যতে। কা পুনঃ সংস্কারদুঃখতা? সুখানুভবাৎ সুখসংস্কারাশয়ো, দুঃখানুভবাদপি দুঃখসংস্কারাশয় ইতি, এবং কর্ম্মভ্যো বিপাকেঽনুভূয়মানে সুখে দুঃখে বা পুনঃ কর্ম্মাশয়প্রচয় ইতি, এবমিদমনাদি দুঃখস্রোতো বিপ্রসৃতং যোগিনমেব প্রতিকূলাত্মকত্বাদুদ্বেজয়তি, কস্মাৎ? অক্ষিপাত্রকল্পো হি বিদ্বানিতি, যথোর্ণাতন্তুরক্ষিপাত্রে ন্যস্তঃ স্পর্শেন দুঃখয়তি নান্যেষু গাত্রাবয়বেষু, এবমেতানি দুঃখানি অক্ষিপাত্রকল্পং যোগিনমেব ক্লিশ্নন্তি নেতরং

প্রতিপত্তারম্। ইতরং তু স্বকর্ম্মোপহৃতং দুঃখমুপাত্তমুপাত্তং ত্যজন্তং ত্যক্তং ত্যক্তমুপাদদানমনাদিবাসনাবিচিত্রয়া চিত্তবৃত্ত্যা সমন্ততোঽনুবিদ্ধমিবা বিদ্যয়া হাতব্যে এবাহঙ্কারমমকারানুপাতিনং জাতং জাতং বাহ্যাধ্যাত্মিকো ভয়নিমিত্তাস্ত্রিপর্ব্বাণস্তাপা অনুপ্লবন্তে। তদেবমনাদিদুঃখস্রোতসা ব্যুহ্যমানমাত্মানং ভূতগ্রামঞ্চ দৃষ্ট্বা যোগী সর্ব্বদুঃখক্ষয়কারণং সম্যগ্দর্শনং শরণং প্রপদ্যতে ইতি। গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ, প্রখ্যাপ্রবৃত্তিস্থিতিরূপা বুদ্ধিগুণাঃ পরস্পরানুগ্রহতন্ত্রীভূত্বা শান্তং ঘোরং মূঢ়ং বা প্রত্যয়ং ত্রিগুণমেবারভন্তে, চলঞ্চ গুণবৃত্তমিতি ক্ষিপ্রপরিণামি চিত্তমুক্তম্। রূপাতিশয়াবৃত্ত্যতিশয়াশ্চ পরস্পরেণ বিরুদ্ধ্যন্তে, সামান্যানি ত্বতিশয়ৈঃ সহ প্রবর্ত্তন্তে, এবমেতে গুণা ইতরেতরাশ্রয়েণোপার্জ্জিতসুখদুঃখমোহপ্রত্যয়া ইতি সর্ব্বে সর্ব্বরূপা ভবন্তি, গুণপ্রধানভাবকৃতস্ত্বেষাং বিশেষ ইতি, তস্মাৎ দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিন ইতি। তদস্য মহতো দুঃখসমুদায়স্য প্রভববীজমবিদ্যা, তস্যাশ্চ সম্যগ্দর্শনমভাবহেতুঃ, যথা চিকিৎসাশাস্ত্রং চতুর্ব্যূহং রোগঃ, রোগহেতুঃ, আরোগ্যং ভৈষজ্যমিতি, এবমিদমপি শাস্ত্রং চতুর্ব্যূহমেব, তদ্যথা সংসারঃ, সংসারহেতুঃ, মোক্ষঃ, মোক্ষোপায় ইতি। তত্র দুঃখবহুলঃ সংসারো হেয়ঃ, প্রধানপুরুষয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ, সংযোগস্যাত্যন্তিকী নিবৃত্তির্হানং, হানোপায়ঃ সম্যগ্দর্শনম্। তত্র হাতুঃ স্বরূপং উপাদেয়ং হেয়ং বা ন ভবিতুমর্হতি ইতি, হানে তস্যোচ্ছেদবাদপ্রসঙ্গঃ, উপাদানে চ হেতুবাদঃ, উভয়প্রত্যাখ্যানে চ শাশ্বতবাদ ইত্যেতৎ সম্যগ্দর্শনম্ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ। কিরূপে তাহা (যোগীর পক্ষে সমস্তই দুঃখ এ কথা) উপপন্ন হয় ? এই আশঙ্কায় বলা যাইতেছে, সকলেরই রাগ (আসক্তি, কামনা) সহকারে চেতন ও অচেতন উভয়বিধ উপায় জন্য সুখের অনুভব হইয়া থাকে, অতএব রাগ জন্য কর্ম্মাশয় (ধর্ম্মাধর্ম্ম) আছে। এইরূপে দুঃখের কারণে দ্বেষ

ও মোহ হয়, অতএব দ্বেষ ও মোহবশতঃও কর্ম্মাশয় হইয়া থাকে। (যদিচ যুগপৎ রাগ, দ্বেষ ও মোহ তিনের আবির্ভাব হয় না, তথাপি একের আবির্ভাব-কালে অপরগুলি বিচ্ছিন্ন হয় এ কথা চতুর্থ সূত্রে বলা হইয়াছে)। প্রাণীর পীড়ন না করিয়া উপভোগ সম্ভব হয় না, অতএব হিংসাকৃত ও শারীর (শরীর সম্পাদ্য) কর্ম্মাশয় হয়, (এইটাকে শারীর বলিয়া বিশেষ করায় পূর্ব্বে মানসিক ও বাচিক বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে)। বিষয়সুখ অবিদ্যা একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তৃপ্তিবশতঃ ভোগের বিষয়ে ইন্দ্রিয়গণের উপশান্তিকে (প্রবৃত্তির অভাবকে) সুখ বলে, চঞ্চলতাবশতঃ ইন্দ্রিয়গণের অশান্তিকে দুঃখ বলে। ভোগের অভ্যাস (পুনঃ পুনঃ অনুশীলন) দ্বারা ইন্দ্রিয়ের বৈতৃষ্ণ্য অর্থাৎ বিষয়বৈরাগ্য হয় না, কারণ ভোগাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গেই অনুরাগ ও ইন্দ্রিয়ের কৌশল (ভোগসাধনে দক্ষতা) বৃদ্ধি হইতে থাকে, অতএব ভোগাভ্যাসটী সুখের কারণ নহে। বৃশ্চিকের বিষ হইতেই ভয় পাইয়া যেমন সর্পের মুখে পতিত ও দষ্ট হইয়া অধিকতর দুঃখ অনুভব করে, তদ্রূপ সুখকামনা করিয়া বিষয় সেবা করিয়া পরিশেষে মহাদুঃখপঙ্কে নিমগ্ন (উদ্ধারের উপায় থাকে না বলিলেও চলে) হইতে হয়। প্রতিকূলস্বভাব এই পরিণাম দুঃখ সুখভোগ সময়েও যোগিগণকেই ক্লেশ প্রদান করে। তাপদুঃখ কিরূপ তাহা বলা যাইতেছে, সকলেরই দ্বেষসহকারে চেতন ও অচেতন দ্বিবিধ উপায় দ্বারা তাপ (দুঃখ) অনুভূত হয়, এ স্থলে দ্বেষ জন্য কর্ম্মাশয় হইয়া থাকে। সুখের উপায় প্রার্থনা করিয়া শরীর, বাক্, ও চিত্ত দ্বারা ক্রিয়া করিয়া থাকে, ইহাতে অপরের প্রতি অনুগ্রহ নিগ্রহ উভয়ই সম্ভব, এই পরানুগ্রহ ও পরপীড়া দ্বারা ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের সঞ্চয় হয়, এই কর্ম্মাশয় লোভ বা মোহবশতঃ হইয়া থাকে, ইহাকেই তাপ দুঃখ বলা যায়। সংস্কার দুঃখ কি তাহা বলা যাইতেছে, সুখানুভব হইতে এইটী সুখ বা সুখের কারণ এইরূপ সংস্কার হয়, ঐরূপে দুঃখানুভব হইতেও সংস্কার জন্মে, এইরূপে কর্ম্মফল সুখ বা দুঃখের অনুভব হইয়া শরীর পরিগ্রহের পর কর্ম্মাশয়সমূহ উৎপন্ন করে, অর্থাৎ সুখের অনুভব হইতে সুখসংস্কার জন্মে, সংস্কার হইতে স্মৃতি হয়, স্মৃতি হইতে রাগ জন্মে, এই রাগ হইতে কায়িক বাচিক ও মানসিক ব্যাপার জন্মে, তাহা হইতে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ কর্ম্মাশয় হয়, উহা হইতে জাতি, আয়ুঃ ও ভোগরূপ বিপাক হয়, পুনর্ব্বার সংস্কার জন্মে। এইরূপে অনাদি প্রবহমান দুঃখধারা প্রতিকূলভাবে

পরিলক্ষিত হইয়া যোগিগণেরই উদ্বেগ জন্মায়, কারণ বিদ্বান্ (মুমুক্ষু যোগী) অক্ষিপাত্র অর্থাৎ নয়নগোলক সদৃশ, সামান্য কারণেই অশান্তি বোধ করেন, যেমন উর্ণাতন্তু (মাকড়সার সূত্র) চক্ষুতে পতিত হইয়া স্পর্শ দ্বারা চক্ষুর পীড়াদায়ক হয়, শরীরের হস্তপাদ প্রভৃতি অবয়বে পড়িলে কিছুই হয় না, তদ্রূপ উপরোক্ত দুঃখ সমুদায় অক্ষিপাত্র সদৃশ কোমল স্বভাব যোগীকেই পীড়ন করে। সাধারণ লোকের উহাতে কষ্টবোধ হয় না, তাহারা স্বকৃত কর্ম্মফল দুঃখ ভোগ করিয়া করিয়া ত্যাগ করে, ত্যাগ করিয়া করিয়া পুনর্ব্বার গ্রহণ করে, অনাদি সংস্কার দ্বারা বিচিত্র চিত্তভূমিতে অবস্থিত অবিদ্যাসহকারে ত্যাগের উপযুক্ত পুত্রকলত্রাদি বিষয়ে অহঙ্কার মমকার (আমার আমার বোধ) করিয়া বাহ্য ও আধ্যাত্মিক উপায় সাধ্য আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখ দ্বারা অভিভূত হয়। উহারা অবিদ্যা দ্বারা সর্ব্বথা অভিভূত থাকিয়া বারম্বার জন্ম গ্রহণ করে। এইরূপে আপনাকে ও অন্য সাধারণকে অনাদি দুঃখস্রোতে ভাসমান দেখিয়া যোগিগণ সমস্ত দুঃখের ক্ষয়কারণ সম্যগ্দর্শন অর্থাৎ আত্মজ্ঞান-কেই রক্ষক বলিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের মধ্যে একটী অপরের সাহায্য গ্রহণ করিয়া শান্ত ঘোর মূঢ় অর্থাৎ সুখদুঃখ মোহরূপে ত্রিগুণাত্মকই জ্ঞান জন্মায়, অর্থাৎ যদিচ সত্বগুণ সুখরূপে পরিণত হয়, তথাপি তাহাতে রজঃ ও তমোগুণের মিশ্রণ থাকায় দুঃখ অমিশ্রিত বৈষয়িক সুখ হইতেই পারে না। গুণত্রয়ের স্বভাব সর্ব্বদা পরিণত হওয়া, সুতরাং তৎকার্য্য বুদ্ধিও নিয়ত পরিণত হইয়া থাকে বিষয়াকারে বুদ্ধির প্রতিক্ষণেই বৃত্তি হইয়া থাকে, কেবল রূপাতিশয় অর্থাৎ ধর্ম্ম অধর্ম্ম, জ্ঞান অজ্ঞান, বৈরাগ্য অবৈরাগ্য, ও ঐশ্বর্য্য অনৈশ্বর্য্য এই আটটী ভাব (বুদ্ধির ধর্ম্ম) ও বৃত্তির অতিশয় সুখদুঃখ মোহ ইহারাই পরস্পর বিরোধী হয়, একটী অপরের সময় হইতে পারে না, যেমন অধর্ম্ম অভিব্যক্ত হইয়া ধর্ম্মকে অভিভূত করে ইত্যাদি। সামান্য অর্থাৎ ইহাদের কারণ গুণত্রয় সর্ব্বত্রই অপ্রতিহতভাবে অতিশয় অর্থাৎ অভিব্যক্ত কোনও একটী ভাবের সহিত প্রবৃত্ত হয়, অর্থাৎ সুখরূপে অভিব্যক্তি হইলেও তাহাতে রজঃ ও তমঃ গুণের মিশ্রণ থাকিয়া যায়, সামান্য গুণত্রয়ের সহিত কাহারই বিরোধ নাই। এইরূপে গুণত্রয় এক অপরের সাহায্য গ্রহণ করিয়া সুখদুঃখ মোহজ্ঞান উৎপাদন করে বলিয়া সকলেই সকলরূপ হয়। কোনওটীর আধিক্য

এবং কোনওটীর ন্যূনতারূপ বিশেষ থাকায় এইটী সুখ এইটী দুঃখ বা এইটী মোহ ইত্যাদিভাবে বিশেষরূপে ব্যবহার হইয়া থাকে। অতএব বিবেকী যোগীর পক্ষে বিষয়মাত্রই দুঃখাবহ। এই মহান্ অনর্থরাশি দুঃখ সমুদায়ের উৎপত্তির কারণ অবিদ্যা অর্থাৎ ভ্রমসংস্কার, এই অবিদ্যার উচ্ছেদ কেবল তত্ত্বজ্ঞান দ্বারাই হইয়া থাকে। যেমন চিকিৎসাশাস্ত্র রোগ, রোগনিদান, আরোগ্য (প্রতীকার) ও ভৈষজ্য অর্থাৎ ঔষধ এই চারি অধ্যায়ে বিভক্ত তদ্রূপ যোগশাস্ত্রও চারি অধ্যায়ে বিভক্ত; যেমন, সংসার, সংসারের হেতু, মুক্তি ও মুক্তির উপায়। দুঃখ প্রচুর সংসার হেয় অর্থাৎ পরিত্যাগের যোগ্য, হেয় সংসারের হেতু প্রধানও পুরুষের সংযোগ, উক্ত সংযোগ বা তৎকার্য্য দুঃখাদিরূপ সংসারের আত্যন্তিক (পুনর্ব্বার না হয় এরূপ) নিবৃত্তির নাম হান, হানের উপায় সম্যগ্দর্শন অর্থাৎ বুদ্ধি ও পুরুষের বিবেকজ্ঞান। হানকর্ত্তা অর্থাৎ মুক্তির অধিকারী পুরুষের স্বরূপ ত্যাগের বা গ্রহণের যোগ্য হইতে পারে না, কারণ, তাহাকে ত্যাগ করিলে উচ্ছেদবাদ (শূন্যবাদ, কিছুই না থাকা) হইয়া পড়ে, গ্রহণ করা বলিলে হেতুবাদ অর্থাৎ জন্য বলা হয় তাহাতে মুক্তি অনিত্য হইয়া পড়ে ; হান ও উপাদান উভয়ের নিরাস করিলে শাশ্বতবাদ অর্থাৎ নিত্যত্ব স্থাপন হয়। এইটীই সম্যগ্দর্শন, এইভাবে যোগশাস্ত্র চারি অধ্যায়ে বিভক্ত ॥ ১৫ ॥

মন্তব্য। সুখলাভ করিব এরূপ চেষ্টা সকলেরই হইয়া থাকে, এই চেষ্টায় প্রতিক্ষণ বিষয়জালে আবদ্ধ হয়, কিন্তু বিষয়ভোগে সুখ কোথায়? ঐ যে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ধনকুবের মহারাজকে দেখিয়া মনে হইতেছে ঐ ব্যক্তিই সুখী, অপরের দৃষ্টিতে সুখী হইতে পারে সত্য, কিন্তু, উহার নিজ দৃষ্টিতে ঐ ব্যক্তি সুখী কি দুঃখী তাহা অপরে কিরূপে জানিবে? অপরে যদি দরিদ্র থাকিয়াই ধনশালী মহারাজ হইতে পারে স্বীকার করিতে পারা যায় সে অবস্থায় মহারাজ সুখী, দরিদ্রও মহারাজ বিরুদ্ধ পদার্থ, এক সময়ে উভয় হইতে পারে না, দরিদ্র থাকিলে মহারাজ নয়, মহারাজ হইলেও দরিদ্র নয়, তখন (মহারাজ্য পাইলে) দরিদ্রের মনের ভাব পৃথক্ হইয়া পড়ে, আশা উচ্চ হইয়া যায়, পূর্ব্বাবস্থার দূরবর্ত্তী অভাব সমস্ত নিকটবর্ত্তী হয়, তখন পূর্ব্বাপেক্ষাও যেন অধিকতর দরিদ্র হইয়া পড়ে, অভাব জ্ঞানই দুঃখের কারণ, তবে আর জগতে সুখী কে হইবে? কাহার না অভাব জ্ঞান আছে? "ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ," কঠোপনিষদ্

অর্থাৎ ধন দ্বারা মানবের আশা নিবৃত্তি হয় না। "ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে ব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।" কামনার শান্তি কিছুতেই হয় না, পূরণ করিবার চেষ্টা যতই করা যায় ততই উহার বিশাল উদর ক্রমশঃই বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে। সুখের ইচ্ছা থাকিলে বিষয় সুখ হইতে পৃথক্ হইবার চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। অভাব জ্ঞানকে চিত্ত হইতে দূর করিয়া আত্মারাম (যাঁহার আপনাতেই আপনার আনন্দ) হইবার চেষ্টা করাই উচিত।

বহুমূল্য স্বচ্ছ হীরকখণ্ডকে সামান্য প্রস্তরমিশ্রিত দেখিলে বিবেচক ব্যক্তির স্বতঃই ইচ্ছা হয় ঐ হীরকখণ্ডকে পরিষ্কার করিয়া উহার নির্ম্মল জ্যোতিঃ প্রকাশ করি, ঐরূপ বিবেকী যোগীরও ইচ্ছা হয়, নির্ম্মল স্বভাব চেতন আত্মাকে জড়বর্গ হইতে পৃথক্ করিয়া উহাকে স্বভাবে স্থাপন করি। দুঃখই হউক আর সুখই হউক বিষয়জালে জড়িত হইয়া আত্মার স্বরূপ বিস্মৃত হয়, তখন সংসার-তরঙ্গে উৎপীড়িত হইয়া হাবুডুবু খাইতে হয়। আত্মাকে স্বকীয় স্বচ্ছ অর্থাৎ নির্দ্ধর্ম্মভাবে রাখাই পরম সুখের কারণ, এই নিমিত্তই বিবেকী যোগীরা বিষয়-মাত্রকেই দুঃখের কারণ বলিয়া অনুভব করেন। সুখদুঃখ বাহিরের বস্তু নহে, উহা চিত্তের অবস্থা মাত্র, ধনী হইয়া পরম দুঃখিত এবং দরিদ্র হইয়াও পরম সুখী দেখা যায়॥ ১৫॥

ভাষ্য। তদেতচ্ছাস্ত্রং চতুর্ব্যূহমিত্যভিধীয়তে।

সূত্র। হেয়ং দুঃখমনাগতম্॥ ১৬॥

ব্যাখ্যা। অনাগতং (ভবিষ্যৎ, বীজভাবেন চিত্তভূমৌ অবস্থিতং) দুঃখং হেয়ং (উপায়ানুষ্ঠানেন ত্যক্তব্যম্)॥ ১৬॥

তাৎপর্য্য। যে দুঃখ ভবিষ্যতে হইবে তাহারই পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য অর্থাৎ যাহাতে পরিণামে দুঃখ না হয় এরূপ চেষ্টা করিবে॥ ১৬॥

ভাষ্য। দুঃখমতীতমুপভোগেনাতিবাহিতং ন হেয়পক্ষে বর্ত্ততে, বর্ত্তমানঞ্চ স্বক্ষণে ভোগারূঢ়মিতি ন তৎক্ষণান্তরে হেয়তামাপদ্যতে, তস্মাৎ যদেবানাগতং দুঃখং তদেবাক্ষিপাত্রকল্পং যোগিনং ক্লিশ্নাতি, নেতরং প্রতিপত্তারং, তদেব হেয়তামাপদ্যতে॥ ১৬॥

অনুবাদ। এই শাস্ত্র চারিভাগে বিভক্ত তাহা বলা যাইতেছে। অতীত দুঃখ উপভোগ দ্বারা অতিবাহিত (ভুক্ত) হইয়াছে সুতরাং তাহা হেয় হইতে পারে না, বর্ত্তমান দুঃখও আপনার স্থিতিকালে ভোগের (অনুভবের) বিষয় হইয়াছে, সুতরাং ভোগক্ষণেই তাহাকে ত্যাগ করা যায় না, (ক্ষণবিলম্ব করিলেই অতীত হয়) অতএব যে দুঃখটী অনাগত অর্থাৎ উপস্থিত হইবার যোগ্য (যাহার প্রাগভাব আছে), উহাই অক্ষিপাত্রের তুল্য অর্থাৎ অতি কোমল প্রকৃতি যোগিগণকে কষ্ট দেয়, (উত্তরকালে দুঃখ হইবার ভয়েই যোগিগণ কঠোর অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন), ঐ অনাগত দুঃখ বিবেকী ভিন্ন অপর কাহাকেও পীড়িত করিতে পারে না (তাহাদের ভবিষ্যৎ চিন্তার অবসর কৈ, তাহারা যে বিষয়মদে বিভোর), এই অনাগত দুঃখকেই পরিত্যাগ করা উচিত, ঐটীই হেয় হয় ॥ ১৬ ॥

মন্তব্য। যাহা হয় নাই তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, যেটী হয় নাই সেইটী যোগিগণকে কষ্ট প্রদান করে একথাগুলি আপাততঃ প্রলাপ বলিয়া বোধ হইতে পারে, সত্য কিন্তু, একটুকু প্রণিধান করিলে ওরূপ আশঙ্কা থাকে না, নৈয়ায়িকগণ যাহাকে প্রাগভাব বলিয়া থাকেন অনাগত দুঃখশব্দে তাহাই বুঝায়, পাতঞ্জলমতে প্রাগভাব নাই, অনাগতাবস্থাকেই প্রাগভাব বলে, ইহারা সৎকার্য্যবাদী, উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণে সূক্ষ্মরূপে কার্য্য অবস্থিতি করে, যাহাতে যাহা না থাকে তাহা হইতে সে বস্তুর উৎপত্তি হইতে পারে না। সকলেই ভবিষ্যতে ভাল থাকিবার চেষ্টা করে, ভালই হউক আর মন্দই হউক যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা আর ফিরিবে না, উপস্থিত বর্ত্তমানকেও দূর করা যায় না, সুতরাং ভবিষ্যতের দিকেই সকলের দৃষ্টি ॥ ১৬ ॥

ভাষ্য। তস্মাৎ যদেব হেয়মিত্যুচ্যতে তস্যৈব কারণং প্রতিনির্দ্দিশ্যতে।

সূত্র। দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ ॥ ১৭ ॥

ব্যাখ্যা। দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ (চিজ্জড়য়োঃ পুরুষবুদ্ধ্যোঃ) সংযোগঃ (ভোক্তৃত্ব-ভোগ্যত্বরূপঃ সম্বন্ধঃ) হেয়হেতুঃ (সংসারনিদানমিত্যর্থঃ) ॥ ১৭ ॥

তাৎপর্য্য। পুরুষ ও বুদ্ধির (প্রকৃতির) সংযোগ অর্থাৎ পুরুষ ভোক্তা বুদ্ধি ভোগ্য এইরূপ সম্বন্ধই সংসারের কারণ ॥ ১৭ ॥

ভাষ্য। দ্রষ্টা বুদ্ধেঃ প্রতিসংবেদী পুরুষঃ, দৃশ্যাঃ বুদ্ধিসত্ত্বোপারূঢ়াঃ সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ, তদেতৎ দৃশ্যময়স্কান্তমণিকল্পং সন্নিধিমাত্রোপকারি দৃশ্যত্বেন ভবতি পুরুষস্য স্বং দৃশিরূপস্য স্বামিনঃ, অনুভবকর্ম্মবিষয়তামাপন্নমন্যস্বরূপেণ প্রতিলব্ধাত্মকং স্বতন্ত্রমপি পরার্থত্বাৎ পরতন্ত্রং, তয়োর্দৃগ্‌দর্শনশক্ত্যোরনাদিরর্থকৃতঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ দুঃখস্য কারণমিত্যর্থঃ। তথাচোক্তং "তৎসংযোগহেতুবিবর্জ্জনাৎ স্যাদয়মাত্যন্তিকো দুঃখপ্রতীকারঃ" কস্মাৎ ? দুঃখহেতোঃ পরিহার্য্যস্য প্রতীকারদর্শনাৎ, তদ্‌যথা, পাদতলস্য ভেদ্যতা, কণ্টকস্য ভেত্তৃত্বং, পরিহারঃ কণ্টকস্য পাদানধিষ্ঠানং, পাদত্রাণব্যবহিতেন বাঽধিষ্ঠানম, এতৎ ত্রয়ং যো বেদ লোকে স তত্র প্রতীকারমারভমাণো ভেদজং দুঃখং নাপ্নোতি, কস্মাৎ ত্রিত্বোপলব্ধিসামর্থ্যাদিতি, তত্রাপি তাপকস্য রজসঃ সত্ত্বমেব তপ্যম্, কস্মাৎ, তপিক্রিয়ায়াঃ কর্ম্মস্থত্বাৎ, সত্ত্বে কর্ম্মণি তপিক্রিয়া নাপরিণামিনি নিষ্ক্রিয়ে ক্ষেত্রজ্ঞে, দর্শিতবিষয়ত্বাৎ সত্ত্বে তু তপ্যমানে তদাকারানুরোধী পুরুষোঽনুতপ্যত ইতি দৃশ্যতে ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ। অতএব যে দুঃখটী হেয় বলা হইয়াছে তাহার কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। বুদ্ধির প্রতিসংবেদী অর্থাৎ বুদ্ধির ছায়া যাহাতে পড়ে, বুদ্ধির গুণে যে সগুণ হয় সেই পুরুষ দ্রষ্টা অর্থাৎ সাক্ষী জ্ঞাতা। বুদ্ধিতে আরূঢ় অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির বিষয় পদার্থমাত্রেই দৃশ্য (জ্ঞেয়)। অয়স্কান্তমণির (চুম্বক পাথরের) ন্যায় উক্ত দৃশ্য সমুদায় সন্নিহিত থাকিয়াই দৃশ্যভাবে জ্ঞানস্বরূপ স্বামী অর্থাৎ ভোক্তাপুরুষের স্ব (স্বকীয়, আত্মীয়) হয়। এই দৃশ্যবুদ্ধি অন্যের (পুরুষের) স্বরূপ (জ্ঞান) দ্বারা প্রতিলব্ধাত্মক অর্থাৎ নিজরূপ লাভ করিয়া পুরুষের অনুভব কর্ম্মের অর্থাৎ জ্ঞানক্রিয়ার বিষয় হয় (জ্ঞেয় হয়)। উক্ত দৃশ্যবুদ্ধি স্বতন্ত্র অর্থাৎ কোনও বিষয়ে কাহারও অপেক্ষা না করিলেও পরার্থ অর্থাৎ পুরুষের ভোগ ও অপবর্গরূপ প্রয়োজন সিদ্ধি করে বলিয়া পরতন্ত্র (পরাধীন,

পুরুষের অধীন) বলিয়া কথিত হয়। ঐ বুদ্ধি ও পুরুষের সংযোগ অনাদি ও পুরুষার্থ (ভোগাপবর্গ) দ্বারা প্রবর্ত্তিত, ইহাই হেয়ের কারণ অর্থাৎ দুঃখময় সংসারের নিদান হইয়া থাকে। উক্ত বিষয়ে ভগবান্ পঞ্চশিখাচার্য্য বলিয়াছেন, "সংসারের কারণ উক্ত বুদ্ধি ও পুরুষের সংযোগ পরিত্যাগ করিতে পারিলে আত্যন্তিক দুঃখ প্রতীকার অর্থাৎ কৈবল্য লাভ হয়, উহার ত্যাগ না হইলে চিরকালই পুরুষের বন্ধ থাকিয়া যায়। কারণ পরিত্যাজ্য দুঃখের কারণের প্রতীকার দেখা যায় অর্থাৎ দুঃখের কারণ কি তাহা জানিতে পারিলে প্রতীকার করা যাইতে পারে, যেমন পাদতল ভেদ্য অর্থাৎ বিদীর্ণ হইতে পারে, কণ্টক ভেদ করে, ইহার পরিহার যথা কণ্টকের সহিত পাদতলের সংযোগ হইতে না দেওয়া, অথবা পাদত্রাণ (চর্ম্মপাদুকা প্রভৃতি) দ্বারা ব্যবধান (কণ্টক ও পাদ-তলের) করিয়া গমন করা। এই তিনটী অর্থাৎ কণ্টকে পদভেদ হয়, পাদতল ভেদ্য হয় ও কণ্টকের উপর দিয়া না চলিলে অথবা পাদুকাসহকারে চলিলে আর ভেদ হয় না ইহা যে ব্যক্তি অবগত আছেন সে ব্যক্তি প্রতীকারের বিধান করিয়া ভেদ জন্য দুঃখ আর ভোগ করেন না, কারণ উক্ত তিনটী বিষয় তাঁহার অবগত আছে। প্রস্তুতস্থলে তাপক অর্থাৎ দুঃখদায়ক রজোগুণের সত্ত্বগুণই তপ্য হয় অর্থাৎ চিত্তভূমিতেই রজোগুণ দ্বারা দুঃখের উৎপত্তি হয় (চিত্তসত্ত্ব দুঃখিত হয়), তপিক্রিয়া (পীড়ন করা ব্যাপার) কর্ম্মস্থ অর্থাৎ সকর্ম্মক, উহার কোনও একটী কর্ম্ম থাকা চাই, এই তপিক্রিয়া বুদ্ধিতেই হইয়া থাকে, (কারণ বুদ্ধির পরিণাম আছে, দুঃখরূপে পরিণত হইতে পারে), পরিণামরহিত কূটস্থ পুরুষে তপিক্রিয়া হইতে পারে না। পুরুষদর্শিত বিষয় (বুদ্ধি যাহাকে বিষয় প্রদর্শন করে) বলিয়া বুদ্ধিতে দুঃখ উৎপন্ন হইলে তদাকারানুরোধী (বুদ্ধির আকার যে ধারণ করে) পুরুষও অনুতপ্ত হইতেছে এরূপ দেখা যায় ॥ ১৭ ॥

মন্তব্য। বাচস্পতি মিশ্রের মতে বুদ্ধিদর্পণে পুরুষ প্রতিবিম্বিত হইয়া বুদ্ধির ধর্ম্ম গ্রহণ করে। বার্ত্তিককার বিজ্ঞান ভিক্ষুর মতে কেবল পুরুষই বুদ্ধিতে প্রতি-বিম্বিত হয় এরূপ নহে, কিন্তু, শব্দাদি আকারে পরিণত বুদ্ধিও (বৃত্তিমতী বুদ্ধিও) চিদ্দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়, অর্থাৎ বুদ্ধি ও পুরুষ উভয়েরই প্রতিবিম্ব উভয়ে পতিত হয়।

প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে সৃষ্টি হয়, প্রকৃতি অবস্থায় তাহার ধর্ম্ম পুরুষে

আরোপিত হয় না, প্রকৃতির পরিণাম বুদ্ধির ধর্ম্ম পুরুষে আরোপ হইতে পারে, এই নিমিত্ত অনেক স্থানে প্রকৃতির স্থানে বুদ্ধির উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই বিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী সুতরাং সংযোগ হইতে পারে না, সুতরাং সূত্রের সংযোগ শব্দে সম্বন্ধ বিশেষ বুঝিতে হইবে। প্রলয়কালেও প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ থাকিলেও উহা সৃষ্টির কারণ নহে, পূর্ব্বোক্ত ভোক্তৃভোগ্যভাব সম্বন্ধই সৃষ্টির কারণ, পুরুষ ভোক্তা অর্থাৎ জড়বর্গের দ্রষ্টা, প্রকৃতি ভোগ্য অর্থাৎ চেতন-পুরুষের দৃশ্য। জড়মাত্রেই চেতনের উপভোগ্য, জড়স্বরূপ প্রকৃতি অব্যক্ত-ভাবে থাকিয়া পুরুষের ভোগ্য হয় না বলিয়া মহদাদিরূপে পরিণত হয়, ইহাকেই বলে সৃষ্টির প্রতি জীবের অদৃষ্ট কারণ, সৃষ্টি হইলেই জীবের ভোগ হইতে পারে। প্রলয়ের প্রতি জীবের অদৃষ্ট কারণ নহে, কারণ প্রলয়কালে ভোগ হয় না, অদৃষ্টাধীন সৃষ্টি ফুরাইলে আপনা হইতেই প্রলয় উপস্থিত হয়। হস্তক্রিয়া দ্বারা লোষ্টাদি উপরে ক্ষিপ্ত হয়, ক্রিয়াশক্তি নিবৃত্তি হইলে আপনা হইতেই লোষ্ট পতিত হয়, তদ্রূপ জীবের ভোগ জন্মাইবে বলিয়া প্রকৃতি সৃষ্টি করে, ভোগকাল অতীত হইলে স্বভাবতঃই কার্য্য জগৎ প্রকৃতিতে লীন হয় ইহাই প্রলয়কাল। প্রলয় অবস্থায় মহদাদি সমস্ত কার্য্যই প্রকৃতিরূপে প্রতিলোমে পরিণত হইলেও অদৃষ্টবশতঃ পুনর্ব্বার সৃষ্টির সময় অসঙ্কীর্ণরূপে সেই পুরুষের সেই বুদ্ধি, সেই ধর্ম্মাধর্ম্ম ইত্যাদিভাবে পুনর্ব্বার উৎপন্ন হয়, কদাচ তাহার ব্যতিক্রম হয় না, সুতরাং প্রলয়ের পর পাপচারীর সুখভোগ, পুণ্যবানের দুঃখভোগ ইত্যাদি বিশৃঙ্খল হইবার সম্ভাবনা নাই॥ ১৭॥

ভাষ্য। দৃশ্যস্বরূপমুচ্যতে।

সূত্র। প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং ভোগাপ-বর্গার্থং দৃশ্যম্॥ ১৮॥

ব্যাখ্যা। দৃশ্যম্ (অচেতনং জড়বর্গঃ) প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলং (প্রকাশঃ জ্ঞানং, ক্রিয়া প্রবৃত্তিঃ, স্থিতিঃ স্থগণং নিয়মনং, তৎশীলং স্বভাবো যস্য তৎ, সত্ত্ব-রজস্তম আত্মকম্) ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং (সূক্ষ্মস্থূলভূতরূপেণ ইন্দ্রিয়রূপেণ চ পরিণাম-শীলম্) ভোগাপবর্গার্থং (ভোগঃ বিষয়ানুভবঃ অপবর্গঃ মোক্ষঃ চ অর্থঃ প্রয়োজনং যস্য তৎ)॥ ১৮॥

তাৎপর্য্য। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়কে দৃশ্য বলে, সত্ত্বের স্বভাব প্রকাশ, রজের স্বভাব ক্রিয়া ও তমের স্বভাব স্থিতি, ভূতরূপে ও ইন্দ্রিয়রূপে ইহাদের পরিণাম হয়, উক্ত দৃশ্য পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ (মোক্ষ) সম্পাদন করে॥ ১৮॥

ভাষ্য। প্রকাশশীলং সত্ত্বং, ক্রিয়াশীলং রজঃ, স্থিতিশীলং তমঃ ইতি, এতে গুণাঃ পরস্পরোপরক্তপ্রবিভাগাঃ সংযোগবিভাগধর্ম্মাণঃ ইতরেতরোপাশ্রয়েণোপার্জ্জিতমূর্ত্তয়ঃ পরস্পরাঙ্গাঙ্গিত্বেঽপ্যসম্ভিন্ন-শক্তিপ্রবিভাগাঃ তুল্যজাতীয়াতুল্যজাতীয়শক্তিভেদানুপাতিনঃ প্রধান-বেলায়ামুপদর্শিতসন্নিধানা গুণত্বেঽপি চ ব্যাপারমাত্রেণ প্রধানান্ত-র্ণীতানুমিতাস্তিতাঃ পুরুষার্থকর্ত্তব্যতয়া প্রযুক্তসামর্থ্যাঃ সন্নিধিমাত্রোপ-কারিণঃ অয়স্কান্তমণিকল্পাঃ প্রত্যয়মন্তরেণৈকতমস্য বৃত্তিমনুবর্ত্তমানাঃ প্রধানশব্দবাচ্যা ভবন্তি, এতদ্দৃশ্যমিত্যুচ্যতে। তদেতদ্দৃশ্যং ভূতেন্দ্রিয়া-ত্মকং ভূতভাবেন পৃথিব্যাদিনা সূক্ষ্মস্থূলেন পরিণমতে, তথেন্দ্রিয়ভাবেন শ্রোত্রাদিনা সূক্ষ্মস্থূলেন পরিণমতে ইতি। তত্তু নাপ্রয়োজনং, অপিতু প্রয়োজনমুররীকৃত্য প্রবর্ত্তত ইতি ভোগাপবর্গার্থং হি তদ্দৃশ্যং পুরুষ-স্যেতি। তত্রেষ্টানিষ্টগুণস্বরূপাবধারণং অবিভাগাপন্নং ভোগঃ ভোক্তুঃ স্বরূপাবধারণং অপবর্গঃ ইতি, দ্বয়োরতিরিক্তমন্যদ্দর্শনং নাস্তি, তথা-চোক্তং "অয়ন্তু খলু ত্রিষু গুণেষু কর্ত্তৃষু অকর্ত্তরি চ পুরুষে তুল্যাতুল্য-জাতীয়ে চতুর্থে তৎক্রিয়াসাক্ষিণি উপনীয়মানান্ সর্ব্বভাবানুপপন্না ননুপশ্যন্নদর্শনমন্যচ্ছঙ্কতে" ইতি। তাবেতৌ ভোগাপবর্গৌ বুদ্ধিকৃতৌ বুদ্ধাবেব বর্ত্তমানৌ কথং পুরুষে ব্যপদিশ্যেতে ইতি, যথা বিজয়ঃ পরাজয়ো বা যোদ্ধৃষু বর্ত্তমানঃ স্বামিনি ব্যপদিশ্যেতে, স হি তস্য ফলস্য ভোক্তেতি, এবং বন্ধমোক্ষৌ বুদ্ধাবেব বর্ত্তমানৌ পুরুষে ব্যপদিশ্যেতে স হি তৎ ফলস্য ভোক্তেতি, বুদ্ধেরেব পুরুষার্থাপরিসমাপ্তির্বন্ধঃ, তদর্থাবসায়ো মোক্ষ ইতি। এতেন গ্রহণধারণোহাপোহতত্ত্বজ্ঞানাভি-

নিবেশা বুদ্ধৌ বর্ত্তমানাঃ পুরুষেঽধ্যারোপিতসদ্ভাবাঃ স হি তৎফলস্য ভোক্তেতি ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ। দৃশ্যের স্বরূপ বলা যাইতেছে, সত্বগুণের স্বভাব প্রকাশ (জ্ঞান), রজোগুণের স্বভাব ক্রিয়া (প্রবৃত্তি), তমোগুণের স্বভাব স্থিতি অর্থাৎ প্রকাশ ও ক্রিয়া প্রভৃতিকে হইতে না দেওয়া, ইহাদের প্রত্যেকের অংশ এক অপরের সহিত অনুরক্ত হয় অর্থাৎ সত্বগুণের কার্য্য প্রকাশ হইতে গেলে তামস ও রাজসের মিশ্রণ তাহাতে থাকিয়া যায়, তমঃ ও রজোগুণের কার্য্যেও এইরূপ জানিবে, উহারা ঐ ভাবেই (এক অপরের সাহায্য লইয়াই) পরিণত হয়। ইহারা পুরুষের সহিত সংযুক্ত ও বিযুক্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ বদ্ধপুরুষের সহিত সংযুক্ত এবং মুক্তপুরুষের সহিত বিযুক্ত হইয়া থাকে, ইতর গুণ ইতর গুণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মূর্ত্তি (পৃথিব্যাদি পরিণাম) লাভ করে, ইহাদের পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাব অর্থাৎ প্রধান অপ্রধানভাব থাকিলেও শক্তির সঙ্কর হয় না, সত্বগুণের প্রাধান্য অবস্থায় রজঃ ও তমোগুণ তাহার অঙ্গভাবে সাহায্য করে বলিয়া ঐ সত্বের কার্য্য প্রকাশ সুখ প্রভৃতিতে রাজস তামসের (দুঃখমোহের) সঙ্কর হয় না। ইহারা সমানজাতীয়রূপে সমবায়ী কারণ হয়, অসমানজাতীয়রূপে নিমিত্ত কারণ হয়, (তুল্যজাতীয় কারণই মিলিত হইয়া কার্য্য করে তাহাতে ভিন্নজাতীয়ের সংস্রব থাকে না এরূপ নিয়ম নহে, বিশেষ এই তুল্যজাতীয়ই সমবায়ী কারণ হয়, ভিন্নজাতীয় তাহার সহায়রূপে নিমিত্ত কারণ হইয়া থাকে) একটী গুণের প্রাধান্য সময়ে (প্রধানবেলায়াং ইহার অর্থ প্রধানত্ববেলায়াং, ভাবপ্রধাননির্দ্দেশ) অপর দুইটী গুণ, গুণ অর্থাৎ অপ্রধান হইলেও সহকারী-রূপে ঐ প্রধানে তাহাদের অস্তিতার (সত্তার) অনুমান হয়। ভোগ ও অপবর্গ-স্বরূপ পুরুষার্থ করিবে বলিয়াই ইহাদের শক্তির (কার্য্যজনন) বিনিয়োগ অর্থাৎ চালনা হয়। অয়স্কান্তমণি যেরূপ সন্নিধানে থাকিয়াই লৌহের উপকার করে, তদ্রূপ ইহারাও সন্নিহিত থাকিয়াই পুরুষের উপকার করে। ইহারা প্রত্যয় অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ নিমিত্ত ব্যতিরেকেই একটী বৃত্তির (পরিণামের) অনুগমন অপর দুইটী করে। এই গুণত্রয়ই উক্তরূপে প্রধান অর্থাৎ যাহা হইতে সমস্ত কার্য্য উৎপন্ন হয় এবং যাহাতে লয় পায় এই অর্থে প্রধানশব্দে অভিহিত হয়।

পরিণামের সহিত এই গুণত্রয়কেই দৃশ্য বলে। এই দৃশ্য গুণত্রয় ভূত ও ইন্দ্রিয়-রূপে পরিণত হয়, সূক্ষ্ম (তন্মাত্র) ও স্থূল (মহাভূত) এই দ্বিবিধ ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চভূত, এবং স্থূল সূক্ষ্ম অর্থাৎ অহঙ্কার ও চক্ষুরাদি দ্বিবিধ ইন্দ্রিয়রূপে পরিণত হয়। এই পরিণাম নিরর্থক নহে, কিন্তু কোনও একটী প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত হইয়া থাকে, এই দৃশ্য পুরুষের ভোগ (সুখদুঃখের সাক্ষাৎকার) ও মুক্তির নিমিত্ত পরিণত হয়। ইষ্টানিষ্ট (সুখদুঃখ) রূপ গুণস্বরূপের অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মক বুদ্ধিপরিণামের স্বরূপ নিশ্চয় বস্তুতঃ বুদ্ধিরই ধর্ম্ম হইলেও অবিভাগাপন্ন অর্থাৎ পুরুষে আরোপিত হইলে উহাকে ভোগ বলে, পুরুষের স্বরূপবোধকে অপবর্গ অর্থাৎ মুক্তির কারণ বলে। এই ভোগ ও অপবর্গরূপ উভয়ের অতিরিক্ত আর কোনও দর্শন (প্রয়োজন) নাই। পঞ্চশিখাচার্য্য বলিয়াছেন, গুণত্রয় কর্ত্তা, পুরুষ কর্ত্তা নহে, ঐ গুণত্রয়কে অপেক্ষা করিয়া চতুর্থ, স্বচ্ছ ও সূক্ষ্ম বলিয়া গুণত্রয়ের তুল্যজাতীয় এবং চেতন বলিয়া জড়গুণত্রয়ের অতুল্যজাতীয় ঐ পুরুষ গুণত্রয়ের ক্রিয়ার অর্থাৎ পরিণামের সাক্ষী অর্থাৎ দ্রষ্টা, গুণত্রয়ের (বুদ্ধির) ধর্ম্ম সুখদুঃখাদি পুরুষে প্রতীয়মান হয় বলিয়া যেন বস্তুতঃই পুরুষের ধর্ম্ম এইরূপে সাধারণতঃ অজ্ঞ লোকেরা মনে করে, পুরুষের উক্তরূপে প্রতীয়মান সুখদুঃখাদি বিশিষ্টরূপ হইতে পৃথক্ যে একটী কূটস্থ নির্গুণ স্বরূপ আছে তাহার শঙ্কাও করে না। ভোগ ও অপবর্গ এই দুইটী বুদ্ধির ধর্ম্ম কিরূপে পুরুষের বলিয়া বোধ হয় তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বলা যাইতেছে, যেমন জয় ও পরাজয় উভয়ই সৈনিক পুরুষের ধর্ম্ম তথাপি তাহা স্বামীর বলিয়া ব্যবহার হইয়া থাকে, ("অমুক রাজা জয়লাভ করিয়াছেন," "অমুকে পরাজিত হইয়াছেন," হয়ত উভয় রাজাই সংগ্রামক্ষেত্রেও পদার্পণ করেন নাই), ঐরূপ ব্যবহারের কারণ জয় ও পরাজয়ের ফলভোগ (রাজ্যলাভ, রাজ্যনাশ) স্বামীরই হইয়া থাকে, তদ্রূপ বন্ধ ও মোক্ষ বস্তুতঃ বুদ্ধিতেই থাকে, পুরুষে ফলভোগ করে বলিয়া তাহার বলিয়া মিথ্যা ব্যবহার হইয়া থাকে। ভোগাপবর্গরূপ পুরুষার্থ সম্পাদন করা শেষ না হওয়াই বুদ্ধির বন্ধ, উহার পরিসমাপ্তিই মোক্ষ। এইরূপে বুদ্ধিতে বর্ত্তমান গ্রহণাদি ধর্ম্মও পুরুষে আরোপিত হইয়া থাকে, কারণ পুরুষ উহার ফলভোগ করে, স্বরূপতঃ অর্থ-জ্ঞানকে গ্রহণ বলে, স্মৃতির নাম ধারণ, পদার্থ সকলের বিশেষ তর্কের নাম ঊহ, পদার্থে সমারোপিত (ভ্রান্তিকল্পিত) ধর্ম্মের নিরাস করাকে অপোহ বলে, উক্ত

ঊহ ও অপোহ দ্বারা পদার্থের অবধারণকে তত্বজ্ঞান বলে, উক্ত তত্বজ্ঞান হইলে এইটী করিব কি না ইহার স্থিরতার নাম অভিনিবেশ ॥ ১৮ ॥

মন্তব্য। গুণত্রয়ের মধ্যে যখন যে গুণটী প্রধান হয় তখন তাহারই বৃত্তি বিশেষরূপে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে, যেমন দেবশরীর উৎপন্ন হইলে তাহাতে সত্বগুণ প্রধান, রজঃ ও তমোগুণ তাহার অঙ্গ। মনুষ্যশরীরে রজোগুণ প্রধান, সত্ব ও তমোগুণ তাহার অঙ্গ। পশুপক্ষীর শরীরে তমোগুণ প্রধান, সত্ব ও রজঃ তাহার অঙ্গ হয়।

গুণত্রয় এক অপরের অনুসরণ করে ইহাতে ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রযোজক নহে, উহা কেবল প্রতিবন্ধ নিবৃত্তি করে, "নিমিত্তম প্রযোজকং" ইত্যাদি সূত্রে বিশেষরূপে বলা যাইবে।

দৃশ্য গুণত্রয় পরস্পর অনাদি কাল হইতে সম্বন্ধ আছে, ইহাদের সংযোগ বিয়োগ নাই, ইহারা পরস্পর পরস্পরের সহায় হইয়া থাকে ;

অন্যোঽন্যমিথুনাঃ সর্ব্বে সর্ব্বে সর্ব্বত্রগামিনঃ।
রজসো মিথুনং সত্বং সত্বস্য মিথুনং রজঃ॥
তমসশ্চাপি মিথুনে তে সত্বরজসী উভে।
উভয়োঃ সত্বরজসোর্মিথুনং তম উচ্যতে॥
নৈষামাদিঃ সম্প্রয়োগো বিয়োগো বোপলভ্যতে।

বন্ধ বা মোক্ষ উভয়ই পুরুষে আরোপিত, বস্তুতঃ উক্ত উভয় প্রকৃতিরই হইয়া থাকে, "তস্মাৎ ন বধ্যতেঽসৌ ন মুচ্যতে নাপি সংসরতি কশ্চিৎ। সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ নানাশ্রয়া প্রকৃতিরিতি।" জপাকুসুম সন্নিধানে স্ফটিকের লৌহিত্যের ন্যায় বুদ্ধির সমস্ত ধর্ম্মই পুরুষে আরোপিত হয় মাত্র, জপাকুসুমকে দূরে রাখিলে যেমন স্ফটিকে আর লৌহিত্য হয় না তদ্রূপ বুদ্ধিও পুরুষের সম্বন্ধ (ভোগ্যভোক্তৃভাব) বিদূরিত হইলেই পুরুষের মুক্তি হয় ॥ ১৮ ॥

ভাষ্য। দৃশ্যানান্তু গুণানাং স্বরূপভেদাবধারণার্থমিদমারভ্যতে।

সূত্র। বিশেষাবিশেষলিঙ্গমাত্রালিঙ্গানি গুণপর্ব্বাণি॥ ১৯ ॥

ব্যাখ্যা। গুণপর্ব্বাণি (গুণানাং সত্বাদীনাং পর্ব্বাণি পরিণামাঃ অবস্থা-বিশেষা ইতি) বিশেষাবিশেষলিঙ্গমাত্রালিঙ্গানি (বিশেষাঃ পঞ্চমহাভূতানি

ইন্দ্রিয়াণি চ, অবিশেষাঃ তন্মাত্রাণি অস্মিতা চ, লিঙ্গমাত্রং মহৎ, অলিঙ্গং প্রধানং, গুণাশ্চতুর্বিভাগাঃ ইত্যর্থঃ) ॥ ১৯ ॥

তাৎপর্য্য। গুণস্বরূপ চারি প্রকার, বিশেষ অর্থাৎ একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত, অবিশেষ পঞ্চতন্মাত্র ও অহঙ্কার, লিঙ্গমাত্র মহত্তত্ত্ব ও অলিঙ্গ অর্থাৎ প্রধান ॥ ১৯ ॥

ভাষ্য। তত্রাকাশবায্বগ্ন্যুদকভূময়ো ভূতানি শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধ-তন্মাত্রাণামবিশেষাণাং বিশেষাঃ। তথা শ্রোত্রত্বক্‌চক্ষুর্জিহ্বাঘ্রাণানি বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি, বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থানি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি, একাদশং মনঃ সর্ব্বার্থং, ইত্যেতান্যস্মিতালক্ষণস্যাবিশেষস্য বিশেষাঃ। গুণানামেষ ষোড়শকো বিশেষপরিণামঃ। ষড়বিশেষাঃ, তদ্‌যথা শব্দতন্মাত্রং, স্পর্শতন্মাত্রং, রূপতন্মাত্রং, রসতন্মাত্রং, গন্ধতন্মাত্রঞ্চ, ইত্যেকদ্বিত্রি-চতুষ্পঞ্চলক্ষণাঃ শব্দাদয়ঃ পঞ্চাবিশেষাঃ, ষষ্ঠশ্চাবিশেষোঽস্মিতামাত্র ইতি, এতে সত্তামাত্রস্যাত্মনো মহতঃ ষড়বিশেষপরিণামাঃ, যৎ তৎপর-মবিশেষেভ্যো লিঙ্গমাত্রং মহত্তত্ত্বং তস্মিন্নেতে সত্তামাত্রে মহত্যাত্মন্যব-স্থায় বিবৃদ্ধিকাষ্ঠামনুভবন্তি, প্রতিসংসৃজ্যমানাশ্চ তস্মিন্নেব সত্তামাত্রে মহত্যাত্মন্যবস্থায় যত্তন্নিঃসত্তাসত্তং নিঃসদসৎ নিরসৎ অব্যক্তমলিঙ্গং প্রধানং তৎপ্রতিয়ন্তীতি, এষ তেষাং লিঙ্গমাত্রঃ পরিণামঃ, নিঃসত্তা-ঽসত্তঞ্চালিঙ্গপরিণাম ইতি, অলিঙ্গাবস্থায়াং ন পুরুষার্থো হেতুঃ, নালিঙ্গাবস্থায়ামাদৌ পুরুষার্থতা কারণং ভবতীতি ন তস্যাঃ পুরুষার্থতা কারণং ভবতীতি, নাসৌ পুরুষার্থকৃতেতি নিত্যাখ্যায়তে, ত্রয়াণান্ত্ববস্থা-বিশেষাণামাদৌ পুরুষার্থতাকারণং ভবতি স চার্থো হেতুর্নিমিত্তং কারণং ভবতীত্যনিত্যাখ্যায়তে, গুণাস্তু সর্ব্বধর্ম্মানুপাতিনো ন প্রত্যস্তময়ন্তে নোপজায়ন্তে ব্যক্তিভিরেবাতীতানাগতব্যয়াগমবতীভি-র্গুণান্বয়িনীভিরুপজনাপায়ধর্ম্মকা ইব প্রত্যবভাসন্তে, যথা দেবদত্তো দারিদ্রাতি, কস্মাৎ ? যতোঽস্য ম্রিয়ন্তে গাব ইতি গবামেব মরণাত্তস্য

দরিদ্রাণং ন স্বরূপহানাদিতি সমঃ সমাধিঃ। লিঙ্গমাত্রং অলিঙ্গস্য প্রত্যাসন্নং তত্র তৎ সংসৃষ্টং বিবিচ্যতে ক্রমানতিবৃত্তেঃ, তথা ষড় বিশেষাঃ লিঙ্গমাত্রে সংসৃষ্টা বিবিচ্যন্তে, পরিণামক্রমনিয়মাৎ তথা তেষ্ববিশেষেষু ভূতেন্দ্রিয়াণি সংসৃষ্টানি বিবিচ্যন্তে, তথাচোক্তং পুরস্তাৎ, ন বিশেষেভ্যঃ পরং তত্ত্বান্তরমস্তি ইতি বিশেষাণাং নাস্তি তত্ত্বান্তরপরিণামঃ, তেষান্তু ধর্ম্মলক্ষণাবস্থাপরিণামা ব্যাখ্যায়িষ্যন্তে ॥১৯॥

অনুবাদ। দৃশ্যগুণ সমুদায়ের বিভাগ দেখাইবার নিমিত্ত সূত্রের আরম্ভ হইয়াছে। শান্ত ঘোর মূঢ়রূপ বিশেষ রহিত শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ তন্মাত্রগণের যথাক্রমে আকাশ বায়ু অগ্নি জল ও ক্ষিতি বিশেষ (সর্ব্বত্রই কারণকে অপেক্ষা করিয়া কার্য্যকে বিশেষ বলা যাইবে)। অস্মিতা স্বরূপ অবিশেষের সত্বগুণের প্রাধান্য অবস্থায় শ্রোত্র ত্বক্ চক্ষুঃ রসনা ঘ্রাণ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, রজঃ প্রধান অস্মিতার (অহঙ্কারের) বাক্ পাণি পাদ পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, সত্ব ও রজোগুণের তুল্যরূপে, কর্ম্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয় উভয়ের উপযোগী মনঃ বিশেষ অর্থাৎ কার্য্য। গুণ সমুদায়ের উল্লিখিত ষোড়শটী বিশেষ পরিণাম, (ইহারা অন্য কোনও তত্ত্বের কারণ নহে সুতরাং কাহাকেও অপেক্ষা করিয়া অবিশেষ হয় না। অবিশেষ পরিণাম ছয়টী যথা শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র। ইহাদের মধ্যে শব্দতন্মাত্রের কেবল শব্দগুণ, স্পর্শতন্মাত্রের শব্দস্পর্শ দুইটী গুণ, রূপতন্মাত্রের শব্দ স্পর্শ রূপ তিনটী গুণ, রসতন্মাত্রের শব্দ স্পর্শ রূপ রস চারিটী গুণ, গন্ধতন্মাত্রের শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ পাঁচটী গুণ (উক্ত তন্মাত্রকেই সূক্ষ্মভূত বলে) এইরূপে ক্রমশঃ এক একটী গুণ বৃদ্ধি যুক্ত শব্দাদি পাঁচটীকে অবিশেষ বলে। ষষ্ঠ অবিশেষের নাম অস্মিতামাত্র। এই ছয়টী অবিশেষ সত্তামাত্র (পুরুষের প্রয়োজন সিদ্ধি করে, অতএব মহত্তত্ত্ব সত্তামাত্র অর্থাৎ যথার্থ বস্তু, তুচ্ছ নহে) মহত্তত্ত্বরূপ আত্মার পরিণাম। অবিশেষ সকল হইতে পর অর্থাৎ পূর্ব্বোৎপন্ন দীর্ঘকালস্থায়ী যে লিঙ্গমাত্র মহত্তত্ত্ব সেই সত্তামাত্র মহত্তত্ত্বে থাকিয়া (সৎকার্য্য বলিয়া উৎপত্তির পূর্ব্বেও কার্য্য সূক্ষ্মভাবে থাকে) এই অবিশেষ সকল বৃদ্ধির কাষ্ঠা অর্থাৎ পরিণামের শেষ প্রাপ্ত হয়, গো ঘটাদি পর্য্যন্ত অন্ত্যাবয়বীভাবে পরিণত হয়।

প্রলয় অবস্থায় (উৎপত্তির বিপরীত ক্রমে) পুনর্ব্বার ঐ মহত্তত্ত্বে অবস্থিত হইয়া ক্রমে প্রকৃতিতে লীন হয়, ঐ প্রকৃতি পুরুষার্থ সম্পন্ন করিতে পারে না, (মহত্তত্ব অর্থাৎ বুদ্ধিরূপে পরিণত হইলেই প্রকৃতি পুরুষার্থ করিতে পারে, মূল প্রকৃতি অবস্থায় পারে না) বলিয়া নিঃসত্তা অর্থাৎ সত্তাহীন এবং তুচ্ছ নহে (তুচ্ছ হইলে সকলের উপাদান হইত না) বলিয়া নিঃ অসৎ অর্থাৎ অসত্তাহীন (বস্তু সৎ, এস্থলে সত্তাশব্দে বর্ত্তমানতা নহে, কিন্তু পুরুষার্থক্রিয়াকারিতা); অবিশেষ সমুদায় মহত্তত্বে থাকিয়া উক্তবিধ অলিঙ্গ অর্থাৎ যেটী কার্য্যভাবে কাহারও লিঙ্গ অর্থাৎ অনুমাপক নহে সেই অব্যক্ত প্রধানে লীন হয়, এইটী অর্থাৎ মহত্তত্বটী গুণ সমুদায়ের লিঙ্গমাত্র পরিণাম। পূর্ব্বোক্ত নিঃসত্তাসত্তরূপ প্রধানকেই অলিঙ্গ পরিণাম বলে। পুরুষার্থটী অলিঙ্গাবস্থার প্রতি হেতু নহে, এই অলিঙ্গ অবস্থায় ভোগ ও অপবর্গরূপ পুরুষার্থ সম্পাদিত হয় না সুতরাং পুরুষার্থ তাহার কারণ হইতে পারে না, এ নিমিত্ত প্রকৃতিকে নিত্য বলা যায়। বিশেষ, অবিশেষ ও লিঙ্গমাত্র এই তিনটী গুণের অবস্থার প্রতি পুরুষার্থ কারণ হয় বলিয়া উক্ত অবস্থাত্রয়কে অনিত্য বলে। মহদাদি সমস্ত পরিণামেই সত্বাদি গুণত্রয়ের অনুগম আছে, এই গুণত্রয়ের উৎপত্তি বিনাশ নাই। অতীত অনাগত ক্ষয় উদয় প্রভৃতি ধর্ম্মবিশিষ্ট এবং গুণত্রয়ে সম্বদ্ধ কার্য্য সমুদায়ের ধর্ম্ম ঐ মূল-কারণে আরোপিত হইয়াও বোধ হয় যেন মূল প্রকৃতি জন্মিতেছে নষ্ট হইতেছে, এই উৎপত্তিবিনাশ মূল প্রকৃতির কার্য্যবশতঃই হইয়া থাকে স্বরূপতঃ নহে। যেমন দেবদত্ত (কাহারও নাম) দরিদ্র হইয়াছে, কারণ উহার সমস্ত গো নষ্ট হইয়াছে এস্থলে গোর নাশবশতঃই দেবদত্তের দারিদ্র্য, দেবদত্তের স্বরূপনাশ-বশতঃ নহে, প্রকৃতস্থলে ঐরূপ সমান সিদ্ধান্ত অর্থাৎ কার্য্যের নাশেই প্রকৃতির নাশ ব্যবহার হয় স্বরূপ নাশে নহে। লিঙ্গমাত্র মহত্তত্ব অলিঙ্গ প্রধানরূপে অবস্থিত থাকিয়া তাহা হইতে পৃথক্‌ভাবে আবির্ভূত হয়, কারণ উৎপত্তির ক্রমের পরিবর্ত্তন হয় না। এইরূপে অবিশেষ ছয়টী তত্ব মহত্তত্বে অবস্থিত থাকিয়া তাহা হইতে পৃথক্‌ভাবে আবির্ভূত হয়, যেহেতু পরিণাম ক্রমের নিয়ম (এইরূপেই হইবে এতাদৃশ) আছে। পঞ্চমহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয় ইহারা উক্ত অবিশেষে অবস্থিত থাকিয়া পৃথক্‌ভাবে আবির্ভূত হয়, বিশেষ ষোলটীর পর আর তত্বান্তর নাই একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বিশেষ ষোলটীর তত্বান্তর-

রূপে পরিণাম হয় না কিন্তু ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থারূপ পরিণাম হয় একথা অগ্রে তৃতীয় অধ্যায়ের ১৩ সূত্রে বলা যাইবে ॥ ১৯ ॥

মন্তব্য। তন্মাত্র পঞ্চকের এক একটীর এক একটী স্বকীয় গুণ, আকাশের শব্দ, বায়ুর স্পর্শ, তেজের রূপ, জলের রস ও ক্ষিতির গন্ধ গুণ, কারণের গুণ কার্য্যে সংক্রমিত হওয়ায় যথোত্তর এক একটী অতিরিক্ত গুণ হয়, যেমন বায়ুর নিজের স্পর্শ ও কারণ আকাশের শব্দ গুণ লইয়া শব্দ স্পর্শগুণ হয়।

প্রকৃতি হইতে মহাভূত পর্য্যন্ত চতুর্ব্বিংশতি জড়তত্বই দ্রব্যপদার্থ, সত্বাদি-গুণত্রয় নৈয়ায়িকের অভিমত গুণ নহে, উহারা দ্রব্য পদার্থ ; কেবল গুণের ন্যায় পুরুষরূপ পশুকে বন্ধন করে বলিয়া এবং ত্রিগুণাত্মক রজ্জু সদৃশ ইহারাও সর্ব্বদা জড়িত থাকে বলিয়া গুণ বলিয়া ব্যবহার হয়।

নৈয়ায়িকগণ পরমাণুতে অবয়ব ধারার বিশ্রান্তি স্বীকার করিয়াছেন, প্রধান বাদী সাংখ্য পাতঞ্জল উহা হইতেও সূক্ষ্মভাবে তিনটী তত্ব স্বীকার করেন, তাহাই অহঙ্কার, মহৎ ও মূল প্রকৃতি। কোথাও বা প্রত্যক্ষ, কোথাও বা অনুমান দ্বারা জানা যায় সূক্ষ্মতম অবয়বরাশি ক্রমশঃ একত্র মিলিত হইয়া বৃহত্তর অবয়বী উৎপন্ন করে। অতি ক্ষুদ্র একটী বটবীজ কখনই একেবারে অতি বৃহৎ বটতরুরূপে পরিণত হয় না, উহাতে ক্রমশঃ অবয়ব উপচয় হইয়া পরিণামে অতি বৃহৎ বটবৃক্ষ হয়। গুণত্রয়রূপ প্রধান হইতেও একেবারে মহাভূত হয় না, ক্রমশঃ এক একটী অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া উত্তরকালে ভূত ও ইন্দ্রিয়রূপে পরিণাম হয়, মধ্যবর্ত্তী অবস্থা সমুদায়ের নাম মহত্তত্ব, অহঙ্কার-তত্ব ও পঞ্চতন্মাত্র ॥ ১৯ ॥

ভাষ্য। ব্যাখ্যাতং দৃশ্যং, অথ দ্রষ্টুঃ স্বরূপাবধারণার্থমিদমারভ্যতে।

সূত্র। দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ ॥২০॥

ব্যাখ্যা। দ্রষ্টা (পুরুষঃ) দৃশিমাত্রঃ (চৈতন্যস্বরূপঃ, নতু চেতনাবান্) শুদ্ধোঽপি (ধর্ম্মরহিতোঽপি) প্রত্যয়ানুপশ্যঃ (প্রত্যয়ান্ বুদ্ধিবৃত্তীঃ অনুপশ্যতি স্বকীয়ত্বেন অধ্যবস্যতি) ॥ ২০ ॥

তাৎপর্য্য। পুরুষ জ্ঞানস্বরূপ স্বভাবতঃ নির্গুণ নির্দ্ধর্ম্মক হইলেও বুদ্ধিবৃত্তির আরোপ হওয়ায় সগুণের ন্যায় ভাসমান হয় ॥ ২০ ॥

ভাষ্য। দৃশিমাত্র ইতি দৃক্‌শক্তিরেব বিশেষণা পরামৃষ্টেত্যর্থঃ, স পুরুষো বুদ্ধেঃ প্রতিসংবেদী, সবুদ্ধেঃ ন সরূপো নাত্যন্তং বিরূপ ইতি। ন তাবৎ সরূপঃ, কস্মাৎ? জ্ঞাতাজ্ঞাতবিষয়ত্বাৎ পরিণামিনী হি বুদ্ধিঃ, তস্যাশ্চ বিষয়ো গবাদির্ঘটাদির্বা জ্ঞাতশ্চাজ্ঞাতশ্চেতি পরিণামিত্বং দর্শয়তি, সদা জ্ঞাতবিষয়ত্বন্তু পুরুষস্য অপরিণামিত্বং পরিদীপয়তি, কস্মাৎ, ন হি বুদ্ধিশ্চ নাম পুরুষবিষয়শ্চ স্যাদ্‌গৃহীতাঽগৃহীতা চ, ইতি সিদ্ধং পুরুষস্য সদা জ্ঞাতবিয়য়ত্বং, ততশ্চাপরিণামিত্বমিতি। কিঞ্চ পরার্থা বুদ্ধিঃ সংহত্যকারিত্বাৎ, স্বার্থঃ পুরুষ ইতি, তথা সর্ব্বার্থাধ্যবসায়কত্বাৎ ত্রিগুণা বুদ্ধিঃ, ত্রিগুণত্বাদচেতনেতি, গুণানাং তূপদ্রষ্টা পুরুষ ইতি, অতো ন সরূপঃ। অস্তু তর্হি বিরূপ ইতি, নাত্যন্তং বিরূপঃ, কস্মাৎ, শুদ্ধোঽপ্যসৌ প্রত্যয়ানুপশ্যো যতঃ প্রত্যয়ং বৌদ্ধমনুপশ্যতি, তমনুপশ্যন্ন তদাত্মাঽপি তদাত্মক ইব প্রত্যবভাসতে। তথাচোক্তং "অপরিণামিনী হি ভোক্তৃশক্তিরপ্রতিসংক্রমা চ পরিণামিন্যর্থে প্রতিসংক্রান্তেব তদ্বৃত্তিমনুপততি তস্যাশ্চ প্রাপ্তচৈতন্যোপগ্রহরূপায়া বুদ্ধিবৃত্তেরনুকারমাত্রতয়া বুদ্ধিবৃত্ত্যবিশিষ্টা হি জ্ঞানবৃত্তিরিত্যাখ্যায়তে ॥ ২০ ॥

অনুবাদ। দৃশ্যের ব্যাখ্যা হইয়াছে, দ্রষ্টার বিষয় বলিবার নিমিত্ত এই সূত্রের আরম্ভ হইতেছে। দ্রষ্টা দৃশিমাত্র, এই মাত্র শব্দ বলায় দৃক্‌শক্তিই অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ আত্মাই দ্রষ্টা বুঝাইয়াছে, উহাতে কোনওরূপ বিশেষণের (ধর্ম্মের) পরামর্শ (সম্বন্ধ) নাই। এই পুরুষ বুদ্ধির প্রতিসংবেদী অর্থাৎ বুদ্ধিদর্পণে পুরুষের ছায়া পড়িয়া বুদ্ধির ধর্ম্ম পুরুষের বলিয়া অনুভব হয়। এই পুরুষ বুদ্ধির স্বরূপ অর্থাৎ তুল্যরূপ নহে, অত্যন্ত বিপরীত স্বভাবও নহে। পুরুষ বুদ্ধির স্বরূপ নহে কারণ বুদ্ধির বিষয় গবাদি ও ঘটাদি কখনও জ্ঞাত হয় কখনও বা অজ্ঞাত থাকে, কারণ বুদ্ধি কখনও ঘটাদির আকার ধারণ করে (ইহাকেই জন্যজ্ঞান বলে) কখনও বা করে না সুতরাং পরিণামিনী। পুরুষের বিষয় বুদ্ধিবৃত্তি সর্ব্বদাই জ্ঞাত থাকে, সুতরাং পুরুষের পরিণাম নাই। বুদ্ধি পুরুষের বিষয় হইয়া অর্থাৎ বৃত্তি-

মতী হইয়া জ্ঞাতও হয় অজ্ঞাতও হয় এরূপ হইতে পারে না অতএব পুরুষের বিষয় সর্ব্বদা জ্ঞাত একথা সিদ্ধ হওয়ায় পুরুষ অপরিণামী ইহাও স্থির হইল। আরও কথা এই অর্থাৎ বুদ্ধি ও পুরুষের বৈরূপ্যের কারণান্তর এই, বুদ্ধি পরার্থ অর্থাৎ পরের প্রয়োজন সিদ্ধি করে, কারণ সংহত্যকারী অর্থাৎ শরীর ইন্দ্রিয়াদির সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করে। পুরুষ স্বার্থ অর্থাৎ পরের প্রয়োজন সিদ্ধি করে না। শান্ত ঘোর ও মূঢ়রূপ অর্থাকারে পরিণত হইয়া বুদ্ধি উক্ত অর্থ সমুদায়কে বিষয় করে, সুতরাং ত্রিগুণাত্মক অতএব অচেতন; পুরুষ ওরূপ নহে, উহা পরিণত হয় না, কেবল বুদ্ধিবৃত্তির উপদ্রষ্টা অর্থাৎ সাক্ষীভাবে জ্ঞাতা, অতএব পুরুষ বুদ্ধির সরূপ নহে। যদি সরূপ না হইল তবে বিরূপ হউক, না, অত্যন্ত বিরূপও নহে, কারণ পুরুষ শুদ্ধ অর্থাৎ নির্গুণ হইলেও প্রত্যয়ানুপশ্য অর্থাৎ প্রত্যয়কে (বুদ্ধিকে) দর্শন করে নিজের বলিয়া বোধ করে। এইরূপে বুদ্ধির অনুকরণ করিয়া পুরুষ সুখদুঃখাদি জড়স্বভাব না হইয়াও তদাত্মক হয়, সুখদুঃখাদি ধর্ম্মবিশিষ্টের ন্যায় জ্ঞাত হয়। পঞ্চশিখাচার্য্য বলিয়াছেন, "ভোক্তৃ-শক্তি পুরুষের পরিণাম নাই, উহার প্রতিসংক্রম অর্থাৎ প্রতিসঞ্চার হয় না, বুদ্ধিনামক পদার্থ বিষয়াকারে পরিণত হইলে তাহাতে প্রতিসংক্রান্তের ন্যায় হইয়া (ছায়া পড়িয়া যেন তদ্রূপই হইয়া) বুদ্ধির বৃত্তি প্রকাশ করে অর্থাৎ আপনার বলিয়া অভিমান করে। চৈতন্যের উপগ্রহ (উপরাগ) অর্থাৎ ছায়া-প্রাপ্ত বুদ্ধির অনুকরণ করে বলিয়া জ্ঞানবৃত্তি পুরুষকে বুদ্ধিবৃত্তির অপৃথক্ বৃত্তি অর্থাৎ সমান ধর্ম্মক বলিয়া ব্যবহার হয়, বুদ্ধির বৃত্তিকেই যেন পুরুষের বৃত্তি বলিয়া ভান হয়" ॥ ২০ ॥

মন্তব্য। চেতন পুরুষ মানিবার কারণ উহার ছায়া পড়িয়া বুদ্ধিও চেতন হয়, বুদ্ধির চৈতন্যলাভের নিমিত্তই চিৎস্বভাব পুরুষ স্বীকার করিতে হয়, ব্যবহার দশায় শুদ্ধ পুরুষ দ্বারা কোন কার্য্যই হয় না, উহা বুদ্ধিসম্বদ্ধ পুরুষ দ্বারাই চলিয়া থাকে। নৈয়ায়িকের অনন্ত অনুব্যবসায় জ্ঞানের স্থানে সাংখ্য পাতঞ্জল এক চৈতন্যবান্ পুরুষ স্বীকার করে। চন্দ্রবিম্ব জলে পতিত হইলে জলের কম্পনের সহিত বোধ হয় যেন প্রকৃত চন্দ্রই কাঁপিতেছে, তদ্রূপ বুদ্ধিতে পুরুষের ছায়া পড়িলে বুদ্ধির ধর্ম্ম পুরুষে আরোপ হয়। এই স্থলে বাচস্পতি ও বিজ্ঞান ভিক্ষুর মতভেদ আছে, বাচস্পতি কেবল বুদ্ধিতেই পুরুষের ছায়া স্বীকার

করিয়াছেন । বিজ্ঞান ভিক্ষুর মতে উভয়ের ছায়াই উভয়ে পতিত হয় । বুদ্ধিতে পুরুষের ছায়া পড়িলে ঐ ছায়াবিশিষ্ট বিষয়াকারে পরিণত বুদ্ধির ছায়া পুরুষে পড়ে, ইহাতেই জ্ঞানে আত্মারও অবভাস হয় । প্রথমাধ্যায়ে "বৃত্তিসারূপ্যমিত-রত্র" এই সূত্রে বিশেষ বলা হইয়াছে ॥ ২০ ॥

সূত্র । তদর্থ এব দৃশ্যস্যাত্মা ॥২১ ॥

ব্যাখ্যা । দৃশ্যস্য (ভোগ্যস্য বুদ্ধ্যাদেঃ) আত্মা (স্বরূপম্) তদর্থ এব (পুরুষার্থ এব, বিজ্ঞেয় ইতি শেষঃ ॥ ২১ ॥

তাৎপর্য্য । বুদ্ধ্যাদি সমস্ত ভোগ্য জড়বর্গের স্বরূপ পুরুষার্থই সম্পাদন করে, উহাদের স্বার্থ প্রবৃত্তি কিছুই নাই ॥ ২১ ॥

ভাষ্য । দৃশিরূপস্য পুরুষস্য কর্ম্মরূপতামাপন্নং দৃশ্যমিতি তদর্থ এব দৃশ্যস্যাত্মা স্বরূপং ভবতীত্যর্থঃ । তৎ স্বরূপং তু পররূপেণ প্রতি-লব্ধাত্মকং ভোগাপবর্গার্থতায়াং কৃতায়াং পুরুষেণ ন দৃশ্যতে ইতি । স্বরূপহানাদস্য নাশঃ প্রাপ্তঃ, নতু বিনশ্যতি ॥ ২১ ॥

অনুবাদ । বুদ্ধ্যাদি জড়বর্গ দৃশিরূপ চেতনস্বরূপ পুরুষের জ্ঞানের বিষয় হইয়াই দৃশ্য হয় "জ্ঞেয় হয়", অতএব ঐ দৃশ্যের স্বরূপ পুরুষার্থ ভোগ ও অপবর্গ সম্পাদনের নিমিত্তই হইয়া থাকে । এই দৃশ্যের স্বরূপ পররূপ অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ দ্বারাই প্রতিলব্ধাত্মক হয় অর্থাৎ দৃশ্যনামক নিজের স্বরূপ লাভ করে, ভোগ ও অপবর্গরূপ পুরুষার্থ সিদ্ধি হইলে আর পুরুষের দ্বারা দৃষ্ট হয় না । যদি দৃশ্য না হয় তবে স্বরূপ দৃশ্যভাব বিনষ্ট হইলে বুদ্ধ্যাদির বিনাশ হউক, না, তাহা হইবে না, বুদ্ধ্যাদির অত্যন্ত উচ্ছেদ হইবে না ॥ ২১ ॥

মন্তব্য । দৃশ্যমাত্রই পরার্থ, ঐ পর (যাহার প্রয়োজনসাধনে বুদ্ধ্যাদির প্রবৃত্তি হয়) দৃশ্য অর্থাৎ জড় হইলে সেটীও পরার্থ হয়, এইরূপে অনবস্থা হইয়া যায়, অতএব উক্ত পরটী দৃশ্য নহে, কিন্তু চেতন আত্মা । দৃশ্যমাত্রই সুখদুঃখাদি স্বরূপ, উহারা অনুকূল ও প্রতিকূল স্বভাব, অর্থাৎ কাহারও অনুকূলে কাহারও প্রতিকূলে হয়, আপনার অনুকূল আপনি হইতে পারে না তাহাতে যেটী কর্ত্তা সেইটীই কর্ম্ম এইরূপে কর্ম্মকর্তৃ বিরোধ হয়, অতএব দৃশ্য সমুদায়ের অনুকূলনীয়

(যাঁহার অনুকূলে হয়) ও প্রতিকূলনীয় (যাঁহার প্রতিকূলে হয়) অতিরিক্ত কেহ আছে, সেইটাই পুরুষ আত্মা। ইহার বিশেষ বিবরণ "সংঘাতপরার্থত্বাৎ" ইত্যাদি কারিকায় আছে ॥ ২১ ॥

ভাষ্য। কস্মাৎ?

সূত্র। কৃতার্থং প্রতি নষ্টমপ্যনষ্টং তদন্যসাধারণত্বাৎ ॥ ২২ ॥

ব্যাখ্যা। কৃতার্থং প্রতি (জাতভোগাপবর্গং মুক্তং প্রতি) নষ্টমপি (অদর্শনং নির্ব্যাপারমপি) অনষ্টং (অনুচ্ছিন্নং) তদন্যসাধারণত্বাৎ (মুক্তেতর সর্ব্বানেব পুরুষান্ প্রতি একস্যৈব প্রধানস্য কার্য্যকারিত্বাৎ, নষ্টমপি দৃশ্যং ন নষ্টমিত্যর্থঃ) ॥ ২২ ॥

তাৎপর্য্য। যদিচ মুক্তপুরুষ সম্বন্ধে প্রধান কোনই কার্য্য করে না, তথাপি তদ্ভিন্ন বদ্ধপুরুষের ভোগাপবর্গ সম্পাদন করে, অতএব প্রধান অনিত্য নহে ॥ ২২ ॥

ভাষ্য। কৃতার্থমেকং পুরুষং প্রতি দৃশ্যং নষ্টমপি নাশং প্রাপ্তমপি অনষ্টং তদ্ অন্যপুরুষসাধারণত্বাৎ। কুশলং পুরুষং প্রতি নাশং প্রাপ্তমপ্যকুশলান্ পুরুষান্ প্রত্যকৃতার্থমিতি তেষাং দৃশেঃ কর্ম্মবিষয়তামাপন্নং লভতে এব পররূপেণাত্মরূপমিতি, অতশ্চ দৃগদর্শনশক্ত্যোর্নিত্যত্বাদনাদিঃ সংযোগো ব্যাখ্যাত ইতি, তথাচোক্তং "ধর্ম্মিণামনাদিসংযোগাদ্ধর্ম্মমাত্রাণামপ্যনাদিঃ সংযোগ" ইতি ॥ ২২ ॥

অনুবাদ। প্রশ্ন কস্মাৎ কেন, নষ্ট হইয়াও হয় না কেন? উত্তর, মুক্তপুরুষ কর্তৃক দৃশ্য না হইলেও প্রধানের স্বরূপ হানি হয় না, কারণ একটী কৃতার্থ (যাহার ভোগ ও অপবর্গ হইয়াছে) মুক্তপুরুষের প্রতি দৃশ্য নষ্ট অর্থাৎ ব্যাপারহীন হইলেও একেবারে পরিণাম ত্যাগ করে না, কুশল অর্থাৎ মুক্তপুরুষের প্রতি নির্ব্যাপার হইলেও অকুশল অর্থাৎ বদ্ধ অজ্ঞ পুরুষ সাধারণের প্রতি দৃশ্যের কার্য্য শেষ হয় না. উক্ত বদ্ধপুরুষ সকলের জ্ঞানের বিষয় হইয়া পররূপ অর্থাৎ পুরুষের চৈতন্য দ্বারা দৃশ্যের স্বরূপের উপলব্ধি (জ্ঞান) হয়। অতএব দৃক্‌শক্তি পুরুষ ও দর্শনশক্তি প্রধান এই উভয়ই নিত্য বলিয়া ইহাদের সংযোগ (ভোক্তৃত্ব

ভোগ্যত্ব সম্বন্ধ) অনাদি বলিয়া কথিত আছে। শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন ধর্ম্মী গুণত্রয়ের সহিত পুরুষের অনাদি সম্বন্ধ বলিয়া ধর্ম্মমাত্র (কার্য্য) মহদাদিরও অনাদি সম্বন্ধ আছে ॥ ২২ ॥

মন্তব্য। প্রধান একটী, পুরুষ নানা "অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ। অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ" ॥ এই শ্রুতিতে প্রধানের একত্ব ও পুরুষের নানাত্ব বলা হইয়াছে। বার্ত্তিককার বলেন গুণত্রয়রূপ প্রধান এক নহে, তাহা হইলে উহাদের সংযোগ বিয়োগ হইতে পারিত না, শ্রুতিলিখিত একত্বের ভাব এইরূপ, সত্বত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হয় না, অর্থাৎ সর্ব্বত্রই সত্বাদি গুণ আছে, সত্বত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাত্যন্তাভাব কোনও স্থানে নাই, এই কারণে প্রধানকে এক বলিয়া ব্যবহার হয়। ভাষ্যকারের প্রদর্শিত যুক্তি অনুসারে এক পুরুষের মুক্তিতেই সমস্তের মুক্তি ইত্যাদি দোষের আশঙ্কা নাই ॥ ২২ ॥

ভাষ্য। সংযোগস্বরূপাঽভিধিৎসয়েদং সূত্রং প্রববৃতে।

সূত্র। স্বস্বামিশক্ত্যোঃ স্বরূপোপলব্ধিহেতুঃ সংযোগঃ ॥ ২৩॥

ব্যাখ্যা। স্বস্বামিশক্ত্যোঃ (স্বশক্তেঃ দৃশ্যস্য, স্বামিশক্তেঃ পুরুষস্য চ) স্বরূপোপলব্ধিহেতুঃ (সাক্ষাৎকারহেতুঃ) সংযোগঃ (উভয়োঃ সম্বন্ধবিশেষঃ) ॥২৩॥

তাৎপর্য্য। পূর্ব্বোক্ত ভোগ্যভোক্তৃত্ব সম্বন্ধরূপ সংযোগ দৃশ্য ও পুরুষের সাক্ষাৎকারের কারণ। দৃশ্যের সাক্ষাৎকারকে ভোগ ও পুরুষের সাক্ষাৎকারকে মুক্তি বলে ॥ ২৩ ॥

ভাষ্য। পুরুষঃ স্বামী দৃশ্যেন স্বেন দর্শনার্থং সংযুক্তঃ, তস্মাৎ সংযোগাদ্দৃশ্যস্যোপলব্ধির্যা স ভোগঃ, যা তু দ্রষ্টুঃ স্বরূপোপলব্ধিঃ সোঽপবর্গঃ। দর্শনকার্য্যাবসানঃ সংযোগ ইতি দর্শনং বিয়োগস্য কারণমুক্তং, দর্শনমদর্শনস্য প্রতিদ্বন্দ্বীতি অদর্শনং সংযোগনিমিত্তমুক্তং, নাত্রদর্শনং মোক্ষকারণং, অদর্শনাভাবাদেব বন্ধাভাবঃ স মোক্ষ ইতি, দর্শনস্য ভাবে বন্ধকারণস্যাদর্শনস্য নাশ ইত্যতো দর্শনজ্ঞানং কৈবল্য-

কারণমুক্তম্। কিঞ্চেদমদর্শনং নাম কিং গুণানামধিকারঃ। ১। আহোস্বিদ্ দৃশিরূপস্য স্বামিনো দর্শিতবিষয়স্য প্রধানচিত্তস্যানুৎপাদঃ, স্বস্মিন্ দৃশ্যে বিদ্যমানে দর্শনাভাবঃ। ২। কিমর্থবত্তা গুণানাম্। ৩। অথাবিদ্যা স্বচিত্তেন সহ নিরুদ্ধা স্বচিত্তস্যোৎপত্তিবীজম্। ৪। কিং স্থিতিসংস্কারক্ষয়ে গতিসংস্কারাভিব্যক্তিঃ, যত্রেদমুক্তং "প্রধানং স্থিত্যৈব বর্ত্তমানং বিকারাকরণাদপ্রধানং স্যাৎ, তথা গত্যৈব বর্ত্তমানং বিকারনিত্যত্বাদপ্রধানং স্যাৎ, উভয়থা চাস্যপ্রবৃত্তিঃ প্রধানব্যবহারং লভতে নান্যথা, কারণান্তরেষ্বপি কল্পিতেষ্বেব সমানশ্চর্চ্চঃ"। ৫। দর্শনশক্তিরেবাদর্শনমিত্যেকে "প্রধানস্যাত্মখ্যাপনার্থা প্রবৃত্তিঃ" ইতি শ্রুতেঃ, সর্ব্ববোধ্যবোধসমর্থঃ প্রাক্‌প্রবৃত্তেঃ পুরুষো ন পশ্যতি, সর্ব্বকার্য্যকরণসমর্থং দৃশ্যং তদা ন দৃশ্যতে ইতি। ৬। উভয়স্যাপ্যদর্শনং ধর্ম্ম ইত্যেকে, তত্রেদং দৃশ্যস্য স্বাত্মভূতমপি পুরুষপ্রত্যয়াপেক্ষং দর্শনং দৃশ্যধর্ম্মত্বেন ভবতি, তথা পুরুষস্যানাত্মভূতমপি দৃশ্যপ্রত্যয়াপেক্ষং পুরুষধর্ম্মত্বেনেব দর্শনমবভাসতে। ৭। দর্শনজ্ঞানমেবাদর্শনমিতি কেচিদভিদধতি। ৮। ইত্যেতে শাস্ত্রগতা বিকল্পাঃ, তত্র বিকল্পবহুত্বমেতৎ সর্ব্বপুরুষাণাং গুণসংযোগে সাধারণবিষয়ম্॥ ২৩॥

অনুবাদ। সংযোগের স্বরূপ কি তাহা বলিবার নিমিত্ত এই সূত্রের আরম্ভ। পুরুষ স্বামী অর্থাৎ ভোক্তা দর্শনের (দৃক্ ও দৃশ্যের জ্ঞানের) নিমিত্ত স্বকীয় ভোগ্য দৃশ্যের সহিত সংযুক্ত হয়। ঐ সংযোগবশতঃ যে দৃশ্যের জ্ঞান হয় তাহাকে ভোগ বলে, দ্রষ্টা পুরুষের উপলব্ধিকে অপবর্গ বলে, ("অপবৃজ্যতে মুচ্যতে অনেনেতি" পুরুষের সাক্ষাৎকার মুক্তির কারণ, মুক্তি নহে, মুক্তির কারণ বলিয়া উহাকেও অপবর্গ বলা হইয়াছে)। সংযোগটী দর্শনকার্য্যাবসান অর্থাৎ পুরুষের সাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত থাকে বলিয়া পুরুষের দর্শন বুদ্ধি ও পুরুষের বিয়োগ কারণ হয়। উক্ত দর্শন অদর্শনের (অজ্ঞানের) প্রতিদ্বন্দ্বী (বিরোধী) বলিয়া অদর্শনই সংযোগের কারণ বলিয়া উক্ত আছে। পাতঞ্জলশাস্ত্রে দর্শনকে মুক্তির কারণ বলে না (বলিলে জন্য হয় বলিয়া মুক্তির অনিত্যতা দোষ হয়), অদর্শনের অভাব

হইলেই বন্ধাভাব হয়, উহাকেই মুক্তি বলে। দর্শন (জ্ঞান) উৎপন্ন হইলে বন্ধের কারণ অদর্শনের নাশ হয় বলিয়া দর্শনজ্ঞানকে মোক্ষের কারণ বলা হইয়াছে। সম্প্রতি অদর্শন পদার্থ বুঝাইবার নিমিত্ত উহার যে কএকটী ভেদ হইতে পারে তাহা দেখান হইতেছে, (অদর্শন শব্দের ঘটক নঞের পর্য্যুদাস অর্থ গ্রহণ করিয়া প্রথম বিকল্প) এই অদর্শন কি গুণের অধিকার অর্থাৎ কার্য্য আরম্ভ শক্তি ? । ১ । (নঞের প্রসজ্য প্রতিষেধ অর্থ গ্রহণ করিয়া দ্বিতীয় বিকল্প হইতেছে) যে চিত্ত দ্বারা শব্দাদি ও সত্ত্বপুরুষ ভেদরূপ বিষয় স্বামী পুরুষকে দেখান হইয়াছে তাদৃশ চিত্তের অনুৎপত্তি, আপনাতে উক্ত দ্বিবিধ দৃশ্য বিদ্যমান থাকিয়াও দর্শন না হওয়াকে কি অদর্শন বলে ? (আত্মজ্ঞান ও ভবিষ্যৎ ভোগ সূক্ষ্মভাবে বুদ্ধিতে থাকে) । ২ । (নঞের পর্য্যুদাস অর্থ গ্রহণ করিয়া তৃতীয় বিকল্প) অদর্শন শব্দে কি গুণের অর্থবত্তা অর্থাৎ ভোগ ও অপবর্গরূপ পুরুষার্থ সাধন করা বুঝায় ? । ৩ । (পর্য্যুদাস পক্ষ লইয়াই চতুর্থ বিকল্প) অবিদ্যা মিথ্যা-সংস্কার) নিজের আশ্রয় চিত্তের সহিত বিদেহাদি মুক্তি বা প্রলয়কালে নিরুদ্ধ থাকিয়া স্বকীয় আশ্রয় চিত্তের উৎপত্তির বীজ হয়, অর্থাৎ পুনর্ব্বার তাদৃশ চিত্ত জন্মে, ইহাকেই কি অদর্শন বলে। ৪ । (পর্য্যুদাস পক্ষেই পঞ্চম বিকল্প) প্রধানে বর্ত্তমান স্থিতিসংস্কার অর্থাৎ সাম্য পরিণাম পরম্পরার অবসান হইয়া গতিসংস্কার অর্থাৎ মহদাদিরূপে বিকার আরম্ভের শক্তির অভিব্যক্তিকেই কি অদর্শন বলে ? এ বিষয়ে উক্ত আছে "প্রধান কেবল স্থিতির অর্থাৎ সদৃশ পরিণামের কারণ হইলে মহদাদি বিকার জন্মাইতে পারে না, সুতরাং অপ্রধান (প্রধীয়তে জন্যতেঽনেনেতি প্রধানং) হইয়া উঠে। এবং কেবল গতির অর্থাৎ মহদাদিরূপে বিসদৃশ পরিণামের কারণ হইলেও বিকার সকল নিত্য অর্থাৎ সর্ব্বদাই জায়মান হয় এ পক্ষেও প্রধান (প্রধীয়তে লীয়তে যত্র তৎ প্রধানম্) হইতে পারে না, উভয়রূপে অর্থাৎ কখনও সদৃশ পরিণামে প্রলয়, কখনও বা বিসদৃশ পরিণামে সৃষ্টি হয় বলিয়া প্রধান শব্দের ব্যুৎপত্তি (প্রধীয়তে জন্যতে কার্য্যজাতং যেন ইতি, প্রধীয়তে লীয়তে কার্য্যজাতং যত্র ইতি চ, প্রপূর্ব্বক ধাধাতোঃ কর্ত্তরি অধিকরণে চ অনট্) রক্ষা হয়, অন্যথা কেবল গতির বা কেবল স্থিতির কারণ বলিলে প্রধান শব্দের অর্থ থাকে না, দুইটীই প্রধান শব্দের অর্থ, একটীকে পরিত্যাগ করিলে চলিবে না। পরমাণু প্রভৃতি কল্পিত অন্য অন্য কারণেও ঐরূপ

দোষের সম্ভাবনা আছে অর্থাৎ পরমাণুর কেবল প্রবৃত্তি স্বভাব বলিলে প্রলয় বা মুক্তি হয় না, কেবল নিবৃত্তি স্বভাব বলিলে সৃষ্টি থাকে না, অতএব উক্ত রূপেই দ্বৈবিধ্য স্বীকাররূপ চর্চ্চা অর্থাৎ বিচার করিতে হইবে। ৫। (পর্য্যুদাস পক্ষেই ষষ্ঠ বিকল্প) কেহ কেহ বলেন দর্শনশক্তিই অদর্শন, অর্থাৎ প্রধান আপন পরিণাম পুরুষকে দেখাইতে পারে এরূপ শক্তিই অদর্শন, শ্রুতিতে উক্ত আছে :— প্রধানের স্বরূপ প্রদর্শন করিবার নিমিত্তই প্রবৃত্তি হয়, পুরুষ সমস্ত দৃশ্যের প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলেও প্রধানের মহদাদিরূপে প্রবৃত্তি না হইলে প্রকাশ করিতে পারে না (বিষয়াকারে পরিণত বুদ্ধিতেই পুরুষের ছায়া পড়ে, ইহাকেই প্রকাশ বলে) সুতরাং ঐ অবস্থায় সমস্ত কার্য্যজননসমর্থ প্রধানও দৃশ্য হয় না। ৬। (পর্য্যুদাস পক্ষে অদর্শন প্রধানে থাকে স্বীকার করিয়া ষষ্ঠ বিকল্প দেখান হইয়াছে, সম্প্রতি ঐ পর্য্যুদাস পক্ষেই অদর্শন প্রধান পুরুষ উভয়ে থাকে স্বীকার করিয়া সপ্তম বিকল্প) কেহ কেহ বলেন ঐ অদর্শন উভয়েরই ধর্ম্ম, যদিচ ঐ দর্শন (বৃত্তি জ্ঞান) দৃশ্য বুদ্ধির আত্মভূত অর্থাৎ ধর্ম্ম তথাপি বুদ্ধি জড় বলিয়া তাহার ধর্ম্মও জড় সুতরাং ঐ দর্শনটী দৃশ্য ধর্ম্ম বলিয়া স্বয়ং জ্ঞাত হইতে পারে না, এই নিমিত্ত চেতন পুরুষের ছায়া বুদ্ধিতে প্রতিফলিত হইয়া ঐ দর্শন বৃত্তিকে দৃশ্য ধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞাত করায় (এস্থলে ভবতি শব্দে জ্ঞায়তে জ্ঞাত হয় এইরূপই বুঝিতে হইবে) যদিচ ঐ অদর্শন দৃশ্যের ধর্ম্ম, পুরুষের আত্মভূত নহে, তথাপি বুদ্ধিদর্পণে পুরুষের ছায়া পড়ে বলিয়া বুদ্ধির ধর্ম্মমাত্রই পুরুষে আরোপিত হয়, এইরূপেই অদর্শন পুরুষের ধর্ম্ম বলিয়া প্রতীত হয়। ৭। দর্শন অর্থাৎ শব্দাদির জ্ঞানকেই কেহ কেহ অদর্শন বলেন। ৮। উপরোক্ত শাস্ত্রগত বিকল্পমাত্রই প্রকৃতি পুরুষ সংযোগে সাধারণ কারণ ॥ ২৩ ॥

মন্তব্য। সামান্যতঃ নঞের অর্থ দুই প্রকার, পর্য্যুদাস ও প্রসজ্যপ্রতিষেধ,

প্রাধান্যন্তু বিধের্য্যত্র নিষেধে চাপ্রধানতা।

পর্য্যুদাসঃ সবিজ্ঞেয়ো যত্রোত্তরপদে ন নঞ্ ॥

অর্থাৎ যেস্থলে বিধির প্রাধান্য থাকে, নিষেধটী অপ্রধান হয়, যেখানে নঞ্ পদ উত্তর পদের সহিত মিলিত থাকে না তাহাকে পর্য্যুদাস বলে।

অপ্রাধান্যং বিধের্য্যত্র নিষেধে চ প্রধানতা।

প্রসজ্যপ্রতিষেধোঽয়ং ক্রিয়য়া সহ যত্র নঞ্ ॥

অর্থাৎ যেখানে বিধির অপ্রধানতা থাকিয়া নিষেধেরই প্রাধান্য হয়, যেখানে নঞ্ পদের ক্রিয়ার সহিত অন্বয় হয় তাহাকে প্রসজ্যপ্রতিষেধ বলে।

প্রকারান্তরে নঞের অর্থ ছয় প্রকার,

তৎসাদৃশ্যমভাবশ্চ তদন্যত্বং তদল্পতা।
অপ্রাশস্ত্যং বিরোধশ্চ নঞর্থাঃ ষট্ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥

অর্থাৎ সাদৃশ্য, অভাব, ভেদ, অল্পতা, নিন্দা ও বিরোধ এই ছয়টী নঞের অর্থ, ইহার মধ্যে অভাব ভিন্ন অপর সমস্তই পর্য্যুদাস, অভাবটী প্রসজ্যপ্রতিষেধ। পর্য্যুদাস স্থলে নঞ্ থাকিলেও উহা পর্য্যবসানে নিষেধ না বুঝাইয়া বিধিকেই বুঝায়। অদর্শন পদের নঞের অর্থ বিরোধ সুতরাং অদর্শন দর্শনের অভাব নহে কিন্তু দর্শন বিনাশ্য জ্ঞানান্তর।

উল্লিখিত অষ্টবিধ বিকল্পের মধ্যে চতুর্থ বিকল্পের গ্রহণ হইবে, উহা পর্য্যুদাস অর্থেই সম্ভব, সুতরাং অদর্শন একটী ভাবপদার্থ, উহা ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধি ও পুরুষে অসাধারণরূপে অবস্থান করে। বুদ্ধি ও পুরুষের অসাধারণ সংযোগকেই ভোগের কারণ বলিতে হইবে, নতুবা ভোগের বৈচিত্র্য হয় না। এই অসাধারণ সংযোগের প্রতি অসাধারণই কারণ হইবে, তাহাই চতুর্থ বিকল্পে প্রদর্শিত হইয়াছে ॥ ২৩ ॥

ভাষ্য। যস্তু প্রত্যক্চেতনস্য স্ববুদ্ধিসংযোগঃ।

সূত্র। তস্য হেতুরবিদ্যা ॥ ২৪ ॥

ব্যাখ্যা। তস্য (স্বকীয়বুদ্ধ্যা সহ পুরুষসংযোগস্য) হেতুঃ (কারণম্) অবিদ্যা (মিথ্যাজ্ঞানসংস্কারঃ) ॥ ২৪ ॥

তাৎপর্য্য। প্রত্যক্ চেতন পুরুষের সহিত বুদ্ধির সংযোগের প্রতি অবিদ্যা অর্থাৎ মিথ্যা জ্ঞান জন্য অনাদি সংস্কারই কারণ ॥ ২৪ ॥

ভাষ্য। বিপর্য্যয়জ্ঞানবাসনেত্যর্থঃ। বিপর্য্যয়জ্ঞানবাসনাবাসিতা ন কার্য্যনিষ্ঠাং পুরুষখ্যাতিং বুদ্ধিঃ প্রাপ্নোতি সাধিকারা পুনরাবর্ত্ততে, সা তু পুরুষখ্যাতিপর্য্যবসানা কার্য্যনিষ্ঠাং প্রাপ্নোতি চরিতাধিকারা নিবৃত্তাদর্শনা বন্ধকারণাভাবান্ন পুনরাবর্ত্ততে। অত্র কশ্চিৎ ষণ্ডকোপাখ্যানেনোদ্ঘাটয়তি মুগ্ধয়া ভার্য্যয়া অভিধীয়তে "ষণ্ডক আর্য্যপুত্র

অপত্যবতী মে ভগিনী কিমর্থং নাহ” মিতি, স তামাহ “মৃতস্তেঽহ-মপত্যমুৎপাদয়িষ্যামীতি”, তথেদং বিদ্যমানং জ্ঞানং চিত্তনিবৃত্তিং ন করোতি বিনষ্টং করিষ্যতীতি কা প্রত্যাশা। তত্রাচার্য্যদেশীয়ো বক্তি ননু বুদ্ধিনিবৃত্তিরেব মোক্ষঃ, অদর্শনকারণাভাবাৎ বুদ্ধিনিবৃত্তিঃ, তচ্চাদর্শনং বন্ধকারণং দর্শনান্নিবর্ত্ততে। তত্র চিত্তনিবৃত্তিরেব মোক্ষঃ, কিমর্থমস্থান এবাস্য মতিবিভ্রমঃ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ। প্রত্যক্ স্বরূপ চেতন পুরুষের স্বকীয় বুদ্ধির সহিত যে সংযোগ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ভোগ্যভোক্তৃত্ব সম্বন্ধ উহার কারণ অবিদ্যা অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞান জন্য সংস্কার। বুদ্ধি উক্ত সংস্কারবিশিষ্ট হইয়া থাকা পর্য্যন্ত কার্য্যের নিষ্ঠা অর্থাৎ পরিশেষে পুরুষ সাক্ষাৎকার লাভ করিতে না পারিয়া সাধিকারা অর্থাৎ কার্য্যের আরম্ভের সহিত বর্ত্তমান থাকিয়া বারম্বার উৎপন্ন হয়। বুদ্ধির অধিকারশব্দে ভোগ ও অপবর্গ উৎপাদন বুঝায়, অতএব বুদ্ধি পুরুষখ্যাতি অর্থাৎ জড়বর্গ হইতে পুরুষকে পৃথক্ ভাবে জ্ঞান পর্য্যন্ত জন্মাইলে কার্য্যের নিষ্ঠা অর্থাৎ শেষ হয়, তখন সমস্ত অধিকার অনুষ্ঠিত হয়, বন্ধের কারণ অবিদ্যার নিবৃত্তি (জ্ঞান দ্বারা) হইলে বুদ্ধি পুনর্ব্বার আবৃত্ত হয় না অর্থাৎ মুক্তি হয়। এস্থলে কোনও নাস্তিক নপুংসকের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া উপহাস করিয়া থাকে, নপুংসকের মুগ্ধা (সরলা) স্ত্রী তাহার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করে আর্য্যপুত্র নাথ! আমার ভগিনীর সন্তান হইয়াছে, আমার কেন হয় না ? নপুংসক ইহার প্রত্যুত্তর এইভাবে দিয়া থাকে, আমি মরিয়া তোমার পুত্র উৎপাদন করিব, সেইরূপ বিদ্যমান জ্ঞান অর্থাৎ সত্ত্ব ও পুরুষের ভেদজ্ঞান বর্ত্তমান থাকিয়া মুক্ত করিতে পারিল না, স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া পারিবে ইহা কেবল দুরাশা মাত্র। আচার্য্যদেশীয় অর্থাৎ আচার্য্য হইতে কিঞ্চিৎ ন্যূন, ইহার উত্তর করিতেছেন, ভোগ ও বিবেকখ্যাতিরূপে পরিণত বুদ্ধির নিবৃত্তিকেই মোক্ষ বলে, বুদ্ধির স্বরূপ থাকিলেও উক্ত দ্বিবিধ বৃত্তির তিরোধানরূপ নিরোধ সমাধি হইলেই মুক্তি হয়, অদর্শনরূপ কারণ নিবৃত্ত হইলে বুদ্ধির বৃত্তি হয় না, বন্ধের কারণ উক্ত অদর্শন (অবিদ্যা) দর্শন অর্থাৎ আত্মজ্ঞান দ্বারাই বিনষ্ট হয়। (এইটী একদেশীর অর্থাৎ শাস্ত্রের সমগ্র সিদ্ধান্ত পরিজ্ঞাত নহে এমত ব্যক্তির মত, ইহার মতে বুদ্ধির স্বরূপ থাকিলেও

বৃত্তি না হইলেই মুক্তি হয়)। স্বমতে (আচার্য্যের মতে) চিত্তনিবৃত্তি অর্থাৎ লিঙ্গশরীর বিনাশকেই মুক্তি বলে। অতএব নাস্তিকের উল্লিখিত চিত্তবিভ্রম অস্থানে অর্থাৎ বিনা কারণেই জন্মিয়াছে॥ ২৪॥

মন্তব্য। দেহাদি জড়বর্গে আত্মজ্ঞান ও উহা হইতে তাদৃশ সংস্কার, এই অনাদি প্রবর্ত্তিত সংস্কারই সমস্ত অনর্থের মূল, উক্ত সংস্কার থাকিলেই প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ দ্বারা সংসার উৎপন্ন হয়। বহির্বস্তুতে যত অধিক পরিমাণে অহঙ্কার মমকার থাকিবে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে ততই বিলম্ব হইবে, তাই আত্মদর্শনাভিলাষী যোগিগণ বহির্বস্তু হইতে সম্পূর্ণ অপসৃত হইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন।

"ঈষদসমাপ্তৌ কল্পদেশ্যদেশীয়াঃ" এই সূত্রানুসারে আচার্য্য হইতে কিঞ্চিৎ ন্যূন এই অর্থে দেশীয় প্রত্যয় করিয়া আচার্য্যদেশীয় পদ হইয়াছে। আচার্য্যের লক্ষণ বায়ুপুরাণে উক্ত আছে,

আচিনোতি চ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি।
স্বয়মারভতে যস্মাদাচার্য্যস্তেন চোচ্যতে॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি শাস্ত্রার্থ সম্যক্ অবগত হইয়া স্বয়ং আচার অনুষ্ঠান করেন এবং শিষ্যদিগকে আচার অভ্যাস করাইয়া থাকেন তাঁহাকে আচার্য্য বলে।

আত্মজ্ঞান বর্ত্তমান থাকিতে মুক্তি হয় না কারণ ঐ জ্ঞানের (চিত্তবৃত্তির) ছায়া পুরুষে পড়ায় পুরুষ স্বকীয় স্বচ্ছভাবে থাকিতে পারে না। এই নিমিত্তই মরিয়া মুক্তি দিবে এইভাবে উপহাস হইয়াছে। সিদ্ধান্তে আত্মজ্ঞান হইলে অবিদ্যা নিবৃত্তি হয় সুতরাং চিত্তাদিরও নাশ হয়॥ ২৪॥

ভাষ্য। হেয়ং দুঃখং হেয়কারণঞ্চ সংযোগাখ্যং সনিমিত্তমুক্তং অতঃপরং হানং বক্তব্যম্।

সূত্র। তদভাবাৎ সংযোগাভাবো হানং তদ্দৃশেঃ কৈবল্যম্॥ ২৫॥

ব্যাখ্যা। তদভাবাৎ (তস্যা অবিদ্যায়া অভাবাৎ জ্ঞানেনোচ্ছেদাৎ) সংযোগাভাবঃ (পূর্ব্বোক্তভোগ্যভোক্তৃত্বসম্বন্ধাভাবঃ) হানং (আত্যন্তিকো বন্ধোপরমঃ)

তদ্দৃশেঃ কৈবল্যম্ (তৎ হানং দৃশেঃ আত্মনঃ, কৈবল্যং স্বরূপেঽবস্থানং মুক্তিরিত্যর্থঃ) ॥ ২৫ ॥

তাৎপর্য্য। আত্মজ্ঞান দ্বারা প্রাগুক্ত অবিদ্যার বিনাশ হইলে প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধ-বিশেষ বিনষ্ট হয়, উহাকে হান বা মুক্তি বলে, উহাই পুরুষের স্বরূপে অবস্থান ॥ ২৫ ॥

ভাষ্য। তস্যাদর্শনস্যাভাবাৎ বুদ্ধিপুরুষসংযোগাভাবঃ আত্যন্তিকো বন্ধনোপরম ইত্যর্থঃ, এতদ্ হানং, তদ্দৃশেঃ কৈবল্যম্ পুরুষস্যামিশ্রীভাবঃ, পুনরসংযোগো গুণৈরিত্যর্থঃ। দুঃখকারণনিবৃত্তৌ দুঃখোপরমো হানং তদা স্বরূপপ্রতিষ্ঠঃ পুরুষ ইত্যুক্তম্ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ। ত্যাগের যোগ্য দুঃখ ও দুঃখের কারণ প্রকৃতি পুরুষের সংযোগকে কারণের (অদর্শনের) সহিত বলা হইয়াছে, ইহার পর হান অর্থাৎ মুক্তির স্বরূপ বলিতে হইবে।

সেই অদর্শন অর্থাৎ মিথ্যাসংস্কাররূপ অবিদ্যার বিনাশ হইলে তৎকার্য্য বুদ্ধি ও পুরুষের সংযোগের অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধের বিনাশ হয়, ইহাতেই বন্ধনের অর্থাৎ দুঃখত্রয়ের আত্যন্তিক বিনাশ হয়, পুনর্ব্বার উৎপত্তি হয় না। ইহাকে হান (মুক্তি) বলে, এই অবস্থায় চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের কৈবল্য অর্থাৎ জড়বর্গের সহিত অসংমিশ্রণ হয়, গুণত্রয়ের সহিত ভোগজনক সম্বন্ধ হয় না। দুঃখের কারণ সংযোগের নাশ হইলে দুঃখের উপরম হয়, এই অবস্থায় পুরুষ স্বরূপে অর্থাৎ স্বকীয় কেবল জ্ঞানরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে ॥ ২৫ ॥

মন্তব্য। সকল অনর্থের মূলীভূত অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলেই মুক্তি করতলগত হয়। ভগবান্ অক্ষপাদ বলিয়াছেন "দুঃখজন্মপ্রবৃত্তিদোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ" অর্থাৎ দুঃখাদির পর-পরটীর বিনাশ হইলে পূর্ব্ব-পূর্ব্বটীর বিগম হইয়া দুঃখের নিবৃত্তি হয় ইহাকেই মোক্ষ বলে। মিথ্যাজ্ঞান (অবিদ্যা) নিবৃত্তি হইলে দোষ বিনষ্ট হয় ইত্যাদি ভাবে দুঃখত্রয়ের অত্যন্ত বিনাশকেই মুক্তি বলে। দুঃখাভাবটী জন্য হইলেও উহা অনিত্য নহে, কারণ জন্য ভাবেরই বিনাশ হয়, জন্য অভাবের বিনাশ হয় না, ধ্বংসাভাব জন্য হইলেও

উহা অনিত্য নহে। অভাবকে মুক্তি বলা হইল, উহা পুরুষের অতিরিক্ত নহে, সাংখ্য-পাতঞ্জলমতে অভাবটী অধিকরণের অতিরিক্ত নহে ॥ ২৫ ॥

ভাষ্য। অথ হানস্য কঃ প্রাপ্ত্যুপায় ইতি।

সূত্র। বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ ॥ ২৬ ॥

ব্যাখ্যা। অবিপ্লবা (বিপ্লবেন মিথ্যাজ্ঞানেন বিরহিতা) বিবেকখ্যাতিঃ (সত্ত্বপুরুষভেদজ্ঞানম্) হানোপায়ঃ (হানস্য দুঃখত্যাগস্য উপায়ঃ কারণম্) ॥২৬॥

তাৎপর্য্য। বিবেকজ্ঞান মিথ্যাজ্ঞান বা তৎকৃতব্যুত্থানবিরহিতভাবে নিরন্তর উৎপদ্যমান হইলে মোক্ষের কারণ হয় ॥ ২৬ ॥

ভাষ্য। সত্ত্বপুরুষান্যতাপ্রত্যয়ো বিবেকখ্যাতিঃ, সা ত্বনিবৃত্তমিথ্যাজ্ঞানা প্লবতে, যদা মিথ্যাজ্ঞানং দগ্ধবীজভাবং বন্ধ্যপ্রসবং সম্পদ্যতে তদা বিধূতক্লেশরজসঃ সত্ত্বস্য পরে বৈশারদ্যে পরস্যাং বশীকারসংজ্ঞায়াং বর্ত্তমানস্য বিবেকপ্রত্যয়প্রবাহো নির্ম্মলো ভবতি, সা বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানস্যোপায়ঃ, ততো মিথ্যাজ্ঞানস্য দগ্ধবীজভাবোপগমঃ পুনশ্চাপ্রসবঃ, ইত্যেষ মোক্ষস্য মার্গো হানস্যোপায় ইতি ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ। হানের প্রাপ্তির উপায় কি তাহা বলা যাইতেছে। সত্ত্ব (বুদ্ধি) ও পুরুষের ভেদজ্ঞানকে বিবেকখ্যাতি বলে, এই বিবেকখ্যাতি মিথ্যা জ্ঞানবিরহিত না হইলে অভিভূত অর্থাৎ স্বকার্য্য মোক্ষজননে অসমর্থ হয়। শরীরাদিতে আত্মজ্ঞান প্রভৃতি মিথ্যাজ্ঞান যেকালে দগ্ধবীজের তুল্য হইয়া বন্ধ্যপ্রসব হয় অর্থাৎ যখন সংযোগাদি কার্য্য করিতে পারে না তখন চিত্তের অবিদ্যাদি ক্লেশরূপ ধূলি তিরোহিত হইলে অতি স্বচ্ছভাব জন্মে, তখন বশীকার সংজ্ঞানামক পরবৈরাগ্যে বর্ত্তমান ঐ চিত্তের কেবল অতি নির্ম্মল বিবেকজ্ঞান—ধারা বহিতে থাকে, উহাকে অবিপ্লবা বিবেকখ্যাতি বলে, উহাই হানের কারণ, উহা দ্বারা মিথ্যাজ্ঞান দগ্ধবীজ সদৃশ হইয়া যায়, পুনর্ব্বার আর প্রসব (কার্য্যারম্ভ) করিতে পারে না, এইরূপ বিবেকখ্যাতিই মোক্ষপথ বা হানের উপায় ॥ ২৬ ॥

মন্তব্য। প্রত্যক্ষ সম্যক্ জ্ঞান দ্বারাই প্রত্যক্ষ মিথ্যাজ্ঞান অপনোদিত হয় ইহা দিক্‌বিভ্রমাদিস্থলে অনেকেই অনুভব করিয়াছেন, নিজের ভ্রম নিজেই দূর না হইলে শত সহস্র উপদেশেও তাহাকে দূর করিতে পারে না। প্রকৃতস্থলে "অহং সুখী" "অহং স্থূল" ইত্যাদি প্রত্যক্ষভ্রম, ইহাকে দূর করিতে হইলে আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার আবশ্যক। শ্রুতি বা অনুমান প্রমাণ দ্বারা পরোক্ষভাবে আত্মজ্ঞান জন্মিলে উহা প্রত্যক্ষ মিথ্যাজ্ঞানকে উচ্ছেদ করিতে পারে না। পরোক্ষজ্ঞান প্রত্যক্ষজ্ঞানের কারণ, সুতরাং প্রথমতঃ শ্রুতির তাৎপর্য্য অবধারণ-পূর্ব্বক আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিবে, অনন্তর অনুকূল তর্কসহকারে শ্রুত্যর্থ জ্ঞান দৃঢ়ীকৃত করিবে, অনন্তর নিদিধ্যাসন দ্বারা দীর্ঘকাল সেবাপূর্ব্বক আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার হইলে অবিদ্যার নিবৃত্তি হয় ॥ ২৬ ॥

সূত্র। তস্য সপ্তধা প্রান্তভূমিঃ প্রজ্ঞা ॥ ২৭ ॥

ব্যাখ্যা। তস্য (উৎপন্নবিবেকজ্ঞানস্য যোগিনঃ) প্রান্তভূমিঃ (প্রকৃষ্টঃ অন্তঃ অবসানং ফলং যাসাং তাঃ প্রান্তাঃ ভূময়ো যস্যাঃ সা) প্রজ্ঞা (বোধঃ) সপ্তধা (সপ্তপ্রকারা ভবতীত্যর্থঃ) ॥ ২৭ ॥

তাৎপর্য্য। বিবেকজ্ঞান উৎপন্ন হইলে যোগীর প্রজ্ঞা সপ্ত প্রকার হয়, ঐ প্রজ্ঞা প্রান্তভূমি অর্থাৎ উহার পরিণাম উত্তম ॥ ২৭ ॥

ভাষ্য। তস্যেতি প্রত্যুদিতখ্যাতেঃ প্রত্যাম্নায়ঃ, সপ্তধেতি অশুদ্ধ্যাবরণমলাপগমাচ্চিত্তস্য প্রত্যয়ান্তরানুৎপাদে সতি সপ্তপ্রকারৈব প্রজ্ঞা বিবেকিনো ভবতি, তদ্‌যথা পরিজ্ঞাতং হেয়ং নাস্য পুনঃ পরিজ্ঞেয়মস্তি। ১। ক্ষীণা হেয়হেতবো ন পুনরেতেষাং ক্ষেতব্যমস্তি। ২। সাক্ষাৎকৃতং নিরোধসমাধিনা হানম্। ৩। ভাবিতো বিবেকখ্যাতিরূপো হানোপায়ঃ। ৪। ইত্যেষা চতুষ্টয়ী কার্য্যাবিমুক্তিঃ প্রজ্ঞায়াঃ। চিত্তবিমুক্তিস্তু ত্রয়ী চরিতাধিকারা বুদ্ধিঃ। ১। গুণা গিরিশিখরকূটচ্যুতা ইব গ্রাবাণো নিরবস্থানাঃ স্বকারণে প্রলয়াভিমুখাঃ সহ তেনাস্তং গচ্ছন্তি, নচৈষাং বিপ্রলীনানাং পুনরস্ত্যুৎপাদঃ প্রয়োজনাভাবাদিতি। ২। এতস্যামবস্থায়াং গুণসম্বন্ধাতীতঃ স্বরূপমাত্র-

জ্যোতিরমলঃ কেবলী পুরুষঃ ইতি। ৩। এতাং সপ্তবিধাং প্রান্ত-ভূমিপ্রজ্ঞামনুপশ্যন্ পুরুষঃ কুশল ইত্যাখ্যায়তে, প্রতিপ্রসবেঽপি চিত্তস্য মুক্তঃ কুশল ইত্যেব ভবতি গুণাতীতত্বাদিতি ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ। সূত্রের "তস্য" পদ দ্বারা বর্ত্তমান—খ্যাতি অর্থাৎ যে যোগীর বিবেকজ্ঞান প্রত্যক্ষভাবে আছে তাহাকে বুঝাইবে। ক্লেশপঞ্চক ও তৎকার্য্য পাপ প্রভৃতিকে অশুদ্ধি বলে, নির্ম্মল সত্বগুণের আচ্ছাদন করে বলিয়া উহাকেই আবরণ মল বলে, চিত্তের তাদৃশ মল বিদূরিত হইলে রাজস বা তামস ব্যুত্থান প্রভৃতি বৃত্তির উদয় হয় না, তখন বিবেকশালী যোগীর প্রজ্ঞা সপ্ত প্রকার হইয়া থাকে, তাহা এইরূপ ঃ—হেয় অর্থাৎ দুঃখজনক বলিয়া পরিত্যাজ্য প্রকৃতির কার্য্য সমস্তই পরিজ্ঞাত হইয়াছে, জানিতে কিছুই অবশিষ্ট নাই। ১। হেয়ের কারণ ক্লেশ সমুদায়ই ক্ষীণ হইয়াছে, ক্ষয় করিতে অবশিষ্ট কিছুই নাই। ২। নিরোধ সমাধি দ্বারা হান (মুক্তি) হয় ইহা সম্প্রজ্ঞাত অবস্থাতেই নিশ্চয় করিয়াছি, (এ বিষয়ে নিশ্চয় করিতে কিছুই বাকি নাই)। ৩। বিবেক খ্যাতি অর্থাৎ জড়বর্গ হইতে পুরুষের ভেদজ্ঞানরূপ মোক্ষ কারণ সম্পাদিত হইয়াছে, (ইহা সম্বন্ধে সম্পাদন করিতে কিছু বাকি নাই)। ৪। সাতটীর মধ্যে এই চারিটী কার্য্যাবিমুক্তি অর্থাৎ পুরুষের যত্ন দ্বারা সম্পাদিত হয়। কার্য্য-বিমুক্তির পর আপনা হইতেই তিন প্রকার চিত্তবিমুক্তি হয়, যেমন বুদ্ধির অধিকার অর্থাৎ কার্য্যারম্ভ শেষ হইয়াছে। ১। বুদ্ধির গুণ সুখদুঃখ প্রভৃতি পর্ব্বতশিখর পরিভ্রষ্ট প্রস্তররাশির ন্যায় নিরাশ্রয় হইয়া নিজের কারণ প্রকৃতিতে প্রলয়াভিমুখ হইয়া (প্রতিলোম পরিণামে) চিত্তের সহিত অস্ত যাইতেছে, ইহাদের লয় হইলে আর উৎপত্তি হইবে না, কারণ প্রয়োজন কিছুই নাই, উৎপত্তির আবশ্যক ভোগও অপবর্গ সম্পন্ন করা, তাহা হইয়াছে। ২। এই অবস্থায় পুরুষ গুণসম্বন্ধ অতিক্রম করিয়া আপন চৈতন্যরূপে নির্ম্মলভাবে অবস্থান করে, সুতরাং কেবলী অর্থাৎ মুক্ত বলা যায়। ৩। উক্ত সপ্ত প্রকার প্রান্তভূমি প্রজ্ঞাকে অনুভব করিয়া পুরুষ কুশল বলিয়া কথিত হয়। চিত্তের প্রতি-প্রসব অর্থাৎ অত্যন্ত বিনাশ হইলেও পুরুষকে কুশল বলা যায়, কারণ তখন পুরুষ গুণাতীত অর্থাৎ প্রকৃতিও তৎকার্য্য জড়বর্গ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ হইয়াছে ॥ ২৭ ॥

মন্তব্য। বার্ত্তিককার বলেন তস্য পদের অর্থ হানোপায়, ভাষ্যের প্রত্যুদিতখ্যাতেঃ এইটুকু তাহারই বিবরণ, পূর্ব্বে যোগীর উল্লেখ হয় নাই, সুতরাং তাহার উপস্থিতি হইতে পারে না।

নিরোধ সমাধির পরে ব্যুত্থান হইলে উল্লিখিত সাত প্রকার অনুভব হইয়া থাকে। প্রান্তভূমির অর্থ শেষ অবস্থা অর্থাৎ যাহার পরে আর কিছু থাকে না। ভাষ্যে প্রান্তভূমির বিশেষ বিবরণ কেবল "ন পুনরেতেষাং ক্ষেতব্যমস্তি" এই একটী দেখান হইয়াছে, অবশিষ্ট সমুদায় অনুসন্ধান করিয়া জানিতে হইবে, অনুবাদে প্রদর্শন করা হইয়াছে।

কার্য্যাবিমুক্তি অর্থাৎ পুরুষে চেষ্টা করিয়া সম্পন্ন করিতে পারে, চিত্তের বিমুক্তি পুরুষের চেষ্টায় হয় না, ব্যবহারক্ষেত্রে চিত্তকেই জীব বলে, আপনার বিনাশ আপনি করিতে পারে না। চিত্তের লয়ের পূর্ব্বে জীবন্মুক্ত অবস্থা, "অনুপশ্যন্ পুরুষঃ কুশলঃ" এইটুকু তাহারই বিবরণ। জীবন্মুক্তের শরীরের নাশের সময় চিত্তেরও লয় হয় ইহাকেই বিদেহমুক্তি বা নির্ব্বাণ বলে, "প্রতিপ্রসবেঽপি চিত্তস্য মুক্তঃ কুশলঃ" এইটুকু বিদেহমুক্তের বিবরণ॥ ২৭ ॥

ভাষ্য। সিদ্ধাভবতি বিবেকখ্যাতির্হানোপায়ঃ, ন চ সিদ্ধিরন্তরেণ সাধনমিত্যেতদারভ্যতে।

সূত্র। যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ ॥ ২৮ ॥

ব্যাখ্যা। যোগাঙ্গানুষ্ঠানাৎ (যমনিয়মাদীনাং আচরণাৎ) অশুদ্ধিক্ষয়ে (ক্লেশাদিনিবৃত্তৌ) আবিবেকখ্যাতেঃ (বিবেকজ্ঞানপর্য্যন্তং) জ্ঞানদীপ্তিঃ (তত্ত্বজ্ঞানস্যাভিব্যক্তির্ভবতীত্যর্থঃ)॥ ২৮ ॥

তাৎপর্য্য। যমনিয়ম প্রভৃতি অষ্টবিধ যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান হইতে হইতে অবিদ্যাদি ক্লেশপঞ্চকের তিরোধান হয়, তখন আত্মজ্ঞান পর্য্যন্ত হইয়া থাকে॥ ২৮ ॥

ভাষ্য। যোগাঙ্গানি অষ্টাবভিধায়িষ্যমানানি, তেষামনুষ্ঠানাৎ পঞ্চপর্ব্বণো বিপর্য্যয়স্যাশুদ্ধিরূপস্য ক্ষয়ঃ নাশঃ, তৎক্ষয়ে সম্যগ্‌জ্ঞান-

স্যাভিব্যক্তিঃ, যথা যথাচ সাধনান্যনুষ্ঠীয়ন্তে তথা তথা তনুত্বমশুদ্ধি-রাপদ্যতে, যথা যথাচ ক্ষীয়তে তথা তথা ক্ষয়ক্রমানুরোধিনী জ্ঞানস্যাপি দীপ্তির্বিবর্দ্ধতে, সা খল্বেষা বিবৃদ্ধিঃ প্রকর্ষমনুভবতি আ বিবেকখ্যাতেঃ আ গুণপুরুষস্বরূপবিজ্ঞানাদিত্যর্থঃ। যোগাঙ্গানুষ্ঠানমশুদ্ধের্বিয়োগ-কারণং যথা পরশুশ্ছেদ্যস্য, বিবেকখ্যাতেস্তু প্রাপ্তিকারণং যথা ধর্ম্মঃ সুখস্য, নান্যথাকারণম্। কতিচৈতানি কারণানি শাস্ত্রে ভবন্তি, নবৈবেত্যাহ, তদ্‌যথা "উৎপত্তিস্থিত্যভিব্যক্তিবিকারপ্রত্যয়াপ্তয়ঃ। বিয়োগান্যত্বধৃতয়ঃ কারণং নবধা স্মৃতম্" ইতি। তত্রোৎপত্তিকারণং মনো ভবতি বিজ্ঞানস্য, স্থিতিকারণং মনসঃ পুরুষার্থতা, শরীরস্যেবা-হার ইতি। অভিব্যক্তিকারণং যথা রূপস্যালোকস্তথা রূপজ্ঞানম্। বিকারকারণং মনসো বিষয়ান্তরং, যথাঽগ্নিঃ পাক্যস্য। প্রত্যয়কারণং ধূমজ্ঞানমগ্নিজ্ঞানস্য। প্রাপ্তিকারণং যোগাঙ্গানুষ্ঠানং বিবেকখ্যাতেঃ। বিয়োগকারণং তদেবাশুদ্ধেঃ। অন্যত্বকারণং যথা সুবর্ণস্য সুবর্ণকারঃ। এবমেকস্য স্ত্রীপ্রত্যয়স্য অবিদ্যা মূঢ়ত্বে, দ্বেষো দুঃখত্বে, রাগঃ সুখত্বে, তত্ত্বজ্ঞানং মাধ্যস্থ্যে। ধৃতিকারণং শরীরমিন্দ্রিয়াণাং তানি চ তস্য, মহাভূতানি শরীরাণাং তানি চ পরস্পরং সর্ব্বেষাং, তৈর্য্যগ্যৌন-মানুষদৈবতানি চ পরস্পরার্থত্বাৎ, ইত্যেবং নব কারণানি। তানি চ যথাসম্ভবং পদার্থান্তরেষ্বপি যোজ্যানি। যোগাঙ্গানুষ্ঠানন্তু দ্বিধৈব কারণত্বং লভতে ইতি ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ। হানের অর্থাৎ মোক্ষের উপায় বিবেকখ্যাতি সিদ্ধ হইয়া থাকে একথা বলা হইয়াছে, সাধন ব্যতিরেকে সিদ্ধি হয় না, এ নিমিত্ত সাধন প্রদর্শন করিবার জন্য আরম্ভ করা যাইতেছে। যোগাঙ্গ আটটী তাহা অগ্রে বলা যাইবে, উহাদের অনুষ্ঠান করিলে পঞ্চপর্ব্ব অর্থাৎ অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভি-নিবেশ এই পাঁচ প্রকার বিপর্য্যয় (মিথ্যা, ভ্রম) জ্ঞানের ক্ষয় হয়, উহার ক্ষয় হইলে সম্যক্ জ্ঞানের অভিব্যক্তি হইতে থাকে, যোগাঙ্গ অনুষ্ঠানের তারতম্য অনুসারে

অশুদ্ধিরও তিরোধান হয়, এবং অশুদ্ধির বিনাশ হইলে তদনুসারে (তারতম্যানুসারে) জ্ঞানেরও দীপ্তি বৃদ্ধি হয়, ঐ বৃদ্ধি হইতে হইতে বিবেকখ্যাতি অর্থাৎ গুণ (বুদ্ধি প্রভৃতি) ও পুরুষের ভেদজ্ঞান পর্য্যন্ত উপনীত হয়। যমনিয়মাদি যোগাঙ্গানুষ্ঠান অশুদ্ধির বিয়োগকারণ হয়, যেমন ছেদের যোগ্য বৃক্ষের বিয়োগকারণ কুঠার। ঐ যোগাঙ্গানুষ্ঠান বিবেকখ্যাতির প্রাপ্তিকারণ হয়, যেমন ধর্ম্ম সুখের প্রাপ্তির কারণ, যোগাঙ্গানুষ্ঠান উক্ত দ্বিবিধ রূপেই কারণ হয়, প্রকারান্তরে হয় না। কত প্রকার কারণ তাহা নির্দ্ধারণ করা যাইতেছে, কারণ নয় প্রকার, উৎপত্তিকারণ, স্থিতিকারণ, অভিব্যক্তিকারণ, বিকারকারণ, প্রত্যয় (জ্ঞান) কারণ, আপ্তি (প্রাপ্তি, লাভ) কারণ, বিয়োগকারণ, অন্যত্ব (ভেদ) কারণ ও ধৃতি (রক্ষা) কারণ, এই নয় প্রকার কারণ হয়। ইহার মধ্যে উৎপত্তিকারণ যেমন জ্ঞানের উৎপত্তিকারণ মনঃ। আহার যেমন শরীরের স্থিতিকারণ তদ্রূপ ভোগ ও অপবর্গ মনের স্থিতিকারণ, অর্থাৎ অহঙ্কার তত্ত্ব হইতে মন উৎপন্ন হইয়া ততকাল অবস্থান করে, যতকাল ভোগাপবর্গরূপ পুরুষার্থ সম্পাদিত না হয়, পুরুষার্থ সম্পন্ন হইলে আর মন থাকে না। আলোক ও রূপজ্ঞান রূপের অভিব্যক্তির (প্রকাশের) কারণ। যেমন অগ্নি পাক্য অর্থাৎ পাকের যোগ্য তণ্ডুলাদির বিকারের (অন্যথাভাবের) কারণ তদ্রূপ বিষয়ান্তর অর্থাৎ ধ্যেয় বস্তু হইতে অন্য বিষয় মনের বিকারকারণ। ধূমের জ্ঞান অগ্নিজ্ঞানের কারণ। যোগাঙ্গানুষ্ঠান বিবেকখ্যাতির প্রাপ্তিকারণ, এই যোগাঙ্গানুষ্ঠানই অশুদ্ধির বিয়োগকারণ। সুবর্ণকার সুবর্ণখণ্ডের অন্যত্বের অর্থাৎ ভেদের কারণ হয়, একখণ্ড সুবর্ণকে নানাবিধ অলঙ্কাররূপে পরিণত করে, এইরূপ একই স্ত্রীজ্ঞান দর্শক পুরুষের অবিদ্যা থাকিলে মোহ জন্মায়, দ্বেষ থাকিলে দুঃখ জন্মায়, অনুরাগ থাকিলে সুখ জন্মায়, এবং তত্ত্বজ্ঞান (বিবেক) থাকিলে মাধ্যস্থ্য অর্থাৎ ঔদাসীন্য জন্মাইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়গণ শরীরের ও শরীর ইন্দ্রিয়গণের ধৃতির অর্থাৎ রক্ষার কারণ হয়, ক্ষিত্যাদি পঞ্চমহাভূত শরীরের রক্ষার কারণ হয়, অর্থাৎ ভক্ষ্য পেয়রূপে শরীরের পোষণ করে, মহাভূতগণ পরস্পর পরস্পরের গন্ধ রসাদির রক্ষার কারণ হয়। এইরূপে পশু পক্ষী মনুষ্য দেবতা প্রভৃতির শরীর সকলও পরস্পর পরস্পরের রক্ষার কারণ হয়। উক্তরূপে নয় প্রকার কারণ হইয়া থাকে। পদার্থান্তরেও কার্য্যকারণভাবে যথাসম্ভব এই

কয়েকটীর কোনওটীর যোজনা করিতে হইবে। যোগাঙ্গানুষ্ঠান পূর্ব্বোক্ত বিয়োগ ও প্রাপ্তি এই দুই প্রকার কারণ হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

মন্তব্য। মনুষ্যাদি পার্থিব শরীরে প্রধানতঃ ক্ষিতির ভাগ স্থিতির কারণ অর্থাৎ উপাদান, অন্য ভূত সকল সহায়ক হয়। বরুণলোকের শরীর জলীয়ভাগে গঠিত। সূর্য্যলোকের শরীরের কারণ তেজঃ। বায়ুলোকের শরীরের কারণ বায়ুর ভাগ এবং চন্দ্রলোকের শরীরের কারণ আকাশের ভাগ। ব্যাঘ্রাদি শরীর মনুষ্যাদির শরীর দ্বারা বর্দ্ধিত হয়, মনুষ্য কর্ত্তৃক প্রদত্ত ছাগাদি পশুশরীর দ্বারা দেবশরীর বর্দ্ধিত হয়, দেবগণও বর্ষণ বরপ্রদান প্রভৃতি দ্বারা মনুষ্যাদির শরীর রক্ষা করেন ॥ ২৮ ॥

ভাষ্য। তত্র যোগাঙ্গান্যবধার্য্যন্তে।

সূত্র। যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি ॥ ২৯ ॥

ব্যাখ্যা। যমশ্চ নিয়মশ্চ আসনঞ্চ প্রাণায়ামশ্চ প্রত্যাহারশ্চ ধারণা চ ধ্যানঞ্চ সমাধিশ্চ এতান্যষ্টৌ অসম্প্রজ্ঞাতসমাধেরঙ্গানীত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

তাৎপর্য্য। যম নিয়ম প্রভৃতি আটটী যোগের অর্থাৎ অসম্প্রজ্ঞাতরূপ নিরোধ সমাধির কারণ ॥ ২৯ ॥

ভাষ্য। যথাক্রমমেতেষামনুষ্ঠানং স্বরূপঞ্চ বক্ষ্যামঃ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ। যোগাঙ্গ সকলের নিরূপণ করা যাইতেছে, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সম্প্রজ্ঞাত সমাধি এই আটটী যোগের অর্থাৎ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির কারণ, যথাক্রমে ইহাদের অনুষ্ঠান ও স্বরূপ প্রদর্শন করা যাইবে ॥ ২৯ ॥

মন্তব্য। একই সমাধি অঙ্গ ও অঙ্গী উভয়রূপে কথিত হইয়াছে, অঙ্গের অন্তর্গত সমাধিটী সম্প্রজ্ঞাত, উহা অসম্প্রজ্ঞাতরূপ নিরোধ সমাধির অঙ্গ হয়। গ্রন্থের প্রারম্ভে ইহার আভাস দেওয়া হইয়াছে। অভ্যাস বৈরাগ্য শ্রদ্ধা বীর্য্য প্রভৃতি উপায় সমস্ত এই আটটীর মধ্যে অন্তর্ভূত বলিয়া জানিবে ॥ ২৯ ॥

ভাষ্য। তত্র।

সূত্র। অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ ॥ ৩০ ॥

ব্যাখ্যা। অহিংসা চ, সত্যঞ্চ অস্তেয়ঞ্চ (চৌর্য্যাভাবশ্চ) ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ অপরিগ্রহশ্চ তে যমাঃ ॥ ৩০ ॥

তাৎপর্য্য। অষ্টবিধ যোগাঙ্গের মধ্যে অহিংসা, সত্য, অস্তেয় অর্থাৎ চুরি না করা, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এই পাঁচটীকে যম বলে ॥ ৩০ ॥

ভাষ্য। তত্রাহিংসা সর্ব্বথা সর্ব্বদা সর্ব্বভূতানামনভিদ্রোহঃ, উত্তরে চ যমনিয়মাস্তন্মূলাস্তৎসিদ্ধিপরতয়া তৎপ্রতিপাদনায় প্রতিপাদ্যন্তে, তদবদাতরূপকরণায়ৈবোপাদীয়ন্তে। তথাচোক্তং "স খল্বয়ং ব্রাহ্মণো যথা যথা ব্রতানি বহূনি সমাদিৎসতে তথা তথা প্রমাদকৃতেভ্যো হিংসা-নিদানেভ্যো নিবর্ত্তমানস্তামেবাবদাতরূপামহিংসাং করোতি"। সত্যং যথার্থে বাঙ্মনসে, যথাদৃষ্টং যথানুমিতং যথাশ্রুতং তথা বাঙ্মনশ্চেতি, পরত্রস্ববোধসংক্রান্তয়ে বাগুক্তা সা যদি ন বঞ্চিতা ভ্রান্তা বা প্রতিপত্তি-বন্ধ্যা বা ভবেদিতি, এষা সর্ব্বভূতোপকারার্থং প্রবৃত্তা ন ভূতোপঘাতায়, যদি চৈবমপ্যভিধীয়মানা ভূতোপঘাতপরৈব স্যাৎ ন সত্যং ভবেৎ, পাপমেব ভবেৎ, তেন পুণ্যাভাসেন পুণ্যপ্রতিরূপকেণ কষ্টতমং প্রাপ্নুয়াৎ, তস্মাৎ পরীক্ষ্য সর্ব্বভূতহিতং সত্যং ব্রূয়াৎ। স্তেয়ং অশাস্ত্রপূর্ব্বকং দ্রব্যাণাং পরতঃ স্বীকরণম্, তৎপ্রতিষেধঃ পুনরস্পৃহারূপমস্তেয়মিতি। ব্রহ্মচর্য্যং গুপ্তেন্দ্রিয়স্যোপস্থস্য সংযমঃ। বিষয়াণামর্জ্জনরক্ষণক্ষয়সঙ্গহিংসাদোষদর্শনাদস্বীকরণমপরিগ্রহঃ ইত্যেতে যমাঃ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ। পঞ্চবিধ যমের মধ্যে কোনও প্রকারে কোনও কালে কোনও প্রাণীর অভিদ্রোহ অর্থাৎ প্রাণবিয়োগ হয় এরূপ চেষ্টা না করাকে অহিংসা বলে (এইরূপ অহিংসাই যোগের অঙ্গ) উত্তরবর্ত্তী সত্যাদি যম ও শৌচাদি নিয়ম সমস্তই অহিংসামূলক, অর্থাৎ অহিংসা রক্ষা না করিয়া সত্যাদির অনুষ্ঠান করা বিফল, অহিংসার সিদ্ধির (জ্ঞানের) নিমিত্তই সত্যাদির প্রতিপাদন করা

হইয়াছে অর্থাৎ অহিংসা বৃত্তি কতদূর স্থির হইতেছে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সত্যাদির অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। এই অহিংসা বৃত্তির স্বচ্ছতার নিমিত্ত সত্যাদির অনুষ্ঠান করিতে হয় (তাহা না হইলে অসত্য প্রভৃতি দোষে অহিংসা মলিন হইয়া যায়) এইরূপেই শাস্ত্রে উক্ত আছে "মুমুক্ষু ব্রাহ্মণ যেমন যেমন সত্যাদি বহুবিধ ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে থাকেন অমনি প্রমাদ (অনবধান) বশতঃ অনুষ্ঠিত হিংসার কারণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া ঐ অহিংসাকেই অবদাতরূপা অর্থাৎ নির্ম্মল করিয়া থাকেন। যথার্থ বাক্ ও মনকে সত্য বলে, অর্থাৎ যেরূপ প্রত্যক্ষ, অনুমিতি বা শব্দজন্য জ্ঞান হইয়াছে বলিবার ইচ্ছা হইলে তদ্রূপেই বাক্যের ও মনের ব্যাপার করিবে, প্রত্যক্ষাদি দ্বারা নিজের যেরূপ জ্ঞান হইয়াছে, তদ্রূপেই শ্রোতার যাহাতে জ্ঞান জন্মে এ প্রকারে কথা বলিলে সত্য বলা হয়, এতাদৃশ বাক্য যদি বঞ্চনার (প্রতারণার) কারণ বা ভ্রমজন্য হয় তবে সত্য রক্ষা হয় না, শ্রোতা বুঝিতে না পারে এরূপে বাক্য প্রয়োগ করিলেও সত্য হয় না। উক্ত প্রকারে বাক্যের প্রয়োগ এভাবে করিবে যাহাতে সমস্ত জীবের উপকার হয়, অনিষ্টের কারণ না হয়। পূর্ব্বোক্তরূপে বাক্য প্রয়োগ করিলেও যদি পরের অনিষ্ট হয় তাহাতে সত্য রক্ষা হয় না, উহাতে বরং পাপ হয়; পরের অনিষ্টকারক সত্য বাক্য প্রয়োগ করা পুণ্য নহে, আপাততঃ পুণ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু উহা হইতে কষ্টতম নরকদুঃখ হইয়া থাকে, অতএব বিবেচনা করিয়া বাক্য প্রয়োগ করিবে যাহাতে জীব সকলের হিত ভিন্ন অহিত না হয়। অশাস্ত্রপূর্ব্বক অর্থাৎ প্রতিগ্রহ ব্যতিরেকে পরের দ্রব্য গ্রহণ করাকে স্তেয় (চৌর্য্য) বলে, উহার অভাবের নাম অস্তেয়, কেবল চুরি না করা নহে, মন হইতে পরের দ্রব্যে স্পৃহা পরিত্যাগ করিবে। গুপ্তেন্দ্রিয় উপস্থের (স্ত্রীপুং চিহ্নের) সংযম অর্থাৎ মৈথুন ও তদ্বিষয়ে শ্রবণাদির ব্যাপার রহিত করাকে ব্রহ্মচর্য্য বলে। বিষয়ের অর্থাৎ উপভোগ্য বস্তুর উপার্জ্জন, রক্ষা, ক্ষয়, সঙ্গ ও হিংসাদোষ অনুভব করিয়া তাহা হইতে বিরত থাকার নাম অপরিগ্রহ। এই পাঁচটিকে যম বলে ॥ ৩০ ॥

মন্তব্য। আধ্যাত্মিক উন্নতির অভিলাষ থাকিলে প্রথমতঃ যম নিয়ম হইতেই সূত্রপাত করিতে হয়, কেবল বাহিরে প্রদর্শন করিলে কোনও ফল হয় না, চিত্তের মলিনতা বিদূরিত হইতেছে কি না তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

অহিংসাদি বৃত্তি স্থির হইয়াছে কি না তাহার পরীক্ষা ফল দ্বারাই হইতে পারে, অহিংসা বৃত্তি স্থির হইলে তাদৃশ যোগীর সন্নিধানে হিংস্রক জন্তগণেরও শত্রুতা থাকে না ইত্যাদি। এই অহিংসা বৃত্তির উৎকর্ষ বিধান করিবার নিমিত্তই সাংখ্যশাস্ত্রকর্ত্তা বৈধহিংসাকেও (বলিদান) পাপের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অধর্ম্মের মূল মিথ্যা কথা, সংসারে মিথ্যা কথা না থাকিলে অধর্ম্ম আপনা হইতেই চলিয়া যায়। নিশাকালে চোরে চুরি করে, লম্পটে পরদার করে, প্রাতঃকালে তাহাদিগকে রাত্রির বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে তাহাদের যদি সত্য কথা বলিলে হয় তবে কি আর পাপাচরণ হইতে পারে, কখনই নহে। সত্য কথা বলিলে যদি কাহারও প্রাণবিয়োগ সম্ভব হয় এমত স্থলে বাক্যের প্রয়োগ করিবে না।

মনে মনে পরের দ্রব্যের অভিলাষ থাকিলে অস্তেয় রক্ষা হয় না, প্রথমতঃ মানসিক ব্যাপার হইয়া পরে কায়িক ও বাচিক ব্যাপার হইয়া থাকে, মনের ব্যাপার (ইচ্ছা) না হইলে কায়িক বাচিক ব্যাপার হয় না, তাই অস্পৃহারূপ অস্তেয় প্রদর্শিত হইয়াছে

লোকলজ্জা বা ধার্ম্মিকতার ভাণ করিয়া প্রকাশ্যে স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগ করিয়া অহর্নিশ মনে মনে ঐ ভাবনায় জর্জ্জরিত হওয়া ভয়ানক পাপ। পাপ, বা পুণ্য বিষয়ে কত সময় যাইতেছে সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিতে হইলে মৈথুনপ্রসঙ্গে সমস্ত ব্যাপার পরিত্যাগ করিতে হয়, তাই ভাষ্যকার "গুপ্তেন্দ্রিয়স্য" বলিয়া প্রয়োগ করিয়াছেন। দক্ষসংহিতায় আট প্রকার মৈথুনের অঙ্গ নির্দ্দিষ্ট আছে, "স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্। সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানির্বৃত্তিরেব চ। এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ। ব্রহ্মচর্য্যের স্বরূপ জানিতে হইলে ঋষ্যশৃঙ্গের প্রথম অবস্থা ও শুকদেবের জীবনচরিত অনুসন্ধান করা উচিত।

অপরিগ্রহ বিষয়-বৈরাগ্যের নামান্তর। বিষয় অর্জ্জনে কতদূর দোষ তাহা ভুক্তভোগী সকলেই অবগত আছেন। প্রাণান্ত করিয়া অর্জ্জিত ধন তস্করে লইয়া যাইবে সর্ব্বদা এইরূপ দুশ্চিন্তা থাকে এইটী রক্ষাদোষ। উপভোগ করিলে সঞ্চিত ধনের শীঘ্রই ক্ষয় হয় ইহার অনুশীলনকে ক্ষয়দোষ দর্শন বলে। ভোগ করিতে

করিতে ক্রমশঃই লালসা (নেসা) বৃদ্ধি হয়, তখন উত্তরোত্তর অধিক আকাঙ্ক্ষা হয়, না পাইলে বিশেষ কষ্ট হয় এইটী সঙ্গদোষ। উপভোগ করিতে গেলেই অপরের কষ্টের কারণ হয় অন্ততঃ ঈর্ষাও হইয়া থাকে, এইটী হিংসাদোষ ॥ ৩০ ॥

ভাষ্য। তে তু।

সূত্র। জাতিদেশকালসময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্বভৌমা মহাব্রতম্ ॥ ৩১ ॥

ব্যাখ্যা। জাতিদেশকালসময়ানবচ্ছিন্নাঃ (জাতির্ব্রাহ্মণত্বাদিঃ, দেশঃ তীর্থাদিঃ, কালশ্চতুর্দশ্যাদিঃ, সময়ঃ ব্রাহ্মণপ্রযোজনাদিঃ, এতৈরনবচ্ছিন্নাঃ অখণ্ডিতাঃ) সার্বভৌমাঃ (সর্বাসু ভূমিষু বিষয়েষু অনুগতাঃ) মহাব্রতং (এতে অহিংসাদয়ঃ মহাব্রতমিত্যুচ্যতে) ॥ ৩১ ॥

তাৎপর্য্য। পূর্ব্বোক্ত অহিংসাদি যদি জাতি, দেশ, কাল ও শপথ দ্বারা সীমাবদ্ধ না হয় এবং সমস্ত বিষয়ে সর্ব্বথা অনুগত হয় তবে মহাব্রত বলা যাইতে পারে ॥ ৩১ ॥

ভাষ্য। তত্রাহিংসা জাত্যবচ্ছিন্না মৎস্যবন্ধকস্য মৎস্যেষ্বেব নান্যত্র হিংসা, সৈব দেশাবচ্ছিন্না ন তীর্থে হনিষ্যামীতি, সৈব কালাবচ্ছিন্না ন চতুর্দশ্যাং ন পুণ্যেঽহনি হনিষ্যামীতি, সৈব ত্রিভিরুপরতস্য সময়াবচ্ছিন্না দেবব্রাহ্মণার্থে নান্যথা হনিষ্যামীতি, যথাচ ক্ষত্রিয়াণাং যুদ্ধ এব হিংসা নান্যত্রেতি। এভির্জ্জাতিদেশকালসময়ৈরনবচ্ছিন্না অহিংসাদয়ঃ সর্ব্বথৈব পরিপালনীয়াঃ, সর্ব্বভূমিষু সর্ব্ববিষয়েষু সর্ব্বথৈবাবিদিতব্যভিচারাঃ সার্ব্বভৌমা মহাব্রতমিত্যুচ্যতে ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ। জাতি দ্বারা অবচ্ছিন্ন (নিয়মিত, সঙ্কোচিত) অহিংসা যেমন ধীবরগণ মৎস্যজাতিরই হিংসা করে, অপর প্রাণীর করে না। ঐ অহিংসা দেশ দ্বারা অবচ্ছিন্ন যেমন তীর্থে হিংসা করিব না, কাল দ্বারা অবচ্ছিন্ন যেমন চতুর্দ্দশী অথবা পবিত্র দিবসে হিংসা করিব না। উক্ত জাতিদেশ কাল দ্বারা

অবচ্ছিন্ন না হইয়াও সময় অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা দ্বারা অবচ্ছিন্ন অর্থাৎ সীমাবদ্ধ হয় যেমন দেবতা ও ব্রাহ্মণের প্রয়োজনবশতঃ হিংসা করিব নতুবা করিব না, যেমন ক্ষত্রিয়সন্তান যুদ্ধক্ষেত্রেই হিংসা করে, অন্য স্থানে করে না। উক্ত প্রকারে জাত্যাদি দ্বারা অনবচ্ছিন্ন অহিংসা প্রভৃতি সর্ব্বতোভাবে পালন করিবে। এইরূপে জাত্যাদি সমস্ত বিষয়েই সকল প্রকারে অহিংসা প্রভৃতি অবিচলিত থাকিলে তাহাকে সার্ব্বভৌম মহাব্রত বলা যায়॥ ৩১॥

মন্তব্য। যোগমার্গ অলৌকিক বস্তু, ইহাতে সঙ্কোচের চিহ্নও নাই, ইহা সামাজিক কোনও শৃঙ্খলে সীমাবদ্ধ হয় না, প্রাণিবিশেষে ইহার পক্ষপাত নাই, সুতরাং জাতি দেশ কাল ইহার সঙ্কোচ করিতে পারে না, যোগিগণ কাহারই উপরোধ রাখেন না, অমুকের জন্য করিব, অমুকের জন্য করিব না এরূপ কথা তাহাদের প্রতি সম্ভবে না। অহিংসার ন্যায় সত্যাদি স্থলেও অনবচ্ছেদ বুঝিতে হইবে॥ ৩১॥

সূত্র। শৌচ—সন্তোষ—তপঃ—স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ॥ ৩২॥

ব্যাখ্যা। শৌচং, সন্তোষঃ, তপঃ, স্বাধ্যায়ঃ, ঈশ্বরপ্রণিধানঞ্চ এতানি নিয়মাঃ ইতি॥ ৩২॥

তাৎপর্য্য। নিয়ম পাঁচ প্রকার, শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান॥ ৩২॥

ভাষ্য। তত্রশৌচং মৃজ্জলাদিজনিতং মেধ্যাভ্যবহরণাদি চ বাহ্যং। আভ্যন্তরং চিত্তমলানামাক্ষালনং। সন্তোষঃ সন্নিহিত-সাধনাদধিকস্যানুপাদিৎসা। তপঃ দ্বন্দ্বসহনম্, দ্বন্দ্বশ্চ জিঘৎসা পিপাসে, শীতোষ্ণে, স্থানাসনে, কাষ্ঠমৌনাকারমৌনে চ, ব্রতানি চৈব যথাযোগং কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণসান্তপনাদীনি। স্বাধ্যায়ঃ মোক্ষ-শাস্ত্রাণামধ্যয়নং প্রণবজপো বা। ঈশ্বরপ্রণিধানং তস্মিন্ পরমগুরৌ সর্ব্বকর্ম্মার্পণং, "শয্যাসনস্থোঽথ পথি ব্রজন্ বা স্বস্থঃ পরিক্ষীণ-বিতর্কজালঃ। সংসারবীজক্ষয়মীক্ষমাণঃ স্যান্নিত্যমুক্তোঽমৃতভোগ-

ভাগী"। যত্রেদমুক্তং "ততঃ প্রত্যক্ চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ" ইতি ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ। মৃত্তিকা ও জলাদির মার্জ্জনা ও মেধ্য পবিত্র বস্তু (গোমূত্র যাবকাদি) আহার করায় বাহ্য শৌচ হয়, অর্থাৎ মৃত্তিকা গোময় প্রভৃতি শরীরে প্রলেপ, পবিত্র সলিলে স্নান, এবং পবিত্র বস্তু গ্রাস পরিমাণ পূর্ব্বক আহার করিলে বাহ্য অর্থাৎ স্থূল শরীরের শৌচ হয়। চিত্তের মল (দ্বেষ অসূয়াদি) দূর করার (মৈত্রীকরুণাদি ভাবনা দ্বারা) নাম অন্তঃশৌচ। ক্ষুধা তৃষ্ণা, শীত উষ্ণ, উত্থান (দাঁড়ান) উপবেশন (বসা), কাষ্ঠমৌন অর্থাৎ ইঙ্গিত দ্বারাও অভিপ্রায় প্রকাশ না করা, আকার মৌন অর্থাৎ কেবল মুখে কথা না বলা এইরূপ বিষয়কে দ্বন্দ্ব বলে, ইহা সহ্য করার নাম তপঃ, যথাসম্ভব কৃচ্ছ্র চন্দ্রায়ণ সান্তপন প্রভৃতি ব্রতকেও তপঃ বলে। উপনিষৎ গীতা প্রভৃতি মোক্ষশাস্ত্র অধ্যয়ন অথবা ওঁকার জপকে স্বাধ্যায় বলে। পরমগুরু পরমেশ্বরে সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ করার নাম ঈশ্বর প্রণিধান, (এই ঈশ্বরপ্রণিধান দ্বারা ভগবানের প্রসাদে সর্ব্বদাই যোগযুক্ত হওয়া যায়, শ্লোক দ্বারা তাহাই দেখান হইয়াছে) ঈশ্বর প্রণিধানকারী যোগী শয়ন করুন, বসিয়া থাকুন বা পথে পথে ভ্রমণ করুন তিনি স্বস্থ (ব্রহ্মনিষ্ঠ) তাঁহার সমস্ত বিতর্ক (হিংসা প্রভৃতি, অথবা সংশয় বিপর্য্যয়) বিনষ্ট হইয়াছে, তিনি অবিদ্যা সংস্কার প্রভৃতি সংসারের বীজ সকলের ক্ষয় অনুভব করিয়া নিত্যমুক্ত হইয়া ব্রহ্মাস্বাদ গ্রহণ করেন। এই বিষয়ে সূত্রকার বলিয়া আসিয়াছেন "ঈশ্বর প্রণিধান করিলে আত্মজ্ঞান হয় ও ব্যাধি প্রভৃতি অন্তরায়ের বিনাশ হয়" ॥ ৩২ ॥

মন্তব্য। মেধ্যাভ্যবহরণাদি শৌচ নহে শৌচের কারণ, কার্য্যকারণের অভেদ উপচার হইয়াছে। সাধারণতঃ দ্বন্দ্বশব্দে বিরুদ্ধ দুই দুইটী বুঝায়, ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতিতে তাদৃশ বিরোধ না থাকিলেও পারিভাষিক দ্বন্দ্ব বুঝিতে হইবে। দ্বন্দ্ব সহ্য করার অর্থ সকল অবস্থাতেই সমানভাব, যেমন শীতে তেমনই গ্রীষ্মে, অর্থাৎ শরীরের কষ্টে কষ্টবোধ না করা। নিত্যমুক্ত এই স্থলে নিত্যযুক্ত এরূপও পাঠ আছে।

বহিঃশুদ্ধি সমস্তই অন্তঃশুদ্ধির কারণ, চিত্তশুদ্ধির নিমিত্তই নিত্যনৈমিত্তিক

ক্রিয়াসমুদায়ের বিধান আছে, সদাচার, সৎসঙ্গ, সাত্ত্বিক ভোজন ইত্যাদির সহিত ধর্ম্মের বিশেষ সম্বন্ধ আছে, এই নিমিত্তই ভগবদ্গীতায় সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক ত্রিবিধ আহারের উল্লেখ করিয়া সাত্ত্বিক আহারের প্রশংসা করা হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে বিশেষরূপে দেখান হইয়াছে :—আহারের স্থূল বা অধম ভাগ মূত্রপুরীষাদিরূপে বহির্গত হয়, মধ্যম ভাগ দ্বারা রসরক্ত ইত্যাদি সপ্তধাতুর উপচয় পূর্ব্বক দেহের (স্থূল শরীরের) পোষণ হয়, এ নিমিত্তই দেহকে অন্নময় কোষ বলে, উত্তম ভাগ দ্বারা চিত্তের (সূক্ষ্ম শরীরের) পুষ্টি হয়, এই উত্তম ভাগই সাত্ত্বিক, যে সমস্ত বস্তুতে সাত্ত্বিক অংশ অধিক থাকে তাহাতেই চিত্তের শক্তি বৃদ্ধি হয়, এই উদ্দেশ্যই সাধারণের অন্ন ভোজন করা নিষিদ্ধ। "অন্নময়ং মনঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে উক্ত বিষয় প্রদর্শিত আছে।

অন্তঃশুদ্ধির অভিলাষ থাকিলে বহিঃশুদ্ধির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক, কেবল আমি শুচি হইব নির্ম্মল অন্তঃকরণ হইব এরূপ ইচ্ছায় কিছুই হয় না, অভিলাষানুসারে চিত্তশুদ্ধি হইতেছে কি না, ঈর্ষা দ্বেষ প্রভৃতি চিত্তমল দূর হইতেছে কি না তৎপ্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল বাহ্য আড়ম্বরে কোন ফলই হয় না, উহা একরূপ ধর্ম্মের ভাণ মাত্র। এক শ্রেণির লোক কেবল বাহ্য অনুষ্ঠানকেই পরম পদার্থ মনে করিয়া সর্ব্বথাভাবে তাহারই অনুষ্ঠানে রত থাকে, চিত্তশুদ্ধি যে একটী স্বর্গীয় বস্তু আছে তাহার অনুসন্ধানও রাখে না, অপর শ্রেণির লোক চিত্তশুদ্ধি কামনা করে সত্য কিন্তু ঘোর অলস অথবা বৃথা অভিমানী, বাহ্য অনুষ্ঠানে বিশেষ বিদ্বেষী, ইহাদের কেহই চিত্তশুদ্ধি লাভ করিতে পারে না, চিত্তশুদ্ধি অতি দুর্লভ পদার্থ, সর্ব্বদা সদাচার, সৎসংসর্গ, সৎকর্ম্মানুষ্ঠান ইত্যাদিতে রত থাকিতে হয়, ব্রত নিয়মাদি কঠোর পালন করিতে হয়, তবে হইলেও হইতে পারে। কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি ব্রত সমুদায় মনু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রে বিহিত আছে গ্রন্থ বাহুল্যভয়ে প্রদর্শিত হইল না ॥ ৩২ ॥

ভাষ্য। এতেষাং যমনিয়মানাম্।

সূত্র। বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষভাবনম্ ॥ ৩৩ ॥

ব্যাখ্যা। বিতর্কবাধনে (বিতর্কৈঃ হিংসাদিভিঃ বাধনে উচ্ছেদে) প্রতিপক্ষভাবনম্ (প্রতিকূলচিন্তনম্ কর্ত্তব্যমিতি শেষঃ) ॥ ৩৩ ॥

তাৎপর্য্য। হিংসাদি বিতর্ক দ্বারা যমনিয়মাদির উচ্ছেদের উপক্রম হইলে বিতর্কগণের দোষের চিন্তা করিবে ॥ ৩৩ ॥

ভাষ্য। যদাস্য ব্রাহ্মণস্য হিংসাদয়ো বিতর্কা জায়েরন্ হনিষ্যাম্যহমপকারিণম্, অনৃতমপি বক্ষ্যামি, দ্রব্যমপ্যস্য স্বীকরিষ্যামি, দারেষু চাস্য ব্যবায়ী ভবিষ্যামি, পরিগ্রহেষু চাস্য স্বামী ভবিষ্যামীতি। এবমুন্মার্গপ্রবণবিতর্কজ্বরেণাতিদীপ্তেন বাধ্যমানস্তৎপ্রতিপক্ষান্ ভাবয়েৎ, ঘোরেষু সংসারাঙ্গারেষু পচ্যমানেন ময়া শরণমুপাগতঃ সর্ব্বভূতাভয়প্রদানেন যোগধর্ম্মঃ, স খল্বহং ত্যক্ত্বা বিতর্কান্ পুনস্তানাদদানস্তুল্যঃ শ্ববৃত্তেন ইতি ভাবয়েৎ, যথা শ্বা বান্তাবলেহী তথা ত্যক্তস্য পুনরাদদান ইতি, এবমাদি সূত্রান্তরেষ্বপি যোজ্যম্ ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ। যমনিয়ম তৎপর ব্রাহ্মণের (ব্রাহ্মণশব্দে শাস্ত্রোক্ত ব্রাহ্মণ বুঝিতে হইবে) যখন এইরূপে হিংসাদি বিতর্ক জন্মে, অমুক অপকারীকে বিনাশ করিব (এই হিংসাটী অহিংসার বাধক) ইহার অনিষ্ট করিবার নিমিত্ত মিথ্যা বলিতে হয় বলিব (এইটী সত্যের বাধক), যে ভাবেই হউক ইহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিব (অস্তেয়ের বাধক), ইহার স্ত্রীর সতীত্ব বিনাশ করিব (ব্রহ্মচর্য্যের বাধক) ইহার সম্পত্তি সমুদায় অধিকার করিব (অপরিগ্রহের বাধক) এইরূপে অসৎ পথপ্রদর্শক অতিশয় উদ্দীপিত বিতর্কজ্বর (যাহাকে গরম হওয়া বলে) দ্বারা উত্তেজিত হইলে ঐ সমস্ত বিতর্কের প্রতিপক্ষ (দোষ) চিন্তা করিবে, অসহ্য ভীষণ সংসার অনলে আমি দগ্ধ হইয়া সমস্ত ভূতের অভয়দাতা যোগধর্ম্ম অহিংসাদি সমুদায়ের আশ্রয় করিয়াছি, আমি বিতর্ক সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার তাহাদিগকে গ্রহণ করিলে কুকুরের সদৃশ হইব, কুকুর যেমন বমন করিয়া পুনর্ব্বার সেই বমন ভক্ষণ করে আমিও তদ্রূপ পরিত্যক্ত হিংসাদি পুনর্ব্বার গ্রহণ করিতেছি। যোগাঙ্গ প্রতিপাদক অন্যান্য সূত্রেও এইরূপে প্রতিপক্ষ ভাবনা জানিবে ॥ ৩৩ ॥

মন্তব্য। ভাষ্যে কেবল অহিংসাদি যম পঞ্চকের বিপরীত ভাবনা দেখান হইয়াছে, নিয়ম কয়েকটীর এইরূপে জানিবে, এই অপকারীর অনিষ্ট করিতে শৌচ (আচার) ত্যাগ করিতে হয় তাহাও করিব ইত্যাদি। অতি কষ্টে কথঞ্চিৎ

আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিলে যাহাতে স্খলন না হয় সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। সংসারমার্গ অতি ভীষণ, বিষয়-শার্দ্দূল সর্ব্বত্রই মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে, চিত্ত কুরঙ্গকে রক্ষা করিয়া যে চলিতে পারে তাহারই জয় ॥৩৩॥

সূত্র। বিতর্কা হিংসাদয়ঃ কৃতকারিতানুমোদিতা লোভ-ক্রোধমোহপূর্ব্বকা মৃদুমধ্যাধিমাত্রা দুঃখাজ্ঞানানন্ত-ফলা ইতি প্রতিপক্ষ ভাবনম্ ॥ ৩৪ ॥

ব্যাখ্যা। বিতর্কাঃ (বিপরীতাস্তর্কা বিচারা যেষু তে) হিংসাদয়ঃ (হিংসা আদির্যেষাং তে হিংসামিথ্যাস্তেয়াদয়ঃ) কৃতকারিতানুমোদিতাঃ (কৃতাঃ স্বয়ং নিষ্পাদিতাঃ, কারিতাঃ কুরু ইতি প্রয়োজকব্যাপারেণ সমুৎপাদিতাঃ, অনু-মোদিতাঃ পরৈঃ ক্রিয়মাণাঃ সাধুসাক্তিত্যঙ্গীকৃতাঃ), লোভক্রোধমোহপূর্ব্বকাঃ (লাভস্তৃষ্ণা, ক্রোধঃ কৃত্যাকৃত্যবিবেকোন্মূলকঃ কশ্চিদান্তরো ধর্ম্মঃ, মোহঃ অজ্ঞানং, তে পূর্ব্বে হেতবো যেষাং তে), মৃদুমধ্যাধিমাত্রাঃ (মৃদবোমন্দাঃ, মধ্যাঃ নাতিমন্দা নাতিতীব্রাঃ, অধিমাত্রাস্তীব্রাঃ), দুঃখাজ্ঞানানন্তফলাঃ (দুঃখ-মজ্ঞানঞ্চ অনন্তফলং যেষাং তে তথাবিধাঃ), ইতি প্রতিপক্ষভাবনম্ (হিংসাদয়ঃ অনন্তং দুখমজ্ঞানঞ্চ জনয়ন্তি ইভি তে ন কর্ত্তব্যাঃ ইতি চিন্তনং) ॥৩৪॥

তাৎপর্য্য। হিংসা, মিথ্যাকথা, চৌর্য্য, পরদার প্রভৃতিকে বিতর্ক বলে, ইহারা স্বয়ং কৃত হয়, অথবা পরের দ্বারা করান হয়, অথবা অপরে করিয়াছে তাহাকে ভাল বলা হয়, এই হিংসাদি লোভ, ক্রোধ ও মোহ পূর্ব্বক হইয়া থাকে, ইহারা মন্দ, মধ্যম ও তীব্ররূপে সম্পন্ন হয়, ইহাদের ফল অনন্ত দুঃখ ও অজ্ঞান অতএব ইহাদের অনুষ্ঠান করা উচিত নহে, এইরূপে প্রতিপক্ষভাবন অর্থাৎ প্রতিকূলচিন্তা করিবে ॥ ৩৪ ॥

ভাষ্য। তত্র হিংসা তাবৎ কৃতাকারিতাঽনুমোদিতেতি ত্রিধা, একৈকা পুনস্ত্রিধা, লোভেন মাংসচর্ম্মার্থেন, ক্রোধেন অপকৃত-মনেনেতি, মোহেন ধর্ম্মো মে ভবিষ্যতীতি। লোভক্রোধমোহাঃ পুনস্ত্রিবিধাঃ মৃদুমধ্যাধিমাত্রা ইতি, এবং সপ্তবিংশতিভেদা ভবন্তি হিংসায়াঃ, মৃদুমধ্যাধিমাত্রাঃ পুনস্ত্রেধা, মৃদুমৃদুঃ, মধ্যমৃদুঃ, তীব্রমৃদু-

রিতি ; তথা মৃদুমধ্যঃ, মধ্যমধ্যঃ, তীব্রমধ্য ইতি ; তথা মৃদুতীব্রঃ, মধ্যতীব্রঃ, অধিমাত্র তীব্রঃ ইতি, এবমেকাশীতিভেদা হিংসা ভবতি। সা পুনর্নিয়মবিকল্পসমুচ্চয়ভেদাদসঙ্খেয়া প্রাণভৃদ্ভেদস্যাপরিসংখ্যেয়ত্বাদিতি। এবমনৃতাদিষ্বপি যোজ্যম্। তে খল্বমী বিতর্কা দুঃখাজ্ঞানানন্তফলা ইতি প্রতিপক্ষভাবনম্ দুঃখমজ্ঞানঞ্চানন্তফলং যেষামিতি প্রতিপক্ষভাবনম্, তথাচ হিংসকঃ প্রথমং তাবদ্ বধ্যস্য বীর্য্যমাক্ষিপতি, ততঃ শস্ত্রাদিনিপাতেন দুঃখয়তি, ততো জীবিতাদপি মোচয়তি, ততো বীর্য্যাক্ষেপাদস্য চেতনাচেতনমুপকরণং ক্ষীণবীর্য্যং ভবতি, দুঃখোৎপাদান্নরকতির্য্যক্প্রেতাদিষু দুঃখমনুভবতি, জীবিতব্যপরোপণাৎ প্রতিক্ষণঞ্চ জীবিতাত্যয়ে বর্ত্তমানো মরণমিচ্ছন্নপি দুঃখবিপাকস্য নিয়তবিপাকবেদনীয়ত্বাৎ কথঞ্চিদেবোচ্ছ্বসিতি, যদিচ কথঞ্চিৎ পুণ্যাবাপগতা হিংসা ভবেৎ তত্র সুখপ্রাপ্তৌ ভবেদল্পায়ুরিতি, এবমনৃতাদিষ্বপি যোজ্যং যথাসম্ভবং। এবং বিতর্কাণাং চামুমেবানুগতং বিপাকমনিষ্টং ভাবয়ন্ন বিতর্কেষু মনঃ প্রণিদধীত। প্রতিপক্ষভাবনাদ্ হেতোর্হেয়া বিতর্কাঃ ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ। হিংসা প্রথমতঃ তিন প্রকার ; কৃত স্বহস্তে প্রাণিবধ, কারিত অনুমতি দিয়া প্রাণিহত্যা করা, অনুমোদিত অপরে প্রাণিবধ করিয়াছে তাহার অনুমোদন করা অর্থাৎ ভাল করিয়াছে এরূপ বলা। ইহার প্রত্যেকটী পুনর্ব্বার তিন প্রকার লোভ বশতঃ যেমন মাংস বা চর্ম্ম পাইবার নিমিত্ত হরিণ প্রভৃতির বধ করা, ক্রোধবশতঃ যেমন এই ব্যক্তি অপকার করিয়াছে অতএব ইহাকে বিনষ্ট করা, মোহ বশতঃ যেমন ইহাকে (যজ্ঞীয় পশুকে) বধ করিলে ধর্ম্ম হইবে। লোভ, ক্রোধ ও মোহ ইহারা প্রত্যেকে পুনর্ব্বার তিন প্রকার, মৃদু, মধ্য ও অধিমাত্র (তীব্র) সুতরাং এতজ্জনিত হিংসাও তিন প্রকার, এইরূপে ৩ × ৩ × ৩ = ২৭ হিংসার ভেদ সপ্তবিংশতি হয়। মৃদু, মধ্য ও অধিমাত্র ইহারা প্রত্যেকে পুনর্ব্বার তিন প্রকার মৃদুমৃদু, মধ্যমৃদু ও তীব্রমৃদু ; মৃদুমধ্য, মধ্য মধ্য ও তীব্রমধ্য ; মৃদুতীব্র, মধ্যতীব্র ও অধিমাত্রতীব্র ; এইরূপে ২৭ × ৩ = ৮১

একাশীতি প্রকার হিংসার ভেদ হয়। বধ্য ও ঘাতক প্রাণিগণ অসংখ্য ইহাদের নিয়ম (প্রতিজ্ঞা এইটাই), বিকল্প (এইটা বা ঐটা) বা সমুচ্চয় (উভয়েরই গ্রহণ) ভেদে পূর্ব্বোক্ত একাশীতি প্রকার হিংসা অসংখ্য হইয়া উঠে। হিংসা স্থলে কৃতকারিতাদি ভেদের ন্যায় অনৃত (মিথ্যা) প্রভৃতি স্থলেও ভেদ বুঝিতে হইবে। উক্ত হিংসাদি বিতর্কগণ অনন্ত দুঃখ ও অজ্ঞান উৎপন্ন করে এইরূপে প্রতিপক্ষ চিন্তা করিবে। (অধর্ম্মবশতঃ তমোগুণের আবির্ভাব হইলে অজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া কিরূপে দুঃখের উৎপত্তি হয় তাহা বলা যাই- তেছে) হিংসক প্রথমতঃ বধ্য পশু প্রভৃতির বীর্য্য নাশ করে পরে শস্ত্রাদির প্রয়োগ করিয়া দুঃখ প্রদান করে, অনন্তর বিনাশ করে। হিংসক বধ্য প্রাণীর বীর্য্য আক্ষেপ করে বলিয়া উহার (হিংসকের) চেতন ও অচেতন দ্বিবিধ ভোগের উপকরণ ক্ষীণ বীর্য্য হয় অর্থাৎ ভোগ্য পদার্থের গুণ হ্রাস হয়, বধ্যের দুঃখ উৎপাদন করে বলিয়া নরক প্রেত পশুপক্ষী প্রভৃতিরূপে দুঃখভোগ করে, বধ্যের জীবন নাশ করে বলিয়া সর্ব্বদাই মৃতবৎ থাকিয়া মরণ ইচ্ছা করিয়াও অধর্ম্মের ফল দুঃখ ভোগ করিতেই হইবে বলিয়া কোনওরূপে কষ্টে জীবন ধারণ করে। যদিও কোনওরূপে হিংসা পুণ্যাবাপগতা হয় অধিক পুণ্যের মধ্যে অল্প পরিমাণে অবস্থান করে তাহা হইলেও পুণ্যফল সুখভোগকালে অল্পায়ুঃ হয়। এইরূপে অনৃতাদি (মিথ্যা চৌর্য্য প্রভৃতি) স্থলেও দুঃখ ও অজ্ঞানরূপ ফলের যথাসম্ভব অনুসন্ধান করিবে। হিংসাদি বিতর্কগণ সমুদায়ে অনুগত অর্থাৎ হিংসাদির প্রত্যেকের পরিণাম অনন্ত দুঃখ ও অজ্ঞানরূপ অনিষ্ট চিন্তা করিয়া যোগিগণ বিতর্ক অনুষ্ঠানে মনঃ প্রদান করেন না, কোনরূপেই হিংসাদির অনুষ্ঠান করেন না। বিতর্ক সকল উক্তরূপে প্রতিপক্ষ ভাবনা বশতঃ হেয় অর্থাৎ পরিত্যাগের যোগ্য হয়, অনবরতঃ হিংসাদির পরিণাম চিন্তা করিতে করিতে উহাতে আর প্রবৃত্তি হয় না ॥ ৩৪ ॥

মন্তব্য। নিয়ম যথা—কেবল মৎস্যই হিংসা করিব, বিকল্প যথা—এক দিনে স্থাবর বা জঙ্গম ইহার অন্যতর হিংসা করিব, উভয়কে করিব না, সমুচ্চয় যথা—উক্ত ব্যবস্থা ত্যাগ করিয়া স্থাবর ও জঙ্গম উভয়বিধই হিংসা করিব ইত্যাদি।

পরম্পরায় কতরূপে হিংসাদির অনুমোদন হয় তাহা স্থির হয় না, সকলেই

মৎস্য আহার রহিত করিলে ধীবরে মৎস্য ধরিত না, মাংসভক্ষণ প্রচলিত না থাকিলে কসাই কালীর আবির্ভাব হইত না, টুপী ব্যবহার না থাকিলে পালক লোভে পক্ষীর বিনাশ হইত না। ফলতঃ সাক্ষাৎই হউক অথবা অল্প বা অধিক পরম্পারাতেই হউক হিংসাদি দোষের অণুমাত্র সংস্রব থাকিলেও পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইতে হয়।

অবৈধ হিংসায় পাপ হয় ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত। বৈধহিংসা অর্থাৎ অশ্বমেধ প্রভৃতি যাগ অথবা বর্ত্তমান দুর্গোৎসবাদিতে বলিদান ইহাতে মতভেদ আছে, সাংখ্য পাতঞ্জল ভিন্ন সাধারণ আস্তিকদর্শনের মতে বৈধহিংসায় পাপ হয় না, তাঁহারা বলেন যদিচ "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি" ইত্যাদি সামান্য শাস্ত্রে হিংসার নিষেধ আছে তথাপি "অগ্নিষোমীয়ং পশুমালভেত" ইত্যাদি বিশেষ শাস্ত্র দ্বারা উহা বাধিত হইবে, বিশেষ বিধিকে পরিত্যাগ করিয়াই সামান্যের প্রবৃত্তি হয়, অতএব যাগাদি স্থলে পশুঘাতরূপ বৈধহিংসার অতিরিক্ত হিংসাই পাপের জনক। সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনের অভিপ্রায় এইরূপ, বিরোধ থাকিলেই প্রবল দ্বারা দুর্ব্বল পরাহত হয়, অনবকাশ হয় বলিয়া বিশেষ শাস্ত্র প্রবল, অবকাশ থাকে বলিয়া সামান্য শাস্ত্র দুর্ব্বল, একটী ধর্ম্মীতে বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ের সমাবেশ হইলেই বিরোধ বলে, হিংসা অনর্থের হেতু ও হেতু নহে এইরূপ হইলেই বিরোধ হয়, প্রকৃত স্থলে সেরূপ ঘটে নাই; মা হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি ইত্যাদি সামান্য শাস্ত্রের অর্থ হিংসা অনর্থের কারণ, অগ্নিষোমীয়ং পশুমালভেত ইত্যাদি বিশেষ শাস্ত্রের অর্থ পশুবধ যাগের সাধন, অনর্থের কারণ নয় এরূপ নহে, সুতরাং বিরোধের সম্ভাবনা নাই। যাগাদি অনুষ্ঠানে প্রচুর পরিমাণে পুণ্য হয়, সঙ্গে সঙ্গে পশু ও বীজাদি বধ হয় বলিয়া অল্প পরিমাণে অধর্ম্ম সঞ্চিত হয়, ভাষ্যকার তাহাই বলিয়াছেন "কথঞ্চিৎ পুণ্যাবাপগতা হিংসা ভবেৎ" পঞ্চশিখাচার্য্য বলিয়াছেন "স্বল্পসঙ্করঃ সপরিহারঃ সপ্রত্যবমর্শঃ ইতি, অর্থাৎ যাগাদিজনিত ধর্ম্মরাশি পশুবীজাদি বধপ্রযুক্ত স্বল্প পাপের সহিত সঙ্কীর্ণ হয়, যথাকথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিলে ঐ অল্প পাপ বিনষ্ট হইতে পারে, প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা হিংসাজনিত পাপ দূর না করিলে যাগফল স্বর্গভোগের সময় ঐ পাপের পরিণাম দুঃখ ভোগ হয় কিন্তু অধিক সুখের মধ্যে থাকে বলিয়া উহা সহজেই সহ্য করা যায় ইত্যাদি। এরূপ প্রবাদ

আছে সুরথ রাজা লক্ষ বলিদান করিয়া ভগবতীর প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন কিন্তু বিনিময়ে তাঁহাকেও লক্ষ শস্ত্রাঘাত পাইতে হইয়াছিল।

"প্রতিপক্ষভাবনাৎ হেতোর্হেয়া বিতর্কাঃ" এই ভাষ্যটুকু পরসূত্রের আভাস ভাষ্যের সহিত অন্বিত হইবে এইরূপ কেহ কেহ বলেন, অর্থাৎ হানের যোগ্য হিংসাদি বিতর্ক সকল প্রতিকূল চিন্তা বশতঃ যখন অপ্রসব ধর্ম্মী হয় যখন ফল-জননে সমর্থ হয় না; তখন যোগিগণের তৎসূচক ঐশ্বর্য্য হয়। উল্লিখিত ভাষ্য-টুকুর পূর্ব্বসূত্রে অন্বয় করিলে প্রতিকূল চিন্তা দ্বারা বিতর্ক সকল হেয় হয় অর্থাৎ হানের যোগ্য হয় এইরূপ বুঝিতে হইবে ॥ ৩৪ ॥

ভাষ্য। যদাস্যুরপ্রসবধর্ম্মাণস্তদা তৎকৃতমৈশ্বর্য্যং যোগিনঃ সিদ্ধি-সূচকং ভবতি, তদ্‌যথা।

সূত্র। অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ ॥৩৫॥

ব্যাখ্যা। অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং (অহিংসায়াঃ সিদ্ধৌ সত্যাং) তৎসন্নিধৌ (তস্য অহিংসকস্য সন্নিধানে) বৈরত্যাগঃ (শাশ্বতিকবৈরাণামপ্যহিনকুলাদীনাং শত্রুতাপরিহারো ভবতি) ॥ ৩৫ ॥

তাৎপর্য্য। অহিংসাবৃত্তি সম্যক্‌রূপে স্থির হইলে তাদৃশ যোগীর নিকটে অপর সমুদায় হিংস্রক জন্তুর হিংসাবৃত্তি থাকে না ॥ ৩৫ ॥

ভাষ্য। সর্ব্বপ্রাণিনাং ভবতি ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ। অহিংসার প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ স্বপ্নেও হিংসাবৃত্তির উদয় না হইলে সেই সিদ্ধ যোগীর সন্নিধানে সকল প্রাণীরই হিংসাবৃত্তি থাকে না। বিতর্ক সকল ফলজননে অসমর্থ হইলে যোগিগণের এইরূপ সিদ্ধিসূচক ঐশ্বর্য্য পরিলক্ষিত হইতে থাকে ॥ ৩৫ ॥

মন্তব্য। ভগবান্ বশিষ্ঠদেবের আশ্রমে হিংসা ছিল না, সেখানে ব্যাঘ্রে ও গাভীতে একত্রে এক জলাশয়ে জলপান করিত, স্থানান্তরের ব্যাঘ্রে গোবধ করে, বশিষ্ঠের আশ্রমে করে না, ব্যাঘ্রদ্বয়ের স্বাভাবিক এরূপ ভেদ থাকিতে পারে না, বশিষ্ঠের অহিংসা প্রতিষ্ঠার বলেই তৎসন্নিধানে অপর হিংসকের হিংসাবৃত্তি দূর হইয়াছিল সন্দেহ নাই। নিজের চিত্তে হিংসাবৃত্তি থাকিলেই

অপরে হিংসা করে, দেখা যায় অতি শিশু সন্তানের প্রতি কুক্কুরাদি হিংসা করে না? চিত্ত হইতে সর্ব্বতোভাবে হিংসাবৃত্তি দূর করিতে পারিলে আর অপর প্রাণিগণ হিংসা করে না ॥ ৩৫ ॥

সূত্র। সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্ ॥ ৩৬ ॥

ব্যাখ্যা। সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং (সত্যস্য যথার্থবাদিতায়াঃ প্রতিষ্ঠায়াং স্থৈর্য্যে সতি) ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বং (ক্রিয়াজন্যয়োর্ধর্ম্মাধর্ম্ময়োস্তৎফলয়োশ্চ স্বর্গনরকাদ্যোঃ আশ্রয়ত্বং বাঙ্মাত্রেণ দাতৃত্বং যোগিনো ভবতি) ॥ ৩৬ ॥

তাৎপর্য্য। সত্যব্রত স্থির হইলে তাদৃশ যোগিগণের ধর্ম্মাধর্ম্ম ও স্বর্গাদি-প্রদানে সামর্থ্য হয় ॥ ৩৬ ॥

ভাষ্য। ধার্ম্মিকো ভূয়া ইতি ভবতি ধার্ম্মিকঃ, স্বর্গং প্রাপ্নুহীতি স্বর্গম্প্রাপ্নোতি অমোঘাঽস্য বাগ্ভবতি ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ। সত্যপ্রতিষ্ঠ যোগিগণ যাহাকে বলেন তুমি ধার্ম্মিক হও সে তখনই ধার্ম্মিক হয়, যাহাকে বলেন তুমি স্বর্গলাভ কর সে স্বর্গলাভ করে, এই সিদ্ধ যোগীর বাক্য অমোঘ হয় অর্থাৎ কখনই অন্যথা হয় না, যাহা বলেন তাহাই হয় ॥ ৩৬ ॥

মন্তব্য। শাপ ও বর প্রদানের কথা যাহা পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, তাহা এই সত্যপ্রতিষ্ঠারই পরিণাম, নহুষ রাজা ইন্দ্রত্ব পদ পাইয়াও সত্যপ্রতিষ্ঠ ঋষির বাক্যে বৃহদ্ অজগররূপে পরিণত হইয়াছিলেন, সত্যের কি মহিমা! শাস্ত্রে বর্ণনা আছে শত অশ্বমেধ একদিকে ও সত্য অপরদিকে রক্ষা করিলে তুলাদণ্ডে সত্যেরই গুরুত্ব অধিক হয়। স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি ক্রিয়ার ফল এই সত্যব্রতের উপরই নির্ভর করে। বাক্‌শক্তি মানসশক্তির উপলক্ষক, মানস-শক্তিও অমোঘ হয়, যাহা মনে করে তাহাই হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

সূত্র। অস্তেয়প্রতিষ্ঠায়াং সর্ব্বরত্নোপস্থানম্ ॥ ৩৭ ॥

ব্যাখ্যা। অস্তেয়প্রতিষ্ঠায়াং (চৌর্য্যাভাবসিদ্ধৌ) সর্ব্বরত্নোপস্থানং (সর্ব্বেষাং দিব্যরত্নানাং উপস্থানং সঙ্কল্পমাত্রেণ লাভো ভবতি) ॥ ৩৭ ॥

তাৎপর্য্য। অস্তেয় ব্রতসিদ্ধি হইলে অর্থাৎ স্বপ্নেও পরদ্রব্যে অভিলাষ না হইলে যোগীর সঙ্কল্পমাত্রেই সমস্ত রত্নের উপস্থিতি হয়॥ ৩৭॥

ভাষ্য। সর্ব্বদিক্‌স্থান্যস্যোপতিষ্ঠন্তে রত্নানি॥ ৩৭॥

অনুবাদ। অস্তেয় স্থিরতা হইলে সকল দিক্‌ হইতে রত্ন সকল যোগীর নিকট উপস্থিত হয়॥ ৩৭॥

মন্তব্য। গোরক্ষনাথের গুরু মীননাথ কোনও একটী বিষয়াসক্ত দুর্ব্বৃত্ত রাজাকে অভিযোগ উপদেশ দিয়া সৎপথে লইবেন এই অভিপ্রায়ে কিছুকাল তাঁহার নিকট অবস্থিতি করেন, ক্রমে উভয়ের প্রণয় বৃদ্ধি হয়, পরিণামে ফলে বিপরীত হয়, মীননাথই রাজার ন্যায় বিষয়াসক্ত হইয়া পড়েন। এদিকে গোরক্ষনাথ গুরুদেবের বিপরীত আচরণ দেখিয়া নিতান্ত ব্যথিতহৃদয়ে একদা কোনওক্রমে মীননাথের সহিত দেখা করেন এবং কোনওরূপে পূর্ব্বতন জ্ঞানযোগ তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দেন তখন মীননাথের অধোগতি অনুভূত হয় এবং উভয়ে বহির্গত হইয়া গোরক্ষনাথের অনিচ্ছাসত্ত্বেও মীননাথ বহুমূল্য রত্নাদি লইয়া গমন করেন দেখিয়া গোরক্ষনাথ বলেন গুরুদেব ঐ ভার আমায় প্রদান করুন্ আমি বহন করিব, মীননাথ ঐ রত্নভাণ্ড গোরক্ষনাথকে প্রদান করিলে তিনি ক্রমশঃ উহা অরণ্যে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন দেখিয়া মীননাথ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন তুমি বহুমূল্য রত্নরাশি নষ্ট করিতেছ, তখন গোরক্ষনাথ বলিলেন ইহার আর মূল্য কি? প্রস্রাব করিলেও উহা উৎপন্ন হয়। পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত মীননাথ গোরক্ষকে আদেশ করেন, আদেশ অনুসারে গোরক্ষনাথ প্রস্রাব করিলেন, ভূরি ভূরি রত্নরাজি তাহাতে দেখা গেল, তখন মীননাথ বিস্মিত হইয়া জানিলেন বিষয়বৈভব অনর্থেরই মূল, উহার মূল্য নাই। গোরক্ষনাথের প্রস্রাব হইতে রত্ন হওয়া অস্তেয়প্রতিষ্ঠার ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। এরূপ বিচিত্র দৃষ্টান্ত অনেক আছে॥ ৩৭॥

সূত্র। ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ॥ ৩৮॥

ব্যাখ্যা। ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠায়াং (বীর্য্যনিরোধস্য সিদ্ধৌ) বীর্য্যলাভঃ (শরীরেন্দ্রিয়মনঃসু নিরতিশয়সামর্থ্যমুপজায়তে)॥ ৩৮॥

তাৎপর্য্য। সমস্ত ইন্দ্রিয় জয় পূর্ব্বক উপস্থ সংযম করিলে বীর্য্য লাভ হয়, অণিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভের সামর্থ্য হয় ॥ ৩৮ ॥

ভাষ্য। যস্য লাভাদপ্রতিঘান্ গুণানুৎকর্ষয়তি সিদ্ধশ্চ বিনেয়েষু জ্ঞানমাধাতুং সমর্থোভবতীতি ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ। ব্রহ্মচর্য্য লাভ করিয়া যোগিগণ অমোঘ অণিমাদি গুণ উপার্জ্জন করেন, স্বয়ং সিদ্ধ হইয়া শিষ্যদিগকে জ্ঞানোপদেশ করিতে সমর্থ হয়েন ॥ ৩৮ ॥

মন্তব্য। ব্রহ্মচর্য্য সিদ্ধ হইলে শরীরের বল কতদূর বৃদ্ধি হয় দধীচ ঋষি তাহার দৃষ্টান্ত, দুর্ব্বার রিপু বৃত্রাসুরের বধমানসে দেবগণ বজ্র অস্ত্র নির্ম্মাণ করেন, তৎকালে দধীচের অস্থি (হাড়) হইতে কঠিন বস্তু আর ছিল না, দেবগণ ঋষির প্রাণভিক্ষা করিয়া তাহার অস্থি দ্বারা বজ্র নির্ম্মাণ করেন। এইরূপে ইন্দ্রিয় ও চিত্তের শক্তি বুঝিতে হইবে ॥ ৩৮ ॥

সূত্র। অপরিগ্রহস্থৈর্য্যে জন্মকথন্তাসংবোধঃ ॥ ৩৯ ॥

ব্যাখ্যা। অপরিগ্রহস্থৈর্য্যে (বিষয়বিরক্তিসিদ্ধৌ) জন্মকথন্তাসংবোধঃ (জন্মনঃ কথন্তা কিম্প্রকারতা তস্যা সংবোধঃ জ্ঞানং ভবতি কীদৃশোঽহমিতি সম্যগ্ জানাতি) ॥ ৩৯ ॥

তাৎপর্য্য। পূর্ব্বোক্ত অপরিগ্রহ অর্থাৎ বিষয় দোষদর্শনবশতঃ বৈরাগ্যসিদ্ধি হইলে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জন্মের বিবরণ জানা যায় ॥ ৩৯ ॥

ভাষ্য। অস্য ভবতি, কোঽহমাসং, কথমহমাসং, কিংস্বিদিদং, কথং স্বিদিদং, কে বা ভবিষ্যামঃ, কথং বা ভবিষ্যামঃ ইতি, এবমস্য পূর্ব্বান্তপরান্তমধ্যেষ্বাত্মভাবজিজ্ঞাসা স্বরূপেণোপাবর্ত্ততে। এতা যমস্থৈর্য্যে সিদ্ধয়ঃ। নিয়মেষু বক্ষ্যামঃ ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ। অস্য ভবতি এই ভাষ্যটুকু সূত্রের সহিত অন্বিত হইবে, অপরিগ্রহ সিদ্ধি হইলে এই যোগীর জন্মবিষয়ে বিশেষ জ্ঞান হয়, জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক তত্ত্ব নিশ্চয় হয়, আমি কি ছিলাম, কি প্রকার ছিলাম (এই দুইটী অতীত জন্ম বিষয়ে স্বরূপ ও প্রকার জিজ্ঞাসা) এই শরীরটী কি (কিংস্বিদিদম্) ও কি

প্রকার (এই দুইটী বর্ত্তমান জন্মবিষয়ে স্বরূপ ও প্রকার জিজ্ঞাসা) আমরা কি হইব, কি প্রকার হইব (এই দুইটী ভবিষ্যৎ জন্মের স্বরূপ ও প্রকার জিজ্ঞাসা) এইরূপে সিদ্ধ যোগীর ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান জন্মের স্বরূপ জিজ্ঞাসা হয়, (অনন্তর আপনা হইতেই তদ্বিষয়ে জ্ঞান লাভ হয়) উক্ত কয়েকটী যমস্থৈর্য্যে সিদ্ধি, নিয়মে স্থৈর্য্য হইলে যেরূপ সিদ্ধি হয় তাহা অগ্রে বলা যাইবে ॥ ৩৯ ॥

মন্তব্য। অভিনব দেহাদির সহিত আত্মার সম্বন্ধ বিশেষকে জন্ম বলে; "কিংস্বিদিদম্" এইটী বর্ত্তমান শরীরের জিজ্ঞাসা অর্থাৎ শরীরটী কি পঞ্চভূতের সমষ্টি, না তাহা হইতে পৃথক্ এই ভাবে জিজ্ঞাসা হয়। চিত্ত স্বভাবতঃ অতীতাদি বিষয়ের পরিগ্রহ করিতে পারে, কিন্তু বিষয়াসক্তি দ্বারা উহার সেই শক্তি তিরোহিত হয়, অপরিগ্রহ ব্রত সিদ্ধি হইলে চিত্তের সেই স্বাভাবিক শক্তির (যাহাতে সকল বিষয়ের জ্ঞান হইতে পারে) আবির্ভাব হয়, তখন করামলকবৎ সমস্ত দেখিতে পায় ॥ ৩৯ ॥

সূত্র। শৌচাৎ স্বাঙ্গজুগুপ্সা পরৈরসংসর্গঃ ॥ ৪০ ॥

ব্যাখ্যা। শৌচাৎ (বহিঃশুদ্ধিস্থৈর্য্যাৎ) স্বাঙ্গজুগুপ্সা (স্বশরীরে ঘৃণা) পরৈরসংসর্গঃ (পরকীয়শরীরৈরস্পর্শো ভবতি, নাপরং স্পৃশতীতি) ॥ ৪০ ॥

তাৎপর্য্য। বাহ্যশৌচ সিদ্ধি হইলে নিজের দেহেই ঘৃণা বোধ হয়, তখন পরকীয় শরীরের সংস্পর্শ স্থতরাং হইতে পারে না ॥ ৪০ ॥

ভাষ্য। স্বাঙ্গজুগুপ্সায়াং শৌচমারভমাণঃ কায়াবদ্যদর্শী কায়ানভিষ্বঙ্গী যতির্ভবতি। কিঞ্চ পরৈরসংসর্গঃ কায়স্বভাবাবলোকী স্বমপি কায়ং জিহাসুর্ম্মৃজ্জলাদিভিরাক্ষালয়ন্নপি কায়শুদ্ধিমপশ্যন্ কথং পরকায়ৈরত্যন্তমেবাপ্রয়তৈঃ সংস্বজ্যেত ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ। শরীরের প্রতি ঘৃণাবোধ করিয়া শৌচ আরম্ভ করে, পরে শরীরের অশুদ্ধিরূপ দোষ দর্শন করিয়া উহাতে অভিষ্বঙ্গ অর্থাৎ স্থূলশরীরের সম্বন্ধ পরিত্যাগের বাসনা হয় এইটীই স্বাঙ্গ জুগুপ্সা। শরীরের স্বভাব (স্থান বীজ প্রভৃতি) সম্যক্ অনুশীলন করিয়া নিজশরীরেরই পরিত্যাগের ইচ্ছুক হইয়া মৃত্তিকা জলাদি দ্বারা বারম্বার সংস্কার করিয়াও যখন শুদ্ধিবোধ

করে না ; তখন অতিশয় অশুচি পরকীয় শরীর স্পর্শ করিবে ইহা কখনই সম্ভব নহে ॥ ৪০ ॥

মন্তব্য। ঘৃণাবোধ না হইলে বৈরাগ্য জন্মে না। বৈরাগ্য না হইলে পরিত্যাগের বাসনা হয় না, শরীরকে সুন্দর বোধ হয়, ইহার প্রধান কারণ উহাতে আত্মাভিমান, এই অভিমান থাকাতেই নিজশরীরের উপকারক পরকীয় শরীরকেও সুন্দর বলিয়া বোধ হয়। শরীর হইতে আত্মাকে পৃথক্ করিয়া জানিতে পারিলে সে সুন্দর ভাব আর থাকে না, তখন শরীরের বহুবিধ দোষ দর্শন হয়, কিরূপে একেবারে শরীরের সম্বন্ধ ত্যাগ হইবে তাহার চেষ্টা হয়, শরীর ত্যাগকেই মুক্তি বলে। "স্থানাদ্বীজাদ্" ইত্যাদি ভাষ্যে শরীরের দোষ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ॥ ৪০ ॥

ভাষ্য। কিঞ্চ।

সূত্র। সত্বশুদ্ধিসৌমনস্যৈকাগ্র্যেন্দ্রিয়জয়াত্মদর্শনযোগ্যত্বানি চ ॥ ৪১ ॥

ব্যাখ্যা। শৌচাদিত্যনুবর্ত্ততে, শৌচাৎ সত্বশুদ্ধিঃ চিত্তশুদ্ধিঃ, সৌমনস্যং মনসঃ প্রসাদঃ, ঐকাগ্র্যং স্থিরচিত্তত্বং, ইন্দ্রিয়জয়ঃ ইন্দ্রিয়াণাং বশীকরণম্, আত্মদর্শনযোগ্যত্বং স্বরূপসাক্ষাৎকারসামর্থ্যঞ্চ উপজায়তে ॥ ৪১ ॥

তাৎপর্য্য। পূর্ব্বোক্তরূপে শৌচসিদ্ধি হইলে সত্বশুদ্ধি প্রভৃতি পাঁচটীর উৎপত্তি হয় ॥ ৪১ ॥

ভাষ্য। ভবন্তীতি বাক্যশেষঃ। শুচেঃ সত্বশুদ্ধিঃ, ততঃ সৌমনস্যং তত ঐকাগ্র্যং, তত ইন্দ্রিয়জয়ঃ, ততশ্চাত্মদর্শনযোগ্যত্বং বুদ্ধিসত্বস্য ভবতি, ইত্যেতচ্ছৌচস্থৈর্য্যাদধিগম্যত ইতি ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ। "ভবন্তি" এইটী সূত্রবাক্যের শেষরূপে বুঝিতে হইবে। বহিঃ শুদ্ধি হইতে (রজঃ ও তমোমল বিদূরিত হইয়া) সত্বশুদ্ধি অর্থাৎ চিত্ত নির্ম্মল হয়, অনন্তর সৌমনস্য অর্থাৎ মনের প্রসন্নতা হয়, প্রসন্ন হইলে ঐকাগ্র্য অর্থাৎ বিক্ষেপের অভাবরূপ স্থিরতা জন্মে, চিত্তস্থির হইলে ইন্দ্রিয়গণেরও জয় হয়, অনন্তর চিত্তের আত্মজ্ঞানলাভের শক্তি জন্মে। এই সমস্ত শৌচসিদ্ধির ফল ॥ ৪১ ॥

মন্তব্য। "আচারহীনং ন পুনন্তি বেদাঃ" সদাচার, সদনুষ্ঠান, জপ, তপঃ না করিয়া কেবল মৌখিক আন্দোলনে চিত্তশুদ্ধি হয় না, তীর্থস্নান পবিত্র গঙ্গামৃত্তিকা প্রলেপ প্রভৃতি বাহ্যশৌচ সর্ব্বদা করিবে, মৈত্রীকরুণা প্রভৃতির ভাবনা দ্বারা যাহাতে ঈর্ষা, দ্বেষ, প্রভৃতি চিত্তমল বিদূরিত হয় তৎপ্রতি বিশেষ চেষ্টা করিবে, এইরূপ চেষ্টা করিলে চিত্তপ্রসাদ হইতে পারে ॥ ৪১ ॥

সূত্র। সন্তোষাদনুত্তম সুখলাভঃ ॥ ৪২ ॥

ব্যাখ্যা। সন্তোষাৎ (তৃষ্ণাক্ষয়রূপাৎ, তৎসিদ্ধাবিতিশেষঃ) অনুত্তম সুখ-লাভঃ (নিরতিশয়ানন্দ-প্রাপ্তির্ভবতি) ॥ ৪২ ॥

তাৎপর্য্য। নিষ্কামব্যক্তির সন্তোষ সিদ্ধি হইলে অর্থাৎ আপনাতেই আপনি সন্তুষ্ট থাকিলে অপার আনন্দ লাভ হয় ॥ ৪২ ॥

ভাষ্য। তথাচোক্তং "যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্। তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্" ইতি ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ। সন্তোষ হইলে নিরতিশয় আনন্দলাভ হয় এই কথাই শাস্ত্রে উক্ত আছে। কাম অর্থাৎ লৌকিক বিষয় জনিত যে সমস্ত সুখ এবং দিব্য অর্থাৎ সঙ্কল্পমাত্র হইতে লব্ধ যে সমস্ত সুখ ইহার কোনটাই তৃষ্ণাক্ষয় সুখের ষোড়শভাগের এক ভাগেরও তুল্য নহে ॥ ৪২ ॥

মন্তব্য। পূর্ব্বসূত্র হইতে শৌচাৎ এই পদের অধিকার করিতে হইবে। পূর্ব্বে বাহ্যশৌচের বিষয় বলা হইয়াছে এই সূত্রে অন্তঃশৌচের কথা বলা যাইতেছে।

অভাব বোধই দুঃখের কারণ, তাদৃশ বোধ না থাকিলে আত্মার পরি-পূর্ণতা অনুভব হয়, ইহাকেই আত্মারাম বলে। মহাভারতে উক্ত আছে; যযাতি রাজা বৃদ্ধাবস্থায়ও ভোগতৃষ্ণা দূর করিতে না পারিয়া নিজের পুত্র পুরুর যৌবন গ্রহণ করেন, কিছুকাল পুনর্ব্বার বিষয় ভোগ করিয়াও যখন দেখিলেন ভোগতৃষ্ণা যাইবার নহে, বরং ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে, তখন পুত্রের যৌবন প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলেন "যা দুস্ত্যজা দুর্ম্মতিভি র্যা ন জীর্য্যতি জীর্য্যতাম্। তাং তৃষ্ণাং সংত্যজন্ প্রাজ্ঞঃ সুখেনৈবাভিপূর্য্যতে" ইতি, অর্থাৎ

পামরগণ যে তৃষ্ণাকে ত্যাগ করিতে পারে না, বৃদ্ধ হইলেও যাহা ক্ষীণ হয় না, পণ্ডিতগণ সেই তৃষ্ণাকে পরিত্যাগ করিয়া সুখে কাল অতিবাহিত করেন।

ত্রিগুণাত্মক হইলেও চিত্তে সত্বগুণের ভাগ অধিক, সত্বগুণেরই পরিণাম সুখ,-চিত্তভূমিতে তৃষ্ণা দ্বারা সত্ব অভিভূত থাকায় নৈসর্গিক সুখের প্রকাশ হইতে পারে না, তৃষ্ণাক্ষয় হইলে সেই অখণ্ড আনন্দ প্রকাশ হয়। সুখের নিমিত্ত প্রাণান্ত না করিয়া বিষয়-সুখকে দুঃখের কারণ বলিয়া উহা পরিত্যাগ করিলেই সকল বিষয়ে মঙ্গল হইতে পারে ॥ ৪২ ॥

সূত্র। কায়েন্দ্রিয়সিদ্ধিরশুদ্ধিক্ষয়াৎ তপসঃ ॥ ৪৩ ॥

ব্যাখ্যা। তপসঃ (অনুষ্ঠীয়মানাৎ চান্দ্রায়ণাদেঃ) অশুদ্ধিক্ষয়াৎ (অধর্ম্মাদি-বিনাশাৎ) কায়েন্দ্রিয়সিদ্ধিঃ (কায়সিদ্ধিঃ অণিমাদ্যা, ইন্দ্রিয়সিদ্ধিশ্চ দূরশ্রবণাদ্যা ভবতীত্যর্থঃ) ॥ ৪৩ ॥

তাৎপর্য্য। তপস্যা করিলে অধর্ম্ম প্রভৃতি অশুদ্ধির বিনাশ হয়, তখন অণিমা লঘিমা প্রভৃতি শরীরের সিদ্ধি এবং দূরদর্শন দূরশ্রবণাদি ইন্দ্রিয়সিদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥

ভাষ্য। নির্বর্ত্ত্যমানমেব তপোহিনস্ত্যশুদ্ধ্যাবরণমলং ; তদাবরণ-মলাপগমাৎ কায়সিদ্ধিঃ অণিমাদ্যা, তথেন্দ্রিয়সিদ্ধিঃ দূরাচ্ছ্রবণদর্শনা-দ্যেতি ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ। তপস্যার অনুষ্ঠান করিতে করিতে তামস অধর্ম্ম প্রভৃতি আবরণ রূপ চিত্ত মল বিনষ্ট হয়, ঐ মল বিদূরিত হইলে অণিমা লঘিমা প্রভৃতি শরীরের সিদ্ধি এবং দূর হইতে শ্রবণ দর্শন ইত্যাদি ইন্দ্রিয়সিদ্ধির আবির্ভাব হয় ॥ ৪৩ ॥

মন্তব্য। যাহাতে যাহা জন্মে তাহাতে সেটী প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকে, অণিমাদি সিদ্ধি শরীরেই থাকে, উহার কারণের অনুষ্ঠান করিলে কেবল আবরণ বিনাশ হয়, ঐ আবরণ নাশ হইলে তত্তৎকার্য্য স্বতঃই প্রকাশ পায়। অণিমাদির বিশেষ বিবরণ বিভূতিপাদে বলা যাইবে ॥ ৪৩ ॥

সূত্র। স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতাসম্প্রয়োগঃ ॥ ৪৪ ॥

ব্যাখ্যা। স্বাধ্যায়াৎ (মন্ত্রাদিজপরূপাৎ) ইষ্টদেবতাসম্প্রযোগঃ (অভিলষিত দেবতাদর্শনং ভবতি) ॥ ৪৪ ॥

তাৎপর্য্য। ইষ্টমন্ত্র জপাদি স্বাধ্যায় সিদ্ধি হইলে ইষ্ট দেবতাদর্শন হয়, অর্থাৎ যাহাকে দেখিতে ইচ্ছা হয়, দর্শন পাওয়া যায় ॥ ৪৪ ॥

ভাষ্য। দেবা ঋষয়ঃ সিদ্ধাশ্চ স্বাধ্যায়শীলস্য দর্শনং গচ্ছন্তি, কার্য্যে চাস্য বর্ত্তন্তে ইতি ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ। স্বাধ্যায়সিদ্ধ যোগীর প্রার্থনানুসারে দেবগণ ঋষিগণ ও সিদ্ধ পুরুষগণ দর্শন প্রদান করেন এবং উক্ত যোগীর কার্য্য সম্পাদন করেন ॥ ৪৪ ॥

মন্তব্য। সূত্রের দেবতাপদটী ঋষি প্রভৃতির উপলক্ষণ, ইষ্টমন্ত্র সিদ্ধি হইলে সেই দেবতারই সাক্ষাৎকার হয় এমত নহে, যে কোনও দেবতা বা সিদ্ধ ঋষি প্রভৃতিকে স্মরণ করা যায় তাহারই দর্শন হয়। মন্ত্রের সিদ্ধি দেবতাদির আকর্ষণী শক্তিমাত্র। পুরাণাদিতে অনেক স্থানে দেখা যায়; সিদ্ধ দেবতা বা ঋষিগণের প্রশস্ত গৃহাদি নির্ম্মাণের আবশ্যক হইলে অমনি বিশ্বকর্ম্মার স্মরণ হয়, তিনি উপস্থিত হইয়া সমুদায় নির্ম্মাণ করেন। অসংখ্য লোকের আহার দিতে হইলে অন্নপূর্ণার স্মরণ হয়, জগদম্বা আসিয়া সকলের আহার প্রদান করেন ॥ ৪৪ ॥

সূত্র। সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ ॥ ৪৫ ॥

ব্যাখ্যা। ঈশ্বর-প্রণিধানাৎ (ঈশ্বরে সর্ব্বভাব-প্রদানাৎ। সমাধিসিদ্ধিঃ (যোগনিষ্পত্তিঃ ভবতীত্যর্থঃ) ॥ ৪৫ ॥

তাৎপর্য্য। পূর্ব্বোক্ত ঈশ্বরপ্রণিধান করিলে সম্প্রজ্ঞাত সমাধির লাভ হয় ॥ ৪৫ ॥

ভাষ্য। ঈশ্বরার্পিতসর্ব্বভাবস্য সমাধিসিদ্ধি র্যয়া সর্ব্বমীপ্সিতং জানাতি, দেশান্তরে দেহান্তরে কালান্তরে চ, ততোঽস্য প্রজ্ঞা যথাভূতং প্রজানাতীতি ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ। যে যোগীর পরমেশ্বরে সমস্ত ক্রিয়া ও তৎফল সমর্পণ রূপ প্রণিধান সিদ্ধি হইয়াছে তাহার অচিরে সমাধি সিদ্ধি হয়, সমাধি সিদ্ধি হইলে তদ্দ্বারা অভীষ্ট বস্তু সমুদায় যথার্থ রূপে জানিতে পারে, (কেবল সন্নিহিত বিষয়ের জ্ঞান হয় এমত নহে) দেশান্তরের দেহান্তরের (জন্মান্তরীয়) ও

কালান্তরের বিষয় সমুদায়ের বোধ হয়। উক্ত যোগীর চিত্ত যথার্থ বস্তুমাত্রকেই গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় ॥ ৪৫ ॥

মন্তব্য। প্রথম পাদে উক্ত হইয়াছে—"ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা" এখানেও বলা হইল ঈশ্বরপ্রণিধান করিলে সমাধির সিদ্ধি হয়, আশঙ্কা হইতে পারে ঈশ্বর-প্রণিধান দ্বারা যদি সমাধি সিদ্ধি হয় তবে যমনিয়মাদি যোগাঙ্গের আবশ্যক কি? ইহার উত্তর বিকল্প স্বীকার, অর্থাৎ যম নিয়মাদির দ্বারা সমাধি-সিদ্ধি হয় ঈশ্বরপ্রণিধানেও হইতে পারে। এই ঈশ্বরপ্রণিধান ভক্তিযোগের নামান্তর। "দধ্না ইন্দ্রিয়কামস্য ভাবয়েৎ" এই স্থানে একই দধি সংযোগ-পৃথক্ত্ব ন্যায়ে অর্থাৎ সম্বন্ধ বিশেষে যাগ ও পুরুষার্থ উভয়কেই সম্পন্ন করে, তদ্রূপ ঈশ্বরপ্রণিধানও সমাধির সিদ্ধি ও যম নিয়মাদি অঙ্গের সামর্থ্যজনন উভয়কে সম্পাদন করে, অর্থাৎ ঈশ্বরে প্রণিহিতমনাঃ যোগী যোগাঙ্গ অনুষ্ঠান করিয়া অচিরে সমাধি লাভ করিতে পারেন, নতুবা সমাধি লাভে বিলম্ব হয় ॥ ৪৫ ॥

ভাষ্য। উক্তাঃ সহসিদ্ধিভির্য্যমনিয়মা আসনাদীনি বক্ষ্যামঃ। তত্র,

সূত্র। স্থিরসুখমাসনং ॥ ৪৬ ॥

ব্যাখ্যা। স্থিরসুখং (স্থিরং নিশ্চলং যৎ সুখং সুখকরং অনুদ্বেজনীয়মিতি তদ্) আসনম্ (আস্যতেঽস্মিন্ ইতি) ॥ ৪৬ ॥

তাৎপর্য্য। স্থির ভাবে অধিক কাল থাকিলে যাহাতে কষ্ট বোধ হয় না তাহাকে আসন বলে। তাদৃশ আসনই যোগের অঙ্গ ॥ ৪৬ ॥

ভাষ্য। তদ্‌যথা—পদ্মাসনং, বীরাসনং, ভদ্রাসনং, স্বস্তিকং দণ্ডাসনং, সোপাশ্রয়ং, পর্য্যঙ্কং, ক্রৌঞ্চনিষদনং, হস্তিনিষদনং, উষ্ট্র-নিষদনং, সমসংস্থানং, স্থিরসুখং, যথাসুখঞ্চ, ইত্যেবমাদীতি ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ। সিদ্ধির সহিত যম নিয়মাদি বলা হইয়াছে সম্প্রতি আসনাদি বলা যাইবে। বিপরীত ক্রমে অর্থাৎ পৃষ্ঠদেশ বেষ্টন করিয়া হস্তদ্বয় দ্বারা পাদাঙ্গুষ্ঠদ্বয় ধারণ ও উরুদ্বয়ের উপর পাদতলদ্বয় স্থাপন করিলে পদ্মাসন হয়।

স্থিত অর্থাৎ সরল ভাবে উপবিষ্ট ব্যক্তির এক পাদ ভূমিতে বিন্যাস ও একপাদ আকুঞ্চিত জানুর উপরি বিন্যাস করার নাম বীরাসন। পাদতলদ্বয় বৃষণ অর্থাৎ কোষদ্বয়ের সমীপে সম্পুট করিয়া করকচ্ছপিকা (কচ্ছপের আকারে করদ্বয়) প্রদান করিলে ভদ্রাসন হয়। বামপদ আকুঞ্চিত করিয়া দক্ষিণ জঙ্ঘা ও উরুর উপর বিন্যাস এবং দক্ষিণ চরণ আকুঞ্চিত করিয়া বাম জঙ্ঘা ও উরুর উপর বিন্যাস করিলে স্বস্তিকাসন হয়। পাদ দ্বয়ের অঙ্গুলি ও গুলফ (গোঁড়) পরস্পর মিলিত করিয়া এরূপে শয়ন করিবে যাহাতে জঙ্ঘা উরু ও পাদ ভূমিস্পৃষ্ট হয় ইহাকে দণ্ডাসন বলে। যোগপট্টক অর্থাৎ "চৌগান্" নামে বিখ্যাত কাষ্ঠনির্ম্মিত যন্ত্রবিশেষ (যাহাকে কক্ষে স্থাপন করিয়া উদাসীনগণ উপবেশন করিয়া থাকেন) আশ্রয় করিয়া উপবেশন করার নাম সোপাশ্রয়। জানুর উপর বাহু প্রসারণ করিয়া শয়ন করার নাম পর্য্যঙ্কাসন। ক্রৌঞ্চ, (কুঁচিবক) হস্তী ও উষ্ট্রের উপবেশন দর্শন করিয়া যথাক্রমে ক্রৌঞ্চনিষদন, হস্তিনিষদন ও উষ্ট্রনিষদন অবগত হইবে। পার্ষ্ণি ও পাদাগ্র দ্বারা আকুঞ্চিত উভয়ের পরস্পর পীড়ন করাকে সমসংস্থান বলে। যেভাবে উপবেশন করিলে অক্লেশে স্থৈর্য্যসম্পন্ন হয় তাহাকে স্থিরসুখ বা যথাসুখ বলা যায় (ইহাই সূত্রকারের অভিপ্রেত ও যোগের অঙ্গ), আদিশব্দে মায়ূরাসন গারুড়াসন প্রভৃতি জানিবে ॥ ৪৬ ॥

মন্তব্য। শয়ন করিয়া থাকিলে নিদ্রা আসে, অন্যভাবে থাকিলে শরীরধারণেই ব্যস্ত থাকিতে হয়, এবং অধিককাল থাকা যায় না, এই নিমিত্ত আসনের উপদেশ হইয়াছে, যেভাবে অধিককাল থাকিলেও কোনওরূপ কষ্ট হয় না সেইটীই স্থিরসুখ আসন, উহার নিয়ম কিছুই নাই। আসন কত প্রকার হইতে পারে তাহার সংখ্যা নাই, জগতের এক একটা ক্রিয়া দেখিয়া এক একটী আসনের সৃষ্টি হইয়াছে, হস্তিনিষদন প্রভৃতি দেখিয়াই শিখিতে হয়। আসনের বিশেষ বিবরণ যোগপ্রদীপ প্রভৃতি গ্রন্থে আছে।

গুরুর উপদেশ ব্যতিরেকে নিজে নিজে আসন শিক্ষা হয় না, তাহাতে বিপরীত ফল হইয়া থাকে, অতি উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত হইতে হয়। আসন সমুদায় শিক্ষা করিবার সময় কষ্টকর বোধ হয়, একবার সুন্দররূপে অভ্যস্ত হইলে আর কষ্ট হয় না, যে পর্য্যন্ত বিনা ক্লেশে আসনে উপবিষ্ট হওয়া যায় ততদূর অভ্যাস

করিবে, উহাই যোগের অঙ্গ। আসন দুই প্রকার বাহ্য ও শারীর, চেল (বস্ত্র) অজিন ও কুশ প্রভৃতি বাহ্য আসন, পদ্ম স্বস্তিকাদি শারীর আসন ॥ ৪৬ ॥

সূত্র। প্রযত্নশৈথিল্যানন্তসমাপত্তিভ্যাম্ ॥ ৪৭ ॥

ব্যাখ্যা। প্রযত্নস্য কায়ব্যাপারস্য শৈথিল্যাৎ বিরমাৎ, অনন্তনাগে সমাধেশ্চ আসনস্থৈর্য্যং ভবতি ॥ ৪৭ ॥

তাৎপর্য্য। শরীরের চেষ্টারহিত ও অনন্তদেবে সমাধি করিলে আসন-সিদ্ধি হয় ॥ ৪৭ ॥

ভাষ্য। ভবতীতি বাক্যশেষঃ। প্রযত্নোপরমাৎ সিদ্ধ্যত্যাসনম্, যেন নাঙ্গমেজয়ো ভবতি। অনন্তে বা সমাপন্নং চিত্তমাসনং নির্বর্ত্তয়-তীতি ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ। ভবতি এই পদটী সূত্রের শেষ অর্থাৎ উহার সহিত সূত্রের অন্বয় করিতে হইবে, পূর্ব্বসূত্র হইতে—আসন শব্দের অধিকার করিয়া আসনং ভবতি এইরূপ অর্থ করিতে হইবে। প্রযত্ন অর্থাৎ শারীরিক চেষ্টার উপরম করিলে আসনসিদ্ধি হয়, (যাহাতে শরীরের কম্প না হয় এরূপে আসন শিক্ষা করিবে)। (স্থিরতর ফণামণ্ডল) অনন্তদেবে সমাধি করিলেও আসনসিদ্ধি হইতে পারে ॥ ৪৭ ॥

মন্তব্য। স্বাভাবিক শরীরের সংস্থানকে আসন বলা যায় না, সেরূপ হইলে আসনের উপদেশ নিরর্থক হয়। স্বাভাবিক স্থিতিরহিত করিয়া শাস্ত্রের উপদেশ-মত অবয়ব বিন্যাস পূর্ব্বক আসন অভ্যাস করিতে হয়, সুতরাং স্বাভাবিক শরীরচেষ্টা আসনের বিরোধী হইয়া উঠে, এই বিরোধী ব্যাপার যতই অল্প হয় ততই সহজে আসনসিদ্ধি হয়। অনন্তদেবের অনুগ্রহেই হউক অথবা তাঁহার ন্যায় স্থির হইব এইরূপ ভাবনা বশতঃই হউক কিম্বা অদৃষ্ট বশতঃই হউক অনন্তদেবের প্রগাঢ় ভাবনা করিলে আসন স্থৈর্য্য হয়।

ভোজরাজ, সূত্রে আনন্ত্য এইরূপ প্রয়োগ করিয়া আকাশাদির আনন্ত্য (বিভুত্ব) বিষয়ে সমাধি করিলে আসনসিদ্ধি হয় এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,

আকাশ প্রভৃতি বিভূপদার্থে চলনসম্ভব হয় না, তাদৃশ চিন্তা করিতে করিতে নিজেও অচল ভাবে অবস্থান করিতে পারা যায় ॥ ৪৭ ॥

সূত্র। ততো দ্বন্দ্বানভিঘাতঃ ॥ ৪৮ ॥

ব্যাখ্যা। ততঃ (আসনজয়াৎ) দ্বন্দ্বানভিঘাতঃ (দ্বন্দ্বৈঃ শীতোষ্ণাদিভির্ন পীড্যতে ইতি) ॥ ৪৮ ॥

তাৎপর্য্য। আসনসিদ্ধি হইলে শীত উষ্ণ প্রভৃতি বিরুদ্ধধর্ম্মরূপ দ্বন্দ্বদ্বারা অভিভূত হয় না ॥ ৪৮ ॥

ভাষ্য। শীতোষ্ণাদিভির্দ্বন্দ্বৈরাসনজয়ান্নাভিভূয়তে ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ। আসন জয় অর্থাৎ আসনটী স্বাভাবিক হইলে শীত উষ্ণ প্রভৃতি কষ্টদায়ক হয় না ॥ ৪৮ ॥

মন্তব্য। মুরসিদাবাদ বালুচরের নীচে গঙ্গাগর্ভে "খাঁকি বাবা" নামক সন্ন্যাসীকে অনেকে দর্শন করিয়াছেন, প্রচণ্ড শীত, প্রখর গ্রীষ্ম অথবা বিষম বর্ষা কিছুতেই তাঁহার দৃক্‌পাত নাই, স্থিরভাবে সদানন্দরূপে নিজ কার্য্য করিতেছেন, উহা আসনসিদ্ধির প্রত্যক্ষ ফল ॥ ৪৮ ॥

সূত্র। তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ ॥ ৪৯ ॥

ব্যাখ্যা। তস্মিন্ সতি (আসন জয়ে সতি) শ্বাসপ্রশ্বাসয়োঃ গতিবিচ্ছেদঃ (রেচকপূরককুম্ভকলক্ষণঃ ত্রিবিধঃ) প্রাণায়ামঃ (প্রাণস্য আয়ামো গতিরোধঃ ইতি) ॥ ৪৯ ॥

তাৎপর্য্য। পূর্ব্বোক্ত আসনসিদ্ধি হইলে শ্বাস প্রশ্বাস হয় না ইহাতে রেচক, পূরক ও কুম্ভক নামক তিন প্রকার প্রাণায়াম হইয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥

ভাষ্য। সত্যাসনজয়ে বাহ্যস্য বায়োরাচমনং শ্বাসঃ, কৌষ্ঠস্য বায়োর্নিঃসারণং প্রশ্বাসঃ তয়োর্গতিবিচ্ছেদ উভয়াভাবঃ প্রাণায়ামঃ ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ। বহিঃস্থিত বায়ুকে অন্তঃপ্রবেশ করানকে শ্বাস ও অন্তরের বায়ুকে বহির্নিঃসারণকে প্রশ্বাস বলে এই উভয়বিধ ক্রিয়ার নিরোধরূপ প্রাণায়াম আসন জয় হইলে সম্পন্ন হয় ॥ ৪৯ ॥

মন্তব্য। শ্বাস প্রশ্বাস স্বয়ংই ক্রিয়ারূপ, তাহাতে আর গতির সম্ভব নাই, সুতরাং শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদ হওয়া অসম্ভব, তাই সূত্রস্থ গতিপদের বিবক্ষা না করিয়া ভাষ্যকার শ্বাসপ্রশ্বাস এই উভয়ের অভাবকেই প্রাণায়াম বলিয়াছেন। ভিতরের বায়ুকে বাহির করাকেই রেচক বলে না, প্রাণবায়ুকে বাহির করিয়া সেখানেই স্থির রাখাকে রেচক বলে, সদাগতি বায়ুকে স্থির করিয়া রাখিলেই আয়াম হয় অর্থাৎ রুদ্ধ করা হয়। এইরূপ বাহিরের বায়ুকে ভিতরে প্রবেশ করানকেই পূরক বলে না কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করাইয়া স্থির রাখাকে পূরক বলে। বায়ুকে স্থির রাখিলেই প্রাণায়াম সিদ্ধি হয়।

জোয়ার ভাঁটায় জলপ্রবাহের ন্যায় শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়াতে প্রাণবায়ুর গতায়াতরূপে একটা প্রবাহ আছে, সচরাচর সুস্থ শরীরে স্বভাবতঃ বহিঃপ্রদেশে বিতস্তি (১২ অঙ্গুলি) পরিমাণ প্রাণবায়ুর সঞ্চলন হয়, ঐ পর্য্যন্ত গমন করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শরীরাভ্যন্তর কোষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে গমন করে তথা হইতে পুনর্ব্বার বাহিরে আসে এই ভাবে সর্ব্বদা একটী বায়ুর প্রবাহ চলে, ইহাতে শরীরস্থ দূষিত ভাগ পরিত্যাগ করিয়া পরিশুদ্ধ বায়ু অন্তরে প্রবিষ্ট হয়। আধ্যাত্মিক বায়ুর দূষিত ভাগ বিগম ও পরিশুদ্ধ ভাগের আগম ভিন্ন এই প্রাণবায়ুর বিনাশ হয় না, এই প্রাণবায়ু লিঙ্গ শরীরের ঘটক, যত দিন স্থূল শরীরে প্রাণবায়ুর ক্রিয়া থাকে তত দিন জীবিত বলিয়া ব্যবহার হয়। মনঃ ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট, প্রাণাদি বায়ু ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট, এই উভয়ের এমনই সম্বন্ধ যে একটীর নিরোধ হইলে অপরটীর নিরোধ সহজেই হইতে পারে। এই নিমিত্তই প্রাণায়ামকে যোগের প্রধান অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ হইয়াছে। প্রাণায়াম শিক্ষা করা বড়ই কঠিন ব্যাপার, গুরুর উপদেশ ব্যতিরেকে আপনা হইতে ঐ কার্য্য করিলে কুষ্ঠ প্রভৃতি নানাবিধ রোগ জন্মিতে পারে। সচরাচর সন্ধ্যাবন্দনাদিতে যে প্রাণায়ামের নির্দ্দেশ আছে উহা একটী অনুপাত মাত্র যেমন ৪ বার মন্ত্রজপে পূরক, ১৬ বারে কুম্ভক ও ৮ বারে রেচক; ১৬ বারে পূরক, ৬৪ বারে কুম্ভক ও ৩২ বারে রেচক ইত্যাদি, অর্থাৎ পূরকের চতুর্গুণ কুম্ভক, কুম্ভকের অর্দ্ধ রেচক এইরূপে অনুপাত বুঝিতে হইবে।

যমনিয়ম প্রভৃতি কালান্তরে কৃত হইয়াও যোগের অঙ্গ হয়, আসন প্রভৃতি সেরূপ নহে, উহা সমকালেই অঙ্গ হয়, এই নিমিত্ত ভাষ্যে "সত্যাসনজয়ে" এইরূপ বলা হইয়াছে। প্রাণায়ামের পরে চিত্ত স্থির হয়, ইহা অনুভবসিদ্ধ। অভ্যাস থাকিলে অর্থাৎ সহজেই চিত্ত স্থির থাকিলে প্রাণায়াম অধিক না করিলেও চলে, এই নিমিত্ত তন্ত্রশাস্ত্রে একবার প্রাণায়ামে এক হাজার পর্য্যন্ত জপ হইতে পারে এরূপ বিধান আছে, যাঁহারা পুরশ্চরণ করিয়াছেন অর্থাৎ জপ করা যাঁহাদের কতকটা অভ্যাস হইয়াছে তাঁহাদের এক প্রাণায়ামে হাজারের অধিক জপ হইতে পারে ॥ ৪৯ ॥

ভাষ্য। স তু,

সূত্র। বাহ্যাভ্যন্তরস্তম্ভবৃত্তির্দেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘসূক্ষ্মঃ ॥ ৫০ ॥

ব্যাখ্যা। স তু (প্রাণায়ামঃ) বাহ্যাভ্যন্তরস্তম্ভবৃত্তিঃ (বাহ্যবৃত্তিঃ রেচকঃ, আভ্যন্তরবৃত্তিঃ পূরকঃ, স্তম্ভবৃত্তিঃ কুম্ভকঃ, ইতি ত্রিবিধঃ) দেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টঃ (ইয়ান্ দেশঃ বিষয়ঃ, ইয়ান্ কালঃ ক্ষণঃ, ইয়তী চ সংখ্যা ইতি পরিলক্ষিতঃ) দীর্ঘসূক্ষ্মঃ (ক্রমশঃ অভ্যস্তঃ দীর্ঘসূক্ষ্ম ইতি কথ্যতে) ॥ ৫০ ॥

তাৎপর্য্য। বাহ্য, আভ্যন্তর ও স্তম্ভবৃত্তিবিশেষে অর্থাৎ রেচক পূরক ও কুম্ভকরূপে ত্রিবিধ প্রাণায়াম দেশ, কাল ও সংখ্যাভেদে দীর্ঘসূক্ষ্মরূপে অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ৫০ ॥

ভাষ্য। যত্র প্রশ্বাসপূর্ব্বকো গত্যভাবঃ স বাহ্যঃ, যত্র শ্বাসপূর্ব্বকো গত্যভাবঃ স আভ্যন্তরঃ, তৃতীয়ঃ স্তম্ভবৃত্তি র্যত্রোভয়াভাবঃ সকৃৎ প্রযত্নাৎ ভবতি, যথা তপ্তে ন্যস্তমুপলে জলং সর্ব্বতঃ সঙ্কোচমাপদ্যতে তথা দ্বয়োর্যুগপদ্ভবত্যভাব ইতি। ত্রয়োহপ্যেতে দেশেন পরিদৃষ্টাঃ ইয়ানস্য বিষয়ো দেশ ইতি, কালেন পরিদৃষ্টাঃ ক্ষণানামিয়ত্তাবধারণেনাবচ্ছিন্না ইত্যর্থঃ। সংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টা এতাবদ্ভিঃ শ্বাসপ্রশ্বাসৈঃ প্রথম উদ্ঘাতঃ, তদ্বন্নিগৃহীতস্যৈতাবদ্ভির্দ্বিতীয় উদ্ঘাতঃ,

এবং তৃতীয়ঃ, এবং মৃদুঃ, এবং মধ্যঃ, এবং তীব্রঃ, ইতি:সংখ্যাপরিদৃষ্টঃ, স খল্বয়মেবমভ্যস্তো দীর্ঘসূক্ষ্মঃ ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ। প্রশ্বাস পূর্ব্বক গতির অভাব হইলে বাহ্য অর্থাৎ রেচক বলে, শ্বাস পূর্ব্বক গতির অভাব হইলে আভ্যন্তর অর্থাৎ পূরক বলে। যে স্থলে একবার মাত্র বিধারক প্রযত্ন (যাহাতে প্রাণের ক্রিয়া হয় না, শ্বাস প্রশ্বাস হয় না) হইতে শ্বাস প্রশ্বাস উভয়ের অভাব হয় সেইটা তৃতীয় অর্থাৎ কুম্ভক উহাকে স্তম্ভবৃত্তি বলে। যেমন উত্তপ্ত প্রস্তরখণ্ডে জলবিন্দু প্রক্ষেপ করিলে তাহা চতুর্দ্দিক্ হইতে সঙ্কুচিত থাকে, তদ্রূপ একটা মাত্র বিধারক প্রযত্ন হইতেই শ্বাস প্রশ্বাস উভয়ের অভাব একদাই হইতে পারে। রেচক, পূরক ও কুম্ভকরূপ এই ত্রিবিধ প্রাণায়াম দেশ অর্থাৎ বিষয় দ্বারা পরিলক্ষিত হয়, এইটুকু (বিতস্তি প্রভৃতি) ইহার দেশ অর্থাৎ শরীরের বাহিরে কতদূর পর্য্যন্ত বায়ুর সঞ্চার হয় তাহা জানা যায়। উক্ত ত্রিবিধ প্রাণায়াম কাল অর্থাৎ ক্ষণদ্বারাও লক্ষিত হইয়া থাকে, এতক্ষণ কুম্ভক হইয়াছিল এরূপ নিশ্চয় হয়। এবং সংখ্যা দ্বারা প্রাণায়াম পরিদৃষ্ট হয় অর্থাৎ এতগুলি শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়ার কাল দ্বারা প্রথম উদ্ঘাত অর্থাৎ পূরক হইয়াছে, এতগুলি দ্বারা নিগৃহীতের অর্থাৎ দ্বিতীয়, কুম্ভক এবং এতগুলি দ্বারা তৃতীয় রেচক সিদ্ধ হইল ইত্যাদি, ইহাদের আবার তারতম্য অনুসারে মৃদু, মধ্য ও তীব্রভাবে সংখ্যা পরিদৃষ্ট হয়। প্রাণায়াম এইরূপে অভ্যস্ত হইলে দীর্ঘ সূক্ষ্ম বলা যায়, অর্থাৎ দেশকাল সংখ্যার আধিক্য হইলে দীর্ঘ ও ন্যূনতা হইলে সূক্ষ্ম বলে ॥ ৫০ ॥

মন্তব্য। রেচক স্থলে আপূরণ প্রযত্ন সমুদায়ের অর্থাৎ যেরূপ চেষ্টায় বাহিরের বায়ু অন্তরে প্রবেশ করে তাহার প্রতিরোধ করিতে হয়, পূরক স্থলে রেচক প্রযত্ন সমুদায়ের নিরোধ করিতে হয়, কুম্ভক স্থলে এই উভয়ের ক্রম অপেক্ষা না করিয়া একেবারেই উভয়টী সম্পন্ন হয়। তৃতীয় প্রাণায়াম কুম্ভক দ্বারা প্রাণবায়ু রুদ্ধগতি হইয়া সূক্ষ্মভাবে শরীরে অবস্থান করে, বোধ হয় যেন প্রাণবায়ুর অভাব হইয়াছে।

বায়ুহীন প্রদেশে লঘু তুলারাশি রাখিয়া শ্বাস বহন করিলে বিতস্তি প্রভৃতি বহিঃ বিষয়ের অনুভব হইতে পারে, অর্থাৎ কতদূরে প্রাণবায়ুর কম্পন হয়

তাহা দেখিয়া জানিতে পারা যায়। পদতল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত পিপীলিকার স্পর্শ সদৃশ স্পর্শ জ্ঞান দ্বারা প্রাণবায়ুর গতি সঞ্চার জানা যায়, ইহাকেই প্রাণ-বায়ুর অন্তর্বিষয় বলে। বিতস্তি অথবা ঐরূপ কোনও পরিমিত প্রদেশ বিশেষ পর্য্যন্ত শ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সেই স্থানেই প্রাণবায়ুর গতিরোধ করা এইরূপে দেশপরিদৃষ্ট রেচক প্রাণায়াম হয়। শরীরের সমস্ত স্থানেই প্রাণাদি বায়ুর সঞ্চার আছে, অভ্যন্তরে কোনও একটী স্থান বিশেষ পর্য্যন্ত শ্বাস টানিয়া লইয়া সেই স্থানেই উহার গতিরোধ করিলে দেশপরিদৃষ্ট পূরক প্রাণায়াম হয়, উক্তবিধ শ্বাসপ্রশ্বাস উভয়ের গতিরোধ করিলে তাদৃশ কুম্ভক প্রাণায়াম হয়। যেটুকু সময়ে চক্ষুর নিমেষ হয় উহার চারি ভাগের এক ভাগের নাম ক্ষণ, এই ক্ষণের ইয়ত্তা দ্বারা অর্থাৎ এতক্ষণ রেচক, এতক্ষণ পূরক, এতক্ষণ কুম্ভক এই ভাবে কাল দ্বারা উক্ত ত্রিবিধ প্রাণায়াম পরিলক্ষিত হয়। যতক্ষণে সুস্থ ব্যক্তির শ্বাস-প্রশ্বাস হয় তাহাকে মাত্রা বা ছোটিকা বলে।

"কুম্ভে কমিব" এইরূপে কুম্ভকশব্দের ব্যুৎপত্তি, যেমন কলসীতে জল পরিপূর্ণ থাকিলে তাহাতে কোনওরূপ শব্দ শুনা যায় না। অল্প কিছু খালি থাকিলে শব্দ হয়, তদ্রূপ পূরক দ্বারা দেহের সমস্ত অবয়বে বায়ুর পূরণ হইলে আর তাহাতে বায়ুর সঞ্চার হয় না, সুতরাং স্থিরভাবে থাকে। অল্প পরিমাণ মূর্ত্ত দ্রব্যের (সীমাবদ্ধ বস্তুর) স্থিতিবিরোধ গুণ আছে, তাহাতে একটী মূর্ত্ত দ্রব্য (ঘটপটাদি) এক স্থানে থাকিলে সেখানে আর দ্বিতীয়টী থাকিতে পারে না, গৃহের এক দিকে জানালা না থাকিলে অপর দিক্ হইতে বায়ুর সঞ্চার হয় না, এইরূপ শরীরের সকল স্থানে বায়ু পূর্ণ থাকিলে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বায়ুর সঞ্চার হয় না, কাজেই শরীর স্থির ও লঘু হয়। পূর্ব্বোক্ত কাল ও সংখ্যা ফলতঃ একরূপ হইলেও ক্ষণের ইয়ত্তা কাল ও মাত্রার ইয়ত্তা সংখ্যা এইরূপে কথঞ্চিৎ ভেদ বুঝিতে হইবে। ৩৬টী মাত্রায় প্রথম উদ্ঘাত অর্থাৎ মৃদু, তাহার দ্বিগুণে দ্বিতীয় উদ্ঘাত অর্থাৎ মধ্যম ও ত্রিগুণে তৃতীয় অর্থাৎ তীব্র হয়, এইরূপে বাচস্পতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "প্রাণেন প্রের্য্যমাণেন অপানঃ পীড্যতে যদি। গত্বা চোর্দ্ধং নিবর্ত্তেত এতদুদ্ঘাতলক্ষণং" অর্থাৎ চালিত প্রাণবায়ু দ্বারা অপান বায়ু পীড়িত হইয়া যদি উর্দ্ধদিকে উত্থিত হয় এবং পুনর্ব্বার নিবৃত্ত হয় ইহাকে উদ্ঘাত বলে, এই প্রমাণ অবলম্বন করিয়া ভোজরাজ বলিয়াছেন "নাভিমূল

হইতে প্রেরিত বায়ুর মস্তকদেশে অভিঘাতকে উদ্ঘাত বলে, "উদ্ ঊর্দ্ধং ঘাতঃ হননম্‌"। বার্ত্তিককার বলেন প্রথম উদ্ঘাত পূরক, দ্বিতীয় কুম্ভক এবং তৃতীয়টী রেচক, ইহার মতে উদ্ঘাত শব্দের অর্থ বায়ুর গতিরোধ। প্রাণায়ামের বিশেষ বিবরণ লিখিতে হইলে স্বতন্ত্র একখানি পুস্তক হয়, বাহুল্যভয়ে পরিত্যাগ করা হইল ॥ ৫০ ॥

সূত্র। বাহ্যাভ্যন্তরবিষয়াক্ষেপী চতুর্থঃ ॥ ৫১ ॥

ব্যাখ্যা। বাহ্যাভ্যন্তরবিষয়াক্ষেপী (বাহ্যস্য বিতস্ত্যাদিপরিমিতদেশ,স্য আভ্যন্তরস্য চ নাভিচক্রাদের্বিষয়স্য আক্ষেপঃ পর্য্যালোচনং স বিদ্যতে পূর্ব্বতয়া যস্য তৎপূর্ব্বক ইতি) চতুর্থঃ (তাদৃশপ্রাণায়ামঃ কুম্ভকঃ চতুর্থঃ, বিষয়পদং কালসংখ্যয়োরূপলক্ষণম্) ॥ ৫১ ॥

তাৎপর্য্য। পূর্ব্বোক্ত বাহ্য ও আভ্যন্তর বিষয়, কাল ও সংখ্যার পর্য্যালোচনা করিয়া চিরকাল অভ্যাস করিলে চতুর্থ প্রাণায়াম বলে, ইহাকে কেবল কুম্ভক বলে ॥ ৫১ ॥

ভাষ্য। দেশকালসংখ্যাভির্বাহ্যবিষয়ঃ পরিদৃষ্ট আক্ষিপ্তঃ তথাভ্যন্তরবিষয়ঃ পরিদৃষ্ট আক্ষিপ্তঃ, উভয়থা দীর্ঘসূক্ষ্মঃ, তৎপূর্ব্বকো ভূমিজয়াৎ ক্রমেণোভয়োর্গত্যভাবশ্চতুর্থঃ প্রাণায়ামঃ। তৃতীয়স্তু বিষয়ানালোচিতো গত্যভাবঃ সকৃদারব্ধ এব দেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘসূক্ষ্মঃ, চতুর্থস্তু শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্বিষয়াবধারণাৎ ক্রমেণ ভূমিজয়াৎ উভয়াক্ষেপপূর্ব্বকো গত্যভাবশ্চতুর্থঃ প্রাণায়াম ইত্যয়ং বিশেষঃ ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ। বাহ্য বিষয় অর্থাৎ রেচক পূর্ব্বোক্ত দেশ, কাল ও সংখ্যা দ্বারা আক্ষিপ্ত (নির্দ্ধারিত) হইয়া পরিদৃষ্ট (সীমাবদ্ধ) হয়, এইরূপ আভ্যন্তর বিষয় পূরকও দেশ প্রভৃতি দ্বারা পরিলক্ষিত হয়, উভয়ই পূর্ব্বের ন্যায় দীর্ঘসূক্ষ্ম হয়, উক্ত বিষয় দর্শনপূর্ব্বক ক্রমশঃ সেই সেই ভূমি (অবস্থা) জয় অর্থাৎ বশীভূত করিয়া দীর্ঘকাল অভ্যাস করিলে শ্বাসপ্রশ্বাসের অভাবরূপ চতুর্থ প্রাণায়াম সিদ্ধ হয়। পূর্ব্বোক্ত তৃতীয় (কুম্ভক) প্রাণায়ামেও শ্বাসপ্রশ্বাস উভয় ক্রিয়ার

অভাব হয়, কিন্তু তাহাতে বিষয়ের আলোচনা থাকে না, এবং উহা একবার প্রযত্ন দ্বারাই সাধিত হইয়া দেশ, কাল ও সংখ্যা দ্বারা পরিলক্ষিত হয়। চতুর্থ প্রাণায়ামে বিশেষ এই ইহাতে শ্বাসপ্রশ্বাসের বিষয় নিশ্চয় করিয়া ক্রমশঃ অল্প হইতে অধিক ভূমি (অবস্থা) বশীকৃত করিয়া উভয়ের (শ্বাসপ্রশ্বাসের) গতির অভাব হয়॥ ৫১॥

মন্তব্য। চতুর্থ প্রাণায়ামটী পূর্ব্বোক্ত তৃতীয় (কুম্ভক) প্রাণায়ামেরই উত্তর অবস্থা, তৃতীয় প্রাণায়াম পূরক ও রেচকের মধ্যবর্ত্তী হয়, চতুর্থটী সেরূপ নহে ইহা কেবল নিরোধ মাত্র, ইহা দেশকালাদি দ্বারা সীমাবদ্ধ হয় না, অর্থাৎ ইচ্ছানুসারে যে কোনও দেশ, কাল বা সংখ্যায় পরিণত করা যায়। যেমন সঙ্গীতশাস্ত্রের অভ্যাসকালে সুর লাগাইলে সপ্ত স্বরের কোনও একটী স্বর হইয়া যায়, গায়কের ইচ্ছামত স্বর হয় না, ক্রমশঃ ইচ্ছামত সুর লাগাইতে পারে, তদ্রূপ প্রাণায়াম চিরকাল অভ্যস্ত হইলে যোগীর ইচ্ছামত ইহার ব্যাপার হয়। পূর্ব্বোক্ত তৃতীয় প্রাণায়ামটী বিষয় প্রভৃতির আলোচনা পূর্ব্বক হয় না, চতুর্থটী বিষয়াদির আলোচনা পূর্ব্বক হয় এইটুকু বিশেষ। বিষ্ণুপুরাণে ধ্রুবের যে প্রাণায়াম বর্ণিত আছে তাহা এই চতুর্থ। মাস সম্বৎসর প্রভৃতি কাল যোগীর ইচ্ছানুসারেই অতিবাহিত হইয়া থাকে। এই প্রাণায়ামের বিশেষ বিবরণ বশিষ্ঠ সংহিতায় উক্ত আছে॥ ৫১॥

সূত্র। ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্॥ ৫২॥

ব্যাখ্যা। ততঃ (প্রাণায়ামাভ্যাসাৎ) প্রকাশাবরণম্ (বিবেকজ্ঞানপ্রতিবন্ধকং কর্ম্ম) ক্ষীয়তে (অভিভূয়তে)॥ ৫২॥

তাৎপর্য্য। প্রাণায়ামের অভ্যাস বশতঃ প্রকাশের আবরণ অর্থাৎ বিবেকজ্ঞানের প্রতিবন্ধক কর্ম্ম, অধর্ম্ম ও ক্লেশ সমুদায়ের ক্ষয় হয়॥ ৫২॥

ভাষ্য। প্রাণায়ামানভ্যস্যতোঽস্য যোগিনঃ ক্ষীয়তে বিবেকজ্ঞানাবরণীয়ং কর্ম্ম, যত্তদাচক্ষতে "মহামোহময়েনেন্দ্রজালেন প্রকাশশীলং সত্ত্বমাবৃত্য তদেবাকার্য্যে নিযুঙ্‌ক্তে" ইতি। তদস্য প্রকাশাবরণং কর্ম্ম সংসারনিবন্ধনং প্রাণায়ামাভ্যাসাৎ দুর্ব্বলং ভবতি, প্রতিক্ষণঞ্চ

ক্ষীয়তে। তথাচোক্তং "তপো ন পরং প্রাণায়ামাৎ ততো বিশুদ্ধির্মলানাং দীপ্তিশ্চ জ্ঞানস্যেতি" ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ। প্রাণায়াম অভ্যাসশীল যোগীর বিবেকজ্ঞানাবরক অধর্ম্ম ও তৎকারণ অবিদ্যাদি ক্লেশ অপক্ষীণ হয়। (শাস্ত্রকারগণ ইহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন) "বিবেকজ্ঞানের আবরক কর্ম্ম ইন্দ্রজাল সদৃশ মহামোহ অর্থাৎ বিষয়ানুরাগ দ্বারা প্রকাশ-স্বভাব চিত্তসত্ত্বকে আবরণ করিয়া অধর্ম্মে নিযুক্ত করে, প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে প্রকাশের অর্থাৎ সত্ত্বগুণের আচ্ছাদক সংসারের কারণ উক্ত কর্ম্মসমূহ দুর্ব্বল হয়, এবং প্রতিক্ষণ ক্রমশঃ ক্ষয় হইতে থাকে"। শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন "প্রাণায়াম হইতে উৎকৃষ্ট তপঃ আর নাই, এই প্রাণায়াম দ্বারা চিত্তমলাদির শোধন হয়, এবং জ্ঞানশক্তির আবির্ভাব হয়" ॥ ৫২ ॥

মন্তব্য। আবরণশক্তি (যাহা দ্বারা রজ্জু প্রভৃতির স্বরূপ আবৃত থাকে) ও বিক্ষেপশক্তি (যাহা দ্বারা সর্প প্রভৃতির উৎপত্তি হয়) যাহা বেদান্তশাস্ত্রে বর্ণিত আছে, এই সূত্রে প্রকারান্তরে তাহাই বলা হইয়াছে। ভাষ্যে মহামোহ নামক রাগের উল্লেখ আছে, উহা দ্বারা উহার কারণ অবিদ্যা ও অস্মিতা বুঝিতে হইবে।

প্রাণায়াম দ্বারা ইন্দ্রিয়ের দোষ শান্তি হয় একথা ভগবান্ মনুও বলিয়াছেন "দহ্যন্তে ধ্মায়মানানাং ধাতূনাং হি যথা মলাঃ। তথেন্দ্রিয়াণাং দহ্যন্তে দোষাঃ প্রাণস্য নিগ্রহাৎ"। অর্থাৎ অগ্নিতে দাহ করিলে যেমন স্বর্ণ প্রভৃতি ধাতুর মল (খাঁদ) বিগত হয় তদ্রূপ প্রাণায়াম দ্বারা ইন্দ্রিয়ের মল বিদূরিত হয় ॥ ৫২ ॥

ভাষ্য। কিঞ্চ!

সূত্র। ধারণাসু চ যোগ্যতা মনসঃ ॥ ৫৩ ॥

ব্যাখ্যা ("ততঃ" ইত্যনুবর্ত্তনীয়ং, প্রাণায়ামাভ্যাসাৎ) ধারণাসু (একাগ্রতাসু) মনসঃ যোগ্যতা (চিত্তস্য সামর্থ্যম্ উপজায়তে ইত্যর্থঃ) ॥ ৫৩ ॥

তাৎপর্য্য। পূর্ব্বোক্ত প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে একাগ্রতারূপ ধারণা-বিষয়ে চিত্তের শক্তি জন্মে ॥ ৫৩ ॥

ভাষ্য। প্রাণায়ামাভ্যাসাদেব। "প্রচ্ছর্দ্দনবিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য" ইতি বচনাৎ ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ। প্রাণায়ামের অভ্যাস বশতঃই চিত্ত একাগ্র হয়। (প্রথম পাদে বলা হইয়াছে) প্রাণবায়ুর রেচন ও নিরোধ দ্বারা সমাধিসিদ্ধি হয় ॥ ৫৩ ॥

মন্তব্য। প্রাণায়ামই চিত্তস্থৈর্য্যের প্রধান উপায় ইহাই দেখাইবার নিমিত্ত ভাষ্যে "প্রাণায়ামাভ্যাসাদেব" এবকার প্রয়োগ করা হইয়াছে, এস্থলে এব শব্দ অপরের ব্যাবর্ত্তক নহে অর্থাৎ প্রাণায়াম ভিন্ন অপর কোনও উপায়ে সমাধি হয় না এরূপ নহে, তবে প্রাণায়ামে নিশ্চয়ই সমাধি হয় ইহাই বুঝাইয়াছে, এব শব্দ "অযোগব্যবচ্ছেদক"। ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি এই উভয়ের এমনই নিয়ত সম্বন্ধ আছে যে একটীর নিরোধ করিলে সেই সঙ্গে অপরটীর নিরোধ হইয়া যায়, ক্রিয়াশক্তির নিরোধরূপ প্রাণায়াম করিলে ইচ্ছাশক্তির নিরোধরূপ সমাধি হয়, এইরূপ ইচ্ছাশক্তির নিরোধেও প্রাণায়াম সিদ্ধি হয়। উভয়রূপেই যোগের সিদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৫৩ ॥

ভাষ্য। অথ কঃ প্রত্যাহারঃ।

সূত্র। স্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্তস্য স্বরূপানুকার ইবে-
ন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ ॥ ৫৪ ॥

ব্যাখ্যা। স্ববিষয়াসম্প্রয়োগে (স্বস্ববিষয়ৈঃ গোচরৈঃ শব্দাদিভিঃ সহ অসম্প্রয়োগে অসম্বন্ধে সতি) ইন্দ্রিয়াণাং (চক্ষুরাদীনাং) চিত্তস্য স্বরূপানুকার ইব (চিত্তে নিরুদ্ধে নিরুদ্ধানীব ইন্দ্রিয়াণি ইত্যর্থঃ) প্রত্যাহারঃ (অসৌ অনুকারঃ প্রত্যাহার ইতি কথ্যতে, ইন্দ্রিয়াণি বিষয়েভ্যঃ প্রাতিলোম্যেনাহ্রিয়ন্তেঽস্মিন্নিতি প্রত্যাহারঃ) ॥ ৫৪ ॥

তাৎপর্য্য। চিত্ত শব্দাদি বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলে ইন্দ্রিয়গণও নিবৃত্ত হইয়া চিত্তের অনুকরণ করে, ইহাকে প্রত্যাহার বলে। ইন্দ্রিয়গণ ঠিক চিত্তের ন্যায় একটী তত্ত্বে অভিনিবিষ্ট হইতে পারে না, ইবশব্দ দ্বারা চিত্ত ও ইন্দ্রিয়গণের কথঞ্চিৎ ভেদও দেখান হইয়াছে ॥ ৫৪ ॥

ভাষ্য। স্ববিষয়সম্প্রয়োগাভাবে চিত্তস্বরূপানুকার ইবেতি চিত্ত-

নিরোধে চিত্তবৎ নিরুদ্ধানীন্দ্রিয়াণি নেতরেন্দ্রিয়জয়বদুপায়ান্তর-মপেক্ষন্তে, যথা মধুকররাজং মক্ষিকা উৎপতন্তমনূৎপতন্তি, নিবিশমান মনু নিবিশন্তে, তথেন্দ্রিয়াণি চিত্তনিরোধে নিরুদ্ধানি, ইত্যেষ প্রত্যাহারঃ ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ। ইন্দ্রিয়গণের স্ব স্ব বিষয় শব্দাদির সহিত সংযোগ না হইলে চিত্তের স্বরূপের যেন অনুকরণ হয়। চিত্ত নিরুদ্ধ অর্থাৎ বিষয় হইতে প্রতি-নিবৃত্ত হইলে চিত্তের ন্যায় শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণও নিরুদ্ধ হয়, একই প্রযত্নে চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের নিরোধ হয়, আগামী সূত্রে ইন্দ্রিয়জয়ের যে সমস্ত উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার অপেক্ষা থাকে না। মধুমক্ষিকাদলে একটী রাজা অর্থাৎ প্রধান মৌমাছী আছে, ঐ মক্ষিকারাজ উড়িলে সেই সঙ্গে ঝাঁকের আর সকল মাছীও উড়িয়া যায়, মক্ষিকারাজ কোনও এক স্থানে পড়িলে সেই সঙ্গে অপর মক্ষিকা সকলও পড়ে। এইরূপে চিত্তের নিরোধ হইলে ইন্দ্রিয়গণেরও নিরোধ হয়, ইহাকে প্রত্যাহার বলে ॥ ৫৪ ॥

মন্তব্য। ইবশব্দের অর্থ সাদৃশ্য, ভেদ না থাকিলে সাদৃশ্য হয় না, সাদৃশ্য শব্দে সমান ধর্ম্ম বুঝায়, একই প্রযত্ন দ্বারা চিত্ত ও ইন্দ্রিয়গণ নিরুদ্ধ হয়, অতএব একপ্রযত্ন-নিরোধটী উভয়ের সমান ধর্ম্ম, এইরূপ বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্তিও উভয়ের সাধারণ ধর্ম্ম, চিত্ত বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া ধ্যেয় বিষয় অবলম্বন করে, ইন্দ্রিয়গণ কেবল বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, ধ্যেয়কে অবলম্বন করে না, এইটী চিত্ত হইতে ইন্দ্রিয়গণের ভেদ, অতএব উভয়ের ভেদ ও অভেদ উভয় আছে।

সূত্রের "স্ববিষয়াসম্প্রয়োগে" এই সপ্তমীটী নিমিত্তার্থে, অর্থাৎ স্ববিষয় হইতে নিবৃত্ত হইবার নিমিত্ত, কেহ কেহ বলেন উহা "সতি সপ্তমী" অর্থাৎ অসম্প্রয়োগ হইলে, এইরূপ বুঝাইবে ॥ ৫৪ ॥

সূত্র। ততঃ পরমাবশ্যতেন্দ্রিয়াণাম্ ॥ ৫৫ ॥

ব্যাখ্যা। ততঃ (প্রত্যাহারাৎ) ইন্দ্রিয়াণাং পরমাবশ্যতা (সর্ব্বথা বশীকারঃ, পরাজয় ইত্যর্থঃ) ॥ ৫৫ ॥

তাৎপর্য্য। পূর্ব্বোক্ত প্রত্যাহার সিদ্ধি হইলে ইন্দ্রিয়গণ সর্ব্বতোভাবে বিজিত হয় ॥ ৫৫ ॥

ভাষ্য। শব্দাদিষ্বব্যসনং ইন্দ্রিয়জয় ইতি কেচিৎ, সক্তির্ব্যসনম্ ব্যস্যত্যেনং শ্রেয়স ইতি। অবিরুদ্ধা প্রতিপত্তি র্ন্যায্যা। শব্দাদি-সম্প্রয়োগঃ স্বেচ্ছয়েত্যন্যে। রাগদ্বেষাভাবে সুখদুঃখশূন্যং শব্দাদি-জ্ঞানমিন্দ্রিয়জয় ইতি কেচিৎ। চিত্তৈকাগ্র্যাদপ্রতিপত্তিরেবেতি জৈগীষব্যঃ, ততশ্চ পরমাত্বিয়ং বশ্যতা যচ্চিত্তনিরোধে নিরুদ্ধানীন্দ্রিয়াণি, নেতরেন্দ্রিয়জয়বৎ উপায়ান্তরমপেক্ষন্তে যোগিন ইতি ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ। কেহ কেহ বলেন শব্দাদিবিষয়ে অব্যসন অর্থাৎ রাগের অভাব ইন্দ্রিয়জয়, সক্তি অর্থাৎ অনুরাগকেই ব্যসন বলে, কেননা এই আসক্তিই জীব-গণকে মুক্তিপথ হইতে দূরে নিক্ষেপ করে। (অন্যরূপে বশ্যতা এইরূপ) শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতির অবিরোধরূপে শব্দাদির সেবাকেই বশ্যতা বলে, ইহাই ন্যায্য অর্থাৎ ন্যায়ের অনুগত। কেহ কেহ বলেন ইচ্ছানুসারে অর্থাৎ বিষয়ের অধীন না হইয়া স্বতন্ত্রভাবে শব্দাদিবিষয়ের উপভোগই ইন্দ্রিয়জয়। অপর কেহ বলেন রাগ দ্বেষ না থাকার দরুন সুখদুঃখরহিতভাবে শব্দাদি জ্ঞানই ইন্দ্রিয়জয়। ভগবান্ জৈগী-ষব্য বলেন চিত্তের একাগ্রতা জন্মিলে শব্দাদি বিষয়ের অপ্রতিপত্তি অর্থাৎ জ্ঞানের অভাবই ইন্দ্রিয়জয়। এই নিমিত্তই ইহাকে পরমাবশ্যতা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বশ্যতা চতুষ্টয় হইতে শ্রেষ্ঠভাবে বশ্যতা বলা হইয়াছে, কেননা চিত্তের নিরোধ হইলে যোগীর ইন্দ্রিয়গণ সেই সঙ্গেই নিরুদ্ধ হইয়া যায়, অন্যভাবে ইন্দ্রিয়জয়ের ন্যায় প্রযত্ন দ্বারা সম্পাদিত অন্যবিধ উপায়ের অপেক্ষা রাখে না, অর্থাৎ যতমান-সংজ্ঞা নামক বৈরাগ্যে একটী ইন্দ্রিয়জয় হইলেও অপর ইন্দ্রিয়জয়ের নিমিত্ত চেষ্টা করিতে হয়, এস্থলে সেরূপ আবশ্যক করে না, একই প্রযত্নে চিত্ত ও ইন্দ্রিয় উভয়ের নিরোধ হয় ॥ ৫৫ ॥

মন্তব্য। অপকৃষ্ট না থাকিলে উৎকৃষ্টের পরিচয় হয় না, "অপরমা" না থাকিলে "পরমা" বলা যায় না, তাই ভাষ্যকার অপরমাবশ্যতা চতুষ্টয় 'প্রথমতঃ উল্লেখ করিয়াছেন, শব্দাদিতে অব্যসন ইত্যাদি। বিষয়সমূহে সঞ্চরণ করিয়া জাগরূকভাবে অবস্থান করা অপেক্ষা বিষয় হইতে একেবারে পৃথক্ থাকাই

শ্রেয়স্কর, কেননা কি জানি কখনও পদস্খলন হইতে পারে, তখন একেবারে সমস্ত বিনষ্ট হইবার সম্ভব, যাহাতে কোনওরূপে ভয়ের আশঙ্কা নাই, সেই শব্দাদির অপ্রতিপত্তিই (অনুভব না হওয়া) পরমাবশ্যতা। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত আছে—

"শব্দাদিষ্বনুষক্তানি নিগৃহ্যাক্ষাণি যোগবিৎ।
কুর্য্যাচ্চিত্তানুকারীণি প্রত্যাহারপরায়ণঃ॥
বশ্যতা পরমা তেন জায়তে নিশ্চলাত্মনাম্।
ইন্দ্রিয়াণামবশ্যৈস্তৈ র্নযোগী যোগসাধকঃ"॥

অর্থাৎ প্রত্যাহারসিদ্ধ যোগজ্ঞ ব্যক্তি শব্দাদির অধীন শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে নিরুদ্ধ করিয়া চিত্তানুকারী করিবে, ইহাতে ইন্দ্রিয়গণের পরমাবশ্যতা জন্মে।

বিষয়ের সম্বন্ধ থাকিলে বিক্ষেপ হয় একথা গীতাতে উক্ত আছে—

"যততোহ্যপিকৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥
তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশেহি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥"

অর্থাৎ যত্নশীল পণ্ডিতগণের চিত্তকেও প্রবল ইন্দ্রিয়গণ হরণ করে, বিষয়ভোগে কামুক করে, ইন্দ্রিয় সকলের নিরোধ করিয়া সমাধি করিবে। ইন্দ্রিয়গণ যাঁহার বশীভূত তাঁহার চিত্ত স্থির হয়।

দ্বিতীয় পাদের সংগ্রহ শ্লোক যথা—

"ক্রিয়াযোগং জগৌ ক্লেশান্ বিপাকান্ কর্ম্মণামিহ।
তদ্দুঃখত্বং তথা ব্যূহান্ পাদে যোগস্য পঞ্চকম্॥"

অর্থাৎ সাধন নামক দ্বিতীয় পাদে পাঁচটী বিষয় আছে, ক্রিয়াযোগ, ক্লেশ, কর্ম্মের বিপাক, বিপাকের দুঃখময়তা ও ব্যূহচতুষ্টয়॥ ৫৫॥

ইতি।

পাতঞ্জলদর্শনে সাধন নির্দ্দেশ নামে দ্বিতীয়পাদ সমাপ্ত হইল।

বিভূতি পাদ ।

ভাষ্য। উক্তানি পঞ্চ বহিরঙ্গানি সাধনানি, ধারণা বক্তব্যা।

সূত্র। দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা। দেশবন্ধঃ (দেশে অন্তর্বা বহির্বা বিষয়ে, বন্ধঃ সম্বন্ধঃ বিষয়ান্তর-পরিহারেণ স্থিরীকরণম্) চিত্তস্য ধারণেত্যুচ্যতে ॥ ১ ॥

তাৎপর্য্য। অপর বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া নাভিচক্র প্রভৃতি অন্তর্বিষয় এবং দেবতামূর্ত্তি প্রভৃতি বাহ্যবিষয়ে চিত্তকে স্থির করার নাম ধারণা ॥ ১ ॥

ভাষ্য। নাভিচক্রে, হৃদয়পুণ্ডরীকে, মূর্দ্ধ্নি জ্যোতিষি, নাসিকাগ্রে, জিহ্বাগ্রে, ইত্যেবমাদিষু দেশেষু, বাহ্যে বা বিষয়ে, চিত্তস্য বৃত্তিমাত্রেণ বন্ধ ইতি ধারণা ॥ ১ ॥

অনুবাদ। পূর্ব্বপাদে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার এই পাঁচটী বহিরঙ্গসাধন (যোগের) বলা হইয়াছে, সম্প্রতি ধারণা ধ্যান ও সমাধিরূপ অন্তরঙ্গ সাধনত্রয় বলিতে হইবে, তন্মধ্যে প্রথমসাধন ধারণা বলা যাইতেছে।

নাভিচক্র অর্থাৎ চক্রাকার নাভিস্থান, হৃৎপদ্ম, মস্তকস্থ জ্যোতিঃ, নাসিকার অগ্রভাগ, জিহ্বার অগ্রভাগ প্রভৃতি আধ্যাত্মিক দেশে অথবা দেবমূর্ত্তি প্রভৃতি বাহ্যদেশে চিত্তকে স্থির করার নাম ধারণা, আধ্যাত্মিক দেশে স্বরূপতঃই চিত্ত স্থিরভাবে থাকে, বহির্বিষয়ে বৃত্তিরূপে অবস্থান করে ॥ ১ ॥

মন্তব্য। প্রথম ও দ্বিতীয়পাদে সমাধি ও সমাধির সাধন বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে, অভীষ্টসিদ্ধির বোধ না হইলে কোন বিষয়েই প্রবৃত্তি জন্মে না। যোগের দ্বারা বিভূতিরূপ অভীষ্টের সিদ্ধি হয়, সংযম দ্বারা বিভূতি সিদ্ধি হয়, সংযমশব্দে ধারণা, ধ্যান ও সমাধির সমষ্টি বুঝায়, প্রথমতঃ ধারণা বলা যাইতেছে।

ধারণার সিদ্ধি হইলে ধ্যান হয়, ধ্যান হইলে সমাধি হয়, সুতরাং অগ্রে ধারণার উপন্যাস করা হইয়াছে। ধারণাদি ত্রয় অন্তরঙ্গসাধন, যমনিয়মাদির ন্যায় বহিরঙ্গ-সাধন নহে, ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত ধারণাদিকে দ্বিতীয় পাদে না বলিয়া তৃতীয় পাদে বলা হইয়াছে। পুরাণশাস্ত্রে ধারণার উল্লেখ আছে "প্রাণায়ামেন পবনং প্রত্যাহারেণ চেন্দ্রিয়ম্। বশীকৃত্য ততঃ কুর্য্যাচ্চিত্তস্থানং শুভাশ্রয়ে"॥ অর্থাৎ প্রাণায়াম দ্বারা আধ্যাত্মিক বায়ুর ও প্রত্যাহার দ্বারা ইন্দ্রিয়ের জয় করিয়া চিত্তকে সুন্দর কোনও আলম্বনে (হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি মূর্ত্তিবিশেষে) স্থির করিবে। প্রথমতঃ বাহ্যবিষয়ে চিত্ত স্থির করিয়া অনন্তর আধ্যাত্মিক দেশে স্থির করিতে হয়। গারুড়পুরাণে আধ্যাত্মিক দেশ সকলের উল্লেখ আছে। "প্রাঙ্-নাভ্যাং হৃদয়ে বাথ তৃতীয়ে চ তথোরসি। কণ্ঠে মুখে নাসিকাগ্রে নেত্রভ্রূমধ্য-মূর্দ্ধসু। কিঞ্চিত্তস্মাৎ পরস্মিংশ্চ ধারণা দশকীর্ত্তিতাঃ"॥ অর্থাৎ প্রথমতঃ নাভিতে, পরে হৃদয়ে, বক্ষঃস্থলে, কণ্ঠমধ্যে, জিহ্বাগ্রে, নাসিকাগ্রে, নেত্রভাগে, ভ্রূমধ্যে, মূর্দ্ধস্থ জ্যোতিঃপদার্থে, এবং তাহার কিঞ্চিৎ উপরি (দ্বাদশাঙ্গুলি উপরে) ভাগে চিত্তের ধারণা করিবে। গারুড়পুরাণে তালুশব্দের উল্লেখ না থাকিলেও মৈত্রী উপনিষদে "অতঃপরাঽস্য ধারণাতালুরসনাগ্রনিপীড়নাৎ" তালুর উল্লেখ আছে বলিয়া বাচস্পতিমিশ্র বলিয়াছেন "আদিশব্দেন তাল্বাদয়ো গ্রাহ্যাঃ" অর্থাৎ ভাষ্যের আদিশব্দে তালু প্রভৃতি স্থান বুঝিতে হইবে॥ ১॥

সূত্র। তত্র প্রত্যয়ৈকতানতাধ্যানম্॥ ২॥

ব্যাখ্যা। তত্র (যত্র চিত্তং স্থিরীকৃতং তত্র দেশে) প্রত্যয়ৈকতানতা (প্রত্যয়স্য চিত্তবৃত্তেরেকতানতা সদৃশঃ প্রবাহঃ) ধ্যানম্ (চিন্তনমিত্যর্থঃ)॥ ২॥

তাৎপর্য্য। বিষয়ান্তর হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া পূর্ব্বোক্ত যে বিষয়ে চিত্ত স্থির করা হয়, সেই বিষয়াকারে বারম্বার চিত্তবৃত্তি হওয়াকে ধ্যান বলা যায়॥ ২॥

ভাষ্য। তস্মিন্ দেশে ধ্যেয়ালম্বনস্য প্রত্যয়স্যৈকতানতা সদৃশঃ প্রবাহঃ প্রত্যয়ান্তরেণাপরামৃষ্টো ধ্যানম্॥ ২॥

অনুবাদ। পূর্ব্বোক্ত যে কোনও বিষয়ে চিত্তের ধারণা হইয়াছে, সেই

বিষয়ে বারম্বার সদৃশরূপে বৃত্তি হওয়াকে ধ্যান বলে, অর্থাৎ ধ্যেয় আলম্বন ভিন্ন অন্য বিষয়ে চিত্তবৃত্তি না হইয়া ধ্যেয়াকারে চিত্তবৃত্তির সদৃশ প্রবাহকে ধ্যান বলা যায়॥ ২ ॥

মন্তব্য। ধারণার পরিণাম ধ্যান, প্রযত্ন সহকারে বিষয়ান্তর হইতে বিনিবৃত্ত করিয়া ধ্যেয় বিষয়ে চিত্তকে স্থির করার নাম ধারণা, এইরূপে ধ্যেয় বিষয়ে অনায়াসে অর্থাৎ প্রযত্ন ব্যতিরেকে আপনা হইতেই যখন একভাবে বারম্বার চিত্তবৃত্তি হইতে থাকে তাহাকে ধ্যান বলা যায়। যদিচ ধারণা ও ধ্যান সামান্ততঃ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তথাপি উহাদের কালের বিবরণ শাস্ত্রান্তর হইতে জানিতে হইবে। সমাধিসূত্রের মন্তব্যে তাহা বলা যাইবে॥ ২ ॥

সূত্র। তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ ॥৩॥

ব্যাখ্যা। তদেব (পূর্ব্বোক্তং ধ্যানমেব) অর্থমাত্রনির্ভাসং (ধ্যেয়াকারেণ ভাসমানং) স্বরূপশূন্যমিব (জ্ঞানস্বরূপেণ বিরহিতমিব) সমাধিঃ (ধ্যানস্যৈব পরাকাষ্ঠা ইত্যর্থঃ)॥ ৩ ॥

তাৎপর্য্য। ধ্যানের পরিণাম সমাধি, আমি অমুককে চিন্তা করিতেছি এই ভাবটী ধ্যানের অবস্থায় থাকে, সমাধিতে তাহা থাকে না, তখন জ্ঞান কেবল ধ্যেয় বিষয়ের আকারেই ভাসমান হয়, সুতরাং বোধ হয় যেন চিত্তবৃত্তি নাই। চিত্তবৃত্তি থাকিয়াও না থাকার ন্যায় বোধ হয়, ইব শব্দ দ্বারা তাহাই বলা হইয়াছে॥ ৩ ॥

ভাষ্য। ধ্যানমেব ধ্যেয়াকারনির্ভাসং প্রত্যয়াত্মকেন স্বরূপেণ শূন্যমিব যদা ভবতি ধ্যেয়স্বভাবাবেশাৎ তদা সমাধিরিত্যুচ্যতে॥ ৩ ॥

অনুবাদ। ধ্যানই ধ্যেয় অর্থাৎ ধ্যানের বিষয়াকারে ভাসমান হইয়া বিষয়-স্বরূপে উপরক্ত হইয়া যখন প্রত্যয়াত্মক অর্থাৎ বৃত্তিস্বরূপ জ্ঞানকে যেন পরিত্যাগ করিয়াই অবভাসিত হয়, তখন তাহাকে সমাধি বলা যায়॥ ৩ ॥

মন্তব্য। জপাকুসুমের সন্নিধানে পরিশুদ্ধ স্ফটিকের স্বীয় শুক্লগুণ ভাসমান হয় না, তদ্রূপ বিষয়াকারে সর্ব্বথা লীন হইয়া চিত্তবৃত্তি পৃথক্‌ভাবে অনুভূত হয় না, এই অবস্থাকে সমাধি বলে।

বিজাতীয় বৃত্তি দ্বারা ধারণার বিচ্ছেদ হয়, বিচ্ছেদ না হইলে উক্ত ধারণাকেই ধ্যান বলে। এই ধ্যান ধ্যেয়, ধ্যানও ধ্যাতা এই ত্রিতয়াকারে ভাসমান থাকে, উক্ত ত্রিতয় আকার না থাকিয়া কেবল ধ্যেয়রূপেই ভাসমান হইলে ধ্যানকেই সমাধি বলে। দীর্ঘকাল যাবৎ সমাধির অভ্যাস হইলে সম্প্রজ্ঞাত যোগসিদ্ধি পূর্ব্বক অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়, ইহাকেই মুক্তি বলে।

সম্প্রজ্ঞাত যোগরূপ অঙ্গী হইতে অঙ্গসমাধির বিশেষ এই, সমাধি চিন্তারূপ, সুতরাং ইহাতে সমস্ত ধ্যেয়ের অবভাস হয় না, কেবল যাহার চিন্তা করা যায় তাহারই স্বরূপ ভাসমান হয়। সম্প্রজ্ঞাত যোগকালে সমাধির বিষয় নহে এতাদৃশ পদার্থও ভাসমান হয়, চিত্তে একটী অনির্ব্বচনীয় শক্তির আবির্ভাব হয়, সমুদায় বিষয়েরই সাক্ষাৎকার হয়। সমাধির স্বরূপ পুরাণশাস্ত্রে বর্ণিত আছে, "তস্যৈব কল্পনাহীনং স্বরূপগ্রহণং হি যৎ। মনসা ধ্যাননিষ্পাদ্যং সমাধিঃ সোঽভিধীয়তে॥ ধ্যেয় হইতে ধ্যানের ভেদকে কল্পনা বলে, তদ্রহিত হইলে সমাধি হয়।

ধারণার কাল গারুড়পুরাণে উক্ত আছে, "প্রাণায়ামৈর্দ্বাদশভির্যাবৎকালঃ কৃতো ভবেৎ। স তাবৎকালপর্য্যন্তং মনো ব্রহ্মণি ধারয়েৎ" ॥ দ্বাদশবার প্রাণায়াম করিতে যত কালের আবশ্যক, তত কাল ধারণা করিবে। এইরূপ ধারণাকালের দ্বাদশগুণ পরিমিত কালে ধ্যান ও ধ্যানের দ্বাদশগুণ পরিমিত কালে সমাধি বুঝিতে হইবে ॥ ৩ ॥

ভাষ্য। তদেতৎ ধারণাধ্যানসমাধিত্রয়মেকত্র সংযমঃ।

সূত্র। ত্রয়মেকত্র সংযমঃ ॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা। একত্র (একস্মিন্ বিষয়ে) ত্রয়ং (ধারণাধ্যানসমাধিরূপম্) সংযমঃ (ত্রয়াণাং সংযমঃ ইতি পরিভাষা) ॥ ৪ ॥

তাৎপর্য্য। একটী বিষয়ে ধারণা, ধ্যান ও সমাধিকে সংযম বলে ॥ ৪ ॥

ভাষ্য। একবিষয়াণি ত্রীণি সাধনানি সংযম ইত্যুচ্যতে, তদস্য ত্রয়স্য তান্ত্রিকীপরিভাষা সংযম ইতি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ। একটী আন্তর অথবা বহির্বিষয়ে ধারণা, ধ্যান ও সমাধিরূপ

যোগাঙ্গত্রয়ের অনুষ্ঠান হইলে তাহাকে সংযম বলে। ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটীর যোগশাস্ত্রীয় পরিভাষা (সংজ্ঞাবিশেষ) সংযম, অর্থাৎ যোগশাস্ত্রে সংযমশব্দে উক্ত তিনটী বুঝিতে হইবে, (সাধারণতঃ সংযমশব্দে উক্ত তিনটী বুঝায় না) ॥ ৪ ॥

মন্তব্য। তত্তৎস্থলে এক একটী করিয়া ধারণা, ধ্যান ও সমাধির উল্লেখ করিলে গৌরব হয়, তাই পরিভাষা করিয়া সংযমশব্দে তিনটীকে বুঝাইয়াছে। "পরিণামত্রয়সংযমাৎ সর্ব্বভূতরুতজ্ঞানং" ইত্যাদি স্থলে সংযম শব্দের সার্থকতা পরিদৃষ্ট হইবে ॥ ৪ ॥

সূত্র। তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ ॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা। তজ্জয়াৎ (তস্য সংযমস্য জয়াৎ স্থৈর্য্যাৎ) প্রজ্ঞালোকঃ (প্রজ্ঞায়াঃ সমাধিজন্যায়া, বুদ্ধেরালোকঃ প্রসরো ভবতীত্যর্থঃ) ॥ ৫ ॥

তাৎপর্য্য। অভ্যাস পূর্ব্বক সংযমের জয় অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাসের ন্যায় স্বাধীন করিতে পারিলে জ্ঞানশক্তির পূর্ণ বিকাশ হইতে থাকে ॥ ৫ ॥

ভাষ্য। তস্য সংযমস্য জয়াৎ সমাধিপ্রজ্ঞায়া ভবত্যালোকঃ, যথা যথা সংযমঃ স্থিরপদো ভবতি তথা তথা সমাধিপ্রজ্ঞা বিশারদী ভবতি ॥ ৫ ॥

অনুবাদ। সেই সংযমের জয় অর্থাৎ ইচ্ছা হইলেই সংযম করিতে পারিলে সমাধিজনিত প্রজ্ঞার (জ্ঞানশক্তিবিশেষের) আলোক অর্থাৎ বিজাতীয় জ্ঞান দ্বারা অনন্তরিত হইয়া স্বচ্ছ প্রবাহে অবস্থান হয়, সংযম যেমন যেমন স্থির হইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে সমাধি প্রজ্ঞাও নির্ম্মল হয়, অতি সূক্ষ্ম ব্যবহিত অর্থের অবধারণে সমর্থ হয় ॥ ৫ ॥

মন্তব্য। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধারাকে একত্র সংযত করিলে তাহার শক্তিবিশেষের প্রাদুর্ভাব হয়, বর্ষাকালে চারি দিকের প্রবাহ রুদ্ধ করিয়া একটী ধারা প্রবাহিত রাখিলে তাহাতে যেমন বিষম বেগ হয়, তদ্রূপ নানা বিষয় হইতে চিত্তবৃত্তি প্রতিনিবৃত্ত করিয়া একটী বিষয়ে রাখিতে পারিলে তাহাতে এমন একটী অপূর্ব্ব শক্তির প্রাদুর্ভাব হয় যে তাহার প্রভাবে সমস্তই সিদ্ধ

হইতে পারে। একেবারে রুদ্ধ করিয়া নদী বেগ ছাড়িয়া দিলে যেমন আরও অতিরিক্ত বেগ জন্মে তদ্রূপ সমস্ত চিত্তবৃত্তি রোধ করিয়া (অসম্প্রজ্ঞাতভাবে) তাদৃশ পরিশুদ্ধ চিত্তকে বিষয়বিশেষে অবস্থাপিত করিলে তাহাতেও অত্যধিক শক্তির প্রাদুর্ভাব হয় ॥ ৫ ॥

সূত্র। তস্য ভূমিষু বিনিয়োগঃ ॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা। তস্য (সংযমস্য) ভূমিষু (সম্প্রজ্ঞাতাবস্থাসু) বিনিযোগঃ (বিনি-যোজনং কর্ত্তব্যম্, পূর্ব্বাং পূর্ব্বাং ভূমিং বিজিত্য উত্তরাসু বিনিযোগঃ কর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ)॥ ৬ ॥

তাৎপর্য্য। স্থূল সূক্ষ্ম প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত সম্প্রজ্ঞাত সমাধির বিষয় সমুদায়ে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থা সম্যক্‌রূপে আয়ত্ত করিয়া উত্তরোত্তর বিষয়ে সংযম করিবার চেষ্টা করিবে ॥ ৬ ॥

ভাষ্য। তস্য সংযমস্য জিতভূমের্যানন্তরাভূমিস্তত্র বিনিযোগঃ, নহ্যজিতাধরভূমিরনন্তরভূমিং বিলঙ্ঘ্য প্রান্তভূমিষু সংযমং লভতে, তদভাবাচ্চ কুতস্তস্য প্রজ্ঞালোকঃ, ঈশ্বরপ্রসাদাৎ জিতোত্তরভূমিকস্য চ নাধরভূমিষু পরচিত্তজ্ঞানাদিষু সংযমো যুক্তঃ, কস্মাৎ, তদর্থস্যান্যত এবাবগতত্বাৎ। ভূমেরস্যা ইয়মনন্তরা ভূমিরিত্যত্র যোগ এবোপাধ্যায়ঃ, কথং "যোগেন যোগো জ্ঞাতব্যো যোগো যোগাৎ প্রবর্ত্ততে। যোঽপ্রমত্তস্তু যোগেন স যোগে রমতে চিরম্" ইতি ॥ ৬ ॥

অনুবাদ। সংযমের পূর্ব্বভূমি অর্থাৎ অবস্থাবিশেষ বিজিত হইয়াছে দেখিয়া অজিত অব্যবহিত উত্তর ভূমিতে বিনিয়োগ করিবে, উত্তর অবস্থায় সংযম করিবার চেষ্টা করিবে। অধর (পূর্ব্ব) ভূমি জয় (আয়ত্ত) না করিয়া অনন্তর ভূমির লঙ্ঘন করিয়া একেবারেই শেষ ভূমিতে সংযম লাভ হয় না, সুতরাং সংযম-জয়সাধ্য প্রজ্ঞালোক (বুদ্ধিবিকাশ) কিরূপে হইবে ? পরমেশ্বরের অনুগ্রহে যদি উত্তর ভূমি (প্রকৃতিপুরুষ বিবেক প্রভৃতি) জয় হয় তবে আর পরচিত্ত জ্ঞানাদি অধর ভূমিতে সংযমের আবশ্যক করে না. কারণ অধরভূমিতে সংযম করিলে যাহার (উত্তর ভূমিতে সংযমসিদ্ধির) লাভ হইবে তাহা কারণান্তর

অর্থাৎ ঈশ্বরের অনুগ্রহেই লব্ধ হইয়াছে। এই ভূমির অনন্তর এই ভূমি ইহার উপাধ্যায় অর্থাৎ শিক্ষক যোগশাস্ত্র ভিন্ন আর কেহই নহে, কেননা, শাস্ত্রে উক্ত আছে—"যোগের দ্বারাই (যোগ করিতে করিতেই) যোগের জ্ঞান হয়, যোগের দ্বারাই যোগের লাভ হয়, অর্থাৎ স্থূল বিষয়ে যোগানুষ্ঠান করিতে করিতেই সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতরে উপস্থিতি হয়। যে ব্যক্তি যোগ দ্বারা প্রমত্ত অর্থাৎ যোগসিদ্ধি অণিমা প্রভৃতির কামুক নহে সেই ব্যক্তিই চিরকাল যোগাবলম্বন করিতে পারে, (সিদ্ধির কামনা করিলে যোগভ্রংশ হয়, কারণ সাধারণের পক্ষেই অণিমা প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য সিদ্ধি বলিয়া প্রতীত হয়, যোগীর পক্ষে ঐ সমস্তই বিঘ্ন)। ॥ ৬ ॥

মন্তব্য। যেমন অট্টালিকাশিখরে আরোহণ করিতে হইলে নিম্ন স্তরে প্রথম দ্বিতীয় ইত্যাদি সোপান আরোহণ করিয়া ক্রমশঃ উর্দ্ধে আরোহণ করা যায়, যেমন স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের পরিচয় না হইলে তাহাদের মিশ্রণ (ফলা বানান) শিক্ষা করা যায় না, যোগ শিক্ষাকালেও তদ্রূপ প্রথমতঃ স্থূল বিষয়ে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর বিষয়ে উপস্থিত হইতে হয়। প্রথমতঃই শেষ সীমায় (নির্গুণভাবে) আরোহণ করিবার চেষ্টা কেবল বিড়ম্বনা ও আত্মাভিমানের পরিচয় মাত্র। যোগের ক্রম বিষয়ে পুরাণশাস্ত্রে উপদেশ "ততঃ শঙ্খগদাচক্র-শার্ঙ্গাদিরহিতং বুধঃ। চিন্তয়েদ্ভগবদ্রূপং প্রশান্তং সাক্ষসূত্রকম্। যদা চ ধারণা তস্মিন্নবস্থানবতী ততঃ। কিরীটকেয়ূরমুখৈর্ভূষণৈ রহিতং স্মরেৎ। তদেকাবয়বং দেবং সোঽহং চেতি পুনর্বুধঃ। কুর্য্যাত্ততোঽহহমিতি প্রণিধানপরো ভবেৎ" ইতি, অর্থাৎ উপাসনা করিতে হইলে প্রথমতঃ নারায়ণ প্রভৃতি উপাস্য দেবতার আয়ুধ ও অলঙ্কারাদিভূষিতরূপ চিন্তা করিবে, ইহার অভ্যাস হইলে ক্রমে ঐ মূর্ত্তির আয়ুধ (চক্রাদি অস্ত্র) হীন করিয়া পরে কুণ্ডলাদি ভূষণ রহিত করিয়া কেবল সেই মূর্ত্তি ও আমি একরূপ, পরে আমিই সেই এইরূপে ধ্যান করিবে। গরুড়পুরাণে উক্ত আছে—"স্থিত্যর্থং মনসঃ পূর্ব্বং স্থূলরূপং বিচিন্তয়েৎ। তত্র তন্নিশ্চলীভূতং সূক্ষ্মেঽপি স্থিরতাং ব্রজেৎ" ইতি, অর্থাৎ চিত্তের স্থৈর্য্য শিক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ স্থূলরূপের চিন্তা করিবে, ঐ স্থূলরূপে চিত্ত স্থির হইলে পরে সূক্ষ্ম বিষয়ে চিন্তা করিবে। প্রথমতঃ সূক্ষ্ম বিষয়ের অবলম্বন করিবার শক্তি থাকিলে স্থূল বিষয় অবলম্বন করিবার আবশ্যক নাই, এই অভিপ্রায়েই তন্ত্রশাস্ত্রে "বাহ্যপূজাঽধমাধমা" ইত্যাদির উল্লেখ আছে ॥ ৬ ॥

সূত্র । ত্রয়মন্তরঙ্গং পূর্ব্বেভ্যঃ ॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা । ত্রয়ং (ধারণাদিত্রয়ং) পূর্ব্বেভ্যঃ (যমনিয়মপ্রভৃতিপঞ্চভ্যঃ) অন্তরঙ্গং (সম্প্রজ্ঞাতসমাধেঃ সাক্ষাৎসাধনম্) ॥ ৭ ॥

তাৎপর্য্য । ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটী সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অন্তরঙ্গ (সাক্ষাৎ) সাধন, যমনিয়মাদি পাঁচটী বহিরঙ্গ সাধন ॥ ৭ ॥

ভাষ্য । তদেতদ্ ধারণাধ্যানসমাধিত্রয়ং অন্তরঙ্গং সম্প্রজ্ঞাতস্য সমাধেঃ পূর্ব্বেভ্যো যমাদিসাধনেভ্য ইতি ।

অনুবাদ । যম নিয়ম প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত পাঁচটী সাধন অপেক্ষা করিয়া ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটী সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অন্তরঙ্গসাধন, যম নিয়মাদি পাঁচটী বহিরঙ্গ অর্থাৎ পরম্পরা কারণ ॥ ৭ ॥

মন্তব্য । যমাদি পঞ্চ সাধন দ্বারা ধারণাদিত্রয়রূপ সংযমের সিদ্ধি হয়, এবং তদ্দ্বারা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি সিদ্ধি পূর্ব্বক অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয় ।

"সমাধির সাধন সমাধি" একথা প্রথমতঃ ভ্রমজনক বলিয়া বোধ হয় । বস্তুতঃ সংযমেরই উত্তর (পরিপাক) অবস্থা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি, উভয়ই ধ্যেয় বিষয়ে চিত্তের একাকারা বৃত্তি, এই নিমিত্তই অন্তরঙ্গসাধন বলা হইয়াছে ॥ ৭ ॥

সূত্র । তদপি বহিরঙ্গং নির্বীজস্য ॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা । তদপি (ধারণাদিত্রয়মপি) নির্বীজস্য (অসম্প্রজ্ঞাতসমাধেঃ) বহিরঙ্গং (পরম্পরাকারণং, নতু সাক্ষাৎ) ॥ ৮ ॥

তাৎপর্য্য । ধারণাদি ত্রয় সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অন্তরঙ্গসাধন হইলেও নির্বিষয় অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির বহিরঙ্গসাধন ॥ ৮ ॥

ভাষ্য । তদপি অন্তরঙ্গং সাধনত্রয়ং, নির্বীজস্য যোগস্য বহিরঙ্গং, কস্মাৎ তদভাবে ভাবাদিতি ॥ ৮ ॥

অনুবাদ । সেই অন্তরঙ্গসাধন ধারণাদি ত্রয় নির্বীজ অর্থাৎ বিষয়হীন সর্ব্ব চিত্তবৃত্তি-নিরোধরূপ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির বহিরঙ্গসাধন, কেননা ধারণাদিত্রয়-রূপ সংযমের সম্পূর্ণ বিগম হইলেই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির ভাব (সত্তা) হয় ॥ ৮ ॥

মন্তব্য। যেটীর অনন্তর যেটী হয় তাহার প্রতি সেইটী (পূর্ব্বটী) অন্তরঙ্গ-সাধন, এরূপ বলা যায় না, কেননা, ঈশ্বর প্রণিধানের অনন্তর সমাধিসিদ্ধি হইলেও উহা সমাধির অন্তরঙ্গসাধন নহে, কিন্তু বহিরঙ্গ। যাহার সমান বিষয় হইয়া যেটী যাহার সাধন হয়, সেইটীই তাহার অন্তরঙ্গসাধন, সুতরাং ধারণাদি ত্রয় সম্প্রজ্ঞাতেরই অন্তরঙ্গ উপায়, উহারা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির কোনরূপেই (অনন্তরভাবে অথবা সমান বিষয়রূপে) সাধন নহে, সুতরাং বহিরঙ্গ-সাধন। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে বিষয়ই থাকে না সুতরাং সমান বিষয় হইবার সম্ভাবনা নাই। পরবৈরাগ্যই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির অন্তরঙ্গ অর্থাৎ সাক্ষাৎ-সাধন ॥ ৮ ॥

ভাষ্য। অথ নিরোধচিত্তক্ষণেষু চলং গুণবৃত্তমিতি কীদৃশস্তদা চিত্তপরিণামঃ।

সূত্র। ব্যুত্থাননিরোধসংস্কারয়োরভিভবপ্রাদুর্ভাবৌ নিরোধ-ক্ষণচিত্তান্বয়ো নিরোধপরিণামঃ ॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা। ব্যুত্থানং অসম্প্রজ্ঞাতাপেক্ষয়া সম্প্রজ্ঞাতসমাধিঃ, নিরুধ্যতেঽনেনেতি নিরোধঃ পরং বৈরাগ্যং, তয়োঃ সংস্কারৌ, তয়োর্য্যথাক্রমমভিভব-প্রাদুর্ভাবৌ,) নিরোধক্ষণচিত্তান্বয়ঃ (নিরোধাবসরস্থ চিত্তস্য ধর্ম্মিতয়া উভয়ত্রান্বয়োঽনুগমঃ) নিরোধপরিণামঃ (চিত্তস্য নিরোধসংস্কারাধিগমঃ) ॥ ৯ ॥

তাৎপর্য্য। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি জন্য সংস্কারের অভিভব, অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি জন্য সংস্কারের প্রাদুর্ভাব, এই উভয় অবস্থার সমাবেশকালে নিরোধকালীন চিত্তের অবস্থাকে নিরোধ পরিণাম বলে ॥ ৯ ॥

ভাষ্য। ব্যুত্থানসংস্কারাশ্চিত্তধর্ম্মা ন তে প্রত্যয়াত্মকা ইতি প্রত্যয়নিরোধে ন নিরুদ্ধাঃ, নিরোধসংস্কারা অপি চিত্তধর্ম্মাঃ, তয়োরভিভবপ্রাদুর্ভাবৌ ব্যুত্থানসংস্কারা হীয়ন্তে, নিরোধসংস্কারা আধীয়ন্তে, নিরোধক্ষণং চিত্তমন্বেতি, তদেকস্য চিত্তস্য প্রতিক্ষণমিদং সংস্কারান্যথাত্বং নিরোধপরিণামঃ। তদা সংস্কারশেষং চিত্তমিতি নিরোধসমাধৌ ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ। সর্ব্ববৃত্তি নিরোধরূপ অসম্প্রজ্ঞাত অবস্থায় চিত্তের কিরূপ পরিণাম হইয়া থাকে ? গুণের (জড়বর্গের) স্বভাব এইরূপ যে তাহারা অপরিণতভাবে ক্ষণকালও থাকিতে পারে না, এই আশঙ্কায় নিরোধকালে চিত্তের পরিণাম বলা যাইতেছে। যদিচ ব্যুত্থানশব্দে ক্ষিপ্ত, মূঢ় ও বিক্ষিপ্ত এই তিনটী অবস্থা বুঝায় তথাপি এস্থলে অসম্প্রজ্ঞাত যোগ অপেক্ষা করিয়া সম্প্রজ্ঞাত সমাধিকে (একাগ্রভূমিকে) ব্যুত্থান বলা হইয়াছে। উক্ত ব্যুত্থান জন্য সংস্কারগুলি চিত্তের ধর্ম্ম, উহারা প্রত্যয়াত্মক নহে অনুভবের ধর্ম্ম বা স্বরূপ নহে (সংস্কারের প্রতি অনুভব সমবায়িকারণ নহে, কিন্তু নিমিত্তকারণ), সুতরাং প্রত্যয়ের (চিত্তবৃত্তিরূপ অনুভবের) নিরোধে (অপগমে) সংস্কারের নিরোধ হয় না, এইরূপ নিরোধ সংস্কারও চিত্তধর্ম্ম, এই উভয়বিধ সংস্কারের অভিভব প্রাদুর্ভাব অর্থাৎ ব্যুত্থান সংস্কারগুলি ক্রমশঃ হীন হওয়ায় নিরোধ সংস্কারগুলি আবির্ভূত হইতে থাকে, নিরোধ অবস্থাপন্ন চিত্ত উভয়স্থলে অন্বিত থাকে, এইরূপে একই চিত্তে প্রতিক্ষণ সংস্কারের আবির্ভাব ও তিরোভাব হওয়াকে নিরোধ পরিণাম বলে। সেই সময় (নিরোধ সমাধিতে) চিত্তে কেবল সংস্কারমাত্র থাকে, কোনওরূপ বৃত্তির উদয় হয় না ॥ ৯ ॥

মন্তব্য। অনুভব (চিত্তবৃত্তি) হইলে সংস্কার হয়, নিরোধ অবস্থায় কোনওরূপ চিত্তবৃত্তি হয় না, সুতরাং কিরূপে নিরোধ সংস্কার হইতে পারে, নিরোধ সংস্কার না হইলেও ব্যুত্থান সংস্কার তিরোহিত হয় না, বিরোধী সংস্কার দ্বারাই সংস্কারের বিনাশ হয়। নিরোধের অনন্তর ব্যুত্থান হইলে এতকাল সমাহিত ছিলাম, এইরূপে যোগীর স্মরণ হইয়া থাকে, এই স্মরণরূপ কার্য্য দ্বারা নিরোধ সংস্কারের অনুমান করিতে হইবে। সমাধি পাদের শেষ সূত্র দেখ ॥ ৯ ॥

সূত্র। তস্য প্রশান্তবাহিতা সংস্কারাৎ ॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা। তস্য (নিরোধাবস্থাপন্নস্য চিত্তস্য) প্রশান্তবাহিতা (ব্যুত্থানসংস্কারমলরাহিত্যেন নিরোধপরম্পরামাত্রবাহিতা) সংস্কারাৎ (নিরোধসংস্কারাদেব ভবতি) ॥ ১০ ॥

তাৎপর্য্য। নিরোধ সংস্কার দৃঢ়তর হইলে চিত্তের প্রশান্তরূপে অবস্থান অর্থাৎ ব্যুত্থানসংস্কার দূরীভূত হইয়া স্বচ্ছরূপে স্থিতি হয় ॥ ১০ ॥

ভাষ্য। নিরোধসংস্কারাৎ নিরোধসংস্কারাভ্যাসপাটবাপেক্ষা প্রশান্তবাহিতা চিত্তস্য ভবতি, তৎসংস্কারমান্দ্যে ব্যুত্থানধর্ম্মিণা সংস্কা-রেণ নিরোধধর্ম্মসংস্কারোঽভিভূয়ত ইতি ॥ ১০ ॥

অনুবাদ। নিরোধ সংস্কারের পুনঃপুনঃ অনুষ্ঠান হইলে (একবার হইলেই চিত্ত স্থির হয় এমত নহে) ঐ বিষয়ে দক্ষতা জন্মে অর্থাৎ ইচ্ছাবশতঃই নিরোধ করিতে পারা যায়, তখন চিত্ত হইতে ব্যুত্থানজনিত সমস্ত সংস্কার তিরোহিত হইয়া নিরোধ সংস্কার পরম্পরারূপ প্রশান্তবাহিতা জন্মে (ইহাকেই যোগিগণ চিত্তস্থৈর্য্য বলিয়া থাকেন), এই নিরোধ সংস্কার মন্দ অর্থাৎ অল্পভাবে সঞ্চিত হইলে উহা বলবৎ ব্যুত্থান সংস্কার দ্বারা অভিভূত হইয়া যায় ॥ ১০ ॥

মন্তব্য। ভাষ্যে "নাভিভূয়তে" এরূপও কেহ কেহ পাঠ করেন, এপক্ষে "তৎসংস্কার" শব্দে ব্যুত্থান সংস্কার বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ ব্যুত্থান সংস্কার মন্দী-ভূত হইলে তদ্দ্বারা আর নিরোধ সংস্কার অভিভূত হইবার আশঙ্কা থাকে না। নিরোধ সংস্কার একবার হইলেই কৃতার্থ বোধ করা উচিত নহে, কারণ বিষয়-বাসনা বলবতী, উহাকে নিরাশ করা দুঃসাধ্য, প্রতিপক্ষরূপ নিরোধ ভাবনা সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত না হইলে তাহা ঘটিয়া উঠে না, প্রত্যুত নিরোধ সংস্কারই সমূলে বিনষ্ট হইতে পারে, "শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি" ॥ ১০ ॥

সূত্র। সর্ব্বার্থতৈকাগ্রতয়োঃ ক্ষয়োদয়ৌ চিত্তস্য সমাধি-পরিণামঃ ॥ ১১ ॥

ব্যাখ্যা। সর্ব্বার্থতৈকাগ্রতয়োঃ (সর্ব্বার্থতা বিক্ষিপ্ততা, একাগ্রতা এক-মাত্রবিষয়তা, তয়োঃ যথাক্রমং) ক্ষয়োদয়ৌ (হ্রাসবৃদ্ধী) চিত্তস্য সমাধিপরিণামঃ (ধর্ম্মিভাবেন উভয়ত্র অনুগমঃ সমাধিপরিণামঃ ইতি) ॥ ১১ ॥

তাৎপর্য্য। চিত্তভূমিতে ক্রমশঃ বিক্ষিপ্তভাব বিদূরিত হইয়া একাগ্রভাব (একালম্বনতা) সমুদায়ের উদয়ের নাম সমাধিপরিণাম। ইহা যুগপৎ হয় না, ক্রমশঃ একাগ্রভাব প্রবল ও বিক্ষিপ্তভাব দুর্ব্বল হইতে থাকে ॥ ১১ ॥

ভাষ্য। সর্ব্বার্থতা চিত্তধর্ম্মঃ, একাগ্রতা চিত্তধর্ম্মঃ, সর্ব্বার্থতায়াঃ ক্ষয়ঃ তিরোভাব ইত্যর্থঃ, একাগ্রতায়া উদয়ঃ আবির্ভাব ইত্যর্থঃ,

তয়োর্ধর্ম্মিত্বেনানুগতং চিত্তং, তদিদং চিত্তমপায়োপজননয়োঃ স্বাত্মভূতয়োর্ধর্ম্ময়োরনুগতং সমাধীয়তে স চিত্তস্য সমাধিপরিণামঃ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ। নানা বিষয় হয় বলিয়া বিক্ষিপ্ততাকে সর্ব্বার্থতা বলে, এবং একাগ্রতা অর্থাৎ একটী মাত্র বিষয় করা, এই উভয় অবস্থাই চিত্তের ধর্ম্ম, সর্ব্বার্থতা ধর্ম্মটীর ক্ষয় অর্থাৎ তিরোধান (বিনাশ নহে) এবং একাগ্রতা ধর্ম্মটীর উদয় অর্থাৎ আবির্ভাব (উৎপত্তি নহে) হওয়া এইরূপে চিত্তরূপ ধর্ম্মীর উভয় অবস্থায় অনুগম হওয়া অর্থাৎ চিত্তরূপ ধর্ম্মীর স্বকীয় ধর্ম্ম সর্ব্বার্থতা ও একাগ্রতার যথাক্রমে অপায় ও উপজনন অবস্থায় অনুবৃত্তির নাম সমাধি পরিণাম ॥১১॥

মন্তব্য। সাংখ্য পাতঞ্জলমতে সতের বিনাশ ও অসতের উৎপত্তি নাই, অতএব সূত্রের ক্ষয়শব্দে তিরোভাব, এবং উদয়শব্দে আবির্ভাব বুঝিতে হইবে। এইটী বিক্ষিপ্ত অবস্থা হইতে প্রথমতঃ সমাধির আরম্ভ অবস্থা, চিত্ত সমাহিত হইলে তাহার কিরূপ পরিণাম হয় তাহা উত্তর সূত্রে প্রকাশ হইবে ॥ ১১ ॥

সূত্র। ততঃ পুনঃ শান্তোদিতৌ তুল্যপ্রত্যয়ৌ চিত্তস্যৈকাগ্রতাপরিণামঃ ॥ ১২ ॥

ব্যাখ্যা। ততঃ (বিক্ষিপ্ততায়া নিঃশেষক্ষয়ানন্তরং) তুল্যপ্রত্যয়ৌ (একাকারবোধৌ) শান্তোদিতৌ (অতীতবর্ত্তমানৌ, পূর্ব্বঃ শান্ত উত্তরশ্চ তাদৃশ উদিতঃ) চিত্তস্য একাগ্রতাপরিণামঃ (ধর্ম্মিতয়া চিত্তস্য উভয়ত্র অবস্থানং একাগ্রতাপরিণামঃ) ॥ ১২ ॥

তাৎপর্য্য। বিক্ষিপ্তভাব সম্পূর্ণ বিদূরিত হইলে এক বিষয়ে পূর্ব্ব জ্ঞান নিবৃত্ত হইয়া সমান বিষয়ে তুল্যরূপে উত্তর জ্ঞান উৎপন্ন হয়, উভয় অবস্থায় চিত্তের অনুগমকে একাগ্রতাপরিণাম বলে ॥ ১২ ॥

ভাষ্য। সমাহিতচিত্তস্য পূর্ব্বপ্রত্যয়ঃ শান্তঃ, উত্তরস্তৎসদৃশ উদিতঃ, সমাধিচিত্তমুভয়োরনুগতং পুনস্তথৈব, আ সমাধিভ্রেষাদিতি, স খল্বয়ং ধর্ম্মিণশ্চিত্তস্যৈকাগ্রতাপরিণামঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ। সমাধিবিশিষ্ট অর্থাৎ একটী মাত্র বিষয় অবলম্বন করিয়াছে এরূপ

চিত্তের পূর্ব্ববৃত্তি (জ্ঞান) তিরোহিত হইয়া তৎসদৃশ অপর একটী বৃত্তির আবির্ভাব হয়, সমাহিত চিত্ত (ধর্ম্মিভাবে) উভয় অবস্থায় অনুগত হয়, এইরূপে সমাধিভঙ্গ পর্য্যন্ত বারম্বার হওয়াকে চিত্তের একাগ্রতাপরিণাম বলে ॥ ১২ ॥

মন্তব্য। বাচস্পতি ও বিজ্ঞানভিক্ষু "ততঃ পুনঃ" এই অংশটুকু সূত্রের অবয়বরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মণিপ্রভা ও ভোজবৃত্তির মতে উহা ভাষ্যের অংশ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূত্রের সমালোচনা ও সূত্রের লিখন প্রণালীর প্রতি দৃষ্টি করিলে উহা ভাষ্যের অংশ বলিয়া বোধ হয়। অর্থাংশে কোনও বিরোধ নাই, কেননা ওটুকু সূত্রাবয়ব না হইলেও সূত্রের পূরণ ভাষ্য বলিতে হইবে, এরূপ পূরণ অনেক স্থানে আছে। পরসূত্রে ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা এই ত্রিবিধ পরিণামের উল্লেখ হইবে, তন্মধ্যে একাগ্রতা প্রভৃতি চিত্তরূপ ধর্ম্মীর ধর্ম্মপরিণাম ॥১২॥

সূত্র। এতেন ভূতেন্দ্রিয়েষু ধর্ম্মলক্ষণাবস্থাপরিণামা ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ১৩ ॥

ব্যাখ্যা। এতেন (পূর্ব্বোক্তেন চিত্তস্য পরিণামত্রয়েণ) ভূতেন্দ্রিয়েষু (পঞ্চস্থূলভূতেষু একাদশেন্দ্রিয়েষু চ) ধর্ম্মলক্ষণাবস্থা-পরিণামাঃ (ধর্ম্মপরিণামঃ লক্ষণপরিণামঃ অবস্থাপরিণামশ্চ) ব্যাখ্যাতাঃ (প্রদর্শিতাঃ) ॥ ১৩ ॥

তাৎপর্য্য। পূর্ব্বোক্ত চিত্তপরিণাম প্রদর্শন দ্বারা স্থূল পঞ্চভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয়ে ধর্ম্মপরিণাম, লক্ষণপরিণাম ও অবস্থাপরিণাম দেখান হইয়াছে ॥ ১৩ ॥

ভাষ্য। এতেন পূর্ব্বোক্তেন চিত্তপরিণামেন ধর্ম্মলক্ষণাবস্থারূপেণ, ভূতেন্দ্রিয়েষু ধর্ম্মপরিণামো লক্ষণপরিণামোঽবস্থা-পরিণামশ্চোক্তো বেদিতব্যঃ। তত্র ব্যুত্থাননিরোধয়োর্ধর্ম্মযোরভিভবপ্রাদুর্ভাবৌ ধর্ম্মিণি ধর্ম্মপরিণামঃ, লক্ষণপরিণামশ্চ নিরোধস্ত্রিলক্ষণস্ত্রিভিরধ্বভির্যুক্তঃ, স খল্বনাগতলক্ষণমধ্বানং প্রথমং হিত্বা ধর্ম্মত্বমনতিক্রান্তো বর্ত্তমানং লক্ষণং প্রতিপন্নো যত্রাস্য স্বরূপেণাভিব্যক্তিঃ, এষোঽস্যদ্বিতীয়োঽধ্বা, ন চাতীতানাগতাভ্যাং লক্ষণাভ্যাং বিযুক্তঃ। তথা ব্যুত্থানং ত্রিলক্ষণং ত্রিভিরধ্বভির্যুক্তং বর্ত্তমানং লক্ষণং হিত্বা ধর্ম্মত্বমনতিক্রান্তমতীতলক্ষণং প্রতিপন্নং, এষোঽস্য তৃতীয়োঽধ্বা, নচানাগতবর্ত্তমানাভ্যাং লক্ষণাভ্যাং

বিযুক্তম্। এবং পুনর্ব্যুত্থানমুপসম্পদ্যমানমনাগতং লক্ষণং হিত্বা ধর্ম্মত্ব-মনতিক্রান্তং বর্ত্তমানং লক্ষণং প্রতিপন্নং, যত্রাস্য স্বরূপেণাভিব্যক্তৌ সত্যাং ব্যাপারঃ, এষোঽস্য দ্বিতীয়োঽধ্বা, নচাতীতানাগতাভ্যাং বিযুক্তমিতি। এবং পুনর্নিরোধঃ এবং পুনর্ব্যুত্থানমিতি। তথাঽবস্থা পরিণামঃ তত্র নিরোধক্ষণেষু নিরোধসংস্কারা বলবন্তো ভবন্তি দুর্ব্বলা ব্যুত্থানসংস্কারা ইতি, এষ ধর্ম্মাণামবস্থাপরিণামঃ। তত্র ধর্ম্মিণো ধর্ম্মৈঃ পরিণামঃ, ধর্ম্মাণাং লক্ষণৈঃ পরিণামঃ, লক্ষণানামপ্যবস্থাভিঃ পরিণাম ইতি। এবং ধর্ম্মলক্ষণাবস্থা-পরিণামৈঃ শূন্যং ন ক্ষণমপি গুণবৃত্ত-মবতিষ্ঠতে, চলঞ্চ গুণবৃত্তং, গুণস্বাভাব্যন্তু প্রবৃত্তিকারণমুক্তং গুণানা-মিতি। এতেন ভূতেন্দ্রিয়েষু ধর্ম্মধর্ম্মিভেদাৎ ত্রিবিধঃ পরিণামো বেদিতব্যঃ, পরমার্থতস্ত্বেক এব পরিণামঃ, ধর্ম্মিস্বরূপমাত্রো হি ধর্ম্মো ধর্ম্মিবিক্রিয়ৈবৈষা ধর্ম্মদ্বারা প্রপঞ্চ্যতে ইতি। তত্র ধর্ম্মস্য ধর্ম্মিণি বর্ত্তমানস্যৈবাধ্বস্বতীতানাগত-বর্ত্তমানেষু ভাবান্যথাত্বং ভবতি ন দ্রব্যান্যথাত্বং, যথা সুবর্ণভাজনস্য ভিত্বাঽন্যথা ক্রিয়মাণস্য ভাবান্যথাত্বং ভবতি ন সুবর্ণান্যথাত্বমিতি। অপর আহ ধর্ম্মানভ্যধিকো ধর্ম্মী পূর্ব্বতত্ত্বা-নতিক্রমাৎ, পূর্ব্বাপরাবস্থাভেদমনুপতিতঃ কৌটস্থ্যেন বিপরিবর্ত্তেত যদ্যন্বয়ীস্যাদ্ ইতি। অয়মদোষঃ, কস্মাদ্, একান্তানভ্যুপগমাৎ, তদেতৎ ত্রৈলোক্যং ব্যক্তেরপৈতি, কস্মাৎ, নিত্যত্ব-প্রতিষেধাৎ। অপেতমপ্যস্তি বিনাশ-প্রতিষেধাৎ। সংসর্গাচ্চাস্য সৌক্ষ্ম্যং, সৌক্ষ্ম্যাচ্চানুপলব্ধি-রিতি। লক্ষণপরিণামঃ ধর্ম্মোঽধ্বসু বর্ত্তমানোঽতীতোঽতীতলক্ষণ-যুক্তোঽনাগতবর্ত্তমানাভ্যাং লক্ষণাভ্যাম্ বিযুক্তঃ, তথাঽনাগতোঽ-নাগতলক্ষণযুক্তো বর্ত্তমানাতীতাভ্যাং লক্ষণাভ্যামবিযুক্তঃ, তথা বর্ত্তমানো বর্ত্তমানলক্ষণযুক্তোঽতীতানাগতাভ্যাং লক্ষণাভ্যামবিযুক্ত ইতি। যথা পুরুষ একস্যাং স্ত্রিয়াং রক্তো ন শেষাসু বিরক্তো ভব-তীতি। অত্র লক্ষণপরিণামে সর্ব্বস্য সর্ব্বলক্ষণযোগাদধ্বসঙ্করঃ প্রাপ্নোতীতি পরৈর্দ্দোষশ্চোদ্যত ইতি, তস্য পরিহারঃ, ধর্ম্মাণাং

ধর্ম্মত্বমপ্রসাধ্যং, সতি চ ধর্ম্মত্বে লক্ষণভেদোঽপি বাচ্যঃ, ন বর্ত্তমান-সময় এবাস্য ধর্ম্মত্বং, এবং হি ন চিত্তং রাগধর্ম্মকং স্যাৎ ক্রোধকালে রাগস্যাসমুদাচারাদিতি। কিঞ্চ, ত্রয়ণাং লক্ষণানাং যুগপদেকস্যাং ব্যক্তৌ নাস্তি সম্ভবঃ ক্রমেণ তু স্বব্যঞ্জকাঞ্জনস্য ভাবো ভবেদিতি। উক্তঞ্চ "রূপাতিশয়া বৃত্ত্যতিশয়াশ্চ পরস্পরেণ বিরুধ্যন্তে সামান্যানি-ত্বতিশয়ৈঃ সহ প্রবর্ত্তন্তে" তস্মাদসঙ্করঃ। যথা রাগস্যৈব ক্বচিৎ সমুদা-চার ইতি ন তদানীমন্যত্রাভাবঃ, কিন্তু কেবলং সামান্যেন সমন্বাগত ইত্যস্তি তদা তত্র তস্য ভাবঃ, তথা লক্ষণস্যেতি। ন ধর্ম্মী ত্র্যধ্বা ধর্ম্মাস্তু ত্র্যধ্বানঃ, তে লক্ষিতা অলক্ষিতাশ্চ তান্তামবস্থাম্প্রাপ্নুবন্তোঽন্যত্বেন প্রতিনির্দিশ্যন্তে অবস্থান্তরতো ন দ্রব্যান্তরতঃ, যথৈকা রেখা শতস্থানে শতং দশস্থানে দশ একঞ্চৈকস্থানে, যথা চৈকত্বেঽপি স্ত্রী, মাতা চোচ্যতে দুহিতা চ স্বসাচেতি। অবস্থাপরিণামে কৌটস্থ্যপ্রসঙ্গদোষঃ কৈশ্চিদুক্তঃ, কথম্, অধ্বনো ব্যাপারেণ ব্যবহিতত্বাৎ যদা ধর্ম্মঃ স্ব ব্যাপারং ন করোতি তদাঽনাগতো, যদা করোতি তদা বর্ত্তমানো, যদা কৃত্বা নিবৃত্তস্তদাঽতীতঃ ইত্যেবং ধর্ম্মধর্ম্মিণো র্লক্ষণানামবস্থানাঞ্চ কৌটস্থ্যং প্রাপ্নোতীতি পরৈ র্দোষ উচ্যতে, নাসৌ দোষঃ, কস্মাৎ, গুণিনিত্যত্বেঽপি গুণানাং বিমর্দবৈচিত্র্যাৎ। যথা সংস্থানমাদিমদ্ ধর্ম্মমাত্রং শব্দাদীনাং বিনাশ্যবিনাশিনাং, এবং লিঙ্গমাদিমদ্ ধর্ম্মমাত্রং সত্ত্বাদীনাং গুণানাং বিনাশ্যবিনাশিনাং, তস্মিন্ বিকারসংজ্ঞেতি। তত্রেদমুদাহরণং মৃদ্ধর্ম্মী পিণ্ডাকারাদ্ ধর্ম্মাদ্ ধর্ম্মান্তরমুপসম্পদ্যমানো ধর্ম্মতঃ পরিণমতে ঘটাকার ইতি, ঘটাকারোঽনাগতং লক্ষণং হিত্বা বর্ত্তমানলক্ষণং প্রতিপদ্যতে ইতি লক্ষণতঃ পরিণমতে, ঘটো নব-পুরাণতাং প্রতিক্ষণমনুভবন্নবস্থা-পরিণামং প্রতিপদ্যতে ইতি। ধর্ম্মিণোঽপি ধর্ম্মান্তরমবস্থা, ধর্ম্মস্যাপি লক্ষণান্তরমবস্থেত্যেক এব দ্রব্যপরিণামো ভেদেনোপদর্শিত ইতি। এবং পদার্থান্তরেষ্বপি যোজ্য-মিতি। এতে ধর্ম্মলক্ষণাবস্থাপরিণামা ধর্ম্মিস্বরূপমনতিক্রান্তা ইত্যেক-

এব পরিণামঃ সর্ব্বানমূন্ বিশেষানভিপ্লবতে। অথ কোঽয়ং পরিণামঃ অবস্থিতস্য দ্রব্যস্য পূর্ব্বধর্ম্মনিবৃত্তৌ ধর্ম্মান্তরোৎপত্তিঃ পরিণামঃ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ। পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা এই তিনপ্রকার চিত্তপরিণাম দ্বারা স্থূলভূত ও ইন্দ্রিয়গণে ধর্ম্মপরিণাম, লক্ষণপরিণাম ও অবস্থাপরিণাম উক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ইহার মধ্যে চিত্তরূপ ধর্ম্মীতে ব্যুত্থান ও নিরোধরূপ ধর্ম্মদ্বয়ের যথাক্রমে অভিভব ও প্রাদুর্ভাবকে ধর্ম্মপরিণাম বলে। লক্ষণপরিণাম যথা, নিরোধটী ত্রিলক্ষণ অর্থাৎ তিনটী অধ্ব (কাল) দ্বারা যুক্ত (পরিচিত), সেই নিরোধ অনাগত (ভবিষ্যৎ) লক্ষণ প্রথমতঃ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মত্বকে অতিক্রম না করিয়া বর্ত্তমানরূপ লক্ষণকে (কালকে) প্রাপ্ত হয়, যেখানে এই নিরোধের স্বরূপতঃ প্রকাশ পায়, এইটী ইহার দ্বিতীয় অধ্বা (অবস্থা, কাল), এই অবস্থায়ও অতীত ও ভবিষ্যৎ লক্ষণ দ্বারা বিযুক্ত হয় না। এইরূপ ব্যুত্থানও ত্রিলক্ষণ অর্থাৎ তিনটী অধ্ব (অবস্থা, কাল) যুক্ত হইয়া বর্ত্তমান লক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মত্বকে অতিক্রম না করিয়া অতীত অবস্থাকে প্রাপ্ত হয়, এইটী (অতীতটী) ইহার তৃতীয় পথ (অবস্থা), এই অবস্থায়ও অনাগত বর্ত্তমান লক্ষণ দ্বারা বিযুক্ত হয় না। এই রূপে পুনর্ব্বার ব্যুত্থান বর্ত্তমানভাবে উপস্থিত হইয়া অনাগত অর্থাৎ ভবিষ্যৎ অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মত্বকে অতিক্রম না করিয়া (নিজেই ধর্ম্মরূপেই থাকিয়া) বর্ত্তমান অবস্থাকে প্রাপ্ত হয়, যেকালে ইহার স্বরূপতঃ প্রকাশ হইয়া ব্যাপার হয়, (কার্য্য করিতে পারে) এইটী ইহার দ্বিতীয় অবস্থা, এই অবস্থায়ও অতীত ও ভবিষ্যৎ অবস্থা বিযুক্ত হয় না (সূক্ষ্মভাবে থাকিয়া যায়), এইরূপে পুনর্ব্বার নিরোধ ও পুনর্ব্বার ব্যুত্থান উপস্থিত হয়। অবস্থাপরিণাম বলা যাইতেছে, সবল দুর্ব্বল, নূতন পুরাতন প্রভৃতি অবস্থাপরিণাম, নিরোধ কালে নিরোধ-সংস্কার সমস্ত বলবান্ হয়, তখন ব্যুত্থান সংস্কার সকল দুর্ব্বল হইতে থাকে, ইহাই ধর্ম্মসমুদায়ের অবস্থা পরিণাম। উক্ত পরিণামত্রয়ের মধ্যে ধর্ম্মদ্বারা ধর্ম্মীর, লক্ষণ দ্বারা ধর্ম্ম-সমুদায়ের এবং অবস্থা দ্বারা লক্ষণ সকলের পরিণাম হয় বুঝিতে হইবে। এই ভাবে ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা এই তিনপ্রকার পরিণাম বিরহিত হইয়া গুণবৃত্ত অর্থাৎ জড়বর্গ ক্ষণকালের জন্যও অবস্থান করে না, অর্থাৎ কেবল

চিতিশক্তি পুরুষ ভিন্ন প্রকৃতি প্রভৃতি সমস্ত জড়জাতই কোনও না কোনও একটী রূপে পরিণত হইয়া থাকে। গুণের স্বভাবচঞ্চলতা অর্থাৎ পরিণামশীলতা, গুণের এই স্বভাবই তাহাদের প্রবৃত্তির (কার্য্যারম্ভের) কারণ (পুরুষার্থ অথবা ধর্ম্মাধর্ম্ম কেবল আবরণ অর্থাৎ প্রতিবন্ধক নিবৃত্তি করে)। প্রদর্শিত পরিণাম দ্বারা ভূত ও ইন্দ্রিয় সকলে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী অপেক্ষা করিয়া তিন প্রকার পরিণাম বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। (ধর্ম্মী হইতে ধর্ম্মের ভেদ বিবক্ষা করিয়া এই ত্রিবিধ পরিণাম বলা হইল, অভেদ বিবক্ষা করিলে) বাস্তবিকরূপে একটা মাত্র পরিণাম হয়, অর্থাৎ সমস্তই ধর্ম্মীর বিক্রিয়া, ধর্ম্ম সকল ধর্ম্মীর স্বরূপ হইতে অতিরিক্ত নহে, বিশেষ এই, ধর্ম্ম লক্ষণ ও অবস্থা। ধর্ম্মশব্দে ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা বুঝিতে হইবে) দ্বারা ধর্ম্মীরই বিক্রিয়া (পরিণাম) বিস্তারিত হয়, এজন্যই এইটী ধর্ম্ম-পরিণাম এইটা লক্ষণ-পরিণাম ইত্যাদি অসঙ্কীর্ণভাবে ব্যবহার হইয়া থাকে। ধর্ম্মীতে অবস্থিত ধর্ম্মের অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমানকালে কেবল ভাবের (সংস্থানের, মূর্ত্তির) অন্যথা হয়, দ্রব্যের অন্যথা হয় না, একখণ্ড সুবর্ণকে ভঙ্গ করিয়া অন্যরূপে পরিণত করিলে রুচকস্বস্তিক প্রভৃতি নানাবিধ অলঙ্কার রূপে তাহার পরিণাম হয়, সুবর্ণ সুবর্ণই থাকিয়া যায়, অন্যথাভাব হয় না। ধর্ম্মসমূহ হইতে ধর্ম্মী পৃথক্ নহে, এইরূপে ধর্ম্ম-ধর্ম্মীর অত্যন্ত অভেদরূপ একান্ত বাদী (ভেদ বা অভেদ একপক্ষ বাদী) বৌদ্ধ বলেন, ধর্ম্মী ধর্ম্মেরই সমূহ, অর্থাৎ প্রতিক্ষণ যে নানারূপ ধর্ম্ম হইতেছে, উহাই ধর্ম্মী, অনুগত ধর্ম্মী নামক কোনও বস্তু নাই, যদি পূর্ব্বাপর অবস্থা অনুগামী স্বতন্ত্র ধর্ম্মী স্বীকার করা হয়, তবে ঐ ভাবে অতীতাদি স্থলেও ধর্ম্মীর অনুগম সম্ভব হয়, তাহা হইলে চিতিশক্তি পুরুষের ন্যায় কূটস্থভাবেই পরিবর্ত্তিত হওয়া সম্ভব (সিদ্ধান্তে জড়বর্গপুরুষের ন্যায় কূটস্থ নিত্য নহে, তথাপি পুরুষের ন্যায় হইলে পাতঞ্জলমতেও অনিষ্টের আপাদন হয়, অতএব স্বীকার করিতে হইবে প্রতিক্ষণ জায়মান ধর্ম্মসমূহই ধর্ম্মী, অতিরিক্ত কথনই নহে), এই আশঙ্কার উত্তর করিতেছেন, উক্ত দোষ হইবে না, কারণ পাতঞ্জলমতে একান্ত অভ্যুপগম অর্থাৎ ধর্ম্ম-ধর্ম্মীর অত্যন্ত ভেদ বা অত্যন্ত অভেদ স্বীকার নাই, কথঞ্চিৎ ভেদ ও কথঞ্চিৎ অভেদ স্বীকার আছে। এই ত্রৈলোক্য অর্থাৎ জড়জগৎ ব্যক্তি অর্থাৎ বর্ত্তমান অবস্থা

হইতে অপগত হয় (অতীত হয়), কেন না ইহার নিত্যতা খণ্ডন করা হইয়াছে, অপগত হইয়াও (সূক্ষ্মভাবে) থাকে, কেন না ইহার বিনাশ প্রতিষেধ হইয়াছে, অর্থাৎ বিনষ্ট হইলে কিছুই থাকে না এরূপ বলা হয় নাই, ধর্ম্ম বা কার্য্যরূপে বিনষ্ট (তিরোহিত) হয়, ধর্ম্মী বা কারণরূপে অবস্থিত হয়। কার্য্য সকল সংসর্গ অর্থাৎ স্বকারণে লয়বশতঃ সূক্ষ্ম বলিয়া ব্যবহৃত হয়, এই সূক্ষ্মতাবশতঃই অনাবির্ভাবকালে উপলব্ধি হয় না।

লক্ষণ হইয়াছে পরিণাম যার তাদৃশ ধর্ম্ম (ঘটাদি) অধ্ব অর্থাৎ কালত্রয়ে বর্ত্তমান, তন্মধ্যে অতীতকালে অবস্থিত হইয়াও ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান লক্ষণ বিরহিত হয় না (ঘটাদি অতীতকালে সূক্ষ্মভাবে ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান থাকে), এইরূপে অনাগত (ভবিষ্যৎ) লক্ষণযুক্ত হইয়া বর্ত্তমান ও অতীত লক্ষণ বিরহিত হয় না, এইরূপে বর্ত্তমান-লক্ষণবিশিষ্ট হইয়া অতীত ও অনাগত লক্ষণ বিরহিত হয় না ; দৃষ্টান্ত, যেমন কোনও একটী কামুক পুরুষ একটী স্ত্রীতে অনুরক্ত থাকে বলিয়া অন্য স্ত্রীগণে তাঁহার অনুরাগ থাকে না এরূপ বলা যায় না, বিশেষ এই পূর্ব্বোক্ত স্ত্রীতে উক্ত কামুকের অনুরাগ বর্ত্তমান থাকে, ঐ কালে অন্য স্ত্রীতে সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে। এই লক্ষণ পরিণামে কেহ কেহ (নৈয়ায়িক) আশঙ্কা করেন, যদি বর্ত্তমান কালেও অতীত অনাগত থাকিয়া যায় তবে অধ্ব (কালের) সঙ্কর না হইবার কারণ কি ? সমকালেই বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ কেন না হইবে ? ইহার উত্তর এই, ধর্ম্ম সকলের ধর্ম্মত্ব অপ্রসাধ্য অর্থাৎ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, নূতন করিয়া সাধন করিতে হইবে না, ধর্ম্মত্ব সিদ্ধ হইলে তাহাতে লক্ষণভেদও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, কেবল বর্ত্তমান সময়েই ইহার ধর্ম্মত্ব এরূপ নহে, তাহা হইলে চিত্ত ক্রোধকালে রাগ-ধর্ম্মবিশিষ্ট হইতে পারে না, কেননা, ক্রোধকালে রাগের আবির্ভাব নাই। আরও কথা এই, একটী বস্তুতে অতীতাদি লক্ষণত্রয়ের এককালে আবির্ভাব সম্ভব হয় না, আপন আপন অভিব্যঞ্জক সহকারে ক্রমশঃ আবির্ভাব হয় (ইহাতে অধ্বসঙ্কর অথবা অসদুৎপত্তি কোন দোষেরই সম্ভাবনা নাই)। এ বিষয়ে পঞ্চশিখাচার্য্য বলিয়াছেন, "আবির্ভূতরূপে রূপাতিশয় অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মাদি আটটী ও সুখাদিবৃত্তি ইহারা পরস্পর বিরোধী হয়, অর্থাৎ একটীর আবির্ভাবকালে অপরটীর আবির্ভাব (ফলজননে আভিমুখ্য) হইতে পারে না, সামান্য অর্থাৎ চিত্তরূপধর্ম্মী

সর্ব্বত্রই অনুগত হয়," অতএব সঙ্করের আশঙ্কা নাই। যেমন এক রাগেরই বিষয়বিশেষে সমুদাচার (সম্যক্ আবির্ভাব) কালে বিষয়ান্তরে অভাব থাকে না, সে স্থলে কেবল সামান্য অর্থাৎ চিত্তরূপ ধর্ম্মীতেই সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে। লক্ষণপরিণামস্থলেও এইরূপ জানিবে, অর্থাৎ কোথাও বা সমুদাচার কোথাও বা অতীত অনাগত ইত্যাদি। বিশেষ এই, ধর্ম্মীর ধর্ম্ম পরিণাম ও ধর্ম্মের লক্ষণ পরিণাম হয়, ধর্ম্মী অর্থাৎ মৃৎসুবর্ণাদি ত্র্যধ্বা অর্থাৎ অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান এই তিনভাবে হয় না, অতীতাদি ত্রয় ধর্ম্মেরই (ঘটাদিরই) হইয়া থাকে। ঘটাদি ধর্ম্ম সকল লক্ষিত (বর্ত্তমান) ও অলক্ষিত (অতীত, অনাগত) রূপে সেই সেই অবস্থা (সবল দুর্ব্বলভাব) প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা বশতঃ আর একটীরূপে প্রতীয়মান হয়, দ্রব্যান্তররূপে হয় না অর্থাৎ মৃদ্‌ঘট নূতন পুরাতন, অনাগত বর্ত্তমান হইতে পারে কিন্তু কখনই মৃদ্‌রূপ পরিত্যাগ করে না। যেমন একটী রেখা (১) শত স্থানে (১০০) শত হয়, দশ (১০) স্থানে দশ হয়, ও এক স্থানে (১) এক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, যেমন একই স্ত্রী পুত্রাপেক্ষা করিয়া মাতা, পিতাকে অপেক্ষা করিয়া দুহিতা ও ভ্রাতাকে অপেক্ষা করিয়া ভগিনী হয়।

ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থাপরিণামে কেহ কেহ (বৌদ্ধগণ) কৌটস্থ্য (সর্ব্বদা সত্তারূপ নিত্যতা) আপত্তি দোষের উদ্ভাবন করিয়া থাকেন, কিরূপে ঐ দোষ হয় তাহা দেখান যাইতেছে, দধিরূপ ধর্ম্মীর যে অনাগত অধ্বা তাহার ব্যাপার দুগ্ধের বর্ত্তমানতা, এই ব্যাপার দ্বারা ব্যবহিত বলিয়া দধি আপন ব্যাপার (শরীর পোষণাদি দধিকার্য্য) করিতে পারে না, এইকালে অনাগত বলা যায়, যখন আপন কার্য্য করে তখন বর্ত্তমান ও যখন স্বকার্য্য সম্পাদন করিয়া নিবৃত্ত হয় তখন অতীত বলা যায়, তবেই দেখা যাইতেছে দধি চিরকালই থাকে, কেবল অভিব্যক্ত ও অনভিব্যক্তরূপ পার্থক্য থাকায় কার্য্য করা ও না করা এই বৈচিত্র্য হয় মাত্র। এইরূপে ধর্ম্ম, ধর্ম্মী, লক্ষণ ও অবস্থা সকলেরই কৌটস্থ্য (চিরস্থায়িতা) প্রসঙ্গ হয়, (ধর্ম্মাদি চতুষ্টয়ের সর্ব্বদা সত্তা বা সর্ব্বদা অসত্তা কোনও পক্ষেই উৎপত্তি হয় না, সর্ব্বদা সত্তা স্বীকার করিলেই কৌটস্থ্য প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে, এইরূপ ভিন্ন পুরুষের কৌটস্থ্যেও কোন বিশেষ নাই), উক্ত আপত্তির উত্তর এই, উল্লিখিত দোষ হইতে পারে না, যেহেতু গুণীর (ধর্ম্মীর) নিত্যতা থাকিলেও গুণের (ধর্ম্মের) বিমর্দ্দ অর্থাৎ পরস্পর অভিভাব্য অভিভাবক-

রূপে বৈলক্ষণ্য হয়, (কেবল নিত্যতা মাত্রই কৌটস্থ্যের লক্ষণ নহে, কিন্তু ঐকান্তিক নিত্যতাই কৌটস্থ্য, উহা কেবল চিতিশক্তি পুরুষেরই আছে, সত্ত্বাদি-গুণত্রয় নিত্য হইলেও তাহাদের ধর্ম্মের (কার্য্যের) আবির্ভাব তিরোভাব বশতঃ কৌটস্থ্য প্রসঙ্গ হয় না)। যেমন বিনাশশাল আদিমৎ সংস্থান অর্থাৎ পৃথিব্যাদি পঞ্চমহাভূত, তদপেক্ষায় অবিনাশি শব্দতন্মাত্রাদির ধর্ম্মমাত্র অর্থাৎ বিকার, এইরূপ লিঙ্গ অর্থাৎ মহত্তত্ত্বও আদিমৎ ও বিনাশশীল, উহা অবিনাশি সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের ধর্ম্মমাত্র অর্থাৎ বিকার, এই মহত্তত্ত্বাদিরূপ ধর্ম্মেই বিকার অর্থাৎ পরিণাম সংজ্ঞা হয়। উক্ত বিষয়ে উদাহরণ এইরূপ মৃত্তিকারূপ ধর্ম্মী পিণ্ডাকার ধর্ম্ম হইতে ঘটরূপ ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহ করিয়া ধর্ম্মপরিণাম লাভ করে, অর্থাৎ মৃৎপিণ্ডের ধর্ম্মপরিণাম মৃদ্ঘট। ঘটরূপ ধর্ম্ম অনাগত লক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান লক্ষণ প্রাপ্ত হয়, এইটী লক্ষণপরিণাম। ঐ ঘট নূতন ও পুরাতন ভাব পরিগ্রহ করিয়া প্রতিক্ষণেই অবস্থাপরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে। কোনও একটী ধর্ম্মীর এক ধর্ম্ম হইতে অন্য ধর্ম্ম পরিগ্রহ করাকে অবস্থা বলা যাইতে পারে; এইরূপ ধর্ম্মেরও এক লক্ষণ হইতে অন্য লক্ষণ পাওয়াকে অবস্থা বলা যায়, অতএব একটী (অবস্থা) দ্রব্য-পরিণামকেই ভেদ করিয়া (গোবলীবর্দ্দন্যায়ে সামান্য বিশেষ-ভাবে) ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থারূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অন্যান্য পদার্থস্থলেও এইরূপ যোজনা করিতে হইবে। ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা এই ত্রিবিধ পরিণামের একটীও ধর্ম্মীর স্বরূপ অতিক্রম করে না, অর্থাৎ সকলেই ধর্ম্মীতে অনুগত থাকে, অতএব ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর অভেদবশতঃ তিনটীকেই কেবল ধর্ম্মপরিণাম বলা যাইতে পারে।

প্রশ্ন,—পরিণাম কাহাকে বলে? উত্তর, অবস্থিত অর্থাৎ কোনওরূপে স্থির পদার্থের পূর্ব্বধর্ম্ম (ধর্ম্ম লক্ষণ অবস্থা যাহা কিছু) বিনিবৃত্ত হইয়া ধর্ম্মান্তর উৎপত্তি হইলে তাহাকে পরিণাম বলে॥ ১৩॥

মন্তব্য। একখণ্ড সুবর্ণকে পিটিয়া বলয়রূপে পরিণত করা যায়, ঐ বলয়কে পিটিয়া কুণ্ডল করা যায়, এইরূপে অসংখ্যরূপে পরিণাম হইতে পারে। সুবর্ণরূপ ধর্ম্মীর বলয় কুণ্ডল প্রভৃতি ধর্ম্মপরিণাম। স্বর্ণকারের ব্যাপারের পূর্ব্বে বলয় ছিল না, বলয়ের তখন অনাগত (ভবিষ্যৎ) ভাব, স্বর্ণকার ডায়মলকাটা বলয় প্রস্তুত করিল, রং মিশাইল, বলয়ের তখন বড়ই সৌভাগ্য, বৎসরকাল গৃহিণীর হস্ত

উজ্জ্বল করিল, কিন্তু কিছুকাল পরে আর সে শোভা নাই, তখন গৃহিণীর পছন্দ হইল না, ভাঙ্গিয়া কুণ্ডল করা হইল। যতকাল গৃহিণীর হস্তে ছিল ঐটী বলয়ের সমুদাচার অর্থাৎ বর্ত্তমান ভাব। কুণ্ডল হইলে তখন বলয় অতীত হইয়াছে, বলয় আর দেখা যায় না। এটী বলয়রূপ ধর্ম্মের অনাগত, বর্ত্তমান ও অতীতরূপ লক্ষণ পরিণাম। বর্ত্তমানটীও নূতন (উজ্জ্বল অবস্থায়) ও পুরাতন (মলিন অবস্থায়) ভাব অবলম্বন করে ইহাকেই অবস্থা পরিণাম বলে। বস্তুমাত্রেরই উক্ত নূতন পুরাতন ভাব চেষ্টা ব্যতিরেকেই হইয়া থাকে, চেষ্টা দ্বারাও কেহ উহা নিবারণ করিতে পারে না। আপনার অথবা বিকারের দ্বারা অবস্থা পরিণাম হয়, যাহার বিকার নাই সেই কূটস্থ নিত্য পুরুষের অবস্থা পরিণাম নাই, নূতন পুরাতন ভাব নূতন কাল অপেক্ষা করিয়াই গৃহীত হইয়া থাকে, গুণত্রয় নিত্য হইলেও উহার পরিণাম আছে, সদৃশ পরিণাম হইতে বিসদৃশ পরিণাম (মহদাদি) প্রাপ্তি কালকে এবং বিসদৃশ পরিণাম হইতে সদৃশ পরিণামপ্রাপ্তি (প্রলয়ের প্রথম ক্ষণ) কালকে নূতন বলিয়া গ্রহণ করিয়া উহাকে অপেক্ষা করিয়া পুরাতন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। পুরুষ চিরকালই সমান, তাহার নূতন ভাব গৃহীত হইতে পারে না। এই নিমিত্ত পুরুষকে কূটস্থনিত্য ও গুণত্রয়কে পরিণামনিত্য বলা যায়।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূত্র সকলে নাম করিয়া তিন প্রকার পরিণাম বলা না হইলেও বস্তুতঃ তাহাদের স্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। ধর্ম্মীর অবস্থাসত্বে পূর্ব্ব ধর্ম্ম তিরোধান পূর্ব্বক ধর্ম্মান্তরের আবির্ভাবকে ধর্ম্মপরিণাম বলে। নিরোধ-পরিণামসূত্রে ধর্ম্মপরিণাম বলা হইয়াছে, ব্যুত্থান ও নিরোধ উভয়ই চিত্তের ধর্ম্ম, চিত্তরূপ ধর্ম্মীর অবস্থিতি সত্বে উক্ত উভয়বিধ ধর্ম্মের আবির্ভাব ও তিরোভাবকে চিত্তরূপ ধর্ম্মীর ধর্ম্মপরিণাম বলে, নিরোধ পরিণামসূত্রে লক্ষণ পরিণামও বলা হইয়াছে, লক্ষণ শব্দে কালভেদ বুঝায়, একটী সূক্ষ্ম কাল ক্ষণাদি দ্বারা তৎকালীন বস্তুকে আর একটী সূক্ষ্মকালীন বস্তু হইতে পৃথক্ করা যাইতে পারে।

পূর্ব্বে সুবর্ণবলয় ও কুণ্ডল দৃষ্টান্ত দ্বারা অচেতনের পরিণাম দেখান হইয়াছে, সচেতনের পরিণামও ঐরূপ বুঝিতে হইবে, পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতরূপ ধর্ম্মীর গবাদি ধর্ম্মপরিণাম, গবাদি ধর্ম্মের অনাগত, বর্ত্তমান ও অতীতরূপ

লক্ষণপরিণাম, বর্ত্তমান গবাদির বাল্য, কৌমার ও বার্দ্ধক্য প্রভৃতি অবস্থা-পরিণাম। এইরূপে ইন্দ্রিয়গণেরও পরিণাম বুঝিতে হইবে, ইন্দ্রিয়রূপ ধর্ম্মীর নীলপীতাদি বিষয়ে আলোচন ধর্ম্মপরিণাম, আলোচনরূপ ধর্ম্মের বর্ত্তমানতা প্রভৃতি লক্ষণপরিণাম, ঐ লক্ষণের স্ফুট অস্ফুটভাব অবস্থাপরিণাম।

নৈয়ায়িকের আশঙ্কার অভিপ্রায় এইরূপ, লক্ষণত্রয় ক্রমশঃ হয় ইহাও বলা যায় না, তাহা হইলে অসৎকার্য্যের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়, তাহা সাংখ্য পাতঞ্জলের সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ। অতএব স্বীকার করিতে হইবে কেবল একটী মাত্র বর্ত্তমানই অবস্থা, অনাগত বা অতীত শব্দে তত্তৎ লক্ষণবিশিষ্ট বস্তু বুঝায় না, কিন্তু অনাগত শব্দে প্রাগভাবপ্রতিযোগী ও অতীত শব্দে ধ্বংস-প্রতিযোগী বুঝায়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে চিত্তের একটী সুখাদি বৃত্তিকালে অন্যবিধ বৃত্তি দুঃখাদি হয় না, সম্প্রতি "যথা রাগস্যৈব সমুদাচার ইতি" ইত্যাদি স্থলে বলা যাইতেছে, চিত্তের একবিধ বৃত্তিই (রাগই) এক বিষয়ে আবির্ভাবকালে বিষয়ান্তরে আবির্ভূত হয় না।

ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর ভেদাভেদ সম্বন্ধ সহজেই বুঝা যাইতে পারে। অত্যন্ত ভেদ থাকিলে ধর্ম্মধর্ম্মিভাব হয় না, গো ও অশ্বের তাদৃশ সম্বন্ধ নাই। অত্যন্ত অভেদ হইলেও হয় না, একটী অশ্ব স্বয়ং নিজের ধর্ম্ম হয় না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে ধর্ম্মধর্ম্মীর কথঞ্চিৎ ভেদ ও কথঞ্চিৎ অভেদ আছে, ইহাকেই ভেদসহিষ্ণু অভেদ বলা হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

ভাষ্য। তত্র।

সূত্র। শান্তোদিতা-ব্যপদেশ্য-ধর্ম্মানুপাতী ধর্ম্মী ॥ ১৪ ॥

ব্যাখ্যা। শান্তেত্যাদি। (শান্তা অতীতাঃ, উদিতা বর্ত্তমানাঃ, অব্যপদেশ্যা অনাগতাঃ (ভবিষ্যন্তঃ) যে ধর্ম্মা ঘটাদিবিকারাস্তাননুপতিতুং অনুগন্তুং শীলং যস্য সঃ,) ধর্ম্মী (ধর্ম্মো বিদ্যতে যস্য সঃ মৃৎসুবর্ণাদিরিত্যর্থঃ) ॥ ১৪ ॥

তাৎপর্য্য। অনাগত, বর্ত্তমান ও অতীত ধর্ম্মসকলে যে অনুগত হয়, তাহাকে ধর্ম্মী বলে। রুচকস্বস্তিক প্রভৃতি ধর্ম্মে সুবর্ণ অনুগত হইয়া থাকে ॥১৪॥

ভাষ্য। যোগ্যতাবচ্ছিন্না ধর্ম্মিণঃ শক্তিরেব ধর্ম্মঃ স চ ফলপ্রসবভেদানুমিতসদ্ভাব একস্যাঽন্যোঽন্যশ্চ পরিদৃষ্টঃ। তত্র বর্ত্তমানঃ স্বব্যাপারমনুভবন্ ধর্ম্মো ধর্ম্মান্তরেভ্যঃ শান্তেভ্যশ্চাব্যপদেশ্যেভ্যশ্চ ভিদ্যতে, যদা তু সামান্যেন সমন্বাগতো ভবতি তদা ধর্ম্মিস্বরূপমাত্রত্বাৎ কোঽসৌ কেন ভিদ্যেত। তত্র ত্রয়ঃ খলু ধর্ম্মিণো ধর্ম্মাঃ শান্তা উদিতা অব্যপদেশ্যাশ্চেতি, তত্র শান্তা যে কৃত্বা ব্যাপারানুপরতাঃ, সব্যাপারা উদিতাঃ, তে চানাগতস্য লক্ষণস্য সমনন্তরাঃ, বর্ত্তমানস্যানন্তরা অতীতাঃ। কিমর্থমতীতস্যানন্তরা ন ভবন্তি বর্ত্তমানাঃ, পূর্ব্বপশ্চিমতায়া অভাবাৎ, যথাঽনাগতবর্ত্তমানয়োঃ পূর্ব্বপশ্চিমতা নৈবমতীতস্য, তস্মান্নাতীতস্যাস্তি সমনন্তরঃ, তদনাগত এব সমনন্তরো ভবতি বর্ত্তমানস্যেতি।

অথাব্যপদেশ্যাঃ কে? সর্ব্বং সর্ব্বাত্মকমিতি। যত্রোক্তং "জলভূম্যোঃ পারিণামিকং রসাদি বৈশ্বরূপ্যং স্থাবরেষু দৃষ্টং তথা স্থাবরাণাং জঙ্গমেষু জঙ্গমানাং স্থাবরেষু" ইতি, এবং জাত্যনুচ্ছেদেন সর্ব্বং সর্ব্বাত্মকমিতি। দেশকালাকারনিমিত্তাপবন্ধান্নখলু সমানকালমাত্মনামভিব্যক্তিরিতি। য এতেম্বভিব্যক্তানভিব্যক্তেষু ধর্ম্মেম্বনুপাতী সামান্যবিশেষাত্মা সোঽন্বয়ী ধর্ম্মী। যস্য তু ধর্ম্মমাত্রমেবেদং নিরন্বয়ং তস্য ভোগাভাবঃ, কস্মাৎ, অন্যেন বিজ্ঞানেন কৃতস্য কর্ম্মণোঽন্যৎ কথং ভোক্তৃত্বেনাধিক্রিয়েত; তৎ-স্মৃত্যভাবশ্চ, নান্যদৃষ্টস্য স্মরণমন্যস্যাস্তীতি। বস্তু-প্রত্যভিজ্ঞানাচ্চ স্থিতোঽন্বয়ী ধর্ম্মী যো ধর্ম্মান্যথাত্বমভ্যুপগতঃ প্রত্যভিজ্ঞায়তে। তস্মান্নেদং ধর্ম্মমাত্রং নিরন্বয়ং ইতি ॥১৪॥

অনুবাদ। মৃত্তিকা প্রভৃতি দ্রব্যরূপ ধর্ম্মীর চূর্ণ পিণ্ড ঘটাদি জননশক্তিকে ধর্ম্ম বলে, ঐ শক্তি জলাহরণাদি যোগ্যতা বিশিষ্ট হয়, (নতুবা ঘটাদি কার্য্যদ্বারা জলাহরণাদি সম্ভব হয় না, কারণে অব্যক্তভাবে কার্য্যের অবস্থানকেই কারণগত শক্তি বলে)। অথবা ভাষ্যটুকু দ্বারা ধর্ম্মী ও ধর্ম্ম উভয়েরই কথা বলা হইতেছে, ধর্ম্মী সকল যোগ্যতাবচ্ছিন্ন, অর্থাৎ ফলজনন যোগ্যতা বিশিষ্ট হয়,

এবং শক্তিকেই (যোগ্যতাকেই) ধর্ম্ম বলা যায়। এই শক্তিরূপ ধর্ম্ম ফল প্রসব ভেদদ্বারা অনুমিত হয়, মৃত্তিকাতেই ঘট জন্মে, তন্তুতেই পট জন্মে ইত্যাদি কার্য্য-কারণ-ভাব নিয়মের দ্বারা বুঝিতে হইবে কার্য্যানুকূল একটা শক্তি কারণে আছে, এই শক্তি অব্যক্তরূপে কারণে কার্য্যেরই অবস্থান মাত্র। এই ধর্ম্ম বিভিন্ন বিভিন্নরূপে এক এক ধর্ম্মীর হয়, যেমন একই মৃত্তিকারূপ ধর্ম্মীর চূর্ণ পিণ্ড ঘটাদি নানা ধর্ম্ম হয়। ধর্ম্মত্রয়ের মধ্যে বর্ত্তমান ধর্ম্ম আপন ব্যাপার (জলাহরণাদি) সম্পাদন করে সুতরাং উহা অতীত ও অনাগত ধর্ম্ম হইতে পৃথক্ (অতীত অনাগত ঘটদ্বারা জলাহরণ হয় না)। কিন্তু যদি ঐরূপ বর্ত্তমানাদি বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মের বিবক্ষা না করিয়া কেবল সামান্য মৃত্তিকামাত্রকেই বলা হয়, তবে ধর্ম্ম-সমুদায় ধর্ম্মীর স্বরূপ হয় বলিয়া কোনটাই কোনটী হইতে পৃথক্ হয় না, অতীতই হউক, বর্ত্তমানই হউক অথবা ভবিষ্যৎই হউক, ঘটমাত্রই মৃণ্ময়, মৃণ্ময়স্বরূপে অতীতাদির কোনও ভেদ নাই। ধর্ম্মীর ধর্ম্ম তিন প্রকার, শান্ত (অতীত), উদিত (বর্ত্তমান) ও অব্যপদেশ্য অর্থাৎ ভবিষ্যৎ। স্বকীয় জলাহরণাদি ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া যে তিরোহিত হয়, তাহাকে শান্ত বলে; উক্ত ব্যাপার কালে বর্ত্তমান বলে, এই বর্ত্তমান ধর্ম্ম অনাগতলক্ষণের (ভবিষ্যৎ ধর্ম্মের) সমনন্তর অর্থাৎ পশ্চাদ্ভাবী হইয়া থাকে, বর্ত্তমানের পশ্চাদ্ভাবী অতীত হইয়া থাকে। প্রশ্ন, অতীতের অনন্তর বর্ত্তমান কেন হয় না? উত্তর, পূর্ব্ব-পশ্চিমভাব নাই, যেমন ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই উভয়ের পূর্ব্বপশ্চিম ভাব আছে, সেরূপ অতীতের নাই, অতএব অতীতের পশ্চাদ্ভাবী কেহই নাই, এই জন্য অনাগতই (ভবিষ্যৎই) বর্ত্তমানের সমনন্তর (পূর্ব্বভাবিরূপে) হইয়া থাকে।

সম্প্রতি অব্যপদেশ্য অর্থাৎ ভবিষ্যৎ কি তাহা বলা যাইতেছে, সমস্তবস্তুই সর্ব্বাত্মক, অর্থাৎ সর্ব্বজনন শক্তি বিশিষ্ট হয়, এ বিষয়ে উক্ত আছে "জল ও ভূমির পরিণাম বশতঃ বৃক্ষলতাদি স্থাবর বস্তুতে রসাদির বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়, এইরূপ স্থাবরের অংশদ্বারা জঙ্গমের (যাহাদের গতি-শক্তি আছে) ও জঙ্গমের অংশদ্বারা স্থাবরের পোষণ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে"। এইরূপে জলত্ব ভূমিত্ব জাতির উচ্ছেদ না করিয়া সকল বস্তুই সকল রূপ হয়, অর্থাৎ ভূমির জল আকর্ষণ করিয়া বৃক্ষাদি বর্দ্ধিত হয়, ঐ জলভাগ (জলীয় পরমাণু) বিনষ্ট

হয় না, উহা ভূমিতে না থাকিয়া বৃক্ষাদিতে থাকে এই মাত্র বিশেষ। সকল বস্তু সকলাত্মক হইলেও দেশ, কাল, আকার (মূর্ত্তি) ও নিমিত্ত অর্থাৎ ধর্ম্মা-ধর্ম্মের অভাব বশতঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সকল বস্তুর উৎপত্তি হয় না। অভিব্যক্ত ও অনভিব্যক্ত উক্ত ধর্ম্ম সকলে যে সামান্য বিশেষ অর্থাৎ ধর্ম্মি-ধর্ম্মাত্মক পদার্থ অনুগত হয় তাহাকে ধর্ম্মী বলা যায়। যে বৌদ্ধের মতে ধর্ম্মী নাই কেবল প্রতিক্ষণ জায়মান ও লীয়মান ধর্ম্মমাত্রই (বিজ্ঞানই) অননুগত রূপে থাকে, তন্মতে ভোগের সম্ভব হয় না, কেননা, অন্য বিজ্ঞান (বৌদ্ধমতে আত্মা) কৃত সুকৃত দুষ্কৃতের ফল অপর আত্মায় কখনই ভোগ করিতে পারে না, কর্ম্মকারী আত্মা ভোগকালে থাকে না। উক্তমতে স্মৃতিরও সম্ভব নাই, অপর দ্বারা অনুভূত পদার্থের স্মরণ অপরে করিতে পারে না। "সেই এই ঘট" ইত্যাদি বস্তু প্রত্যভিজ্ঞান বশতঃও স্থির অনুগত ধর্ম্মীর সিদ্ধি হয়, এই ধর্ম্মী (মৃৎ প্রভৃতি) ধর্ম্মের অর্থাৎ পিণ্ড-ঘটাদির অন্যথা সত্ত্বেও প্রত্যভিজ্ঞাত হইয়া থাকে, অর্থাৎ পিণ্ড বিনষ্ট হয়, ঘট উৎপন্ন হয়, ঘট বিনষ্ট হয় খণ্ড (চাঁড়া) হয়, কিন্তু পিণ্ডমৃত্তিকা, ঘটমৃত্তিকা ইত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞানের বাধা হয় না, অতএব স্বীকার করিতে হইবে, কেবল অননুগত ধর্ম্মমাত্রই (ক্ষণিক বিজ্ঞানই) সকল নহে, স্থির অনুগত ধর্ম্মীও আছে। ধর্ম্ম সকল নিরন্বয় নহে, ধর্ম্মী দ্বারা অনুগত ॥ ১৪ ॥

মন্তব্য। জলসিঞ্চন ও ভূমির উর্ব্বরতাশক্তি বশতঃ বৃক্ষাদি সতেজ হইয়া থাকে। বৃক্ষাদি স্থাবর পদার্থের পরিণাম বশতঃ মনুষ্যাদি জঙ্গম সকলের বৃদ্ধি হয়, অন্নপানাদি ভক্ষণ করিয়াই মানব প্রভৃতি প্রাণিগণ জীবিত ও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এইরূপ জঙ্গম প্রাণিগণের শারীরভাগ দ্বারা স্থাবরের বৃদ্ধি লক্ষিত হয়, ইহা দেখা যায় মূল প্রদেশে রুধির সেক করিলে দাড়িম্ব ফল তাল ফলের ন্যায় বৃহৎ হয়।

দেশকালাদির দৃষ্টান্ত যথা, কাশ্মীর দেশেই কুঙ্কুম (জাফ্‌রান্) জন্মে, দেশান্তরে ঐ বীজ বপন করিলেও হয় না। গ্রীষ্মকালে বর্ষা না হওয়ায় ধান্যাদির সমুদ্গম হয় না। পশুর গর্ভে মনুষ্য জন্মে না। পুণ্যরূপ নিমিত্ত না থাকিলে সুখের উপভোগ হয় না ইত্যাদি।

রাসায়ণিক পরীক্ষায় যেমন কোন্ বস্তুতে কোন্ ভাগ আছে তাহা পৃথক্-

রূপে দেখা যায়, তদ্রূপ দৃশ্যমান জড় জগতের বহিঃস্থূলভাগ বিভক্ত করিয়া উহার অন্তর্নিবিষ্ট মূল দ্রব্যের অনুসন্ধান বিশেষরূপে করিলেই জানা যায় সকল বস্তুই সর্ব্বাত্মক, কেবল সহকারী বস্তুর মিলন বশতঃই সেই সেই আকার ধারণ করে। এইভাবে তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিলে জড় জগতে অভিমান থাকে না, তখন সুরম্য হর্ম্ম্য ও সামান্য মৃত্তিকা স্তূপে, বহুমূল্য মণি মুক্তা ও প্রস্তরখণ্ডে কিছুমাত্র বিশেষ দেখায় না, উভয়েরই উপাদান এক, মূল্য কেবল নিজের চিত্ত দ্বারাই গঠিত হয়। এইভাবে পরিশেষে জীবের বৃথা অভিমান অনায়াসেই বিদূরিত হইতে পারে॥ ১৪॥

সূত্র। ক্রমান্যত্বং পরিণামান্যত্বে হেতুঃ॥ ১৫॥

ব্যাখ্যা। ক্রমান্যত্বং (ক্রমস্য মৃচ্চূর্ণমৃৎপিণ্ডাদিপৌর্ব্বাপর্য্যস্য, যদন্যত্বং ভেদঃ তদেব) পরিণামান্যত্বে (বিকারনানাত্বে) হেতুঃ (প্রযোজকঃ ভবতীতি শেষঃ)॥ ১৫॥

তাৎপর্য্য। চূর্ণ পিণ্ড ঘটাদি বিকার সকলের পৌর্ব্বাপর্য্যরূপ ক্রমের নানাত্ব বশতঃ পরিণামের নানাত্ব হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই একটী ধর্ম্মীর একবিধ পরিণাম না হইয়া নানা পরিণাম হইয়া থাকে॥ ১৫॥

ভাষ্য। একস্য ধর্ম্মিণঃ এক এব পরিণাম ইতি প্রসক্তে ক্রমান্যত্বং পরিণামান্যত্বে হেতুর্ভবতীতি, তদ্‌যথা চূর্ণমৃদ্, পিণ্ডমৃদ্, ঘটমৃদ্, কপালমৃদ্, কণমৃদ্, ইতি চ ক্রমঃ। যো যস্য ধর্ম্মস্য সমনন্তরো ধর্ম্মঃ স তস্য ক্রমঃ, পিণ্ডঃ প্রচ্যবতে ঘট উপজায়ত ইতি ধর্ম্মপরিণামক্রমঃ। লক্ষণপরিণামক্রমঃ ঘটস্যানাগতভাবাদ্বর্ত্তমানভাবক্রমঃ, তথা পিণ্ডস্য বর্ত্তমানভাবাদতীতভাবক্রমঃ, নাতীতস্যাস্তি ক্রমঃ, কস্মাৎ, পূর্ব্বপরতায়াং সত্যাং সমনন্তরত্বং, সা তু নাস্ত্যতীতস্য, তস্মাদ্দ্বয়োরেব লক্ষণয়োঃ ক্রমঃ। তথাবস্থাপরিণামক্রমোঽপি ঘটস্যাভিনবস্য প্রান্তে পুরাণতা দৃশ্যতে, সা চ ক্ষণপরম্পরাঽনুপাতিনা ক্রমেণাভিব্যজ্যমানা পরাং ব্যক্তিমাপদ্যত ইতি, ধর্ম্মলক্ষণাভ্যাং চ বিশিষ্টোঽয়ং তৃতীয়ঃ পরিণাম ইতি। ত এতে ক্রমাঃ, ধর্ম্মধর্ম্মিভেদে সতি প্রতিলব্ধস্বরূপাঃ,

ধর্ম্মোঽপি ধর্ম্মী ভবত্যন্যধর্ম্মস্বরূপাপেক্ষয়েতি, যদা তু পরমার্থতো ধর্ম্মিণ্যভেদোপচারস্তদ্দ্বারেণ স এবাভিধীয়তে ধর্ম্মস্তদাঽয়মেকত্বেনৈব ক্রমঃ প্রত্যবভাসতে। চিত্তস্য দ্বয়ে ধর্ম্মাঃ পরিদৃষ্টাশ্চাপরিদৃষ্টাশ্চ, তত্র প্রত্যয়াত্মকাঃ পরিদৃষ্টাঃ, বস্তুমাত্রাত্মকা অপরিদৃষ্টাঃ, তে চ সপ্তৈব ভবন্তি অনুমানেন প্রাপিতবস্তুমাত্রসদ্ভাবাঃ, "নিরোধধর্ম্ম-সংস্কারাঃ পরিণামোঽথ জীবনম্। চেষ্টাশক্তিশ্চ চিত্তস্য ধর্ম্মাদর্শন-বর্জ্জিতাঃ" ইতি ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ। একটী ধর্ম্মীর (মৃদাদির) একটীই পরিণাম (ঘটাদি) হউক এইরূপ আপত্তির উত্তর ক্রমভেদ পরিণাম ভেদের প্রযোজক, যেমন মৃচ্চূর্ণ, মৃৎপিণ্ড, মৃদ্ঘট (ইত্যাদি উৎপত্তিক্রম), এইরূপ মৃৎকপাল, মৃৎকণ (ইত্যাদি বিনাশক্রম), যে ধর্ম্মের অনন্তর যে ধর্ম্ম উৎপন্ন হয় সেইটী তাহার ক্রম অর্থাৎ পৌর্ব্বাপর্য্য, যেমন মৃৎপিণ্ড বিনষ্ট (তিরোহিত) হইয়া ঘট উৎপন্ন হয়, সামান্য মৃদ্ সর্ব্বত্রই অনুগত থাকে এইটী ধর্ম্মপরিণামক্রম। লক্ষণ পরিণামক্রম এই, ঘট ভবিষ্যৎ দশা হইতে বর্ত্তমান দশায় উপনীত হয়, এবং মৃৎপিণ্ডের বর্ত্তমান দশা হইতে অতীত দশায় উপনীত হয়। অতীতের ক্রম অর্থাৎ অনন্তরভাবী নাই, কেননা, পূর্ব্বপর অবস্থা থাকিলেই সমনন্তররূপ ক্রম সম্ভব হয়, তাহা অতীতের নাই। অতএব অনাগত ও বর্ত্তমান এই উভয় লক্ষণেরই ক্রম (পশ্চাদ্ভাবী সমনন্তর) আছে। অবস্থাপরিণাম কি তাহা বলা যাইতেছে, অভিনব একটী ঘট উৎপন্ন হইলে কালবিলম্বে তাহা পুরাতন হইয়া যায়, অল্প সময়ে ঐরূপ পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত না হইলেও ক্ষণপরম্পরা বিলম্বে ক্রমে অভিব্যক্ত হয়, অর্থাৎ দীর্ঘকাল বিলম্বে ঐ পুরাতন ভাব সম্যক্ অনুভূত হইতে পারে। এই অবস্থাপরিণাম ধর্ম্ম ও লক্ষণপরিণাম হইতে অতিরিক্ত, (প্রতিক্ষণ ধর্ম্ম বা লক্ষণপরিণাম হয় না, কিন্তু অবস্থাপরিণাম সর্ব্বদাই হইয়া থাকে)। ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর ভেদ বিবক্ষা করিয়াই উক্ত ক্রমত্রয় সম্ভব হয়। ধর্ম্মও (কেবল ধর্ম্মী বলিয়া কথা নাই) ধর্ম্মান্তর অপেক্ষা করিয়া ধর্ম্মী হইতে পারে, (তন্মাত্রকে অপেক্ষা করিয়া মৃত্তিকাকে ধর্ম্ম বলা যায়, এবং ঐ মৃত্তিকা ঘটাদিকে অপেক্ষা করিয়া ধর্ম্মী হয়)। যদি পরমার্থভাবে কেবল ধর্ম্মীরই বিবক্ষা করা যায় অর্থাৎ ধর্ম্ম ধর্ম্মীর

অভেদ প্রতিপাদন করা যায় তবে কেবল একটীই (ধর্ম্মীই) পরিণাম হয়, কেননা অভেদ উপচার বশতঃ ঐ ধর্ম্মীতেই ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা সকলের অন্তর্ভাব হয়। চিত্তের ধর্ম্ম দুই প্রকার, একটী পরিদৃষ্ট অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অপরটী অপরিদৃষ্ট অর্থাৎ পরোক্ষ। প্রমাণাদি বৃত্তি ও কামাদিকে পরিদৃষ্ট বলে। (ইহাদের প্রতিবিম্ব চিৎশক্তিতে পড়ে বলিয়া পরিদৃষ্ট অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বলে)। বস্তুমাত্র অর্থাৎ যাহার প্রতিবিম্ব পুরুষে পতিত হয় না, পরমাণু প্রভৃতির ন্যায় তাদৃশ বস্তুকে অপরিদৃষ্ট বলা যায়। এই অপরিদৃষ্ট চিত্তধর্ম্ম সপ্ত প্রকার, অনুমান ও আগম প্রমাণ দ্বারা উহাদের সত্তা গৃহীত হয়, সেই সাতটী এই, । ১ । নিরোধ অর্থাৎ অসম্প্রজ্ঞাত যোগ, যাহাতে কোনওরূপ বৃত্তির উদয় হয় না, ইহা যোগ-শাস্ত্ররূপ আগম প্রমাণ দ্বারা জ্ঞাত হয়, সংস্কার-শেষ অবস্থা আগম ও অনুমান উভয় দ্বারা গৃহীত হয়। ২। ধর্ম্ম, এই ধর্ম্মশব্দে পুণ্য ও পাপ উভয়ই বুঝিতে হইবে, কোনও স্থানে "কর্ম্ম" এইরূপ পাঠ থাকে, সে পক্ষেও কর্ম্মশব্দে তজ্জনিত পাপপুণ্য উভয় বুঝিতে হইবে, উক্ত উভয়ই শাস্ত্র ও সুখদুঃখোপভোগরূপ হেতু দ্বারা অনুমান এই উভয় প্রমাণ দ্বারা জ্ঞাত হয়। ৩। সংস্কার, ইহা স্মৃতিরূপ হেতু দ্বারা অনুমিত হয়। ৪। পরিণাম, গুণমাত্রই প্রতিক্ষণপরিণামী, চিত্তও ত্রিগুণাত্মক, অতএব সর্ব্বদাই তাহাতে পরিণাম হয়। ৫। জীবন, অর্থাৎ প্রাণ-ধারণ ব্যাপারবিশেষ, ইহা শ্বাস ও প্রশ্বাস দ্বারা অনুমিত হয়। ৬। চেষ্টা, অর্থাৎ ক্রিয়া, চিত্তের এই ক্রিয়া, শরীরেন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগ দ্বারা অনুমিত হয়, চিত্ত শরীর ও ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, অবশ্যই সংযোগের পূর্ব্বে ক্রিয়া হইয়াছিল, ক্রিয়া না হইলে সংযোগ হয় না। ৭। শক্তি, অর্থাৎ উদ্ভূতকার্য্যের অনভিব্যক্ত অবস্থা, চিত্তের এই ধর্ম্মটীও স্থূল কার্য্য দর্শন দ্বারা অনুমিত হয়। এই সাতটী ধর্ম্ম দর্শন-বর্জ্জিত অর্থাৎ অপরিদৃষ্ট, পরোক্ষ ॥ ১৫ ॥

মন্তব্য। ক্রিয়াভেদ বশতঃই নানা পরিণাম হয়, ভাষ্যে যে চূর্ণমৃদ্, পিণ্ড-মৃদ্ প্রভৃতি ক্রম দেখান হইয়াছে, উহা ক্রিয়াভেদেরই নিদর্শন। যেমন চন্দ্রের গতি প্রত্যক্ষ দেখা যায় না, কিছুকাল বিলম্বে স্থান পরিবর্ত্তন দেখিয়া জানা যায় অবশ্যই গতি আছে, নতুবা এক দেশ হইতে অপর দেশে গমন সম্ভব হয় না, সেইরূপ অবস্থা পরিণামস্থলেও বুঝিতে হইবে। একখণ্ড নূতন বস্ত্রের পুরাণতা দুই এক মাসে সম্যক্ জ্ঞাত হয় না, অতিপ্রযত্ন সহকারে গৃহে

রাখিলেও দশ পনর বৎসর অথবা অধিককালে দেখা যায় তাহাতে হাত দিলেই খণ্ডখণ্ড হইয়া যায়, অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, বস্ত্রখণ্ড অতি সূক্ষ্ম-তমভাবে ক্রমশঃ জীর্ণ হইতে হইতে ঐ দশায় উপনীত হইয়াছে। ইহা দ্বারা জানা যায় জড় জগৎ সমস্তই প্রতিক্ষণ পরিণামী ॥ ১৫ ॥

ভাষ্য। অতো যোগিন উপাত্ত-সর্ব্বসাধনস্য বুভুৎসিতার্থপ্রতি-পত্তয়ে সংযমস্য বিষয় উপক্ষিপ্যতে।

সূত্র। পরিণামত্রয়সংযমাদতীতানাগতজ্ঞানম্ ॥ ১৬ ॥

ব্যাখ্যা। পরিণামত্রয়সংযমাৎ (পরিণামত্রয়ে পূর্ব্বোক্তে ধর্ম্মলক্ষণাবস্থারূপে, সংযমাৎ ধারণাধ্যানসমাধিরূপাৎ) অতীতানাগতজ্ঞানম্ (ভূতভবিষ্যদ্বিষয়কং জ্ঞানং ভবতি) ॥ ১৬ ॥

তাৎপর্য্য। ধর্ম্ম, লক্ষণ, ও অবস্থারূপ পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ পরিণামে সংযম অর্থাৎ ধারণা-ধ্যান ও সমাধি করিলে ভূত ভবিষ্যৎ সমস্তই জানা যায়, উক্ত যোগীর অজ্ঞাত কিছুই থাকে না ॥ ১৬ ॥

ভাষ্য। ধর্ম্ম-লক্ষণাবস্থা-পরিণামেষু সংযমাৎ যোগিণাং ভব-ত্যতীতানাগতজ্ঞানম্। ধারণা-ধ্যান-সমাধিত্রয়মেকত্র সংযম উক্তঃ, তেন পরিণামত্রয়ং সাক্ষাৎ-ক্রিয়মাণমতীতানাগতজ্ঞানং তেষু সম্পা-দয়তি ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ। অনন্তর, জিজ্ঞাসিত বিষয়ে জ্ঞানের নিমিত্ত ধারণা-ধ্যান-সমাধি-নিষ্ঠ যোগীর সংযমের বিষয় সমুদায় দেখান যাইতেছে। ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা-পরিণামে সংযম স্থির হইলে যোগিগণের ভূত ও ভবিষ্যৎ বিষয়ে সাক্ষাৎকার জন্মে। একটী বিষয়ে ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটীকে সংযম বলা হইয়াছে, উক্ত সংযম দ্বারা পরিণামত্রয় সাক্ষাৎকার হইলে অতীত ও অনাগত বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে পারে ॥ ১৬ ॥

মন্তব্য। যে বিষয়ে সংযম করা যায় তাহারই সাক্ষাৎকার হয় এই সামান্য নিয়ম রক্ষা করিবার নিমিত্ত বাচস্পতি বলিয়াছেন, পরিণামত্রয়ের মধ্যেই

অতীত ও অনাগত অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে, সুতরাং পরিণামত্রয়ে সংযম দ্বারা অতীত অনাগত জ্ঞান হইতে পারে। বার্ত্তিককার বলেন, অন্য বিষয়ে সংযম দ্বারাও অন্য বিষয়ের সাক্ষাৎকার হইতে পারে, সূর্য্যে সংযম করিলে ভুবন জ্ঞান হয় ইত্যাদি, অতএব কোনও একটী বিষয়ে পরিণামত্রয় সংযম দ্বারাই অতীত অনাগত সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান হইতে বাধা নাই॥ ১৬॥

সূত্র। শব্দার্থপ্রত্যয়ানামিতরেতরাধ্যাসাৎ সঙ্করস্তৎপ্রবিভাগসংযমাৎ সর্ব্বভূতরুতজ্ঞানম্॥ ১৭॥

ব্যাখ্যা। শব্দার্থপ্রত্যয়ানাং ইতরেতরাধ্যাসাৎ (গৌরিত্যাদিশব্দে অর্থজ্ঞানয়োঃ, গৌরিত্যাদ্যর্থে শব্দজ্ঞানয়োঃ, গৌরিত্যাদিজ্ঞানে চ শব্দার্থয়োঃ, পরস্পরং অভেদারোপাৎ) সঙ্করঃ (মিশ্রণং, একত্বেনাবভাসনমিত্যর্থঃ) তৎপ্রবিভাগসংযমাৎ (তেষাং ভেদে সংযমাৎ), সর্ব্বভূতরুতজ্ঞানম্ (সমস্তপ্রাণিনাং শব্দজ্ঞানং জায়তে ইত্যর্থঃ)॥ ১৭॥

তাৎপর্য্য। শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান ইহাদের পরস্পরে পরস্পরের অধ্যাস হইয়া সঙ্কর হয় অর্থাৎ উক্ত তিনটীকেই এক বলিয়া প্রতীতি হয়, বিভাগ করিয়া উহাদের প্রত্যেকে সংযম করিলে সমস্ত প্রাণীর শব্দ জানা যায়, পশুপক্ষী প্রভৃতি কি অভিপ্রায়ে কিরূপ শব্দ করিতেছে তাহা বুঝা যাইতে পারে॥ ১৭॥

ভাষ্য। তত্র বাগ্‌বর্ণেষ্বেবার্থবতী, শ্রোত্রঞ্চ ধ্বনিপরিণামমাত্রবিষয়ং, পদং পুনর্নাদানুসংহারবুদ্ধিনির্গ্রাহ্যং ইতি। বর্ণা একসময়াঽসম্ভবিত্বাৎ পরস্পরনিরনুগ্রহাত্মানঃ তে পদমসংস্পৃশ্যানুপস্থাপ্যাবির্ভূতাস্তিরোভূতাশ্চেতি প্রত্যেকমপদস্বরূপা উচ্যন্তে। বর্ণঃ পুনরেকৈকঃ পদাত্মা সর্ব্বাভিধানশক্তিপ্রচিতঃ সহকারিবর্ণান্তরপ্রতিযোগিত্বাৎ বৈশ্বরূপ্যমিবাপন্নঃ পূর্ব্বশ্চোত্তরেণোত্তরশ্চ পূর্ব্বেণ বিশেষেঽবস্থাপিতঃ ইত্যেবং বহবো বর্ণাঃ ক্রমানুরোধিনোঽর্থসঙ্কেতেনাবচ্ছিন্না ইয়ন্ত এতে সর্ব্বাভিধানশক্তিপরিবৃত্তা গকারৌকারবিসর্জ্জনীয়াঃ সাস্নাদিমন্তমর্থং দ্যোতয়ন্তীতি। তদেতেষামর্থসঙ্কেতেনাবচ্ছিন্নানামুপসংহৃতধ্বনিক্রমাণাং য একো বুদ্ধিনির্ভাসস্তৎপদং বাচকং বাচ্যস্য সঙ্কেত্যতে।

তদেকং পদমেকবুদ্ধিবিষয় একপ্রযত্নাক্ষিপ্তম্ অভাগমক্রমমবর্ণং বৌদ্ধমন্ত্যবর্ণপ্রত্যয়ব্যাপারোপস্থাপিতং পরত্র প্রতিপিপাদয়িষয়া বর্ণৈ-রেবাভিধীয়মানৈঃ শ্রূয়মাণৈশ্চ শ্রোতৃভিরণাদিবাগ্‌ব্যবহারবাসনানু-বিদ্ধয়া লোকবুদ্ধ্যা সিদ্ধবৎসংপ্রতিপত্ত্যা প্রতীয়তে, তস্য সঙ্কেত-বুদ্ধিতঃ প্রবিভাগঃ এতাবতামেবং-জাতীয়কোঽনুসংহার একস্যার্থস্য বাচক ইতি। সঙ্কেতস্তু পদপদার্থয়োরিতরেতরাধ্যাসরূপঃ স্মৃত্যাত্মকঃ, যোঽয়ং শব্দঃ সোঽয়মর্থঃ, যোঽর্থঃ স শব্দ ইত্যেবমিতরেতরাধ্যাসরূপঃ সঙ্কেতো ভবতি, ইত্যেবমেতে শব্দার্থপ্রত্যয়া ইতরেতরাধ্যাসাৎ সঙ্কীর্ণাঃ, গৌরিতি শব্দো গৌরিত্যর্থো গৌরিতি জ্ঞানং। য এষাং প্রবিভাগজ্ঞঃ স সর্ব্ববিৎ। সর্ব্বপদেষু চাস্তি বাক্যশক্তিঃ, বৃক্ষ ইত্যুক্তেঽস্তীতি গম্যতে ন সত্তাং পদার্থো ব্যভিচরতীতি। তথা নহ্যসাধনা ক্রিয়াঽস্তীতি, তথা চ পচতীত্যুক্তে সর্ব্বকারকাণামাক্ষেপোনিয়মার্থোঽনুবাদঃ কর্ত্তৃ-কর্ম্মকরণানাং চৈত্রাগ্নিতণ্ডুলানামিতি, দৃষ্টঞ্চ বাক্যার্থে পদরচনং, শ্রোত্রিয়শ্ছন্দোঽধীতে, জীবতি প্রাণান্ ধারয়তি। তত্র বাক্যে পদার্থাভিব্যক্তিঃ ততঃ পদং প্রবিভজ্য ব্যাকরণীয়ং ক্রিয়াবাচকং কারকবাচকং বা, অন্যথা ভবতি অশ্বঃ অজাপয়ঃ ইত্যেবমাদিষু নামাখ্যাতসারূপ্যাদনির্জ্জ্ঞাতং কথং ক্রিয়ায়াং কারকে বা ব্যাক্রিয়েতেতি। তেষাং শব্দার্থপ্রত্যয়ানাং প্রবিভাগঃ, তদ্ যথা শ্বেততে প্রাসাদঃ ইতি ক্রিয়ার্থঃ, শ্বেতঃ প্রাসাদঃ ইতি কারকার্থঃ শব্দঃ, ক্রিয়াকারকাত্মা তদর্থঃ প্রত্যয়শ্চ, কস্মাৎ সোঽয়মিত্যভিসম্বন্ধাদেকাকার এব প্রত্যয়ঃ সঙ্কেতে ইতি, যস্তু শ্বেতোঽর্থঃ স শব্দপ্রত্যয়য়োরালম্বনীভূতঃ, স হি স্বাভিরবস্থাভির্ব্বিক্রিয়মানো ন শব্দসহগতো ন বুদ্ধিসহগতঃ, এবং শব্দঃ, এবং প্রত্যয়ো নেতরেতর-সহগত ইতি। অন্যথা শব্দোঽ-ন্যথাঽর্থোন্যথা প্রত্যয় ইতি বিভাগঃ, এবং তৎপ্রবিভাগসংযমাদ্ যোগিনঃ সর্ব্বভূতরুতজ্ঞানং সম্পদ্যতে ইতি ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ। কিরূপ শব্দ অর্থ বোধ করায় তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত শব্দ

প্রথমতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। বাগিন্দ্রিয় অকারাদি বর্ণ বিষয়েই সার্থক হয়, অর্থাৎ প্রসিদ্ধ অ, আ, ক, খ, ইত্যাদি বর্ণমালা বাগিন্দ্রিয় দ্বারা উচ্চারিত হয়। বাগিন্দ্রিয় হইতে উৎপন্ন উক্ত বর্ণমালা অর্থের বাচক নহে এইটী প্রথম শব্দ। দ্বিতীয় শব্দ যথা হৃদয়দেশ হইতে উত্থিত উদানবায়ু বাগিন্দ্রিয়ে অভিহত হইয়া বর্ণাকারে শব্দ জন্মায়, উহাই প্রবাহরূপে শ্রোতৃবর্গের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া অনুভূত হয়, শ্রবণেন্দ্রিয় উক্ত ধ্বনির (উদান বায়ুর) পরিণাম শব্দ মাত্র গ্রহণ করে, এটীও অর্থের বাচক নহে। প্রসিদ্ধ নাদগুলিকে (বর্ণগুলিকে) প্রত্যেকে গ্রহণ করিয়া উত্তরকালে সেই সকলের একত্ব প্রতীতি হওয়াকে অনুসংহার বুদ্ধি বলে, উহা দ্বারাই পদ গৃহীত হয়, ইহাকেই পদ বা শব্দস্ফোট বলা যায়, এইটী তৃতীয় শব্দ এবং অর্থের বাচক। বর্ণ হইতে অতিরিক্ত তাদৃশ পদস্ফোট স্বীকার না করিলে কেবল বর্ণ হইতেই অর্থবোধ হইতে পারে না যে হেতু বর্ণ সকল এক সময়ে অবস্থান করিতে পারে না, যেমন "নারায়ণ" শব্দের প্রথমতঃ "না" উচ্চারিত হইয়া দ্বিক্ষণ পর্য্যন্ত থাকে, "রা" উচ্চারণ করিলে "না" থাকেনা, এইরূপে তৃতীয়টীর উচ্চারণ কালে দ্বিতীয়টী নষ্ট হয়। এই ভাবে কোনরূপেই বর্ণ সকলের সহাবস্থান সম্ভব হয় না; সুতরাং পরস্পর এক অপরের সাহায্যও করিতে পারে না; সুতরাং বর্ণ সকল বাচক পদ নহে। কিন্তু বর্ণ সকলের এক একটীকে বাচকস্ফোট পদের অভিন্নরূপে গ্রহণ করিলে উক্ত দোষ হয় না। সমস্ত বর্ণেরই সমস্ত অর্থ প্রকাশক শক্তি আছে, বিশেষ এই, সহকারী অন্য বর্ণের সম্মিলনে একই বর্ণ যেন ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয়, পূর্ব্ব বর্ণ উত্তর বর্ণের সহিত ও উত্তর বর্ণ পূর্ব্ব বর্ণের সহিত মিলিত হইয়া একটী বিশেষে অর্থাৎ স্ফোটরূপ বাচকপদে পরিণত হয়, এইরূপে অনেক গুলি বর্ণ ক্রমানুরোধী হইয়া কোনও একটী অর্থ বিশেষের পরিচায়ক হয়, এই অবস্থাকে অর্থাৎ "এই পদ এই অর্থের বাচক" "এই অর্থ এই পদের বাচ্য" এইরূপ নিয়মকে সঙ্কেত বলে, এইরূপে অর্থসঙ্কেত দ্বারা নিয়মিত হইয়া গকার ঔকার ও বিসর্গ এই তিনটী বর্ণ সমস্ত-পদার্থের অভিধান শক্তি বিরহিত হইয়া (পাতঞ্জল মতে সকল বর্ণই সকল অর্থের বাচক) কেবল সাস্নাদিমান্ অর্থাৎ গোরূপ অর্থকেই প্রকাশ করে।

এইরূপে পদার্থ বিশেষে সঙ্কেত বিশিষ্ট বর্ণ সকলের ধ্বনিরূপ ক্রম অর্থাৎ পৌর্ব্বাপর্য্য উপসংহৃত হইলে চিত্তপটে যাহা একরূপে প্রতীয়মান হয় তাহাকেই বিষয়ের (বাচ্যের) বাচক পদ বলা যায়। অতএব একবুদ্ধির বিষয় একটী পদ এক প্রযত্ন দ্বারা উচ্চারিত হয়, উহা ভাগ (অংশ) রহিত, সুতরাং উহাতে ক্রম নাই, যদিচ বর্ণ সকল উহার অংশ বলিয়া প্রতীতি হওয়ায় ক্রমেরও সম্ভাবনা আছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে, বর্ণ সকল পদের ভাগ নহে, উহা সংস্কার বশতঃ কল্পনামাত্র। পদ, বৌদ্ধ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত তৃতীয় বাচক পদ কেবল বুদ্ধিতেই এক বলিয়া ভাসমান হয়। শেষ বর্ণের শ্রবণ হইলে সংস্কার হয়, ঐ সংস্কার পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণের সংস্কার সহিত মিলিত হইয়া একপদ বলিয়া বুঝাইয়া দেয়। বিষয়ের প্রতিপাদন (বোধন) নিমিত্ত বক্তা কর্তৃক উচ্চারিত, শ্রোতা কর্তৃক শ্রুত বর্ণ সমুদায় দ্বারা অনাদিকাল হইতে অভ্যস্ত বাক্ ব্যবহার হয়, অর্থাৎ পদোচ্চারণ সংস্কার সহকারে লোকের বুদ্ধিতে বাস্তবিকরূপে প্রতীয়মান হয়। যদিচ স্বভাবতঃ পদের অংশ নাই, তথাপি সাধারণ লোকের সঙ্কেত-বুদ্ধি অনুসারে বর্ণ সকলই পদের বিভাগরূপে প্রতীয়মান হয়; সেই বিভাগ এইরূপ, এই কয়েকটী বর্ণের (গ, ঔ, ঃ) এইরূপ পৌর্ব্বাপর্য্য বিশেষ এক-বুদ্ধিতে প্রতিফলিত হইয়া একটী পদার্থের বাচক হয়, যেমন গকার, ঔকার ও বিসর্গ এই তিনটী বর্ণ অব্যবধানে ক্রমশঃ উচ্চারিত হইয়া বুদ্ধিতে একরূপে প্রতীত হইলে গোরূপ একটী অর্থের বাচক হয়। "যেটী শব্দ সেইটী অর্থ," "যেটী অর্থ সেইটী শব্দ" এইরূপে স্মৃতিপটে অঙ্কিত পদ ও পদার্থের পরস্পর অধ্যাস অর্থাৎ একে অপরের অভেদ আরোপকে সঙ্কেত বলা যায়। এইরূপে শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান পরস্পরে অভেদ অধ্যাস হয় বলিয়া সঙ্কীর্ণ হয়। "গৌঃ" এইটী যখন শব্দের তাৎপর্য্যে প্রযুক্ত হয়, তখন অর্থ ও জ্ঞান ইহাতে সংশ্লিষ্ট থাকে। এইরূপে অর্থের তাৎপর্য্যে প্রয়োগকালে শব্দ ও জ্ঞানের এবং জ্ঞানের তাৎপর্য্যে প্রয়োগ কালে শব্দ ও অর্থের সঙ্কর থাকে। যে ব্যক্তি উক্ত সঙ্কর নিরাস পূর্ব্বক অসঙ্কীর্ণরূপে শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানের তত্ত্ব বুঝিতে পারে, সেই ব্যক্তি সমস্ত প্রাণীর শব্দ (কি বলিতেছে তাহা) বুঝিতে পারে, তাহাকে সর্ব্ববিৎ বলা যায়।

যেমন পদের আরোপিত ভাগস্বরূপ বর্ণসমুদায়ের সমষ্টি একত্বরূপে প্রতীত

হইয়া বাচকপদ নামে কথিত হয়, তদ্রূপ পদসমুদায়ের সমষ্টিকে বাক্য বলা যায়। সমস্ত পদেই বাক্যশক্তি আছে, কেবল বৃক্ষ বলিলে অস্তি ইহার বোধ হয়, কারণ কোন পদার্থই সত্তার (অস্তিতার) ব্যভিচারী নহে অর্থাৎ সত্তা-বিরহিত কোনও পদার্থ নাই, সুতরাং কেবল পদার্থের উল্লেখ করিলে সঙ্গে সঙ্গে সত্তার বোধ হয়। এইরূপে সাধন (উপায়, কারক) ব্যতিরেকে ক্রিয়া হয় না, অতএব পচতি বলিলে সমস্ত কারকের আক্ষেপ হয়, পুনর্ব্বার চৈত্র, অগ্নি, তণ্ডুলরূপ কর্ত্তৃ, করণ ও কর্ম্মকারকের (চৈত্রঃ অগ্নিনা তণ্ডুলান্ পচতি) উল্লেখ করা কেবল নিয়মমাত্র অর্থাৎ কোন্ কর্ত্তা, কোন্ করণ ও কোন্ কর্ম্ম তাহা বিশেষরূপে বুঝাইবার নিমিত্তই উল্লেখ হয়, ক্রিয়া দ্বারা কেবল সামান্যতঃই বোধ হইয়া থাকে। বাক্যার্থ বুঝাইতে কেবল একটী পদের রচনাও দেখা যাইয়া থাকে, যেমন ছন্দঃ (বেদ) অধ্যয়ন করে এইরূপ বাক্যার্থে "শ্রোত্রিয়" এই পদের প্রয়োগ দেখা যায়, এইরূপ প্রাণধারণ করে এই অর্থে "জীবতি" এই পদের প্রয়োগ হয়। বাক্যার্থেও পদ রচনা দেখা যায় বলিয়া পদকে প্রকৃতি প্রত্যয় দ্বারা বিভক্ত করিয়া দেখান আবশ্যক, "এইটী ক্রিয়ার বাচক" "এইটী কারকের বাচক" ইত্যাদি, নতুবা ভবতি, অশ্বঃ, অজাপয়ঃ ইত্যাদি স্থলে নাম ও আখ্যাতের সাদৃশ্য বশতঃ সন্দেহ জন্মে, ভবতি পদে ঘটো ভবতি স্থলে লট্ (বর্ত্তমানা), ভবতি ভিক্ষাং দেহি স্থলে সম্বোধন, ভবতি তিষ্ঠতি স্থলে সপ্তমী (ভাব সপ্তমী) বিভক্তির একত্র সমাবেশের সম্ভাবনা। "অশ্বঃ" স্থলে শ্বিধাতুর লুঙি (অদ্যতনী) মধ্যম পুরুষে অথবা অশ্বো যাতি ঘোটক অর্থে প্রয়োগ ইহার সন্দেহ জন্মে। "অজাপয়ঃ" স্থলে নিজন্ত জিধাতুর লঙ্ (হ্যস্তনী) অথবা অজার পয়ঃ অর্থাৎ ছাগীর দুগ্ধ এইরূপ সংশয় হয়। অতএব ক্রিয়া কিম্বা কারক তাহা বিশেষরূপে বিবরণ করা কর্ত্তব্য।

সঙ্কীর্ণরূপে প্রতীয়মান শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়ের বিভাগ অর্থাৎ অসঙ্কর এইরূপ, "শ্বেততে প্রাসাদঃ" অর্থাৎ অট্টালিকা শ্বেতবর্ণ হয়, এস্থলে শ্বেততে এই শ্বেতপদ ক্রিয়ার বাচক, "শ্বেতঃ প্রাসাদঃ" এস্থলে কৃৎপ্রত্যয়ান্ত শ্বেতপদ কারকের বাচক। শ্বেততে ও শ্বেতঃ এই দুইটী শব্দের অর্থ ক্রিয়া ও কারক, শ্বেততে এইটী ক্রিয়া, শ্বেতঃ এইটী কারক। ইহার জ্ঞানও তদর্থক অর্থাৎ ক্রিয়াবিষয়ক ও কারকবিষয়ক। সঙ্কেতের নিমিত্ত "সেই এই" অর্থাৎ শব্দই

অর্থ, অর্থই শব্দ ইত্যাদি একাকার প্রত্যয় হয়, উহা বাস্তবিক নহে, কেননা শ্বেতরূপ অর্থটী শব্দ ও জ্ঞানের আলম্বন অর্থাৎ বিষয়, সেই শ্বেতরূপ পদার্থটী নিজের অবস্থার বিকারী হয় (নূতন রং পুরাতন হয়), শব্দ বা জ্ঞান তাহার সহচর হয় না অর্থাৎ পদার্থের বিকারে শব্দ ও জ্ঞানের বিকার হয় না। এইরূপে অর্থ ও জ্ঞানের সহচর শব্দ হয় না, শব্দ ও অর্থের সহচর জ্ঞান হয় না। শব্দ অন্যরূপ, অর্থ অন্যরূপ এবং জ্ঞানও অন্যরূপ, এই ভাবে শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানের বিভাগ করিবে। শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানের উল্লিখিত বিভাগে সংযম অর্থাৎ ধারণা-ধ্যান ও সমাধি করিলে যোগীর সমস্ত প্রাণীর শব্দ বিষয়ে জ্ঞান হয় ॥ ১৭ ॥

মন্তব্য। স্ফোট বাদে এত কথা আছে যে তাহা বিস্তারিতরূপে লিখিতে হইলে স্বতন্ত্র একখানি পুস্তক হয়, সুতরাং বাহুল্যভয়ে তাহার সমালোচনা করা হইল না। সংক্ষেপতঃ এইরূপ, ন্যায়মতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণ শ্রবণ ও তৎসংস্কার সহিত অন্ত্যবর্ণের শ্রবণ ও সংস্কার হইতে অর্থ বোধ হয়, এই মতে বর্ণের অতিরিক্ত স্ফোট স্বীকার নাই। ব্যাকরণ শাস্ত্রে পদস্ফোট বাক্যস্ফোট প্রভৃতির অতিরিক্তভাবে স্বীকার আছে।

আমরা প্রতিক্ষণ যাহার ব্যবহার করিতেছি, তাহার তত্ত্বপর্য্যালোচনা করি না, বর্ণগুলি পদের অংশ বলিয়া বোধ হয়, উহা কেবল রেখাবিন্যাসস্থলেই সংস্কার বশতঃ উপলব্ধি হইয়া থাকে। বস্তুতঃ ধ্বনিরূপ বর্ণের সাহিত্য সম্ভব হয় না, দ্বিতীয়টী উচ্চারিত হইলে প্রথমটী থাকে না, অবয়ব সমস্ত এককালে বর্ত্তমান না থাকিলে অবয়বী জন্মিতে পারে না, বর্ণ ও পদস্থলে ঐরূপে অবয়ব অবয়বিভাব ঘটে না, অথচ চিরন্তন সংস্কার বশতঃ এক বলিয়া পদকে জানা যাইতেছে, ঐরূপ সংস্কার বশতঃই বিভিন্ন বিভিন্ন পদ বিভিন্ন বিভিন্ন প্রযত্ন বশতঃ যুগপদ্ উচ্চারিত হয়। যেরূপ পদ অর্থের বাচক হয় তাহা অনুবাদের প্রথমেই উল্লেখ করা হইয়াছে। শারীরক সূত্রের প্রথম অধ্যায় প্রথম পাদের ২৮ সূত্রে বিস্তৃতভাবে স্ফোট বিচার আছে ॥ ১৭ ॥

সূত্র। সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্ব্বজাতিজ্ঞানম্ ॥ ১৮ ॥

ব্যাখ্যা। সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ (সংস্কারসংযমেন ইতি পূরণীয়ং, সংস্কারেষু স্মৃতিক্লেশহেতুষু বিপাকহেতুষু চ শ্রুতেষু অনুমিতেষু বা সংযমেন প্রত্যক্ষী-

করণাৎ) পূর্ব্বজাতিজ্ঞানং (স্বকীয়পরকীয়পূর্ব্বজন্মপরম্পরায়াঃ সাক্ষাৎকারো ভবতি) ॥ ১৮ ॥

তাৎপর্য্য। অনুভব ও অবিদ্যাদিজন্য সংস্কার এবং কর্ম্মজন্য ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ সংস্কার, এই উভয়বিধ সংস্কারে সংযম দ্বারা সাক্ষাৎকার করিলে স্বকীয় বা পরকীয় ব্যক্তির পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম পরিজ্ঞান হয় ॥ ১৮ ॥

ভাষ্য। দ্বয়ে খল্বমী সংস্কারাঃ স্মৃতিক্লেশহেতবো বাসনারূপাঃ, বিপাকহেতবো ধর্ম্মাধর্ম্মরূপাঃ, তে পূর্ব্বভবাভিসংস্কৃতাঃ পরিণাম-চেষ্টানিরোধশক্তিজীবনধর্ম্মবদপরিদৃষ্টাশ্চিত্তধর্ম্মাঃ, তেষু সংযমঃ সংস্কারসাক্ষাৎক্রিয়ায়ৈ সমর্থঃ, নচ দেশকালনিমিত্তানুভবৈর্বিনা তেষামস্তি সাক্ষাৎকরণম্, তদিত্থং সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্ব্বজাতি-জ্ঞানমুৎপদ্যতে যোগিনঃ। পরত্রাপ্যেবমেব সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পরজাতিসংবেদনম্। অত্রেদমাখ্যানং শ্রূয়তে, ভগবতো জৈগীষব্যস্য সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ দশসু মহাসর্গেষু জন্মপরিণামক্রমমনুপশ্যতো বিবেকজং জ্ঞানং প্রাদুরভবৎ, অথ ভগবানাবট্যস্তনুধরস্তমুবাচ, দশসু মহাসর্গেষু ভব্যত্বাদনভিভূতবুদ্ধিসত্ত্বেন ত্বয়া নরকতির্য্যগগর্ভসম্ভবং দুঃখং সংপশ্যতা দেবমনুষ্যেষু পুনঃপুনরুৎপদ্যমানেন সুখদুঃখয়োঃ কিমধিকমুপলব্ধমিতি, ভগবন্তমাবট্যং জৈগীষব্য উবাচ, দশসু মহা-সর্গেষু ভব্যত্বাদনভিভূতবুদ্ধিসত্ত্বেন ময়া নরকতির্য্যগ্ভবং দুঃখং সম্পশ্যতা দেবমনুষ্যেষু পুনঃপুনরুৎপদ্যমানেন যৎকিঞ্চিদনুভূতং তৎ-সর্ব্বং দুঃখমেব প্রত্যবৈমি। ভগবানবট্য উবাচ, যদিদমায়ুষ্মতঃ প্রধানবশিত্বমনুত্তমং চ সন্তোষসুখং, কিমিদমপি দুঃখপক্ষে নিক্ষিপ্ত-মিতি। ভগবান্ জৈগীষব্য উবাচ, বিষয়সুখাপেক্ষয়ৈবেদমনুত্তমং সন্তোষসুখমুক্তং, কৈবল্যাপেক্ষয়া দুঃখমেব। বুদ্ধিসত্ত্বস্যায়ং ধর্ম্মস্ত্রি-গুণঃ, ত্রিগুণশ্চ প্রত্যয়ো হেয়পক্ষে ন্যস্ত ইতি। দুঃখস্বরূপস্তৃষ্ণাতন্তু-স্তৃষ্ণাদুঃখসন্তাপাপগমাত্তু প্রসন্নমবাধং সর্ব্বানুকূলং সুখমিদমুক্ত-মিতি ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ। সংস্কার দুই প্রকার, অনুভব জন্য সংস্কার স্মৃতির কারণ, অবিদ্যাদির সংস্কার অবিদ্যাদির কারণ হয়, ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ সংস্কার জাতি, আয়ুঃ ও ভোগরূপ বিপাকের কারণ। স্ব স্ব কারণ দ্বারা পূর্ব্বজন্মে নিষ্পাদিত চিত্তে বর্ত্তমান উল্লিখিত সংস্কার সকল পরিণাম, চেষ্টা, নিরোধ, শক্তি ও জীবনরূপ ধর্ম্মের ন্যায় অপরিদৃষ্ট হয় অর্থাৎ ইহাদের প্রত্যক্ষ হয় না। উক্ত সংস্কারে সংযম করা হইলে উহাদের সাক্ষাৎকার হইতে পারে। দেশ, কাল ও শরীরেন্দ্রিয়াদি নিমিত্তের অনুভব ব্যতিরেকে সংস্কারের সাক্ষাৎকার হয় না, সুতরাং সংস্কার প্রত্যক্ষ হইলে যোগিগণের পূর্ব্বজন্ম পরম্পরার জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এইরূপ পরকীয় সংস্কার সাক্ষাৎকার হইলে পরকীয় জাতির অনুভব হয়। উক্ত বিষয়ে একটী আখ্যান (কিম্বদন্তী) শুনা যাইয়া থাকে, সংস্কার সাক্ষাৎকার বশতঃ ভগবান্ জৈগীষব্যের দশ মহাকল্পের জন্মপরম্পরাক্রমের সন্দর্শন হয়, এইরূপে তাঁহার বিবেকজ জ্ঞান অর্থাৎ আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হইয়াছিল। অনন্তর স্বেচ্ছায় শরীর ধারণ করিতে সমর্থ ভগবান্ আবট্য জৈগীষব্যকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, রজঃ ও তমোমল বিদূরিত হওয়ায় আপনার বুদ্ধিসত্ত্ব বিকাশ হইয়াছে, আপনি ভব্য নির্দ্দোষ শোভন, দশ মহাসর্গেও আপনার বুদ্ধিসত্ত্বের অভিভব হয় নাই, অর্থাৎ আপনি জাতিস্মর, দশ মহাসর্গের কোন্ কোন্ জন্মে কিরূপ সুখদুঃখ অনুভব করিয়াছেন তাহা সমস্তই আপনার স্মরণ আছে, আপনি নরক ও তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্মিয়া দুঃখভোগ ও দেব মনুষ্য জন্মে সুখভোগ করিয়াছেন, বলুন দেখি এত দীর্ঘকাল সুখ ও দুঃখের মধ্যে কাহার আধিক্য দেখিয়াছেন। জৈগীষব্য ভগবান্ আবট্যকে বলিলেন, আমি নরক ও তির্য্যগ্‌যোনিতে যে সমস্ত দুঃখ এবং দেব মনুষ্য যোনিতে বারম্বার জন্মগ্রহণ করিয়া যাহা কিছু সুখের অনুভব করিয়াছি, চিত্তমল বিদূরিত হওয়ায় সত্ত্ববিকাশ নিবন্ধন আমার বেশ স্মরণ আছে সে সমস্ত দুঃখ বলিয়া বোধ হইতেছে। ভগবান্ আবট্য বলিলেন আয়ুষ্মন্ (চিরঞ্জীব) আপনার যে এই প্রধান-বশিত্ব অর্থাৎ স্বেচ্ছায় প্রকৃতি-পরিচালনারূপ অনুত্তম সন্তোষ সুখ ইহাও কি দুঃখপক্ষে নিক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ হয়? ভগবান্ জৈগীষব্য বলিলেন বৈষয়িক সুখ অপেক্ষা করিয়া প্রধান-বশিত্বকে অনুত্তম সন্তোষ সুখ বলা যাইতে পারে, মুক্তির দিকে লক্ষ্য করিলে উহাকেও দুঃখ বলিয়া বোধ হইবে। সুখ চিত্তের ধর্ম্ম সুতরাং ত্রিগুণ, ত্রিগুণমাত্রই হেয়, তবে সুখ বলা হয় তাহার

কারণ তৃষ্ণা (রাগ) রূপ রজ্জু দুঃখস্বরূপ, তৃষ্ণা দুঃখের অপগমকেই বাধরহিত চিত্তপ্রসাদ সর্ব্বানুকূল সুখ বলা যাইতে পারে ॥ ১৮ ॥

মন্তব্য। সংযমসিদ্ধির প্রকরণ বশতঃ "সংস্কারসংযমেন" এইটী সূত্রের আদিতে পূরণের আবশ্যক। ভাষ্যের "পরত্রাপ্যেবমেব" ইহার ব্যাখ্যায় বাচস্পতি বলেন, পরত্র পরকীয় সংস্কারে অর্থাৎ যেমন নিজের সংস্কার সাক্ষাৎকার দ্বারা নিজের পূর্ব্বজন্ম পরম্পরার অনুভব হয় তদ্রূপ অপরের সংস্কারে সংযম করিলেও হইতে পারে। যোগবার্ত্তিককার বলেন পরত্র অর্থাৎ ভাবিজন্ম, পূর্ব্বজন্মের ন্যায় পরজন্মেরও জ্ঞান হইতে পারে।

আবট্য জৈগীষব্য উপাখ্যানটী সূত্রোক্ত সিদ্ধিতে বিশ্বাস স্থাপনের নিমিত্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রধান বশিত্বশব্দে প্রকৃতি চালনা বুঝায় অর্থাৎ ইচ্ছা হইলেই সকলকেই অভিমত শরীর ইন্দ্রিয়াদি দান করিতে পারেন। স্বয়ং সহস্র সহস্র শরীর ধারণ পূর্ব্বক ত্রিভুবনে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে পারেন ॥ ১৮ ॥

সূত্র। প্রত্যয়স্য পরচিত্তজ্ঞানম্ ॥ ১৯ ॥

ব্যাখ্যা। প্রত্যয়স্য মুখরাগাদিনা কেনচিৎ লিঙ্গেন গৃহীতস্য পরচিত্তস্য সংযমেন সাক্ষাৎকারাৎ জ্ঞানং রক্তং বা বিরক্তং বেতি বোধো ভবতি ॥ ১৯ ॥

তাৎপর্য্য। কোনও একটী বাহিরের চিহ্ন দ্বারা পরকীয় চিত্তের রাগ বৈরাগ্যাদি জ্ঞান পূর্ব্বক তাহাতে সংযম করিলে উহার প্রত্যক্ষ হয় ॥ ১৯ ॥

ভাষ্য। প্রত্যয়ে সংযমাৎ প্রত্যয়স্য সাক্ষাৎকরণাৎ ততঃ পরচিত্তজ্ঞানম্ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ। পরকীয়চিত্তে সংযম করিয়া উহার সাক্ষাৎকার করিলে বৃত্তি সহিত পরকীয় চিত্তের প্রত্যক্ষ হয় ॥ ১৯ ॥

মন্তব্য। বার্ত্তিককার বলেন স্বকীয় চিত্তবৃত্তিতে সংযম করিলে পরকীয় চিত্তের সাক্ষাৎকার হইতে পারে ॥ ১৯ ॥

সূত্র। নচ তৎ সালম্বনং তস্যাবিষয়ীভূতত্বাৎ ॥ ২০ ॥

ব্যাখ্যা। তৎ (পরকীয়ং চিত্তং) সালম্বনং (সবিষয়ং) নচ (ন সাক্ষাৎ ক্রিয়তে) তস্যাবিষয়ীভূতত্বাৎ (তস্য আলম্বনস্য অগোচরত্বাৎ) ॥ ২০ ॥

তাৎপর্য্য। পরকীয় চিত্ত সামান্যতঃ রক্ত কি বিরক্ত তাহার জ্ঞান হইতে পারে, অমুক বিষয়ে অনুরাগ কিম্বা বিরাগ তাহার জ্ঞান হয় না, কারণ বিষয়-বিশেষ সহকারে সংযম দ্বারা পরচিত্তের প্রত্যক্ষ হয় না॥ ২০॥

ভাষ্য। রক্তং প্রত্যয়ং জানাতি, অমুষ্মিন্নালম্বনে রক্তমিতি ন জানাতি, পরপ্রত্যয়স্য যদালম্বনং তদ্‌যোগিচিত্তেন নালম্বনীকৃতং, পরপ্রত্যয়মাত্রন্তু যোগিচিত্তস্য আলম্বনীভূতমিতি॥ ২০॥

অনুবাদ। পরকীয় চিত্ত সামান্যতঃ অনুরাগবিশিষ্ট কি না তাহা সংযম দ্বারা জানা যায়, অমুক বিষয়ে অনুরক্ত এরূপে বিশেষতঃ জানা যায় না, কারণ পর-কীয় চিত্তবৃত্তির বিষয় যোগিচিত্তের বিষয় হয় না, কেবল পরকীয় চিত্তবৃত্তি রক্তই হউক অথবা বিরক্তই হউক তাহা যোগিচিত্তের বিষয় হইতে পারে॥ ২০॥

মন্তব্য। দেশকালাদি অনুবন্ধ (কারণ) সহকারে সংস্কার সাক্ষাৎকার দ্বারা যেমন পূর্ব্বজন্মের দেশকালাদি অবগম হয় (যাহা ১৮ সূত্রে বলা হইয়াছে) তদ্রূপ পরচিত্ত সাক্ষাৎকারেও তাহার বিষয়ের প্রত্যক্ষ হউক না কেন এই আশঙ্কায় নিষেধ করা হইয়াছে। পূর্ব্বে অনুবন্ধের সহিত সংস্কারে সংযম বলা হইয়াছে সুতরাং দেশকালাদি অনুবন্ধের প্রত্যক্ষ সম্ভব, এখানে কেবল পরকীয় চিত্তমাত্রে সংযম ও তদ্দ্বারা সাক্ষাৎকারের কথা বলা হইতেছে, সুতরাং পরকীয় চিত্তের বিষয়ের সাক্ষাৎকার হইতে পারে না। রাগাদি বৃত্তি সমস্তই চিত্তের অভিন্ন সুতরাং চিত্তের সাক্ষাৎকার হইলে রাগাদিরও সাক্ষাৎ-কার হইতে পারে, বিষয়গুলি সেরূপে চিত্তের অভিন্ন নহে, কাজেই চিত্তে সংযম দ্বারা তাহাদের প্রত্যক্ষ হয় না। বিষয় সহকারে পরকীয় চিত্তে সংযম করিলে বিষয় বিশিষ্ট পরচিত্তের জ্ঞান হইতে পারে, সেটী আরও একটু উচ্চ ভূমি বলিয়া এখানে প্রকাশ হয় নাই॥ ২০॥

সূত্র। কায়রূপসংযমাৎ তদ্‌গ্রাহ্যশক্তিস্তম্ভে চক্ষুঃপ্রকাশাসম্প্রয়োগেঽন্তর্দ্ধানম্॥ ২১॥

ব্যাখ্যা। কায়রূপসংযমাৎ (শরীররূপে সংযমাৎ সংযমেন রূপতত্ত্ব-সাক্ষাৎ-কারাৎ) তদ্‌গ্রাহ্যশক্তিস্তম্ভে (তস্য রূপস্য চক্ষুর্গ্রাহ্যতাশক্তেঃ প্রতিবন্ধে) চক্ষুঃ-

প্রকাশাসম্প্রয়োগে (পরচাক্ষুষজ্ঞানাবিষয়ত্বে) অন্তর্ধানং (যোগিনঃ অনব-লোকনীয়তা ভবতীত্যর্থঃ) ॥ ২১ ॥

তাৎপর্য্য। চক্ষুঃ রূপকে গ্রহণ করে, স্বকীয় শরীরের রূপে সংযম করিলে সেই রূপকে আর চক্ষুঃ গ্রহণ করিতে পারে না, সুতরাং অন্তর্ধান সিদ্ধি হয় ॥২১॥

ভাষ্য। কায়রূপে সংযমাৎ রূপস্য যা গ্রাহ্যা শক্তিস্তাং প্রতি-বধ্নাতি, গ্রাহ্যশক্তিস্তম্ভে সতি চক্ষুঃপ্রকাশাসম্প্রয়োগেঽন্তর্ধানমুৎ-পদ্যতে যোগিনঃ। এতেন শব্দাদ্যন্তর্ধানমুক্তং বেদিতব্যম্ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ। দেহেররূপে সংযম করিলে, রূপ চক্ষুর দ্বারা গৃহীত হয় এই শক্তির প্রতিবন্ধ হয়, গ্রাহ্যশক্তির প্রতিবন্ধ হইলে পরকীয় চাক্ষুষজ্ঞানের বিষয় হয় না, এইরূপে যোগীর অন্তর্ধান (অপরে দেখিতে পায় না) সিদ্ধি হয়। এইরূপে শব্দাদির অন্তর্ধানও বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ যোগীর রূপ পরে দেখিতে পায় না, শব্দ শুনিতে পায় না ইত্যাদি ॥ ২১ ॥

মন্তব্য। নৈষধকাব্যে নলরাজের যে অন্তর্ধান বর্ণনা আছে, তাহা এই সিদ্ধিরই ফল। শব্দে সংযম করিলে সেই যোগীর কথা অপরে শুনিতে পায় না, এইরূপে তাঁহার গন্ধাদিবিষয়েরও অন্তর্ধান বুঝিতে হইবে। যোগশক্তি অলৌকিক ইহা যোগী ভিন্ন অপরের হৃদয়ঙ্গম হওয়া কঠিন ॥ ২১ ॥

সূত্র। সোপক্রমং নিরুপক্রমঞ্চ কর্ম্ম তৎসংযমাৎ অপরান্তজ্ঞানং অরিষ্টেভ্যো বা ॥ ২২ ॥

ব্যাখ্যা। কর্ম্ম (ধর্ম্মাধর্ম্মরূপং দ্বিবিধম্) সোপক্রমং নিরুপক্রমঞ্চ (উপক্রমেণ ফলদানব্যাপারেণ সহ বর্ত্তমানং সোপক্রমং তদ্বিপরীতং চিরেণ ফলপ্রদং নিরুপক্রমম্) তৎসংযমাৎ (তত্র দ্বিবিধে কর্ম্মণি ধারণাদিত্রয়াৎ) অপরান্তজ্ঞানং (মরণবোধঃ, অমুষ্মিন্ দেশে কালে বা ভবতীতি), অরিষ্টেভ্যো বা, (মৃত্যুচিহ্নেভ্যো বা মরণজ্ঞানং ভবতি) ॥ ২২ ॥

তাৎপর্য্য। আয়ুঃ প্রদান করে এরূপ কর্ম্ম (ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম) দুই প্রকার, সোপক্রম অর্থাৎ যেটা ফল প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছে, ও নিরুপক্রম অর্থাৎ যাহা বিলম্বে ফলদান করিবে, এই দ্বিবিধ কর্ম্মে সংযম করিলে মরণজ্ঞান

অর্থাৎ কোন্ কালে কোন্ দেশে কিরূপে শরীর ত্যাগ হইবে তাহা জানা যায়। নানাবিধ অরিষ্ট অর্থাৎ মরণচিহ্ন দ্বারাও মরণজ্ঞান হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

ভাষ্য। আয়ুর্ব্বিপাকং কর্ম্ম দ্বিবিধং সোপক্রমং নিরুপক্রমঞ্চ, তত্র যথা আর্দ্রবস্ত্রং বিতানিতং লঘীয়সা কালেন শুষ্যেৎ এবং নিরুপক্রমম্। যথা চাগ্নিঃ শুষ্কে কক্ষে মুক্তো বাতেন সমন্ততো যুক্তঃ ক্ষেপীয়সা কালেন দহেৎ তথা সোপক্রমং, যথা বা স এবাগ্নিস্তৃণরাশৌ ক্রমশোঽবয়বেষু ন্যস্তশ্চিরেণ দহেত্তথা নিরুপক্রমম্। তদৈকভবিকমায়ুষ্করং কর্ম্ম দ্বিবিধং সোপক্রমং নিরুপক্রমঞ্চ, তৎসংযমাৎ অপরান্তস্য প্রায়ণস্য জ্ঞানম্। অরিষ্টেভ্যো বেতি ত্রিবিধমরিষ্টং আধ্যাত্মিকমাধিভৌতিকমাধিদৈবিকঞ্চেতি, তত্রাধ্যাত্মিকং ঘোষং স্বদেহে পিহিতকর্ণো ন শৃণোতি, জ্যোতির্ব্বা নেত্রেঽবষ্টব্ধে ন পশ্যতি তথাধিভৌতিকং যমপুরুষান্ পশ্যতি, পিতৄনতীতানকস্মাৎ পশ্যতি, আধিদৈবিকং স্বর্গমকস্মাৎ সিদ্ধান্ বা পশ্যতি, বিপরীতং বা সর্ব্বমিতি, অনেন বা জানাত্যপরান্তমুপস্থিতমিতি ॥ ২২ ॥

অনুবাদ। আয়ুর্ব্বিপাক শব্দে জাতি, আয়ুঃ ও ভোগের হেতু কর্ম্ম বুঝিতে হইবে, কারণ তিনটীই নিয়ত সম্বদ্ধ, উক্ত আয়ুর্ব্বিপাক কর্ম্ম দুই প্রকার একটী সোপক্রম অর্থাৎ কালবিলম্ব না করিয়া শীঘ্রই ফলদান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, যাহার বহুফল প্রদত্ত হইয়াছে, অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে, ঐ অবশিষ্ট ফল এক শরীরে নিঃশেষ হয় না বলিয়া বিলম্ব হইতেছে, তাহাকে সোপক্রম বলে। ইহার বিপরীত নিরুপক্রম অর্থাৎ ফল প্রদান করিতে যে আরম্ভ করে নাই। উক্ত দুই প্রকার কর্ম্ম বুঝাইবার নিমিত্ত দুই প্রকার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে, যেমন আর্দ্রবস্ত্র (ভিজা কাপড়) প্রসারিত করিয়া শুকাইতে দিলে শীঘ্রই শুষ্ক হয়, সেইরূপ সোপক্রম কর্ম্ম অল্পকালেই ফল প্রদান করিয়া নিঃশেষ হয়। যেমন উক্ত বস্ত্রখণ্ড স্তূপাকারে রাখিলে বিলম্বে শুষ্ক হয়, সেইরূপ নিরুপক্রম কর্ম্ম। যেমন শুষ্ক তৃণরাশিতে প্রদত্ত অগ্নি চতুর্দ্দিক্ হইতে বায়ুদ্বারা উদ্দীপিত হইলে অতি সত্বরেই দগ্ধ করে, সেইরূপ সোপক্রম, যেমন সেই অগ্নি ক্রমশঃ তৃণরাশিতে প্রদত্ত হইলে বিলম্বে দাহ করে সেইরূপ

নিরুপক্রম। এইরূপে ঐকভবিক অর্থাৎ এক জন্মে শেষ হইতে পারে এমত পূর্ব্বজন্ম অর্জ্জিত ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্ম সোপক্রম এবং নিরুপক্রমভাবে দুই প্রকার, ইহাতে সংযম করিলে মরণজ্ঞান হয়। মরণজ্ঞানের আর একটী কারণ অরিষ্ট অর্থাৎ মৃত্যুচিহ্ন দর্শন। সেই অরিষ্ট তিন প্রকার আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, কর্ণে অঙ্গুলিপ্রদান করিলে আধ্যাত্মিক অর্থাৎ স্বদেহের শব্দ শুনা যায় না; অঙ্গুলি দ্বারা চক্ষুঃ ঘুরাইলে নেত্রের জ্যোতিঃ দর্শন হয় না। আধিভৌতিক যথা, যমদূত দর্শন হয়, সহসা পিতৃলোক দর্শন হয়। আধিদৈবিক যথা, অকস্মাৎ স্বর্গ বা সিদ্ধপুরুষগণ দর্শন হয়, বিশ্বসংসার বিপরীত ভাবে দৃষ্ট হয়, (পশ্চিমে সূর্য্য উদয় হয় ইত্যাদি) এই সমস্ত কারণেও মরণ উপস্থিত হইয়াছে জানা যায় ॥ ২২ ॥

মন্তব্য। পরের প্রজাপতির অন্তকে পরান্ত অর্থাৎ মহাপ্রলয় বলে, অপর অর্থাৎ মনুষ্যের অন্তকে অপরান্ত মরণ বলে। এক শরীর দ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ শীঘ্র হইতে পারে না, অথচ সংযম দ্বারা জানা যায় কর্ম্ম (প্রারব্ধ) ফলদান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এরূপ অবস্থায় যোগের দ্বারা বহু শরীর ধারণ করিয়া সমস্ত প্রারব্ধ ভোগ করিয়া অচিরাৎ মুক্ত হওয়া যায়।

অরির (শত্রুর) ন্যায় যে ত্রাস জন্মায় তাহাকে অরিষ্ট বলে। বশিষ্ঠ মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি ঋষিগণ অরিষ্ট সকল বর্ণনা করিয়াছেন। নীতি শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। "দীপনির্ব্বাণগন্ধঞ্চ সুহৃদ্বাক্যমরুন্ধতীম্। ন জিঘ্রন্তি ন শৃন্বন্তি ন পশ্যন্তি গতায়ুষঃ" ॥ অর্থাৎ আসন্নমৃত্যু ব্যক্তিগণ দীপনির্ব্বাণগন্ধ পায় না, সুহৃদ্বাক্য শ্রবণ করে না ও অরুন্ধতী নক্ষত্র দর্শন করিতে পারে না। অরিষ্ট চিহ্ন হইতে সাধারণেও উপস্থিত মরণ বুঝিতে পারে, যোগিগণ নিঃসন্দেহরূপে শীঘ্রই জানিতে পারেন, এইটী বিশেষ ॥ ২২ ॥

সূত্র। মৈত্র্যাদিষু বলানি ॥ ২৩ ॥

ব্যাখ্যা। মৈত্র্যাদিষু (মৈত্রীকরুণামুদিতেষু) বলানি (উক্তেষু সংযমাৎ তত্তদ্বিষয়বীর্য্যাণি ভবন্তি, তথাচ সংযমী প্রাণিনাং সুখদাতা, দুঃখহর্ত্তা অপক্ষ-পাতীচ স্যাদিত্যর্থঃ) ॥ ২৩ ॥

তাৎপর্য্য। প্রথম পাদোক্ত মৈত্রী করুণা ও মুদিতারূপ চিত্তপ্রসাদের

উপায় তিনটাতে সংযম করিলে সেই সেই বিষয়ে অমোঘ শক্তি জন্মে, যাহা হইলে ইচ্ছামাত্রেই যোগিগণ প্রাণিমাত্রের সুখদান দুঃখহরণ ইত্যাদি অনায়াসেই করিতে পারেন ॥ ২৩ ॥

ভাষ্য। মৈত্রী করুণা মুদিতেতি তিস্রোভাবনাঃ, তত্র ভূতেষু সুখিতেষু মৈত্রীং ভাবয়িত্বা মৈত্রীবলং লভতে, দুঃখিতেষু করুণাং ভাবয়িত্বা করুণাবলং লভতে, পুণ্যশীলেষু মুদিতাং ভাবয়িত্বা মুদিতা বলং লভতে, ভাবনাতঃ সমাধির্য্যঃ স সংযমঃ ততো বলান্যবন্ধ্য বীর্য্যাণি জায়ন্তে, পাপশীলেষু উপেক্ষা নতু ভাবনা, ততশ্চ তস্যাং নাস্তি সমাধিরিতি, অতো ন বলমুপেক্ষাতস্তত্র সংযমাভাবাদিতি ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ। পূর্ব্বে মৈত্রী, করুণা ও মুদিতা এই তিনটী ভাবনা (চিন্তনা) উক্ত হইয়াছে, তাহার মধ্যে সুখী ব্যক্তিগণের প্রতি মৈত্রী (বন্ধুতা) ভাবনা করিয়া মৈত্রী-বল লাভ করা যায়। দুঃখিতগণের প্রতি করুণা (দয়া) ভাবনা করিয়া করুণা বল লাভ হয়, পুণ্যশীল ধার্ম্মিকগণের প্রতি মুদিতা (হর্ষ) ভাবনা করিয়া মুদিতা বল লাভ হয়, ভাবনা হইতে জায়মান সমাধিরূপ সংযম হইতে উক্ত বলগুলি অবন্ধ্যবীর্য্য অর্থাৎ অব্যর্থরূপে উৎপন্ন হয়। পাপাত্মাগণের প্রতি উপেক্ষার বিধান আছে, ভাবনার বিধান নাই, সুতরাং তাহাতে সমাধিও নাই, অতএব উপেক্ষা বিষয়ে কোনও বল লাভ হয় না, যেহেতু তাহাতে সংযমের অভাব আছে ॥ ২৩ ॥

মন্তব্য। সংযমশীল যোগিগণ মৈত্রী-ভাবনায় লোকের সুখদান, করুণা-ভাবনায় দুঃখহরণ ও মুদিতা-ভাবনায় অপক্ষপাত সম্পাদন করেন। কেবল ভাবনা হইতেই বীর্য্য লাভ হয় না, কিন্তু তদ্বিষয়ে সংযম করা আবশ্যক, তাই বলা হইয়াছে "ভাবনাতঃ সমাধির্যঃ স সংযমঃ" ইতি, কেবল সমাধিকে সংযম না বলিলেও সমাধির পরক্ষণেই সিদ্ধিলাভ হয় বলিয়া সমাধিকেই সংযম বলা গিয়াছে, অর্থাৎ সমাধি বলায় ধারণা ও ধ্যান বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে, কারণ উহা না হইলে সমাধিও হয় না। বার্ত্তিককার "ভাবনা-সমাধিঃ" এইরূপ পাঠ স্বীকার করিয়া ভাবনা অর্থাৎ চিন্তনাকেই সমাধি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥ ২৩ ॥

সূত্র । বলেষু হস্তিবলাদীনি ॥ ২৪ ॥

ব্যাখ্যা । বলেষু (হস্ত্যাদিবীর্য্যেষু, সংযমাৎ ইত্যর্থঃ) হস্তিবলাদীনি (যোগিনাং হস্ত্যাদিবলানি ভবন্তি, আদিপদেন বৈনতেয়াদি বলানি গৃহ্যন্তে) ॥২৪॥

তাৎপর্য্য । হস্তি প্রভৃতির বলে সংযম করিলে সেই সেই বল লাভ হয়, আদি শব্দ দ্বারা গরুড় প্রভৃতির বল বুঝিতে হইবে ॥ ২৪ ॥

ভাষ্য । হস্তিবলে সংযমাৎ হস্তিবলো ভবতি, বৈনতেয়বলে সংযমাৎ বৈনতেয়বলো ভবতি, বায়ুবলে সংযমাৎ বায়ুবল ইত্যেবমাদি ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ । যোগিগণ হস্তিবলে সংযম করিয়া হস্তিবল, বৈনতেয় (গরুড়) বলে সংযম করিয়া বৈনতেয়বল ও বায়ুবলে সংযম করিয়া বায়ুবল লাভ করেন, এইরূপে যাঁহার বলে সংযম করা যায়, তাহারই ন্যায় বলবান্ হয় ॥ ২৪ ॥

মন্তব্য । চিত্তের বলই শরীর বলের কারণ, ক্ষুদ্রকায় ব্যক্তিও স্থূলকায় লোককে পরাজয় করে দেখা যায়, "নাকৃতিগুরুতা গুরুতা বিক্রমগুরুতা গরীয়সী পুংসাম্"। কোনও বলিষ্ঠ জীবের প্রতি চিত্তকে তন্ময় করিতে পারিলে সেই জীবের বল লাভ করা যায়, চিত্তের অসাধ্য কিছুই নাই ॥ ২৪ ॥

সূত্র । প্রবৃত্ত্যালোকন্যাসাৎ সূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্ট-
জ্ঞানম্ ॥ ২৫ ॥

ব্যাখ্যা । প্রবৃত্ত্যালোকন্যাসাৎ (প্রাগুক্তায়া জ্যোতিষ্মত্যাঃ প্রবৃত্তের্য আলোকঃ নির্ম্মলসত্ত্বপ্রকাশঃ তস্য ন্যাসাৎ সূক্ষ্মে বা ব্যবহিতে বা বিপ্রকৃষ্টে বা বিষয়ে প্রক্ষেপাৎ) সূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টজ্ঞানম্ (সূক্ষ্মাদিবিষয়াণাং সাক্ষাৎকারো ভবতীত্যর্থঃ) ॥ ২৫ ॥

তাৎপর্য্য । প্রথমপাদোক্ত জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তির আলোক অর্থাৎ সত্ত্ব-প্রকাশকে সূক্ষ্ম ব্যবহিত দূরবর্ত্তী পদার্থে নিক্ষেপ করিলে সেই সেই বিষয়ের জ্ঞান হয় ॥ ২৫ ॥

ভাষ্য । জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তিরুক্তামনসঃ তস্যা য আলোকস্তং

যোগী সূক্ষ্মে বা ব্যবহিতে বা বিপ্রকৃষ্টে বা অর্থে বিন্যস্য তমর্থমধিগচ্ছতি ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ। সমাধিপাদে "বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী" এই সূত্রে যে জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তির উল্লেখ আছে উহার আলোক অর্থাৎ নির্ম্মল সত্ত্বপ্রকাশকে যোগিগণ সংযম দ্বারা পরমাণু প্রভৃতি সূক্ষ্ম পদার্থে হউক, ভূমধ্যে নিহিত গুপ্ত ধন প্রভৃতিতে হউক অথবা সুমেরুর পরপারে অতি দূরবর্ত্তী বিষয়েই হউক, বিন্যাস করিয়া নিক্ষেপ করিলে সেই সেই বিষয় জানিতে পারেন ॥ ২৫ ॥

মন্তব্য। ভগবান্ অর্জ্জুনকে, বেদব্যাস সঞ্জয়কে যে দিব্য চক্ষুঃ প্রদান করিয়াছিলেন তাহা উল্লিখিত বিভূতির প্রভাব মাত্র। চতুর্দ্দশ ভুবন প্রকাশ করার শক্তি চিত্তের আছে, কেবল রজঃ ও তমোগুণে আচ্ছন্ন থাকায় পারে না, রজঃ ও তমোমল বিদূরিত হইলে সমস্তই জানা যাইতে পারে ॥ ২৫ ॥

সূত্র। ভুবনজ্ঞানং সূর্য্যে সংযমাৎ ॥ ২৬ ॥

ব্যাখ্যা। সূর্য্যে (সুষুম্নাদি-দ্বারকে মার্ত্তণ্ডমণ্ডলে) সংযমাৎ (ধারণাদিত্রয়াৎ) ভুবনজ্ঞানম্ (চতুর্দ্দশভুবনজ্ঞানং সম্পদ্যতে) ॥ ২৬ ॥

তাৎপর্য্য। সুষুম্না নাড়ীকে দ্বার করিয়া সূর্য্যমণ্ডলে সংযম করিলে সমস্ত ভুবনের অববোধ হয় ॥ ২৬ ॥

ভাষ্য। তৎপ্রস্তারঃ সপ্তলোকাঃ, তত্রাবীচেঃ প্রভৃতি মেরুপৃষ্ঠং যাবদিত্যেষ ভূর্লোকঃ, মেরুপৃষ্ঠাদারভ্যাধ্রুবাৎ গ্রহনক্ষত্রতারাবিচিত্রোঽন্তরিক্ষলোকঃ, তৎপরঃ স্বর্লোকঃ পঞ্চবিধঃ, মাহেন্দ্রস্তৃতীয়ো লোকঃ, চতুর্থঃ প্রাজাপত্যো মহর্লোকঃ, ত্রিবিধো ব্রাহ্মঃ, তদ্‌যথা জনলোকস্তপোলোকঃ সত্যলোক ইতি। "ব্রাহ্মস্ত্রিভূমিকো লোকঃ প্রাজাপত্যস্ততো মহান্। মাহেন্দ্রশ্চ স্বরিত্যুক্তো দিবি তারাভুবি প্রজা" ইতি সংগ্রহ শ্লোকঃ। তত্রাবীচেরুপর্য্যুপরিনিবিষ্টাঃ ষণ্মহানরকভূময়ো ঘনসলিলানলানিলাকাশতমঃ প্রতিষ্ঠাঃ মহাকালাম্বরীষরৌরবমহারৌরবকালসূত্রান্ধতামিশ্রাঃ, যত্র স্বকর্ম্মোপার্জ্জিতদুঃখবেদনাঃ প্রাণিনঃ কষ্ট-

মায়ুর্দীর্ঘমাক্ষিপ্য জায়ন্তে, ততো মহাতল-রসাতলাতল-সুতল-বিতল-তলাতল-পাতালাখ্যানি সপ্ত পাতালানি, ভূমিরিয়মষ্টমী সপ্তদ্বীপা বসুমতী, যস্যাঃ সুমেরুর্মধ্যে পর্ব্বতরাজঃ কাঞ্চনঃ, তস্য রাজতবৈদূর্য্য-স্ফটিক-হেম-মণিময়ানি শৃঙ্গাণি, তত্র বৈদূর্য্য-প্রভানুরাগান্নীলোৎপল-পত্রশ্যামো নভসো দক্ষিণো ভাগঃ, শ্বেতঃ পূর্ব্বঃ, স্বচ্ছঃ পশ্চিমঃ, কুরুণ্ডকাভ উত্তরঃ। দক্ষিণপার্শ্বে চাস্য জম্বূঃ যতোঽয়ং জম্বূদ্বীপঃ তস্য সূর্য্যপ্রচারাদ্ রাত্রিদিবং লগ্নমিব বিবর্ত্ততে, তস্য নীলশ্বেতশৃঙ্গবন্ত উদীচীনাস্ত্রয়ঃ পর্ব্বতা দ্বিসহস্রাবামাঃ, তদন্তরেষু ত্রীণি বর্ষাণি নব নব যোজনসাহস্রাণি রমণকং হিরণ্ময়মুত্তরাঃ কুরব ইতি। নিষধহেমকূট-হিমশৈলা দক্ষিণতো দ্বিসহস্রায়ামাঃ, তদন্তরেষু ত্রীণি বর্ষাণি নব নব যোজনসাহস্রাণি হরিবর্ষং কিম্পুরুষং ভারতমিতি। সুমেরোঃ প্রাচীনা ভদ্রাশ্বা মাল্যবৎসীমানঃ, প্রতীচীনাঃ কেতুমালা গন্ধমাদনসীমানঃ, মধ্যে বর্ষমিলাবৃতং, তদেতদ্ যোজনশতসহস্রং সুমেরোর্দিশি দিশি তদর্দ্ধেন ব্যূঢ়ং, স খল্বয়ং শতসহস্রায়ামো জম্বূদ্বীপস্ততো দ্বিগুণেন লবণোদধিনা বলয়াকৃতিনা বেষ্টিতঃ। ততশ্চ দ্বিগুণা দ্বিগুণাঃ শাক-কুশ-ক্রৌঞ্চ-শাল্মল-মগধ-পুষ্করদ্বীপাঃ, সপ্তসমুদ্রাশ্চ সর্ষপরাশিকল্পাঃ সবিচিত্রশৈলাবতংসা ইক্ষুরস-সুরা-সর্পি-র্দধি-মণ্ডক্ষীরস্বাদূদকাঃ। সপ্ত-সমুদ্রবেষ্টিতা বলয়াকৃতয়ো লোকালোকপর্ব্বতপরিবারাঃ পঞ্চাশদ্-যোজনকোটিপরিসংখ্যাতাঃ। তদেতৎ সর্ব্বং সুপ্রতিষ্ঠিতসংস্থানমণ্ডমধ্যে ব্যূঢ়ং, অণ্ডঞ্চ প্রধানস্যাণুরবয়বো যথাকাশে খদ্যোতঃ, তত্র পাতালে জলধৌ পর্ব্বতেষ্বেতেষু দেবনিকায়া অসুর-গন্ধর্ব্ব-কিন্নর-কিম্পুরুষ-যক্ষ-রাক্ষস-ভূত-প্রেত--পিশাচাপস্মারকাপ্সরো--ব্রহ্মরাক্ষস-কুষ্মাণ্ড-বিনা-য়কাঃ প্রতিবসন্তি, সর্ব্বেষু দ্বীপেষু পুণ্যাত্মানো দেবমনুষ্যাঃ। সুমেরুস্ত্রিদশানামুদ্যানভূমিঃ, তত্র মিশ্রবনং নন্দনং চৈত্ররথং সুমানস-মিত্যুদ্যানানি, সুধর্ম্মা দেবসভা, সুদর্শনং পুরং, বৈজয়ন্তঃ প্রাসাদঃ। গ্রহনক্ষত্রতারকাস্তু ধ্রুবে নিবদ্ধা বায়ুবিক্ষেপনিয়মেনোপলক্ষিত-

প্রচারাঃ সুমেরোরুপর্য্যুপরি সন্নিবিষ্টা বিপরিবর্ত্তন্তে। মাহেন্দ্র-নিবাসিনঃ ষড় দেবনিকায়াঃ, ত্রিদশা অগ্নিষ্বাত্তা যাম্যাঃ তুষিতা অপরি-নির্ম্মিতবশবর্ত্তিনঃ পরিনির্ম্মিতবশবর্ত্তিনশ্চেতি, সর্ব্বে সংকল্পসিদ্ধা অণিমাদ্যৈশ্বর্য্যোপপন্নাঃ কল্পায়ুষো বৃন্দারকা কামভোগিন ঔপপাদিক-দেহা উত্তমানুকূলাভিরপ্সরোভিঃ কৃতপরিবারাঃ। মহতি লোকে প্রাজাপত্যে পঞ্চবিধো দেবনিকায়ঃ কুমুদাঃ ঋভবঃ প্রতর্দনা অঞ্জনাভা প্রচিতাভা ইতি, এতে মহাভূতবশিনো ধ্যানাহারাঃ কল্পসহস্রায়ুষঃ। প্রথমে ব্রহ্মণো জনলোকে চতুর্বিধো দেবনিকায়ো ব্রহ্মপুরোহিতা ব্রহ্মকায়িকা ব্রহ্মমহাকায়িকা অমরা ইতি, এতে ভূতেন্দ্রিয়বশিনঃ। দ্বিতীয়ে তপসি লোকে ত্রিবিধো দেবনিকায়ঃ. অভাস্বরা মহাভাস্বরাঃ সত্যমহাভাস্বরা ইতি। এতে ভূতেন্দ্রিয়প্রকৃতিবশিনো দ্বিগুণদ্বিগুণো-ত্তরায়ুষঃ, সর্ব্বে ধ্যানাহারা ঊর্দ্ধরেতসঃ ঊর্দ্ধমপ্রতিহতজ্ঞানা অধর-ভূমিষ্বনাবৃতজ্ঞানবিষয়াঃ। তৃতীয়ে ব্রহ্মণঃ সত্যলোকে চত্বারো দেবনিকায়াঃ অচ্যুতাঃ শুদ্ধনিবাসাঃ সত্যাভাঃ সংজ্ঞাসংজ্ঞিনশ্চেতি। অকৃতভবনন্যাসাঃ স্বপ্রতিষ্ঠাঃ উপর্য্যুপরিস্থিতাঃ প্রধানবশিনো যাবৎ স্বর্গায়ুষঃ। তত্রাচ্যুতাঃ সবিতর্কধ্যানসুখাঃ, শুদ্ধনিবাসাঃ সবিচারধ্যান-সুখাঃ, সত্যাভা আনন্দমাত্রধ্যানসুখাঃ, সংজ্ঞাসংজ্ঞিনশ্চাস্মিতামাত্র-ধ্যানসুখাঃ, তেঽপি ত্রৈলোক্যমধ্যে প্রতিতিষ্ঠন্তি। ত এতে সপ্ত-লোকাঃ সর্ব্ব এব ব্রহ্মলোকাঃ। বিদেহপ্রকৃতিলয়াস্তু মোক্ষপদে বর্ত্তন্তে, ন লোকমধ্যে ন্যস্তা ইতি। এতদ্‌যোগিনা সাক্ষাৎকর্ত্তব্যম্ সূর্য্যদ্বারে সংযমং কৃত্বা, ততোঽন্যত্রাপি। এবন্তাবদভ্যসেৎ যাবদিদং সর্ব্বং দৃষ্টমিতি ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ। চতুর্দ্দশ ভুবনের প্রস্তার অর্থাৎ বিন্যাস (পরিমাণ) বলা যাইতেছে। সমস্ত লোকের অধোভাগে অবীচি নামে নরকস্থান আছে, সেই অবীচি হইতে সুমেরু পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত স্থানকে ভূলোক বলে। সুমেরু পৃষ্ঠ হইতে ধ্রুব নক্ষত্র পর্য্যন্ত গ্রহ নক্ষত্রাদি বেষ্টিত স্থান অন্তরিক্ষ (ভুবঃ) লোক, ইহার

পরে স্বর্গলোক পাঁচ প্রকার, ভূলোক ও ভুবর্লোক অপেক্ষা করিয়া মাহেন্দ্র-নামক স্বর্গলোক তৃতীয়, তদূর্দ্ধে মহৎ নামে প্রাজাপত্য চতুর্থলোক, তৎপরে ত্রিবিধ ব্রাহ্মলোক যথা জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক। এই সপ্তবিধ লোকের বিবরণ একটী সংগ্রহ শ্লোক দ্বারা বলা যাইতেছে, ব্রাহ্মলোক ত্রিভূমিক অর্থাৎ ত্রিবিধ, তন্নিয়ে মহান্ নামক প্রাজাপত্যলোক, মাহেন্দ্রলোক স্বঃ (স্বর্গ) বলিয়া কথিত, অন্তরিক্ষলোকে তারকা ও ভূলোকে প্রাণিগণ বাস করে। অবীচি স্থান হইতে ক্রমশঃ উর্দ্ধে পৃথিবী হইতে নিম্নে ছয়টী মহানরক স্থান আছে, ইহারা ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ ও অন্ধকারের আশ্রয়. ইহাদের নামান্তর যথা মহাকাল, অম্বরীশ, রৌরব, মহারৌরব, কালসূত্র ও অন্ধতামিস্র। যেখানে প্রাণিগণ স্বকীয় পাপের ফল তীব্র যাতনা অনুভব করিতে করিতে অতি কষ্টে দীর্ঘজীবন অতিবাহিত করে। ইহার নিম্নে সপ্ত পাতাল যথা, মহাতল, রসাতল, অতল, সুতল, বিতল, তলাতল ও পাতাল, এই সপ্ত-পাতাল অপেক্ষা অষ্টমী এই বসুমতী ভূমি সপ্তদ্বীপরূপা, এই সপ্তদ্বীপা মেদিনীর মধ্যস্থলে কাঞ্চনময় সুমেরু নামক পর্ব্বতরাজ আছে, সেই সুমেরুর যথাক্রমে পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরভাগে রজত, বৈদূর্য্য (কৃষ্ণ পীতবর্ণ মণি, পোথ্-রাজ), স্ফটিক ও হেমমণিময় চারিটী শৃঙ্গ আছে, তন্মধ্যে বৈদূর্য্য প্রভায় আকাশের দক্ষিণভাগ নীলপদ্ম দলের ন্যায় লক্ষিত হয়, রজত প্রভায় পূর্ব্বভাগ শ্বেতবর্ণ দেখায়, পশ্চিমভাগ স্ফটিক প্রভায় স্বচ্ছ নির্ম্মল দেখায়, উত্তরভাগ কুরুণ্ডক (পীতবর্ণ পুষ্প) পুষ্পের বর্ণের ন্যায় দেখায়। এই সুমেরুর দক্ষিণ পার্শ্বে জম্বু (জাম) বৃক্ষ আছে, যাহার নামে এই দ্বীপকে জম্বুদ্বীপ বলে। সুমেরুর চতুর্দ্দিকে সূর্য্য ভ্রমণ করে বলিয়া বোধ হয় রাত্রি ও দিন সর্ব্বদাই লাগিয়া রহিয়াছে, অর্থাৎ যখন যে ভাগে সূর্য্য থাকে সেই ভাগে দিন ও তাহার বিপরীত ভাগে রাত্রি হয়। সুমেরুর উত্তর ভাগে দ্বিসহস্র যোজন দীর্ঘ নীল শ্বেত শৃঙ্গ-বিশিষ্ট তিনটী পর্ব্বত আছে, ইহাদের অন্তরালে (মধ্যভাগে) রমণক, হিরণ্ময় ও উত্তরকুরু নামে নব নব যোজন সহস্র পরিমাণ তিনটী বর্ষ আছে। দক্ষিণ দিকে দ্বিসহস্র যোজন দীর্ঘে নিষধ, হেমকূট ও হিমশৈল নামে তিনটী পর্ব্বত আছে, তাহাদের মধ্যস্থানে নব নব যোজন সহস্র পরিমাণ হরিবর্ষ, কিম্পুরুষ ও ভারতনামে তিনটী বর্ষ আছে। পূর্ব্বদিকে মাল্যবান্ পর্ব্বত পর্য্যন্ত ভদ্রাশ্বনামে

দেশ আছে। পশ্চিমদিকে গন্ধমাদন পর্ব্বত পর্য্যন্ত কেতুমাল দেশ, এই দুই দেশকে ভদ্রাশ্ব এবং কেতুমাল বর্ষও বলে। মধ্যস্থানে ইলাবৃত বর্ষ। এই শত সহস্র যোজনপরিমিত স্থানের ঠিক্ মধ্য স্থানে সুমেরু থাকায় প্রত্যেক পার্শ্বে পঞ্চাশৎ সহস্র যোজন পরিমাণে এই জম্বূদ্বীপের পরিমাণ শতসহস্র যোজন দীর্ঘ, ইহার দ্বিগুণ পরিমাণ লবণ সমুদ্র দ্বারা বলয় (গোল) আকারে বেষ্টিত রহিয়াছে। জম্বু, শাক, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাল্মল, মগধ ও পুষ্কর এই সপ্তদ্বীপ যথোত্তর দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থাৎ জম্বূদ্বীপের দ্বিগুণ পরিমাণ শাকদ্বীপ ইত্যাদিরূপে পরিমাণ বুঝিতে হইবে। লবণ, ইক্ষু রস, সুরা, সর্পিঃ (ঘৃত), দধিমণ্ড, ক্ষীর (দুগ্ধ) ও জল এই সপ্ত সমুদ্র সর্ষপরাশির ন্যায় বিশেষ উন্নতও নয় নিতান্ত নিম্নও নয়। সুন্দর পর্ব্বতমালা সমুদ্রগণের অবতংস (শিরোভূষা) স্বরূপ। উক্ত সপ্তদ্বীপ উক্ত সপ্ত সমুদ্র দ্বারা যথাক্রমে বেষ্টিত, সমুদ্রগণ স্ব স্ব দ্বীপের (যে যাহাকে বেষ্টন করিয়াছে) দ্বিগুণ পরিমাণ। সপ্ত সমুদ্র পরিবেষ্টিত এই সপ্তদ্বীপ গোল আকারে অবস্থিত। ইহা চতুর্দ্দশ ভুবনের বহিঃস্থিত লোকালোক পর্ব্বত দ্বারা বেষ্টিত। সপ্ত সমুদ্র সহিত সপ্ত দ্বীপ বসুমতীর পরিমাণ পঞ্চাশ কোটি যোজন। উল্লিখিত ভূলোক ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে অসঙ্কীর্ণভাবে সংক্ষিপ্ত রহিয়াছে। যাহার মধ্যে এই সমস্ত ভুবন অন্তর্নিহিত আছে, ধারণার অতীত অতি বৃহৎ সেই ব্রহ্মাণ্ডও প্রধানের (প্রকৃতির) একটী ক্ষুদ্র অবয়ব, যেমন আকাশে খদ্যোত (জোনাকি) অবস্থান করে, তদ্রূপ প্রকৃতির মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড আছে। উক্ত সপ্ত লোকের মধ্যে যে লোকে যে জাতীয় জীব বাস করে তাহা বিশেষ করিয়া বলা যাইতেছে, ভূলোকের মধ্যে, পাতালে ও সমুদ্র পর্ব্বত প্রভৃতি স্থানে দেবজাতীয় ও অসুর, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, কিম্পুরুষ, যক্ষ, রাক্ষস, ভূত, প্রেত, পিশাচ, অপস্মারক, অপ্সরঃ ব্রহ্মরাক্ষস, কুষ্মাণ্ড ও বিনায়কগণ বাস করে। সমস্ত দ্বীপেই দেবগণ ও মনুষ্যগণ ইহারা পুণ্যাত্মা অর্থাৎ পুণ্যফলে দেবতা ও মানবজন্ম লাভ হয়। দেবগণের উদ্যানভূমি (বিহার স্থান) সুমেরু পর্ব্বত, উহাতে মিশ্রবন, নন্দন, চৈত্ররথ, ও সুমানস নামক চারিটী উদ্যান আছে। দেবগণের সভার নাম সুধর্ম্মা, পুরের নাম সুদর্শন, প্রাসাদের নাম বৈজয়ন্ত। ভুবর্লোকে (অন্তরিক্ষ লোকে) সূর্য্যাদি গ্রহগণ, অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্রগণ ও ইতর অল্প জ্যোতিঃ তারা সকল ধ্রুব নক্ষত্রে বায়ুরূপ রজ্জু দ্বারা বদ্ধ হইয়া বায়ুর সঞ্চালনে নিয়ত

গতিতে সুমেরুর উপরিভাগে নিয়তরূপে স্থিত থাকিয়া অনবরত ঘুরিতেছে। তৃতীয় স্বর্লোকে (মহেন্দ্রলোকে) ছয়টী দেবজাতীয় জীব আছে, যথা ত্রিদশ, অগ্নিষ্বাত, যাম্য, তুষিত, অপরিনির্ম্মিত বশবর্ত্তী ও পরিনির্ম্মিত বশবর্ত্তী, সকলেই সঙ্কল্পসিদ্ধ, অর্থাৎ ইচ্ছানুসারেই উপভোগ করিতে সক্ষম, অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যযুক্ত কল্প অর্থাৎ চতুর্যুগ সহস্র বৎসর রূপ ব্রহ্মার দিন পরিমাণ ইহাদের আয়ুঃকাল। বৃন্দারক (পূজ্য) কামভোগী (মৈথুনপ্রিয়) ইহারা ঔপপাদিক দেহ অর্থাৎ পিতামাতার শুক্রশোণিত ব্যতিরেকে উৎকট পুণ্যফলে দিব্য শরীরধারী। ইহারা সর্ব্বদা সুন্দরী অপ্সরার সহিত বিহার করেন। প্রাজাপত্য মহৎ (মহর্লোক) লোকে কুমুদ, ঋভব, প্রতর্দ্দন, অঞ্জনাভ ও প্রচিতাভ এই পাঁচ প্রকার দেবজাতিবিশেষ বাস করেন। মহাভূত সকল ইহাদের বশীভূত অর্থাৎ ইহাদের অভিলাষ অনুসারে মহাভূতের পরিণাম হয়। ইহারা ধ্যানাহার, ধ্যানমাত্রেই পরিতৃপ্ত, কল্পসহস্র ইহাদের আয়ুঃ। ব্রহ্মার তিনটী (জন, তপঃ, সত্য) লোকের মধ্যে প্রথম জনলোকে চারি প্রকার দেবজাতি বাস করে, ব্রহ্মপুরোহিত, ব্রহ্মকায়িক, ব্রহ্মমহাকায়িক ও অমর, ইহারা ভূত ও ইন্দ্রিয়ের প্রভু অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দেবগণ কেবল ক্ষিত্যাদি ভূতের পরিচালক, ইহারা ভূত ও ইন্দ্রিয় উভয়ের নিয়ামক। অভাস্বর, মহাভাস্বর ও সত্যমহাভাস্বর নামে ত্রিবিধ দেবজাতির বাস; ভূত, ইন্দ্রিয় ও প্রকৃতি ইহাদের অধীন, ইহাদের ইচ্ছামত প্রকৃতিরও পরিণাম হয়, ইহারা যথোত্তর দ্বিগুণ আয়ুঃ অর্থাৎ অভাস্বর দেবগণের দ্বিগুণ আয়ুঃ মহাভাস্বর, তাহার দ্বিগুণ আয়ুঃ সত্যমহাভাস্বর ইত্যাদি। সকলেই ধ্যানমাত্রে পরিতৃপ্ত, ঊর্দ্ধরেতঃ, ইহাদের বীর্য্যস্খলন হয় না, ঊর্দ্ধে অর্থাৎ সত্যলোকেও ইহাদের জ্ঞানের অবিষয় নাই, অধরভূমিতে অর্থাৎ অবীচি হইতে সমস্ত লোকেই ইহাদের জ্ঞান অপ্রতিহত। তৃতীয় ব্রহ্মলোকে (সত্যলোকে) চারি প্রকার দেবতার বাস, অচ্যুত, শুদ্ধনিবাস, সত্যাভ ও সংজ্ঞাসংজ্ঞী। ইহাদের গৃহবিন্যাস নাই, সুতরাং স্বপ্রতিষ্ঠ অর্থাৎ নিজেই নিজের আশ্রয়। অচ্যুত দেবগণের উপরি শুদ্ধ নিবাস দেবগণের বাসস্থান, এইরূপে যথোত্তর ঊর্দ্ধে ঊর্দ্ধে বাসস্থান বুঝিতে হইবে। ইহারা সকলেই প্রধান চালনায় সমর্থ, ইহাদের আয়ুঃকাল সৃষ্টিকালের সমান, সৃষ্টির বিনাশ মহাপ্রলয়ের সময় ইহাদের নাশ হয়। অচ্যুতগণ সবিতর্ক ধ্যানে

পরিতৃপ্ত, শুদ্ধনিবাসগণ সবিচার ধ্যানে রত, সত্যাভগণ সানন্দমাত্র ধ্যানে সুখী ও সংজ্ঞাসংজ্ঞিগণ অস্মিতামাত্র ধ্যানে নিরত। ইহারাও ত্রৈলোক্য অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে বাস করেন। এই সপ্তলোক বলা হইল, সকলকেই ব্রহ্মলোক বলা যাইতে পারে, কারণ ব্রহ্মার (হিরণ্যগর্ভের) লিঙ্গ দেহ দ্বারা সমস্তই পরিব্যাপ্ত। উপরোক্ত সকলেই সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে নিরত। বিদেহ ও প্রকৃতিলয় যোগিগণ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি দ্বারা সিদ্ধ, তাঁহারা মোক্ষপদে অবস্থিত, ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে বাস করেন না। সূত্রের সূর্য্য শব্দের অর্থ সূর্য্যদ্বার সুষুম্নানাড়ী, তাহাতে সংযম করিয়া যোগিগণ পূর্ব্বোক্ত ভুবনজ্ঞান লাভ করেন; কেবল সূর্য্যদ্বার বলিয়া কথা নাই যোগাচার্য্য প্রদর্শিত অন্য স্থানে সমাধি করিলেও হয়। সমস্ত ভুবনের জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত সংযম অভ্যাস পরিত্যাগ করিবে না। সূর্য্যদ্বার ও অন্য বিষয়ে সংযমের বিশেষ এই, সূর্য্যদ্বারে সংযম করিলে সমস্ত ভুবনের জ্ঞান হয়, অন্যত্র সেইটুকুর মাত্র জ্ঞান হয়॥ ২৬॥

মন্তব্য। ভাষ্যে যে ভুবনের বিবরণ প্রদর্শিত হইয়াছে, উহা পুরাণসম্মত, জ্যোতিঃ শাস্ত্রের সহিত উহার ঐক্য হয় না। এই মতে পৃথিবী অচলা, অন্তরিক্ষে রাশি চক্রে সূর্য্যাদি গ্রহগণ পরিভ্রমণ করিতেছে, পৃথিবীর নিম্নে অনন্তদেব কূর্ম্ম প্রভৃতি অবস্থান করে, তাঁহারা নিরালম্বে থাকিয়া ধরা ধারণ করিতেছেন। সপ্ত পাতালের উপরি অবীচি নামক নরকভূমি, তাহার ঊর্দ্ধে ভূরাদি সপ্তলোক, ভূর্লোকের (পৃথিবীর) ঠিক্ মধ্যস্থানে সুমেরু পর্ব্বত, উহা সমস্ত বর্ষেরই উত্তরে স্থিত "সর্ব্বেষামেব বর্ষাণাং মেরুরুত্তরতঃ স্থিতঃ," ইহার কারণ সূর্য্য সুমেরুর চতুর্দ্দিকে দক্ষিণাবর্ত্তে ভ্রমণ করে, যেস্থানে প্রথমে সূর্য্যোদয় দৃষ্ট হয় সেইটা পূর্ব্বদিক, এই ভাবে যেমন যেমন সূর্য্য ঘুরিয়া আসে, সূর্য্যের প্রথম দৃষ্টি অনুসারে সুমেরুও সেই ভাবে সকল বর্ষের উত্তর হয়, বর্ষগুলি সুমেরুর চারি দিকে অবস্থিত। সুমেরুর যে পার্শ্ব সূর্য্যকিরণে সমুদ্ভাসিত হয়, তাহা দিন, উহার বিপরীত ভাগ রাত্রি। সুমেরুর উপরি ভাগে শূন্যে সূর্য্য ভ্রমণ করে, তথাপি যেরূপ বৃক্ষের ছায়া পড়ে, তদ্রূপ সুমেরুর ছায়া পড়ায় রাত্রি হয়। অন্তরিক্ষ লোকে (ভূবর্লোকে) ধ্রুবনামক একটী স্থির নক্ষত্র আছে, গ্রহনক্ষত্রগণ উহাতে লম্বমানরূপে থাকিয়া আপন আপন কক্ষে ভ্রমণ করে, যেমন কৃষকগণ মেটি কাষ্ঠে (মেই কাঠে) বদ্ধ রাখিয়া

ক্রমশঃ এক শৃঙ্খলে ৪।৫টী গরু বাঁধিয়া অনবরত ঘুরাইয়া পল (বিছালী) হইতে ধান্য পৃথক্ করে (ধানমলে), তদ্রূপ ধ্রুবনক্ষত্রে আবদ্ধ থাকিয়া বায়ুরূপ কৃষক কর্তৃক পরিচালিত গ্রহনক্ষত্রগণ পরিভ্রমণ করিতেছে। ইহার বিশেষ বিবরণ ভাগবত বিষ্ণুপুরাণাদিতে আছে ॥ ২৬ ॥

সূত্র। চন্দ্রে তারাব্যূহজ্ঞানম্ ॥ ২৭ ॥

ভাষ্য। চন্দ্রে সংযমং কৃত্বা তারাব্যূহং বিজানীয়াৎ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ। চন্দ্রমণ্ডলে সংযম করিলে তারাগণের ব্যূহের (সন্নিবেশের) জ্ঞান হয় ॥ ২৭ ॥

মন্তব্য। সূর্য্যের আলোকে তারাগণ অভিভূত থাকায় সূর্য্যে সংযম দ্বারা তারাগণের বিশেষ জ্ঞান হইতে পারে না, তাই পৃথক্ ভাবে সংযমের কথা বলা হইয়াছে, নতুবা ভুবনের অন্তর্গত তারাগণের জ্ঞান পূর্ব্বসূত্রোক্ত সূর্য্য-সংযম দ্বারাই হইতে পারিত ॥ ২৭ ॥

সূত্র। ধ্রুবে তদ্গতিজ্ঞানম্ ॥ ২৮ ॥

ভাষ্য। ততো ধ্রুবে সংযমং কৃত্বা তারাণাং গতিং জানীয়াৎ। ঊর্দ্ধবিমানেষু কৃতসংযমস্তানি জানীয়াৎ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ। তারকাগণের স্বরূপজ্ঞানের অনন্তর ধ্রুবনামক স্থির নক্ষত্র প্রধানে সংযম করিলে তারাগণের গতি জানা যায়, এই তারাটী এই কালে এই রাশিতে এই নক্ষত্রের সহিত গমন করে তাহা বিশেষ করিয়া জানিতে পারা যায়। এইরূপে ঊর্দ্ধবিমান অর্থাৎ আদিত্যাদি রথে সংযম করিলে সেই সমস্ত বিষয় জানিতে পারা যায় ॥ ২৮ ॥

মন্তব্য। ঊর্দ্ধবিমানাদির কথা সূত্রে নাই, উহা যোগশাস্ত্রান্তরের কথা, ভাষ্যকার অনুক্ত-পূরণ করিয়াছেন ॥ ২৮ ॥

সূত্র। নাভিচক্রে কায়ব্যূহজ্ঞানম্ ॥ ২৯ ॥

ভাষ্য। নাভিচক্রে সংযমং কৃত্বা কায়ব্যূহং বিজানীয়াৎ।

বাতপিত্তশ্লেষ্মাণস্ত্রয়ো দোষাঃ সন্তি, ধাতবঃ সপ্ত ত্বগ্‌লোহিত-মাংস-স্নায়্বস্থিমজ্জা-শুক্রাণি, পূর্ব্বং পূর্ব্বমেষাং বাহ্যমিতি বিন্যাসঃ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ। বাহ্য সিদ্ধি পূর্ব্বে বলা হইয়াছে; সম্প্রতি আধ্যাত্মিক সিদ্ধি বলা যাইতেছে। শরীরের ঠিক মধ্যস্থানে নাভিচক্রে সংযম করিলে কায়ব্যূহ অর্থাৎ দেহান্তর্গত সমস্ত পদার্থের সম্যক্ জ্ঞান হয়। বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই তিনটী দোষ, সপ্তধাতু যথা ত্বক্ (রস), লোহিত, মাংস, স্নায়ু (মেদ) অস্থি, মজ্জা ও শুক্র (রেতঃ), ইহাদের পূর্ব্ব-পূর্ব্বটী উত্তর উত্তরটীর বাহ্য অর্থাৎ কারণ, রস হইতে রক্ত জন্মে, রক্ত হইতে মাংস জন্মে এইরূপে সপ্তধাতুর উৎপত্তি হয়, ভুক্তদ্রব্য প্রথমতঃ রসরূপে পরিণত হয়, উহা হইতে ক্রমশঃ রক্তাদির উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

মন্তব্য। আধার ও লিঙ্গচক্রের উপরিভাগে দশদল নাভিচক্র প্রথমেই উৎপন্ন হয়, উহার ঊর্দ্ধ ও অধোভাগে অন্যান্য শরীরাবয়ব হইয়া সমস্ত শরীর জন্মে। চক্রসমুদায়ের বিশেষ বিবরণ ষট্‌চক্র গ্রন্থে আছে। আয়ুর্ব্বেদ শারীর-স্থানে শরীরের বিশেষ বিবরণ আছে।

ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণনা আছে, আমাদের ভুক্ত-দ্রব্য তিন ভাগে বিভক্ত হয়, উৎকৃষ্ট অংশে সূক্ষ্মশরীর পুষ্ট হয়, মধ্যম অংশে স্থূলদেহের উপচয় হয়, নিকৃষ্টভাগে মলমূত্রাদি জন্মে। মধ্যম অংশ প্রথমতঃ রস, রস হইতে রুধির এইভাবে শুক্রপর্য্যন্ত পরিণত হয়। এই কারণেই গীতাপ্রভৃতি স্থানে ত্রিবিধ আহারের উল্লেখ আছে ॥ ২৯ ॥

সূত্র। কণ্ঠকূপে ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তিঃ ॥ ৩০ ॥

ভাষ্য। জিহ্বায়া অধস্তাৎ তন্তুঃ, ততোঽধস্তাৎ কূপঃ, তত্র-সংযমাৎ ক্ষুৎপিপাসে ন বাধেতে ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ। জিহ্বার নিম্নে তন্তু, (কণ্ঠশিরা), তাহার নিম্নে কণ্ঠ (তন্তু-মূল হইতে বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত), তাহার নিম্নে যে কূপাকার স্থান আছে তাহাতে সংযম করিলে ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে না ॥ ৩০ ॥

মন্তব্য। রামায়ণের বর্ণনা, বনবাসকালে লক্ষ্মণ চতুর্দ্দশ বৎসর পান ভোজন

করেন নাই, বিশ্বামিত্র-ঋষি, রামলক্ষ্মণকে জয়া-বিজয়া নামক বিদ্যাপ্রদান করেন, তাহাতে ক্ষুধা তৃষ্ণা হয় না। এই বিদ্যা উক্ত কণ্ঠকূপে সংযমসিদ্ধি ভিন্ন আর কিছুই নহে। অধিক দিনের কথা নহে, প্রাচীন লোক অনেকেই জানেন, কলিকাতা খিদিরপুরের ভূকৈলাসের রাজারা অরণ্য হইতে একটা যোগীকে ধরিয়া আনেন, যোগীর পান আহার নাই, নিশ্চেষ্ট এবং সমাধি-নিরত, নানারূপ কঠোর প্রয়োগে উহাঁর ধ্যান ভঙ্গ হয় এবং অবশেষে মরিয়া যায়।

সূত্রের লিখিত কূপাকার স্থানে প্রাণবায়ুর সংযোগে ক্ষুৎপিপাসা বোধ হয়, সমাধি দ্বারা প্রাণবায়ু যাহাতে উক্তস্থানে যাইতে না পারে এরূপ করিতে পারিলে আর ক্ষুধা তৃষ্ণা হয় না। যোগগুরুর উপদেশে উক্ত সিদ্ধি হইতে পারে, শাস্ত্রে ও তাদৃশ গুরুবাক্যে বিশ্বাস আবশ্যক ॥ ৩০ ॥

সূত্র। কূর্ম্মনাড্যাং স্থৈর্য্যম্ ॥ ৩১ ॥

ভাষ্য। কূপাদধ উরসি কূর্ম্মাকারা নাড়ী, তস্যাং কৃতসংযমঃ স্থিরপদং লভতে, যথা সর্পো গোধাবেতি ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ। উক্ত কূপাকার স্থানের নিম্নে বক্ষঃস্থলে কূর্ম্ম আকারে যে নাড়ী আছে, তাহাতে সংযম করিলে চিত্ত স্থির হয়, যেমন সর্প গোধা প্রভৃতি কুণ্ডলিত হইয়া থাকে তদ্রূপ ॥ ৩১ ॥

মন্তব্য। কুণ্ডলিত সর্পের ন্যায় অবস্থান করে বলিয়া বক্ষঃস্থলকে কূর্ম্ম-নাড়ী বলে ॥ ৩১ ॥

সূত্র। মূর্দ্ধজ্যোতিষি সিদ্ধদর্শনম্ ॥ ৩২ ॥

ভাষ্য। শিরঃ কপালেঽন্তশ্ছিদ্রং প্রভাস্বরং জ্যোতিঃ, তত্র সংযমাৎ সিদ্ধানাং দ্যাবাপৃথিব্যোরন্তরালচারিণাং দর্শনম্ ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ। শিরঃ কপালে অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রস্থানে যে প্রভাস্বর জ্যোতিঃ সত্ত্ব-প্রকাশ আছে, তাহাতে সংযম করিলে অন্তরিক্ষবাসী সিদ্ধগণের দর্শন হয় ॥ ৩২ ॥

মন্তব্য। হৃদয়স্থানস্থিত চিত্তরূপ মণির প্রভা সুষুম্না নাড়ী সহকারে ব্রহ্মরন্ধ্রে সম্পিণ্ডিতভাবে থাকে, উহাতে সংযম করিতে হয় ॥ ৩২ ॥

সূত্র। প্রাতিভাৎ বা সর্ব্বম্ ॥ ৩৩ ॥

ভাষ্য। প্রাতিভং নাম তারকং, তদ্বিবেকজস্য জ্ঞানস্য পূর্ব্বরূপং যথোদয়ে প্রভা ভাস্করস্য, তেন বা সর্ব্বমেব জানাতি যোগী প্রাতিভস্য জ্ঞানস্যোৎপত্তাবিতি ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ। প্রতিভা (উহ, তর্ক), হইতে উৎপন্ন অর্থাৎ উপদেশ ব্যতিরেকে স্বভাবতঃ জায়মান জ্ঞানকে প্রাতিভ বলে, ঐ জ্ঞান প্রসংখ্যান জ্ঞানকে উৎপাদন করে বলিয়া সংসার হইতে তরণ করায়; অতএব উহাকে তারক বলে। সূর্য্যো-দয়ের পূর্ব্বরূপ প্রভার (অরুণোদয়ের) ন্যায় উহা বিবেকজ জ্ঞানের পূর্ব্বরূপ, এই প্রাতিভজ্ঞানের উৎপত্তিতেই যোগিগণ সমস্ত বিষয় জানিতে পারেন ॥ ৩৩ ॥

মন্তব্য। "তারকং সর্ব্ববিষয়ং" এই আগামী সূত্রে যদিচ বিবেকজ্ঞানকেই তারক বলা হইয়াছে, তথাপি তাহার কারণ বলিয়া প্রাতিভজ্ঞানকেও তারক বলা যায়। "উৎপত্তৌ" এই সপ্তমী বিভক্তি দ্বারা প্রকাশ হইয়াছে যে উহাতে অন্য উপায়ের আবশ্যক নাই। সংযমসিদ্ধির প্রকরণে অন্যবিধ সিদ্ধির কথা বলা হয় নাই, কারণ, "ক্ষণতৎক্রময়োঃ সংযমাৎ বিবেকজং জ্ঞানম্" এই সূত্রে সংযমের ফল বিবেকজজ্ঞান বলা হইবে, সুতরাং তাহার পূর্ব্বরূপ প্রাতিভ-জ্ঞানও সংযমসাধ্য বুঝিতে হইবে ॥ ৩৩ ॥

সূত্র। হৃদয়ে চিত্তসংবিদ্ ॥ ৩৪ ॥

ভাষ্য। যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম, তত্র বিজ্ঞানং তস্মিন্ সংযমাৎ চিত্তসংবিৎ ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ। এই যে ব্রহ্মপুর (আত্মার গৃহ) শরীর, ইহাতে গর্ত্তের আকার ক্ষুদ্র অধোমুখ হৃৎপদ্ম স্থান আছে, ইহা বেশ্ম অর্থাৎ চিত্তের আলয়, ইহাতে সংযম করিলে (সংস্কার রহিত) চিত্তজ্ঞান জন্মে ॥ ৩৪ ॥

মন্তব্য। চিত্তের স্থান মস্তক কি হৃদয়, এ বিষয়ে অনেকের মতভেদ আছে, পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মতে মস্তকই চিত্তের স্থান। পাতঞ্জলমতে চিত্তস্থান হৃদয়, এস্থান হইতে মস্তকে ব্রহ্মরন্ধ্রে চিত্ত-সত্ত্বের প্রভা বিকীর্ণ

হয়, তাহাতেই জ্ঞান জন্মে। উপাসকগণ হৃৎপদ্মকেই আরাধ্যদেবের রত্নসিংহাসনরূপে প্রদান করিয়াছেন, "হৃৎপদ্মমাসনং দদ্যাৎ" এইরূপে মানসপূজার বিধান আছে। ২৭ সূত্র হইতে ৩৪ সূত্র পর্য্যন্ত সুগম বিবেচনায় ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য্য পৃথক্‌রূপে করা হইল না ॥ ৩৪ ॥

সূত্র। সত্ত্বপুরুষয়ো রত্যন্তাসঙ্কীর্ণয়োঃ প্রত্যয়াবিশেষো ভোগঃ পরার্থত্বাৎ স্বার্থসংযমাৎ পুরুষজ্ঞানম্ ॥৩৫॥

ব্যাখ্যা। অত্যন্তাসঙ্কীর্ণয়োঃ (অত্যন্তভিন্নয়োঃ) সত্ত্বপুরুষয়োঃ (বুদ্ধিচিৎশক্ত্যোঃ) প্রত্যয়াবিশেষঃ (বিবেকাগ্রহঃ) ভোগঃ (বিষয়ানুভবঃ, স চ দৃশ্যঃ) পরার্থত্বাৎ (পরপ্রয়োজননিষ্পাদকত্বাৎ, চিত্তস্য ইতি শেষঃ), স্বার্থসংযমাৎ (চিতিমাত্ররূপে সংযমাৎ, পুরুষজ্ঞানং (আত্মসাক্ষাৎকারঃ ভবতীতি শেষঃ) ॥৩৫॥

তাৎপর্য্য। পরিণামিত্ব অপরিণামিত্বাদি বিভিন্ন ধর্ম্ম বশতঃ বুদ্ধি ও পুরুষ সঙ্কীর্ণ অর্থাৎ তুল্য নহে, তথাপি বৃত্তি সারূপ্য নিবন্ধন সুখদুঃখাদির ভোগ অর্থাৎ চিত্তের ধর্ম্ম পুরুষে আরোপ হয়, কারণ বুদ্ধি ও তাহার বৃত্তি পরার্থ অর্থাৎ পুরুষের নিমিত্ত, যে বস্তু পরার্থ নহে কেবল চৈতন্যস্বরূপ সেই পুরুষে সংযম করিলে আত্মজ্ঞান হয় ॥ ৩৫ ॥

ভাষ্য। বুদ্ধিসত্ত্বং প্রখ্যাশীলং সমানসত্ত্বোপনিবন্ধনে রজস্তমসী বশীকৃত্য সত্ত্বপুরুষান্যতা প্রত্যয়েন পরিণতং তস্মাচ্চ সত্ত্বাৎ পরিণামিণোঽত্যন্ত বিধর্ম্মা শুদ্ধোঽন্যশ্চিতিমাত্ররূপঃ পুরুষঃ, তয়োরত্যন্তাসঙ্কীর্ণয়োঃ প্রত্যয়াবিশেষো ভোগঃ পুরুষস্য দর্শিতবিষয়ত্বাৎ, স ভোগপ্রত্যয়ঃ সত্ত্বস্য পরার্থত্বাদ্ দৃশ্যঃ, যস্তু তস্মাদ্বিশিষ্টশ্চিতিমাত্ররূপোঽন্যঃ পৌরুষেয়ঃ প্রত্যয়স্তত্র সংযমাৎ পুরুষবিষয়া প্রজ্ঞা জায়তে নচ পুরুষপ্রত্যয়েন বুদ্ধিসত্ত্বাত্মনা পুরুষো দৃশ্যতে, পুরুষ এব প্রত্যয়ং স্বাত্মাবলম্বনং পশ্যতি, তথাহ্যুক্তং "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদ্" ইতি ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ। প্রখ্যাশীল (বিষয়প্রকাশস্বভাব) বুদ্ধিসত্ত্ব (চিত্ত) তুল্যভাবে সত্ত্বগুণের সহিত নিয়তসম্বন্ধ রজঃ ও তমোগুণকে অভিভব করিয়া বুদ্ধি ও

পুরুষের অন্যতা ভেদ) জ্ঞানরূপে পরিণত হয়, তাদৃশ অতিস্বচ্ছ চিত্তসত্ত্ব হইতেও পুরুষ ভিন্ন, কারণ, সত্ত্বগুণ পরিণামী, পুরুষ পরিশুদ্ধ পরিণামবিরহিত, অত্যন্ত বিভিন্ন সেই চিত্তসত্ত্ব ও পুরুষের প্রত্যয়াবিশেষ অর্থাৎ বৃত্তিসারূপ্য বশতঃ সুখদুঃখাদির পুরুষে আরোপের নাম ভোগ, ঐ ভোগের কারণ পুরুষ দর্শিত-বিষয় অর্থাৎ চিত্ত সমস্ত বিষয়কে পুরুষের উদ্দেশে দেখায়। চিত্তসত্ত্ব পরার্থ অর্থাৎ পরপুরুষের প্রয়োজন সম্পাদন করে বলিয়া তাহার উক্ত ভোগও পরার্থ, সুতরাং দৃশ্য (পুরুষের জ্ঞেয়), যেটী উক্ত ভোগ (জন্যজ্ঞান, বৃত্তি, ব্যবসায়) হইতে পৃথক্, কেবল চৈতন্যরূপ পৌরুষেয় জ্ঞান (অনুব্যবসায়), অর্থাৎ শুদ্ধপুরুষস্বরূপের বোধ তাহাতে সংযম করিলে পুরুষ-বিষয়জ্ঞান (আত্ম-সাক্ষাৎকার) হয়। পুরুষাকারে চিত্তবৃত্তি দ্বারা পরিশুদ্ধপুরুষের বোধ হয় না, কারণ জড়ের (চিত্ত-বৃত্তির) দ্বারা চৈতন্য প্রকাশ হয় না, চৈতন্য দ্বারাই জড়ের প্রকাশ হইয়া থাকে। পুরুষই নিজের আলম্বন প্রত্যয়কে (চিত্তবৃত্তিকে) প্রকাশ করে, এই নিমিত্তই উক্ত হইয়াছে "বিজ্ঞাতা পুরুষকে কোন্ করণ দ্বারা জানিতে পারে ? এমন কোনও জড়বস্তু নাই যে পুরুষকে প্রকাশ করিতে পারে ॥ ৩৫ ॥

মন্তব্য। এই সূত্রের গূঢ় মর্ম্ম প্রথম পাদে "বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র" ইত্যাদি স্থানে বিশেষরূপে প্রকাশ করা হইয়াছে। পুরুষের জ্ঞান কিরূপে হইতে পারে, আপনার জ্ঞান আপনি হয় না, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এক জন হইতে পারে না, এই প্রশ্নের উত্তর এই, যেমন দর্পণে প্রতিবিম্বিত পুরুষকে পুরুষ নিজেই দেখিতে পায়, তদ্রূপ বুদ্ধিদর্পণে প্রতিবিম্বিত পুরুষকে পুরুষ নিজেই দেখিতে পারে। যে ভাবে চিত্তবৃত্তি ঘটপটাদিকে প্রকাশ করে পুরুষকে সে ভাবে পারে না, কারণ জড় দ্বারা চৈতন্যের প্রকাশ হয় না। চিত্তবৃত্তিতে পুরুষের প্রতিবিম্ব হয়, বৃত্তি ত্যাগ করিয়া কেবল শুদ্ধ সেই প্রতিবিম্বে সংযম করাই পুরুষজ্ঞানের (আত্মসাক্ষাৎকারের) অসাধারণ কারণ ॥ ৩৫ ॥

সূত্র। ততঃপ্রাতিভশ্রাবণবেদনাদর্শাস্বাদবার্ত্তা জায়ন্তে॥৩৬॥

ব্যাখ্যা। ততঃ (পূর্ব্বোক্তাৎ স্বার্থসংযমাৎ চিরমভ্যস্যমানাৎ) প্রাতি-ভেত্যাদি ব্যুত্থানকালেঽপি প্রাতিভাদি শক্তয়ো ভবন্তীত্যর্থঃ ;॥ ৩৬ ॥

তাৎপর্য্য। স্বার্থে সংযম আরম্ভ করিয়া আত্মজ্ঞান হওয়া পর্য্যন্ত যোগীর ব্যুত্থানকালেও প্রাতিভাদি নামক অলৌকিক সিদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

ভাষ্য। প্রাতিভাৎ সূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টাতীতানাগতজ্ঞানং, শ্রাবণাৎ দিব্যশব্দশ্রবণং, বেদনাৎ দিব্যস্পর্শাধিগমঃ, আদর্শাৎ দিব্য-রূপসংবিৎ, আস্বাদাৎ দিব্যরসসংবিৎ, বার্ত্তাতো দিব্যগন্ধবিজ্ঞানং, ইত্যেতানি নিত্যং জায়ন্তে ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ। প্রাতিভশব্দে চিত্তের সামর্থ্য বিশেষ বুঝায়, উহা দ্বারা সূক্ষ্ম, ব্যবহিত, দূরবর্ত্তী, অতীত ও ভবিষ্যৎ বিষয়ের জ্ঞান হয়। শ্রাবণ শক্তি দ্বারা দিব্য শব্দের শ্রবণ হয়। বেদন (ত্বক্ ইন্দ্রিয়ের শক্তিবিশেষ) হইতে দিব্য স্পর্শের বোধ হয়। আদর্শ (চক্ষুর শক্তিবিশেষ) হইতে দিব্য রূপের বোধ হয়। আস্বাদ (রসনাশক্তি) হইতে দিব্য রসজ্ঞান ও বার্ত্তা (ঘ্রাণের শক্তি) হইতে দিব্য গন্ধের জ্ঞান হয়। উক্ত শক্তি সমুদায় সর্ব্বদাই হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

মন্তব্য। সূত্রের "ততঃ" শব্দের অর্থ বিজ্ঞান ভিক্ষুর মতে পুরুষজ্ঞান, বাচস্পতির মতে স্বার্থসংযম, বাচস্পতির মতই সমীচীন বোধ হয় ॥ ৩৬ ॥

সূত্র। তে সমাধাবুপসর্গা ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

ভাষ্য। তে প্রাতিভাদয়ঃ সমাহিতচিত্তস্যোৎপদ্যমানা উপসর্গাঃ তদ্দর্শনপ্রত্যনীকত্বাৎ, ব্যুত্থিতচিত্তস্যোৎপদ্যমানাঃ সিদ্ধয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ। সমাহিতচিত্ত যোগীর পক্ষে প্রাতিভ প্রভৃতি সিদ্ধি সকল জন্মিলে উপসর্গ অর্থাৎ অনিষ্ট বলিয়া বোধ হয়, কারণ, উহারা আত্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধক, ব্যুত্থিতচিত্ত অর্থাৎ সমাধি রহিতের পক্ষে উৎপন্ন হইলে সিদ্ধি বলিয়া পরিগণিত হয় ॥ ৩৭ ॥

মন্তব্য। নিঃস্ব ব্যক্তি যৎসামান্য অর্থকেও অধিক বলিয়া বোধ করে, কোটি পতি সহস্র মুদ্রাকেও তুচ্ছ বোধ করে। চিত্তবৃত্তির বৈষম্যেই ভাল মন্দ বোধ হয়, উহা বিষয়ের ধর্ম্ম নহে, চিত্তেরই ধর্ম্ম, অর্থাৎ বিষয় সকল স্বভাবতঃ মূল্যবান্ বা সুলভ নহে, চিত্তের আসক্তি যে বিষয়ে যতদূর প্রবল হয়, তাহারই মূল্য তত অধিক। বাহিরের পদার্থকে চিত্ত মধ্যে নিবিষ্ট করিয়া একরূপ

অলৌকিক অথবা নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া স্থির করা হয়। পঞ্চদশী গ্রন্থে ঈশ্বর ও জীব স্বষ্ট দ্বিবিধ পদার্থের উল্লেখ করিয়া জীবসৃষ্টকেই (অন্তর্জগৎকেই) বন্ধের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে॥ ৩৭॥

সূত্র। বন্ধকারণশৈথিল্যাৎ প্রচারসংবেদনাচ্চ চিত্তস্য পরশরীরাবেশঃ॥ ৩৮॥

ব্যাখ্যা। বন্ধকারণশৈথিল্যাৎ (বন্ধস্য শরীরস্থিতেঃ কারণং চিত্তস্থ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ, তয়োঃ শৈথিল্যাৎ তনুত্বাৎ) প্রচারসংবেদনাচ্চ (প্রচারাণাং চিত্তসর্পণনাড়ীনাং; সংবেদনং সংযমেন তত্ত্ববোধঃ, তস্মাচ্চ হেতোঃ) চিত্তস্থ পরশরীরাবেশঃ (পরকীয়দেহে চিত্তস্য প্রবেশো ভবতীত্যর্থঃ)॥ ৩৮॥

তাৎপর্য্য। চিত্ত সর্ব্বদা চঞ্চল, এক স্থানে স্থির থাকিতে পারে না, ধর্ম্মাধর্ম্ম বশতঃই চিত্তের শরীরে বন্ধ হয়, সংযম দ্বারা সেই বন্ধন শিথিল হইলে এবং যে যে নাড়ী দ্বারা চিত্তের গমনাগমন হয়, সংযম দ্বারা তাহার জ্ঞান হইলে অপরের (মৃতের বা জীবিতের) শরীরেও চিত্তের প্রবেশ হইতে পারে॥ ৩৮॥

ভাষ্য। লোলীভূতস্য মনসোঽপ্রতিষ্ঠস্য শরীরে কর্ম্মাশয়বশাদ্বন্ধঃ প্রতিষ্ঠেত্যর্থঃ, তস্য কর্ম্মণো বন্ধকারণস্য শৈথিল্যং সমাধিবলাৎ ভবতি, প্রচারসংবেদনঞ্চ চিত্তস্য সমাধিজমেব, কর্ম্মবন্ধক্ষয়াৎ স্বচিত্তস্য প্রচারসংবেদনাচ্চ যোগী চিত্তং স্বশরীরান্নিষ্কৃষ্য শরীরান্তরেষু নিক্ষিপতি, নিক্ষিপ্তং চিত্তং চেন্দ্রিয়াণ্যনুপতন্তি, যথা মধুকররাজানং মক্ষিকা উৎপতন্তমনূৎপতন্তি নিবিশমানমনুনিবিশন্তে, তথেন্দ্রিয়াণি পরশরীরাবেশে চিত্তমনুবিধীয়ন্ত ইতি॥ ৩৮॥

অনুবাদ। সর্ব্বদা চঞ্চল সুতরাং এক স্থানে থাকিতে অক্ষম ব্যাপক মনের ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মাশয় বশতঃ শরীরে প্রতিষ্ঠা (ভোগ্যতাসম্বন্ধ) হয়। সমাধি বশতঃ বন্ধের কারণ সেই কর্ম্মের শিথিলতা (অদৃঢ়তা) হইয়া থাকে। প্রচার সংবেদন অর্থাৎ চিত্ত যে নাড়ী পথে গমনাগমন করে তাহার জ্ঞান অর্থাৎ এই সময় এই নাড়ী দ্বারা সঞ্চরণ হইতেছে ইত্যাদি জ্ঞানও সমাধি হইতেই হয়। সমাধি দ্বারা উক্ত কর্ম্মবন্ধ ক্ষয় ও প্রচার সংবেদন হইলে যোগী স্বকীয় চিত্ত

স্বশরীর হইতে বাহির করিয়া পরকীয় শরীরে প্রবেশ করাইতে পারেন। চিত্ত প্রবেশ করিলে পশ্চাৎ পশ্চাৎ অন্য অন্য ইন্দ্রিয়গণও অনুগমন করে, অর্থাৎ পরশরীরে প্রবেশ করে, যেমন মধুমক্ষিকা দলের প্রধান মক্ষিকা উড়িয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে অপর মক্ষিকা সকলও উড়িয়া যায়, মক্ষিকারাজ যে স্থানে উপবেশন করে অন্য মক্ষিকা সকলও সেইখানে বসে, তদ্রূপ ইন্দ্রিয় সকলও পরশরীরে প্রবেশ কালে চিত্তের অনুগমন করে ॥ ৩৮ ॥

মন্তব্য। আত্মা ও চিত্ত উভয়ই ব্যাপক (বিভু), ধর্ম্মাধর্ম্ম বশতঃ শরীর-বিশেষে আত্মার ভোক্তৃতারূপ ও চিত্তের ভোগ্যতারূপ সম্বন্ধ হয়, ইহাকেই হৃদয়গ্রন্থি বলে, সমাধি বশতঃ ঐ বন্ধনের শিথিলতা হইলে চিত্ত স্বশরীরের ন্যায় পরকীয় মৃত বা জীবিত শরীরে ক্রিয়া করিতে পারে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য অমরু রাজার মৃত শরীরে প্রবেশ করিয়া কিছুকাল বিহার করিয়াছিলেন ॥ ৩৮ ॥

সূত্র। উদানজয়াজ্জলপঙ্ককণ্টকাদিষ্বসঙ্গ উৎক্রান্তিশ্চ ॥৩৯॥

ব্যাখ্যা। উদানজয়াৎ (সংযমেন উদানবায়োর্বশীকারাৎ) জলপঙ্ককণ্টকাদিষ্বসঙ্গঃ (জলাদিষু অসংশ্লেষঃ) উৎক্রান্তিশ্চ (উৎক্রমণঞ্চ মরণকালে ভবতি, ইচ্ছামৃত্যুর্ভবতীত্যর্থঃ) ॥ ৩৯ ॥

তাৎপর্য্য। সংযম করিয়া উদান বায়ুকে জয় করিতে পারিলে জল, কর্দ্দম ও কণ্টকাদিতে সংস্পর্শ হয় না। ইচ্ছাপূর্ব্বক জীবন ত্যাগ করিতে পারে ॥ ৩৯ ॥

ভাষ্য। সমস্তেন্দ্রিয়বৃত্তিঃ প্রাণাদিলক্ষণা জীবনম্, তস্য ক্রিয়া পঞ্চতয়ী, প্রাণো মুখনাসিকাগতিরাহৃদয়বৃত্তিঃ, সমং নয়নাৎ সমানশ্চানাভিবৃত্তিঃ, অপনয়নাদপান আপাদতলবৃত্তিঃ, উন্নয়নাদুদান আশিরোবৃত্তিঃ, ব্যাপী ব্যান ইতি, তেষাং প্রধানঃ প্রাণঃ। উদানজয়াৎ জলপঙ্ককণ্টকাদিষ্বসঙ্গঃ, উৎক্রান্তিশ্চ প্রায়ণকালে ভবতি, তাং বশিত্বেন প্রতিপদ্যতে ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ। ইন্দ্রিয়গণের সামান্যবৃত্তি প্রাণাদিবায়ুপঞ্চক, উহাকে জীবন (জীবনযোনিপ্রযত্ন) বলে, তাহার ক্রিয়া পাঁচ প্রকার, মুখ ও নাসিকাতে প্রাণের গতি হয়, হৃদয় পর্য্যন্ত উহার সঞ্চার। ভুক্তদ্রব্যের সমতা অর্থাৎ রস-

রুধিরাদিরূপে পরিণত করে যে বায়ু তাহাকে সমান বলে; হৃদয় হইতে নাভি পর্য্যন্ত ইহার সঞ্চার। অপনয়ন অর্থাৎ মল-মূত্রাদি নিঃসারণ করে বলিয়া সেই বায়ুকে অপান বলে, নাভি হইতে পাদতল পর্য্যন্ত ইহার সঞ্চার। যে বায়ুর গতি ঊর্দ্ধদিকে তাহাকে উদান বলে, নাসিকার অগ্র হইতে মস্তক পর্য্যন্ত ইহার সঞ্চার। সমস্ত শরীর ব্যাপক বায়ুর নাম ব্যান। এই পঞ্চ বায়ুর মধ্যে প্রাণবায়ুই প্রধান। সমাধি দ্বারা উক্ত উদান বায়ুর জয় করিতে পারিলে জল, কর্দ্দম ও কণ্টকাদি তীক্ষ্ম পদার্থে সঙ্গ হয় না, অর্থাৎ জলের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে পারে, কর্দ্দমের পরে ভ্রমণ করিলে পদে স্পর্শ হয় না, কণ্টকের উপর দিয়া চলিলে রক্তপাত হয় না। মরণসময়ে উৎক্রান্তি হয় অর্থাৎ ইচ্ছানুসারে অর্চ্চিরাদি পথে গমন করিতে পারে ॥ ৩৯ ॥

মন্তব্য। ইন্দ্রিয়গণের বৃত্তি দুই প্রকার, একটী বহির্বিষয় প্রকাশ করা, এটী অসাধারণ বৃত্তি, যেমন চক্ষুর রূপ প্রকাশ করা ইত্যাদি, অপরটী অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয় উভয়ের সাধারণ ব্যাপার প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু অর্থাৎ শরীরের রক্ষা (জীবন) করা। সাংখ্য পাতঞ্জল মতে আধ্যাত্মিক বায়ুপঞ্চকের পৃথক্ অস্তিতা নাই, উহা ইন্দ্রিয় সাধারণের বৃত্তি মাত্র।

অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন অসংখ্য পেরেক মারা একখানি তক্তার উপর কোন কোন সন্ন্যাসী শয়ন উপবেশন করিয়া থাকেন, অথচ তাঁহাদের শরীরে চিহ্নমাত্রও হয় না, উহা উক্ত উদানজয়েরই আংশিক ফল। এরূপও শুনা যায় সাধুগণ কাষ্ঠ-পাদুকা সহকারে নদী পার হইয়া যান, উদান বায়ুর জয় করিলে শরীর লঘু হয়, সুতরাং জলাদিতে স্পর্শ হয় না ॥ ৩৯ ॥

সূত্র। সমানজয়াজ্জ্বলনম্ ॥ ৪০ ॥

ভাষ্য। জিতসমানস্তেজস উপধ্মানং কৃত্বা জ্বলতি ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ। নাভির নিকটবর্ত্তী জাঠর অগ্নিকে ব্যাপিয়া সমান নামক যে বায়ু আছে, সংযম দ্বারা উহার জয় করিয়া উত্তেজনা করিতে পারিলে অগ্নিতুল্য তেজস্বী হইতে পারে ॥ ৪০ ॥

মন্তব্য। বার্ত্তিককার বলেন দক্ষযজ্ঞে সতী যেরূপ যোগাগ্নিতে শরীর দাহ করিয়া ছিলেন সিদ্ধযোগী সংযম দ্বারা উক্ত সিদ্ধিলাভ করিয়া নিজশরীর

দাহ করিতে পারেন। সংযম দ্বারা অগ্নির আবরণ নষ্ট হয়, সুতরাং উর্দ্ধদিকে প্রজ্বলিত হওয়ায় যোগীর দেহে অগ্নিতুল্য আভা প্রকাশ পায়, ইহাই অনেকের মত ॥ ৪০ ॥

সূত্র। শ্রোত্রাকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাৎ দিব্যং শ্রোত্রম্ ॥৪১॥

ব্যাখ্যা। শ্রোত্রাকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাৎ (আধারাধেয়ভাবরূপে গগন-শ্রবণয়োঃ সম্বন্ধে সংযমাৎ) দিব্যং শ্রোত্রং (দিবি ভবং দিব্যং অলৌকিকং শ্রোত্রং ভবতীত্যর্থঃ) ॥ ৪১ ॥

তাৎপর্য্য। আকাশ আধার (আশ্রয়), কর্ণ আধেয় (আশ্রিত) উভয়ের এইরূপ সম্বন্ধে সংযম করিয়া সাক্ষাৎকার করিলে দিব্য শ্রোত্র লাভ হয়॥ ৪১ ॥

ভাষ্য। সর্ব্বশ্রোত্রাণামাকাশং প্রতিষ্ঠা, সর্ব্বশব্দানাঞ্চ; যথোক্তং "তুল্যদেশশ্রবণানামেকদেশশ্রুতিত্বং সর্ব্বেষাং ভবতি" ইতি। তচ্চৈতদা-কাশস্য লিঙ্গং, অনাবরণং চোক্তম্। তথাঽমূর্ত্তস্যানাবরণদর্শনাদ্বিভুত্ব-মপি প্রখ্যাতমাকাশস্য। শব্দগ্রহণানুমিতং শ্রোত্রং, বধিরাবধিরয়ো-রেকঃ শব্দং গৃহ্ণাত্যপরো ন গৃহ্ণাতীতি, তস্মাৎ শ্রোত্রমেব শব্দবিষয়ম্। শ্রোত্রাকাশয়োঃ সম্বন্ধে কৃতসংযমস্য যোগিনো দিব্যং শ্রোত্রং প্রবর্ত্ততে ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ। শ্রোত্রমাত্রের প্রতিষ্ঠা (আশ্রয়) আকাশ, সমুদায় শব্দেরও আশ্রয় আকাশ। পঞ্চশিখাচার্য্য এই কথাই বলিয়াছেন "তুল্যদেশ শ্রবণ অর্থাৎ শব্দের উৎপত্তিস্থানে শ্রোতাদের কর্ণ বৃত্তিপরম্পরায় গমন করিয়া থাকে, উক্ত শ্রোতৃগণের শ্রোত্র সকল আকাশে (কর্ণশষ্কুলী অবচ্ছিন্ন নভো-ভাগে) আশ্রিত। এই শব্দ ও শ্রোত্র ইন্দ্রিয় আকাশের লিঙ্গ অর্থাৎ অনুমাপক, আকাশের আর একটী সূচক অনাবরণ অর্থাৎ অনাবরণ (আবরণের অভাব নহে, একটী ভাবরূপ দ্রব্য) রূপ আকাশ না থাকিলে পার্থিবাদি দ্রব্য পরস্পর মিলিত হইয়া যাইত, মূর্ত্তদ্রব্য (পরিচ্ছিন্ন) অনাবরণ হয় না, সুতরাং আকাশ বিভু (সর্ব্বত্র বিদ্যমান) একথাও বলা হইল। শব্দকে গ্রহণ করে বলিয়া শ্রোত্রকে একটী ইন্দ্রিয় বলিয়া বুঝিতে হইবে, বধির ও বধির নহে ইহাদের

মধ্যে এক জন (যে বধির নহে) শব্দ গ্রহণ করিতে পারে, অপর জন (বধির) পারে না, অতএব শ্রোত্র ইন্দ্রিয় দ্বারাই শব্দের জ্ঞান হয়। যে যোগী শ্রোত্র ও আকাশের সম্বন্ধে সংযম করিয়াছেন তাঁহার দিব্য অর্থাৎ সূক্ষ্ম, ব্যবহিত ও দূরবর্ত্তী শব্দগ্রহণে সমর্থ শ্রোত্র হয়॥ ৪১॥

মন্তব্য। পূর্ব্বে স্বার্থ সংযমের প্রাসঙ্গিক ফল দিব্য শ্রোত্রাদি লাভ বলা হইয়াছে, সম্প্রতি শ্রবণাদি পদার্থে সংযমের ফল তত্তদিন্দ্রিয়ের উৎকর্ষ লাভ বলা হইল।

ইন্দ্রিয় সমুদায় সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হইলেও কর্ণশষ্কুলী (কর্ণের মধ্যে সূক্ষ্ম চর্ম্ম) অবচ্ছিন্ন আকাশের ভাগকে শ্রোত্রের আশ্রয় বলা যায়, কারণ উক্ত নভোভাগের উপচয় ও অপচয়ে শ্রোত্রের উপচয় ও অপচয় হইয়া থাকে, ন্যায়, বৈশেষিক ও বেদান্ত মতে ইন্দ্রিয় সকল ভৌতিক অর্থাৎ ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের সাত্ত্বিক অংশ হইতে উৎপন্ন, সাংখ্য পাতঞ্জল মতে ইন্দ্রিয়গণ অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন, এই বিরোধেরও খণ্ডন বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ ভূত সকলের উৎকর্ষ অপকর্ষে ইন্দ্রিয়ের উৎকর্ষাপকর্ষ হয় বলিয়া ইন্দ্রিয়গণকে ভৌতিক বলা হইয়া থাকে।

চুম্বকে লৌহ আকর্ষণের ন্যায় বক্তার মুখে উচ্চারিত শব্দ শ্রোতৃবর্গের শ্রোত্র সকল বৃত্তিপরম্পরা দ্বারা আকর্ষণ করিয়া বিষয়দেশে লইয়া যায়, এই কারণেই অমুক দিকে অমুক স্থানে শব্দ হইতেছে ইহার জ্ঞান হয়। ন্যায়শাস্ত্র মতে শ্রোত্র-ইন্দ্রিয় শব্দের উৎপত্তি স্থানে গমন করে না, শব্দই বীচি তরঙ্গ অথবা কদম্ব কোরক ন্যায়ে শ্রোত্রদেশে গমন করে, এই মতে অমুক স্থানে শব্দ হইতেছে ইহার জ্ঞান হইতে পারে না, অতএব চক্ষুর ন্যায় শব্দও বৃত্তি দ্বারা শব্দোৎপত্তি স্থানে গমন করে স্বীকার করিতে হইবে।

অনাবরণ ধর্ম্মটী আকাশ নামক অতিরিক্ত ভাব পদার্থের, অভাব মাত্রই একটী ভাব পদার্থে আশ্রিত, ওরূপ বিশ্বব্যাপক অনাবরণের আশ্রয় সর্ব্বব্যাপী আকাশ ভিন্ন আর কে হইবে? ব্যাপক চিতি শক্তিকেও উহার আশ্রয় বলা যায় না, কারণ তাহার পরিণাম নাই, সুতরাং অবচ্ছেদে অর্থাৎ দেশবিশেষে আশ্রয় হয় না। উক্ত অনাবরণ স্বীকার না করিলে জগতের সমুদায় পদার্থ মিলিত হইয়া একটী পিণ্ডাকার হইয়া যাইত, বিশ্বের বিকাশ হইতে পারিত

না, আকাশে পক্ষী সকল উড়িতে পারিত না। বৌদ্ধগণ আকাশ স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে উক্ত দোষ সমুদায় হয়।

ক্রিয়া মাত্রই করণসাধ্য, ছেদনাদি ক্রিয়া পরশু প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা নিষ্পন্ন হয়, শব্দের গ্রহণও একটী ক্রিয়া, অতএব কোনও করণ দ্বারা নিষ্পন্ন হইবে, সেই করণ শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়।

সূত্রের শব্দ ও আকাশের সম্বন্ধ উপলক্ষণ, উহা দ্বারা ত্বক্ ও বায়ুর, চক্ষুঃ ও তেজের, জিহ্বা ও জলের এবং নাসিকা ও পৃথিবীর সম্বন্ধে সংযম করিলে দিব্য ত্বগাদি ইন্দ্রিয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের বিশেষ বিশেষ শক্তি হয় বুঝিতে হইবে॥ ৪১॥

সূত্র। কায়াকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাৎ লঘুতূলসমাপত্তে-শ্চাকাশগমনম্ ॥ ৪২ ॥

ব্যাখ্যা। কায়াকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাৎ (কায়ঃ ব্যাপ্যঃ আকাশো ব্যাপকঃ ইতি এতয়োঃ সম্বন্ধে সংযমাৎ লঘুতূলসমাপত্তেশ্চ (লঘুষু তূলাদিষু সমাধেঃ চ), আকাশগমনম্ (চেতসস্তন্ময়ভাবাৎ স্বয়ং লঘুর্ভূত্বা স্বচ্ছন্দং আকাশে বিহরতি) ॥ ৪২ ॥

তাৎপর্য্য। যেখানেই শরীর সেই খানেই আকাশ এইরূপ শরীর ও আকাশের ব্যাপ্তিরূপ সম্বন্ধে সংযম করিয়া এবং তূলা প্রভৃতি লঘু পদার্থে সংযম দ্বারা চিত্তের সমাপত্তি (তন্ময়তা) জন্মিলে আকাশগমন সিদ্ধি হয়॥ ৪২ ॥

ভাষ্য। যত্র কায়স্তত্রাকাশং তস্যাবকাশদানাৎ কায়স্য, তেন সম্বন্ধঃ প্রাপ্তিঃ, তত্র কৃতসংযমো জিত্বা তৎসম্বন্ধং লঘুষু তূলাদিষ্বাপরমাণুভ্যঃ সমাপত্তিং লব্ধা জিতসম্বন্ধো লঘুঃ, লঘুত্বাচ্চ জলে পাদাভ্যাং বিহরতি, ততস্তূর্ণনাভিতন্তুমাত্রে বিহৃত্য রশ্মিষু বিহরতি, ততো যথেষ্টমাকাশগতিরস্য ভবতীতি ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ। আসন প্রভৃতি যে কোনও স্থানে শরীর আছে, (শরীরের অবচ্ছেদভাবে) আকাশও সেই খানে আছে, কারণ, আকাশ শরীরের অবকাশ (স্থান) প্রদান করে, অতএব উভয়ের প্রাপ্তি অর্থাৎ ব্যাপ্যব্যাপক-ভাব (ব্যাপ্তি) সম্বন্ধ, উক্ত সম্বন্ধে সংযম করিয়া তাহাকে জয় (বশীকার) করিয়া

এবং পরমাণু পর্য্যন্ত তূলা প্রভৃতি অতি লঘু পদার্থে সংযম করিয়া সমাপত্তি (চিত্তের তন্ময়তা) লাভ করিয়া উক্ত সম্বন্ধজয়ী যোগী লঘু হয়েন, লঘু হইয়া পদ দ্বারা সলিলে বিহরণ (জলের উপর পদব্রজে গমন) করেন, অনন্তর উর্ণনাভি (মাকড়ষার জাল) মাত্র অবলম্বনে বিচরণ করিয়া সূর্য্যকিরণ মাত্র অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ যথেচ্ছ আকাশে গমন করিতে পারেন ॥ ৪২ ॥

মন্তব্য। পুরাণ ইতিহাসে অনেকের (বিশেষতঃ নারদের) আকাশগতি বর্ণনা আছে, শুকদেব আকাশমার্গে গমন করিয়া সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করেন একথা ভাগবতে আছে, উহা উল্লিখিত সিদ্ধি ভিন্ন আর কিছুই নহে। যে বিষয়ে চিত্ত দৃঢ় অভিনিবেশ করে তাহারই গুণ গ্রহণ করিতে পারে, চিত্ত এভাবে বিষয়ময় হইবে যাহাতে কেবল সমাধির আলম্বন বিষয়েরই প্রকাশ পায়, বিষয়ান্তরের সংস্রব না থাকে ॥ ৪২ ॥

সূত্র। বহিরকল্পিতাবৃত্তির্মহাবিদেহা ততঃ প্রকাশাবরণক্ষয়ঃ ॥ ৪৩ ॥

ব্যাখ্যা। বহিঃ অকল্পিতা বৃত্তিঃ মহাবিদেহা (শরীরনৈরপেক্ষ্যেণ মনসো যা বহির্বৃত্তিধারণা সা মহাবিদেহা নাম) ততঃ প্রকাশাবরণক্ষয়ঃ (উক্ত বহির্বৃত্তেঃ প্রকাশরূপস্য চিত্তসত্ত্বস্য যদাবরণং রজস্তমোমূলং ক্লেশকর্ম্মাদি তস্য ক্ষয়ঃ অপগমো ভবতি) ॥ ৪৩ ॥

তাৎপর্য্য। শরীরে অহংভাব না রাখিয়া চিত্তের বহির্বস্তুতে অবস্থানকে মহাবিদেহা নামক ধারণা বলে, উহার সিদ্ধি হইলে চিত্তের আবরণ নষ্ট হয় ॥ ৪৩ ॥

ভাষ্য। শরীরাদ্বহির্মনসো বৃত্তিলাভো বিদেহা নাম ধারণা, সা যদি শরীরপ্রতিষ্ঠস্য মনসো বহির্বৃত্তিমাত্রেণ ভবতি সা কল্পিতেত্যুচ্যতে, যা তু শরীরনিরপেক্ষা বহির্ভূতস্যৈব মনসো বহির্বৃত্তিঃ সা খল্বকল্পিতা, তত্র কল্পিতয়া সাধয়ত্যকল্পিতাং মহাবিদেহামিতি, যয়া পরশরীরাণ্যাবিশন্তি যোগিনঃ, ততশ্চ ধারণাতঃ প্রকাশাত্মনো বুদ্ধিসত্ত্বস্য যদাবরণং ক্লেশকর্ম্মবিপাকত্রয়ং রজস্তমোমূলং তস্য চ ক্ষয়ো ভবতি ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ। শরীর হইতে বাহিরের বিষয়ে চিত্তের বৃত্তিলাভকে বিদেহানামক ধারণা (দেশবন্ধ) বলে, উহা যদি শরীরে থাকিয়াই বৃত্তিমাত্র দ্বারা চিত্তের বহিঃস্থিতি হয় তবে তাহাকে কল্পিতা বলে, অর্থাৎ শরীরে অভিমান রাখিয়া আমার চিত্ত অমুক বিষয়ে অবস্থান করুক এইরূপে কল্পনা করিয়া যদি চিত্তের বহিঃস্থিতি হয় তাহাকে কল্পিতা বলে, আর যদি শরীরের অপেক্ষা না রাখিয়া শরীর হইতে বহির্ভূত-চিত্তের বহির্বৃত্তি হয় তবে তাহাকে অকল্পিতা বৃত্তি বলে। পূর্ব্বোক্ত কল্পিতা ধারণা দ্বারা মহাবিদেহা নামক অকল্পিত ধারণার সিদ্ধি করিবে। এই মহা-বিদেহা সিদ্ধি হইলে যোগিগণ পর শরীরে প্রবেশ করিতে পারেন। উক্ত ধারণা হইতে প্রকাশস্বভাব চিত্তের আবরণ নষ্ট হয়, রজঃ ও তমোগুণ হইতে সমুৎপন্ন অবিদ্যা প্রভৃতি পঞ্চবিধ ক্লেশ, ধর্ম্মাধর্ম্ম এবং জাতি, আয়ুঃ ও ভোগরূপ ত্রিবিধ বিপাক ইহাদিগকে চিত্তের আবরণ বলে ॥ ৪৩ ॥

মন্তব্য। কল্পিতা ধারণাটী অকল্পিতা ধারণার কারণ, চিত্তকে শরীরে রাখিয়া "অমুক বিষয়ে গমন করুক" এইরূপ দৃঢ়ভাবনা দ্বারা বৃত্তিরূপে বাহিরে অবস্থানকে কল্পিতা ধারণা বলে, অকল্পিতা ধারণাতে চিত্ত একেবারে শরীর হইতে বহির্গত হয়। চিত্তের স্বভাব সমস্ত বিষয় প্রকাশ করা কেবল রজঃ ও তমোগুণ ও উহাদের কার্য্য ধর্ম্মাধর্ম্মাদি দ্বারা অভিভূত থাকায় পারে না, ঐ আবরণ নষ্ট হইলে চিত্ত বিশ্বসংসার প্রকাশ করিতে পারে। উক্তরূপে সিদ্ধযোগী ইচ্ছানুসারে সর্ব্বত্র চিত্তকে চালনা করিতে পারেন, স্বয়ং সর্ব্বজ্ঞ হন ॥ ৪৩ ॥

সূত্র। স্থূলস্বরূপসূক্ষ্মান্বয়ার্থবত্ত্বসংযমাৎ ভূতজয়ঃ ॥৪৪॥

ব্যাখ্যা। স্থূলেত্যাদি (স্থূলং, স্বরূপং, সূক্ষ্মং, অন্বয়ঃ, অর্থবত্ত্বঞ্চ, এতেষু ভূতস্বভাবেষু সংযমাৎ তত্তৎস্বরূপসাক্ষাৎকারাৎ) ভূতজয়ঃ (যোগিনাং ইচ্ছা-মাত্রেণ ভূতপরিণামো ভবতি) ॥ ৪৪ ॥

তাৎপর্য্য। পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের পাঁচটী অবস্থা, । ১ । শব্দ স্পর্শাদি বিশেষ, । ২ । পৃথিবীত্বাদি সামান্য (জাতি), । ৩ । সূক্ষ্ম তন্মাত্র, । ৪ । অন্বয় অর্থাৎ কারণরূপে প্রত্যেকে অনুগত সত্ত্বাদি গুণত্রয়, । ৫ । অর্থবত্ত্ব অর্থাৎ ভোগ ও অপবর্গরূপ পুরুষার্থের সাধন। সংযম দ্বারা উক্ত পঞ্চবিধ অবস্থার

সাক্ষাৎকার হইলে ভূতজয় হয় অর্থাৎ যোগীর ইচ্ছা বশতঃ পৃথিব্যাদির পরিণাম হয়॥ ৪৪ ॥

ভাষ্য। তত্র পার্থিবাদ্যাঃ শব্দাদয়োবিশেষাঃ সহাকারাদিভি-র্ধর্ম্মৈঃ স্থূলশব্দেন পরিভাষিতাঃ, এতদ্ ভূতানাং প্রথমং রূপম্। দ্বিতীয়ং রূপং স্বসামান্যং, মূর্ত্তির্ভূমিঃ, স্নেহোজলং, বহ্নিরুষ্ণতা, বায়ুঃ প্রণামী, সর্ব্বতোগতিরাকাশঃ ইতি, এতৎ স্বরূপশব্দেনোচ্যতে, অস্য সামান্যস্য শব্দাদয়ো বিশেষাঃ। তথাচোক্তং "একজাতিসমন্বিতানা-মেষাং ধর্ম্মমাত্রব্যাবৃত্তিঃ" ইতি। সামান্যবিশেষ-সমুদায়োঽত্র দ্রব্যম্; দ্বিষ্ঠোহি সমূহঃ প্রত্যস্তমিতভেদাবয়বানুগতঃ শরীরং বৃক্ষো যূথং বনমিতি। শব্দেনোপাত্তভেদাবয়বানুগতঃ সমূহঃ, উভয়ে দেবমনুষ্যাঃ, সমূহস্য দেবা একোভাগো মনুষ্যা দ্বিতীয়োভাগঃ, তাভ্যামেবাভিধীয়তে সমূহঃ, সচ ভেদাভেদবিবক্ষিতঃ, আম্রাণাং বনং ব্রাহ্মণানাং সঙ্ঘঃ, আম্রবনং ব্রাহ্মণসঙ্ঘঃ ইতি, স পুনর্দ্বিবিধো যুতসিদ্ধাবয়বোঽযুতসিদ্ধা-বয়বশ্চ, যুতসিদ্ধাবয়বঃ সমূহো বনং সঙ্ঘইতি, অযুতসিদ্ধাবয়বঃ সঙ্ঘাতঃ শরীরং বৃক্ষঃ পরমাণুরিতি। অযুতসিদ্ধাবয়বভেদানুগতঃ সমূহো দ্রব্যমিতি পতঞ্জলিঃ, এতৎ স্বরূপমিত্যুক্তম্। অথ কিমেষাং সূক্ষ্মরূপং, তন্মাত্রং ভূতকারণং, তস্যৈকোঽবয়বঃ পরমাণুঃ সামান্যবিশেষাত্মাঽ-যুতসিদ্ধাবয়বভেদানুগতঃ সমুদায় ইতি, এবং সর্ব্বতন্মাত্রাণি, এতৎ তৃতীয়ম্। অথ ভূতানাং চতুর্থং রূপং খ্যাতি-ক্রিয়া-স্থিতিশীলা গুণাঃ কার্য্যস্বভাবানুপাতিনোঽন্বয়শব্দেনোক্তাঃ। অথৈষাং পঞ্চমং রূপমর্থ-বত্ত্বম্, ভোগাপবর্গার্থতা গুণেষ্বন্বয়িনী, গুণাস্তন্মাত্রভূতভৌতিকেষ্বিতি সর্ব্বমর্থবৎ। তেষ্বিদানীং ভূতেষু পঞ্চসু পঞ্চরূপেষু সংযমাত্তস্য তস্য রূপস্য স্বরূপদর্শনং জয়শ্চ প্রাদুর্ভবতি, তত্র পঞ্চ ভূতস্বরূপাণি জিত্বা ভূতজয়ী ভবতি, তজ্জয়াৎ বৎসানুসারিণ্য ইব গাবোঽস্য সঙ্কল্পানু-বিধায়িন্যো ভূতপ্রকৃতয়ো ভবন্তি॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ। আকার প্রভৃতি ধর্ম্মের সহিত পার্থিবাদি শব্দকে বিশেষ বলে, উক্ত বিশেষ অবস্থা ভূতগণের প্রথমরূপ অর্থাৎ স্থূলভাব। দ্বিতীয় অবস্থা স্বসামান্য অর্থাৎ স্ব স্ব অনুগত ধর্ম্ম সাধারণ লক্ষণ পৃথিবীত্বাদি জাতি। ভূমিকে মূর্ত্তি বলে, মূর্ত্তিটী ভূমির ধর্ম্ম হইলেও ধর্ম্মধর্ম্মীর অভেদ ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত "মূর্ত্তিভূর্মিঃ" এইরূপ বলা হইয়াছে, মূর্ত্তিশব্দে স্বাভাবিক কাঠিন্য বুঝায়। "স্নেহো জলং," স্নেহ শব্দে মজ্জা পুষ্টি বলাধানের কারণ বুঝায়, উহা জলের অসাধারণ চিহ্ন, ঐ চিহ্নে চিহ্নিত জলত্ব জাতিও সামান্য শব্দে বুঝায়। "বহ্নিরুষ্ণতা" উষ্ণতা অগ্নির স্বাভাবিক ধর্ম্ম, উহা কি উদর, কি সূর্য্য, কি পৃথিবীসম্বন্ধীয় বহ্নি, সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছে। "বায়ুঃপ্রণামী" অর্থাৎ বহনশীল (সদা গতি)। "সর্ব্বতো গতি-রাকাশঃ," আকাশ সর্ব্বত্রই আছে, কেননা সর্ব্বত্রই শব্দের অনুভব হয়। স্বরূপ শব্দে এই কয়েকটী বুঝায়, এই সামান্যের (অনুগত ধর্ম্মের) বিশেষ (ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্ম) শব্দাদিগুণ। এই বিষয়ে পূর্ব্বাচার্য্যগণ বলিয়াছেন "একজাতি-সমন্বিতানা-মেষাং ধর্ম্মমাত্র-ব্যাবৃত্তিঃ" অর্থাৎ প্রত্যেকে পৃথিবীত্ব প্রভৃতি এক এক জাতিতে সম্বদ্ধ পৃথিবী প্রভৃতি ভূতগণ ষড় জাতি ধর্ম্ম দ্বারা পরস্পর বিভিন্ন হয়। ষড়্জ মধ্যম প্রভৃতি শব্দের ধর্ম্ম, উষ্ণ শীত প্রভৃতি স্পর্শের, শুক্লত্ব পীতত্বাদি রূপের, কষায়ত্ব কটুত্ব প্রভৃতি রসের এবং সুরভিত্ব প্রভৃতি গন্ধের বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম। উক্ত সামান্য ও বিশেষের সমুদায়কে (সমূহকে) দ্রব্য বলে, অর্থাৎ ন্যায়বৈশে-ষিক মতে যেমন সামান্য ও বিশেষের আশ্রয় তদতিরিক্ত দ্রব্য, এমতে সেরূপ নহে, দ্রব্য সামান্য বিশেষের সমূহ স্বরূপ, অতিরিক্ত নহে। সমূহ বিশেষই দ্রব্য, সাধারণতঃ সমূহ নহে, অতএব সমূহের বিভাগ দেখান যাইতেছে, সমূহ দুই প্রকার (দ্বিষ্ঠ), এক প্রকার সমূহের অবয়বের (সমূহীর) ভেদ প্রকাশিত থাকে না যেমন শরীর, বৃক্ষ, যূথ ও বন, শরীর প্রভৃতি বলিবা মাত্রই উহাদের অবয়বের ভেদ স্পষ্টতঃ বুঝা যায় না। অন্য প্রকার সমূহের অবয়ব (সমূহী) স্পষ্টতঃ শব্দ দ্বারা প্রকাশিত থাকে, যেমন "দেবমনুষ্য উভয়," এস্থলে দেব-মনুষ্যরূপসমূহের একভাগ দেব, অপর ভাগ মনুষ্য, ঐ দুইটী ভাগ দ্বারাই সমূহ উক্ত হইয়াছে। উক্ত সমূহকে সমূহী হইতে ভিন্ন ও অভিন্নরূপে বলা যায়, আম্রের বন, ব্রাহ্মণের সঙ্ঘ এই দুইটী ভেদের উদাহরণ, (ভেদেই ষষ্ঠী বিভক্তি হয়)। আম্রবন, ব্রাহ্মণসঙ্ঘ এই দুইটী অভেদের উদাহরণ,

(কর্ম্মধারয় সমাস দ্বারা অভেদ প্রতিপন্ন হইয়াছে.)। উক্ত সমূহ প্রকারান্তরে দ্বিবিধ, যুতসিদ্ধাবয়ব ও অযুতসিদ্ধাবয়ব, যে সমূহের অবয়ব (সমূহিগণ) যুতসিদ্ধ (পৃথক্‌ভাবে স্থিত) অর্থাৎ পরস্পর অসংশ্লিষ্টভাবে অবস্থিত, তাহাকে যুতসিদ্ধাবয়ব বলে, যেমন বন, সঙ্ঘ ইত্যাদি। যাহার অবয়ব পৃথক্ ভাবে থাকে না পরস্পর মিলিত ভাবেই অবস্থান করে, তাহাকে অযুতসিদ্ধাবয়ব বলে, যেমন শরীর বৃক্ষ ও পরমাণু প্রভৃতি। পতঞ্জলি বলেন অযুতসিদ্ধাবয়ব ভেদের অনুগত সমূহই দ্রব্য, অর্থাৎ ঘটপটাদি দ্রব্য বলিলে একটী সমূহ বুঝায়, উহার অবয়ব সকল পরস্পর অসংশ্লিষ্ট নহে, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে মিলিত। এইটী স্বরূপ বলা হইল, সম্প্রতি ভূতগণের সূক্ষ্ম অবস্থা বলা যাইতেছে, ভূতের কারণ শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্রই সূক্ষ্ম অবস্থা, পরমাণু উহার একটী পরিণাম (অবয়ব) বিশেষ, অর্থাৎ পরমাণু বলিলে মূর্ত্তি প্রভৃতি সামান্যের ও শব্দাদি বিশেষের সমূহ বুঝায়, উক্ত মূর্ত্তি প্রভৃতি ও শব্দাদি অপৃথক্‌রূপে অবস্থিত আছে। এইরূপেই সমস্ত তন্মাত্র বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ তন্মাত্র হইতে পরমাণু-ক্রমে স্থূল ভৌতিক ঘটাদি জন্মে। এই তন্মাত্রই ভূতগণের তৃতীয় অবস্থা। অনন্তর ভূতগণের চতুর্থরূপ অন্বয় বলা যাইতেছে, গুণত্রয় খ্যাতি, ক্রিয়া ও স্থিতিস্বভাব অর্থাৎ সত্ত্বগুণ খ্যাতি (প্রকাশ) স্বভাব, রজোগুণ ক্রিয়া (প্রবর্ত্তনা) স্বভাব, তমোগুণ স্থিতি অর্থাৎ আবরণস্বভাব, ইহারা স্বকীয় কার্য্যে অনুগত, (কারণমাত্রই কার্য্যে অনুগত থাকে, নতুবা কার্য্যের আশ্রয় কে হইবে ?), অন্বয়শব্দে কার্য্যমাত্রে অনুগামী গুণত্রয়কে বুঝায়। অনন্তর ভূতগণের অর্থবত্ত্বরূপ পঞ্চম অবস্থা বলা যাইতেছে, পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ সাধন করাই গুণত্রয়ের স্বভাব, এই গুণত্রয় তন্মাত্র ও পঞ্চভূতে অনুগত আছে, সুতরাং জড়বর্গমাত্রই অর্থবৎ অর্থাৎ পুরুষের উপকরণ স্বরূপ। ইদানীন্তন দৃশ্য স্থূল পঞ্চবিধ পঞ্চভূতে সংযম করিলে সেই সেই রূপের সাক্ষাৎকার ও বশীকার জন্মে, সংযম দ্বারা ভূতগণের পঞ্চবিধস্বরূপ বশীভূত করিলে যোগী ভূতজয়ী বলিয়া অভিহিত হয়েন। গাভীগণ যেমন বৎসগণের অনুগমন করে, যেদিকে বৎস যায় গাভীও সেই দিকে ধায়, তদ্রূপ ভূতপ্রকৃতি (পঞ্চভূত) উক্ত সিদ্ধ যোগীর সঙ্কল্পের অনুসরণ করে। যোগীর ইচ্ছামত ভূত-ভৌতিক পরিণাম হয় ॥ ৪৪ ॥

মন্তব্য। আকারো গৌরবং রৌক্ষ্যং বরণং স্থৈর্য্যমেবচ। বৃত্তির্ভেদঃ ক্ষমা

কার্শ্যং কাঠিন্যং সর্ব্বভোগ্যতা। স্নেহঃ সৌক্ষ্মং প্রভা শৌক্ল্যং মার্দ্দবং গৌরবঞ্চ যৎ। শৈত্যং রক্ষা পবিত্রত্বং সন্ধানং চৌদকা গুণাঃ। ঊর্দ্ধভাক্ পাবকং দগ্ধৃ পাচকং লঘু ভাস্বরম্। প্রধ্বংস্যোজস্বি বৈ তেজঃ পূর্ব্বাভ্যাং ভিন্নলক্ষণম্। তির্য্যগ্যানং পবিত্রত্বমাক্ষেপো নোদনং বলম্। চলমচ্ছায়তা রৌক্ষ্যং বায়োর্ধর্ম্মাঃ পৃথগ্বিধাঃ। সর্ব্বতোগতিরব্যূহো বিষ্টম্ভশ্চেতি চ ত্রয়ঃ। আকাশধর্ম্মা ব্যাখ্যাতাঃ পূর্ব্বধর্ম্ম-বিলক্ষণাঃ। আকার শব্দে অবয়ব সংস্থান বুঝায়। সুগম বলিয়া শ্লোক কয়েকটীর অনুবাদ করা হইল না। সর্ব্বভোগ্যতা পর্য্যন্ত ক্ষিতির, সন্ধান পর্য্যন্ত জলের, ওজস্বিতা পর্য্যন্ত তেজের, রৌক্ষ্য পর্য্যন্ত বায়ুর ও বিষ্টম্ভ পর্য্যন্ত আকাশের গুণ বুঝিতে হইবে।

সাংখ্য পাতঞ্জলমতে পরমাণু স্বীকার আছে, কিন্তু ন্যায় বৈশেষিকের ন্যায় উহাকে নিত্য বলেন না, শব্দাদি তন্মাত্র হইতে পরমাণু জন্মে, সুতরাং উহার অবয়ব আছে। সাংখ্যকার পরমাণু হইতেও সূক্ষ্মে প্রবেশ করিয়া ক্রমশঃ প্রকৃতি পর্য্যন্ত বুঝিয়াছেন, নৈয়ায়িক পরমাণুর উপরে আর অনুসন্ধান করেন নাই। প্রথম অধিকারীকে উপদেশ প্রদান করা নৈয়ায়িকের উদ্দেশ্য, সুতরাং অতিসূক্ষ্মতত্ত্বে প্রবেশ করার আবশ্যক হয় নাই ॥ ৪৪ ॥

সূত্র। ততোঽণিমাদি-প্রাদুর্ভাবঃ কায়সম্পৎ তদ্ধর্ম্মানভি-ঘাতশ্চ ॥ ৪৫ ॥

ব্যাখ্যা। ততঃ (ভূতজয়াৎ) অণিমাদি-প্রাদুর্ভাবঃ (অণুত্বাদীনাং অষ্টানা-মৈশ্বর্য্যাণামুপগমঃ) কায়সম্পৎ (রূপলাবণ্যাদীনাং বক্ষ্যমানানাং প্রাপ্তিঃ) তদ্ধর্ম্মানভিঘাতশ্চ (তদ্ধর্ম্মাণাং কায়ধর্ম্মাণাং অনভিঘাতঃ অবিনাশঃ ভবতীত্যর্থঃ) ॥ ৪৫ ॥

তাৎপর্য্য। পূর্ব্বোক্তভাবে ভূতজয় হইলে যোগীর অণিমা লঘিমা প্রভৃতি অষ্টপ্রকার ঐশ্বর্য্য ও রূপলাবণ্য প্রভৃতি কায়সম্পৎ জন্মে এবং ক্ষিতি প্রভৃতি ভূতগণ দ্বারা তাঁহার শরীরের অভিঘাত হয় না, অগ্নিতে দগ্ধ হয় না ইত্যাদি ॥ ৪৫ ॥

ভাষ্য। তত্রাণিমা ভবত্যণুঃ, লঘিমা লঘুর্ভবতি, মহিমা মহান্ ভবতি, প্রাপ্তিঃ অঙ্গুল্যগ্রেণাপি স্পৃশতি চন্দ্রমসং, প্রাকাম্যং ইচ্ছানভিঘাতঃ,

ভূমাবুন্মজ্জতি নিমজ্জতি যথোদকে, বশিত্বং ভূতভৌতিকেষু বশীভবতি অবশ্যশ্চান্যেষাং, ঈশিত্বং তেষাম্প্রভবাপ্যয়ব্যূহানামীষ্টে, যত্রকামাবসায়িত্বং সত্যসঙ্কল্পতা, যথা সঙ্কল্পস্তথাভূতপ্রকৃতীনামবস্থানং, নচ শক্তোঽপি পদার্থবিপর্য্যাসং করোতি, কস্মাৎ, অন্যস্য যত্রকামাবসায়িনঃ পূর্ব্বসিদ্ধস্য তথা ভূতেষু সঙ্কল্পাদিতি, এতান্যষ্টাবৈশ্বর্য্যাণি। কায়সম্পৎ বক্ষ্যমাণা। তদ্ধর্ম্মানভিঘাতশ্চ পৃথ্বী মূর্ত্ত্যা ন নিরুণদ্ধি যোগিনঃ শরীরাদি ক্রিয়াং, শিলামপ্যনুপ্রবিশতীতি, নাপঃ স্নিগ্ধাঃ ক্লেদয়ন্তি, নাগ্নিরুষ্ণোদহতি, ন বায়ুঃ প্রণামী বহতি, অনাবরণাত্মকেঽপ্যাকাশে ভবত্যাবৃতকায়ঃ, সিদ্ধানামপ্যদৃশ্যো ভবতি ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ। স্থূল হইয়াও অতিসূক্ষ্ম হওয়ার শক্তিকে অণিমা বলে, গুরু হইয়াও কাশতৃণের ন্যায় অতি লঘু হওয়ার শক্তিকে লঘিমা বলে, অতিক্ষুদ্র হইয়াও হস্তিপর্ব্বতাদি বৃহদাকার ধারণ করা শক্তির নাম মহিমা। যে শক্তিদ্বারা ভূমিতে থাকিয়াও অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা চন্দ্র স্পর্শ করা যায় তাহাকে প্রাপ্তি ঐশ্বর্য্য বলে। প্রাকাম্য শব্দের অর্থ ইচ্ছার অনভিঘাত (বাধা না হওয়া), ইহাতে জলের ন্যায় ভূমিতে উন্মজ্জন নিমজ্জন করিতে পারে। বশিত্ব শব্দের অর্থ স্বয়ং অপরের বশীভূত না হইয়া পৃথিবী প্রভৃতি ভূত ও গো ঘটাদি ভৌতিক পদার্থের বশী (নিয়ামক) হয়, অর্থাৎ আপন ইচ্ছায় ভূত-ভৌতিক সকল পদার্থকে অবস্থাপন করিতে পারে। ঈশিত্ব ঐশ্বর্য্য দ্বারা ভূত-ভৌতিকগণের উৎপত্তি-বিনাশ ও অবয়ব-সংস্থান অনায়াসেই করিতে পারা যায়, কারণ, মূলপ্রকৃতি জয় হইলে প্রকৃতির কার্য্য অন্য সমস্তেই স্বতন্ত্রতা জন্মে। যত্র-কামাবসায়িত্বের অর্থ সত্যসঙ্কল্প অর্থাৎ তাদৃশ যোগিগণ যেরূপ সঙ্কল্প করেন সেই ভাবেই ভূতপ্রকৃতিগণ অবস্থিত থাকে। উক্তভাবে সিদ্ধ যোগী সমর্থ হইয়াও পদার্থের বৈপরীত্য অর্থাৎ একটীকে আর একটী (চন্দ্রকে সূর্য্য করা ইত্যাদি) করিতে পারেন না, কেবল পদার্থের শক্তির অন্যথা করিতে পারেন, কারণ পদার্থের নিয়ম বিষয়ে আর একজন পূর্ব্বসিদ্ধ (ঈশ্বর) যত্র-কামাবসায়ী যোগীর সঙ্কল্প আছে, অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্কল্প বশতঃ জগতের মর্য্যাদা স্থির আছে, তাহার বিপরীত করা অপর যোগীর সাধ্য নহে, দেশকাল-

ভেদে পদার্থ শক্তির অন্যথাভাব হইয়া থাকে, সিদ্ধ যোগিগণ শক্তির অন্যথা করিতে পারেন। এই আট প্রকার ঐশ্বর্য্য বলা হইল। কায়ের সম্পৎ অগ্রে বলা যাইবে। তদ্ধর্ম্মের অনভিঘাত অর্থাৎ শরীরের ধর্ম্ম গুণ ক্রিয়াদির অভিঘাত (প্রতিবন্ধ) অন্য পদার্থ দ্বারা হয় না, পৃথিবী মূর্ত্তি (কাঠিন্য) দ্বারা যোগীর শরীরাদি ক্রিয়ার প্রতিবন্ধ করিতে পারে না। সিদ্ধযোগী প্রস্তরের মধ্যেও প্রবেশ করিতে পারেন। স্নেহ (আর্দ্রকরণশক্তি) যুক্ত জল উক্ত যোগীকে আর্দ্র করিতে পারে না। অগ্নি দাহ করিতে পারে না। প্রণামী (চালক) বায়ু উহাকে স্থানান্তরে লইতে পারে না। আবরণ-হীন আকাশ-ভাগেও আবৃতকায় হইয়া সিদ্ধগণেরও অদৃশ্য হয় ॥ ৪৫ ॥

মন্তব্য। স্থূল, স্বরূপ, সূক্ষ্ম, অন্বয় ও অর্থবত্ত্ব এই পাঁচটী ভূতস্বভাবে পূর্ব্বে সংযম উক্ত হইয়াছে, উহার মধ্যে স্থূল সংযম করিলে অণিমা লঘিমা, মহিমা ও প্রাপ্তি এই চারিটী ঐশ্বর্য্য হয়, স্বরূপে সংযম করিলে প্রাকাম্য সিদ্ধি, সূক্ষ্মে সংযম করিলে বশিত্ব সিদ্ধি, অন্বয়ে সংযম করিলে ঈশিত্ব সিদ্ধি, ও অর্থবত্ত্বে সংযম করিলে যত্র-কামাবসায়িতা সিদ্ধি হয়।

আশঙ্কা হইতে পারে যত্র-কামাবসায়িতা সিদ্ধি হইলে অপর গুলির আবশ্যক কি? ইহার উত্তর প্রধানটী প্রথমতঃ হয় না, যত্র-কামাবসায়িত্বটী শেষ ঐশ্বর্য্য, উহা প্রথমে হইতে পারে না, বিশেষতঃ উক্ত অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য যুগপৎ হয় না, পূর্ব্বোক্ত সংযমের ভূমির তারতম্যানুসারে সিদ্ধিরও তারতম্য হয়। অণিমাদি সিদ্ধি হইলে কায়ধর্ম্মের অনভিঘাত পৃথক্ ভাবে বলিবার উদ্দেশ্য এই, ভূতগণের স্থূলাদি পঞ্চবিধ অবস্থার যে কোনও অবস্থায় সংযম করিলে পৃথক্ পৃথক্ সিদ্ধিলাভ হয়, ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত কায়সিদ্ধি ও তদ্ধর্ম্মানভিঘাত পৃথক্ ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ৪৫ ॥

সূত্র। রূপ-লাবণ্য-বল-বজ্রসংহননত্বানি কায়সম্পৎ॥৪৬॥

ব্যাখ্যা। রূপেত্যাদি (রূপং চক্ষুঃপ্রিয়ো গুণবিশেষঃ, লাবণ্যং সৌন্দর্য্যং, বলং বীর্য্যং, বজ্রসংহননত্বং বজ্রস্যেব সংহননং দৃঢ়ঃ অবয়বসমূহো যস্য তস্য ভাবঃ) কায়সম্পৎ (এতানি কায়স্য সম্পদ্ গুণবিশেষঃ ইত্যর্থঃ) ॥ ৪৬ ॥

তাৎপর্য্য। সুন্দররূপ, শরীরের মাধুর্য্য, অতিশয় বীর্য্য ও বজ্রের ন্যায়

অতি দৃঢ়, এই সমস্ত শরীরের সম্পৎ, পূর্ব্বোক্ত ভূতস্বভাবে সংযম করিলে ইহা হয়॥ ৪৬॥

ভাষ্য। দর্শনীয়ঃ কান্তিমান্, অতিশয়বলো বজ্রসংহননশ্চেতি॥৪৬॥

অনুবাদ। ভূতজয়সিদ্ধ যোগী সুদৃশ্য, মনোহর কান্তি, অতিশয় বলবান্ ও বজ্রের ন্যায় দৃঢ় শরীর হইয়া থাকেন॥ ৪৬॥

মন্তব্য। বজ্রসংহনন শব্দে বজ্রের ন্যায় যাঁহার প্রহার এরূপও কেহ কেহ ব্যাখ্যা করেন। সিদ্ধ যোগীর শরীর দৃঢ় হয় দধীচ মুনি তাহার সম্পূর্ণ দৃষ্টান্ত স্থল॥ ৪৬॥

সূত্র। গ্রহণ-স্বরূপাঽস্মিতাঽন্বয়ার্থবত্বসংযমাদিন্দ্রিয়জয়ঃ॥৪৭॥

ব্যাখ্যা। গ্রহণেত্যাদি (গ্রহণং শব্দাদ্যাকারা বৃত্তিঃ, স্বরূপং চক্ষুরাদিকং, অস্মিতাঽহঙ্কারঃ, অন্বয়ার্থবত্বে চ পূর্ব্বোক্তে, এতেষু সংযমাৎ সংযমেন সাক্ষাৎ-কারাৎ) ইন্দ্রিয়জয়ঃ (চক্ষুরাদীনাং বশীকারো ভবতি)॥ ৪৭॥

তাৎপর্য্য। ইন্দ্রিয়গণের গ্রহণ অর্থাৎ বিষয়াকারে বৃত্তি, স্বরূপ চক্ষুরাদি স্বয়ং, অস্মিতা অর্থাৎ কারণ অহঙ্কার, অনুগত সত্বাদি গুণত্রয় ও অর্থবত্ব অর্থাৎ পুরুষের ভোগ ও অপবর্গের জনকতা এই পঞ্চবিধ অবস্থায় সংযম করিলে ইন্দ্রিয়ের জয় হয়॥ ৪৭॥

ভাষ্য। সামান্যবিশেষাত্মা শব্দাদিগ্রাহ্যঃ, তেষ্বিন্দ্রিয়াণাং বৃত্তি-গ্রহণম্, ন চ তৎসামান্যমাত্রগ্রহণাকারং, কথমনালোচিতঃ স বিষয়-বিশেষ ইন্দ্রিয়েণ মনসাঽনুব্যবসীয়েতেতি। স্বরূপং পুনঃ প্রকাশাত্মনো বুদ্ধিসত্বস্য সামান্যবিশেষয়োরযুতসিদ্ধাঽবয়বভেদানুগতঃ সমূহো দ্রব্য-মিন্দ্রিয়ম্। তেষাং তৃতীয়ং রূপমস্মিতালক্ষণোঽহঙ্কারঃ, তস্য সামান্য-স্যেন্দ্রিয়াণি বিশেষাঃ। চতুর্থং রূপং ব্যবসায়াত্মকাঃ প্রকাশক্রিয়াস্থিতি-শীলা গুণাঃ, যেষামিন্দ্রিয়াণি সাহঙ্কারাণি পরিণামঃ। পঞ্চমং রূপং গুণেষু যদনুগতং পুরুষার্থবত্বমিতি। পঞ্চস্বেতেষু ইন্দ্রিয়রূপেষু যথাক্রমং সংযমঃ, তত্র তত্র জয়ং কৃত্বা পঞ্চরূপজয়াদিন্দ্রিয়জয়ঃ প্রাদুর্ভবতি যোগিনঃ॥ ৪৭॥

অনুবাদ। সামান্য ও বিশেষ (৪৪ সূত্রোক্ত) উভয়াত্মক শব্দাদি বিষয় গ্রাহ্য অর্থাৎ অনুভাব্য, উক্ত বিষয়াকারে ইন্দ্রিয়গণের বৃত্তিকে (পরিণামকে) গ্রহণ বলে, এই গ্রহণ কেবল শব্দাদির সামান্যাকারে হয় না, বিশেষ আকারেও (তদ্ব্যক্তিরূপেও) হয়, কারণ, বিশেষ আকারটী ইন্দ্রিয় দ্বারা আলোচিত না হইলে চিত্ত দ্বারা কিরূপে উহার নিশ্চয় হইবে ? (ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতিরেকে বহির্বিষয়ে চিত্তের বৃত্তি হয় না), স্বরূপ কি তাহা বলা যাইতেছে, প্রকাশ স্বভাব বুদ্ধিসত্ত্ব হইতে অহঙ্কারকে দ্বার করিয়া ইন্দ্রিয়গণের উৎপত্তি হয়, ইন্দ্রিয়ের কারণ সাত্ত্বিক অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়ত্ব সামান্য ও তত্তদিন্দ্রিয় বিশেষ এই উভয়াত্মক ইন্দ্রিয়রূপ দ্রব্য, ইহার অবয়ব সাত্ত্বিক অহঙ্কার অযুতসিদ্ধ (পৃথক্ সিদ্ধ) নহে, অর্থাৎ পৃথক্ থাকিয়া মিলিয়া অবস্থিত আছে এরূপ নহে, উক্ত অবয়ব সমূহই দ্রব্যরূপ ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়গণের তৃতীয় অবস্থা অস্মিতারূপ অহঙ্কার, উক্ত অস্মিতা-রূপ সামান্যের বিশেষ ইন্দ্রিয়গণ। ইন্দ্রিয়গণের চতুর্থ অবস্থা ব্যবসায় (মহত্তত্ত্ব, নিশ্চয়-বৃত্তিবিশিষ্ট বুদ্ধি) রূপে পরিণত প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতিশীল সত্ত্বাদি গুণত্রয়, মহত্তত্ত্বরূপে পরিণত গুণত্রয়ের পরিণাম অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয়গণ। ইন্দ্রিয়ের পঞ্চম অবস্থা গুণত্রয়ে অনুগত পুরুষার্থবত্ত্ব অর্থাৎ পুরুষের ভোগ ও অপবর্গজননরূপ পরার্থতা। ইন্দ্রিয়গণের এই পঞ্চবিধ অবস্থায় যথাক্রমে (গ্রহণাদিরূপে) সংযম করা কর্ত্তব্য, উক্ত বিষয় সম্পূর্ণ অধিকার করিলে যোগিগণের ইন্দ্রিয় জয় সম্পন্ন হয়॥ ৪৭॥

মন্তব্য। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলে যে সামান্য জ্ঞান (আলোচন) হয় উহাকে ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ হইয়াছে, বাস্তবিক ইহা ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম নহে চিত্তেরই ধর্ম্ম, ইন্দ্রিয়ের সংযোগে হয় বলিয়া ইন্দ্রিয়ের বলা হইয়াছে, বহির্বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের সহায়তায় চিত্ত প্রকাশ করে।

পদার্থ মাত্রই, সামান্য ও বিশেষরূপ, পরোক্ষপ্রমাণে কেবল সামান্যাকারে জ্ঞান জন্মে, ইন্দ্রিয়রূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণেই বিশেষটী প্রকাশিত হয়, ইহার বিশেষ বিবরণ প্রথম পাদে প্রত্যক্ষ লক্ষণে বলা হইয়াছে। বৌদ্ধেরা বলেন উক্ত বিশেষটী মনেরই গ্রাহ্য, উহাতে ইন্দ্রিয়ের আবশ্যকতা নাই। গুণত্রয় হইতে দ্বিবিধ কার্য্য জন্মে, একটী তমোবহুল জড়বর্গ, অপরটী সত্ত্ববহুল প্রকাশস্বভাব ইন্দ্রিয়গণ। ইন্দ্রিয়গণ নিরবয়ব নহে, অহঙ্কারই উহার অবয়ব॥ ৪৭॥

সূত্র। ততো মনোজবিত্বং বিকরণভাবঃ প্রধান-জয়শ্চ ॥ ৪৮ ॥

ব্যাখ্যা। ততঃ (ইন্দ্রিয়জয়াৎ) মনোজবিত্বং (মনোবৎ শীঘ্রগামিত্বং), বিকরণভাবঃ (স্থূলদেহানপেক্ষয়া ইন্দ্রিয়াণাং অভিপ্রেতবিষয়াকারেণ বৃত্তিলাভঃ) প্রধানজয়শ্চ (প্রকৃতিবশিত্বঞ্চ উপজায়তে ইত্যর্থঃ) ॥ ৪৮ ॥

তাৎপর্য্য। পূর্ব্বোক্তরূপে ইন্দ্রিয় জয় হইলে মনের ন্যায় দেহের অতি শীঘ্র গতি, দেহকে অপেক্ষা না করিয়া ইন্দ্রিয়গণের বহির্বিষয়ে বৃত্তিলাভ ও সমস্ত প্রকৃতিবর্গ জয়রূপ সর্ব্বেশ্বরত্ব লাভ হয় ॥ ৪৮ ॥

ভাষ্য। কায়স্যানুত্তমো গতিলাভো মনোজবিত্বং, বিদেহানামিন্দ্রিয়াণামভিপ্রেতদেশকালবিষয়াপেক্ষা বৃত্তিলাভো বিকরণভাবঃ, সর্ব্বপ্রকৃতিবিকারবশিত্বং প্রধানজয় ইতি, এতাস্তিস্রঃ সিদ্ধয়ো মধুপ্রতীকা উচ্যন্তে, এতাশ্চ করণপঞ্চকরূপজয়াদধিগম্যন্তে ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ। যাহা হইতে অধিক হইতে পারে না দেহের এরূপ শীঘ্র গতিকে মনোজবিত্ব বলে, স্থূল শরীরকে অপেক্ষা না করিয়া ইচ্ছানুসারে অতি দূরদেশস্থ ও বহুকালীন অতীতাদি বিষয় আকারে ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিলাভের নাম বিকরণভাব, প্রকৃতি ও তৎকার্য্য বর্গকে আপনার অধীন করার নাম প্রধান জয়, এই তিনটী সিদ্ধির নাম মধুপ্রতীকা, পূর্ব্বোক্ত গ্রহণাদি পঞ্চরূপ ইন্দ্রিয় স্বভাবে সংযম দ্বারা জয় করিলে এই সমস্ত সিদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৪৮ ॥

মন্তব্য। দেবর্ষি নারদ ক্ষণমাত্রে চতুর্দ্দশ ভুবন ভ্রমণ করেন, পুরাণাদিতে বর্ণিত উক্ত বিষয় মনোজবিত্ব সিদ্ধির ফল, মনঃ যেরূপ অপ্রতিবন্ধে ক্ষণকালে সমস্ত জগৎ চিন্তা করিতে সমর্থ, তদ্রূপ শরীরেরও স্বচ্ছন্দ গমন হয়। কোনও দেশবিশেষে অবস্থিত থাকিয়া অতি দূরদেশের ও অতি দূরতর অতীত ভবিষ্যৎ কালের বিষয় সকলের ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞানকে বিকরণ-ভাব বলে। প্রধান-জয় অর্থাৎ ইচ্ছানুসারে প্রকৃতির পরিচালনা করিতে পারিলে সর্ব্বেশ্বরত্ব লাভ হয়। যোগশাস্ত্রে এই সিদ্ধির নাম মধুপ্রতীকা, অর্থাৎ মধুর যেমন সমস্ত অবয়বে অমৃত রস, এই সিদ্ধিরও তদ্রূপ হয় ॥ ৪৮ ॥

সূত্র। সত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রস্য সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বং সর্ব্বজ্ঞাতৃত্বঞ্চ ॥ ৪৯ ॥

ব্যাখ্যা। সত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রস্য (বুদ্ধিপুরুষয়োরন্যতাখ্যাতির্ভেদজ্ঞানং, তন্মাত্রস্য তন্নিষ্ঠস্য, সংযমেন তন্ময়স্যেতি যাবৎ। সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বং (সর্ব্ব-নিয়ন্তৃত্বং) সর্ব্বজ্ঞাতৃত্বঞ্চ (সমস্তবিষয়কজ্ঞানঞ্চ উপজায়তে ইত্যর্থঃ) ॥ ৪৯ ॥

তাৎপর্য্য। বুদ্ধি পৃথক্ পুরুষ পৃথক্ এইরূপ বিবেকজ্ঞানে সংযম অভ্যাস করিয়া যোগিগণ সর্ব্বনিয়ামক ও সর্ব্বজ্ঞ হয়েন ॥ ৪৯ ॥

ভাষ্য। নির্দ্ধূতরজস্তমোমলস্য বুদ্ধিসত্বস্য পরে বৈশারদ্যে পরস্যাং বশীকারসংজ্ঞায়াং বর্ত্তমানস্য সত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্ররূপপ্রতিষ্ঠস্য সর্ববভাবাধিষ্ঠাতৃত্বং, সর্ববাত্মানো গুণা ব্যবসায়-ব্যবসেয়াত্মকাঃ স্বামিনং ক্ষেত্রজ্ঞং প্রত্যশেষদৃশ্যাত্মত্বেনোপতিষ্ঠন্তে ইত্যর্থঃ। সর্ববজ্ঞাতৃত্বং সর্ববাত্মনাং গুণানাং শান্তোদিতাব্যপদেশ্যধর্ম্মত্বেন ব্যবস্থিতানামক্রমো-পারূঢ়ং বিবেকজং জ্ঞানমিত্যর্থঃ, ইত্যেষা বিশোকা নাম সিদ্ধিঃ, যাম্প্রাপ্য যোগী সর্ববজ্ঞঃ ক্ষীণক্লেশবন্ধনো বশী বিহরতি ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ। রজঃ ও তমঃ রূপ কালুষ্য অপগত হইলে বুদ্ধিসত্বের (অন্তঃ-করণের) পরবৈশারদ্য অর্থাৎ অতিশয় স্বচ্ছতা জন্মে, তখন বশীকার নামক পরবৈরাগ্যযুক্ত চিত্তের কেবল সত্ব ও পুরুষের বিবেকজ্ঞানে প্রতিষ্ঠা (স্থিতি) হয়, অর্থাৎ বিবেকজ্ঞানে সংযম অভ্যাস করিলে চিত্তের অন্যরূপ বৃত্তি না হইয়া কেবল তদাকারে বৃত্তি হয়, চিত্তের এই অবস্থায় যোগিগণ সর্ব্বভাবের (সমস্ত জড়বর্গের) অধিষ্ঠাতা (নিয়ামক) হন, অর্থাৎ ব্যবসায় (জ্ঞান) ও ব্যবসেয় (জ্ঞেয়) রূপ সমস্ত গুণবর্গ ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব) প্রভু সকলের উপভোগ্য-রূপে পরিণত হয়, একক্ষণেই সাধারণ বিষয়ের জ্ঞান (এটী জানিয়া ঔটী জানা, এভাবে নহে) হয়। ইহাকে যোগিগণ বিশোকা নামক সিদ্ধি বলেন, এই সিদ্ধি লাভ করিয়া যোগী সর্ব্বজ্ঞ হয়েন, তাঁহার অবিদ্যাদি ক্লেশ ও ধর্ম্মাধর্ম্ম রূপ বন্ধন থাকে না ॥ ৪৯ ॥

মন্তব্য। প্রথম পাদে চারি প্রকার বৈরাগ্য বর্ণিত আছে, বশীকার নামে

বৈরাগ্যটী সকলের শেষ। পুরুষখ্যাতি হইলে গুণত্রয়েও বৈরাগ্য জন্মে, "তৎপরং পুরুষখ্যাতেগুর্ণবৈতৃষ্ণ্যম্"। ঐশ্বর্য্য দুই প্রকার, ক্রিয়ৈশ্বর্য্য ও জ্ঞানৈশ্বর্য্য, সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বটী ক্রিয়ৈশ্বর্য্য, সর্ব্বজ্ঞাতৃত্বটী জ্ঞানৈশ্বর্য্য ॥ ৪৯ ॥

সূত্র। তদ্বৈরাগ্যাদপি দোষবীজক্ষয়ে কৈবল্যম্ ॥ ৫০ ॥

ব্যাখ্যা। তদ্বৈরাগ্যাদপি (তস্মাৎ বিবেকখ্যাতৌ রাগাভাবাৎ) দোষবীজক্ষয়ে (দোষবীজানাং ক্লেশকর্ম্মণাং ক্ষয়ে আত্যন্তিকে তিরোভাবে) কৈবল্যং (স্বরূপপ্রতিষ্ঠত্বং মুক্তিরপি পুরুষস্য ভবতি) ॥ ৫০ ॥

তাৎপর্য্য। পূর্ব্বোক্ত সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিরূপ বিবেকজ্ঞানেও বিরক্তি হইলে অবিদ্যাদিক্লেশ ও ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মবন্ধন বিনষ্ট হয়, তখন পুরুষের স্বরূপে অবস্থানরূপ নির্ব্বাণ মুক্তি হয় ॥ ৫০ ॥

ভাষ্য। যদাঽস্যৈবং ভবতি ক্লেশকর্ম্মক্ষয়ে সত্ত্বস্যায়ং বিবেকপ্রত্যয়ো ধর্ম্মঃ, সত্ত্বঞ্চ হেয়পক্ষে ন্যস্তং, পুরুষশ্চাপরিণামী শুদ্ধোঽন্যঃ সত্ত্বাদিতি, এবং অস্য ততো বিরজ্যমানস্য যানি ক্লেশবীজানি দগ্ধশালিবীজকল্পান্যপ্রসবসমর্থানি তানি সহ মনসা প্রত্যস্তং গচ্ছন্তি, তেষু প্রলীনেষু পুরুষঃ পুনরিদং তাপত্রয়ং ন ভুঙ্‌ক্তে, তদেতেষাং গুণানাং মনসি কর্ম্মক্লেশবিপাকস্বরূপেণাভিব্যক্তানাং চরিতার্থানাং প্রতিপ্রসবে পুরুষস্যাত্যন্তিকোগুণবিয়োগঃ "কৈবল্যং," তদা স্বরূপপ্রতিষ্ঠা চিতিশক্তিরেব পুরুষ ইতি ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ। ক্লেশ ও কর্ম্মের অত্যন্ত বিনাশ হইলে যোগীর যখন এরূপ ধারণা হয়, বিবেকপ্রত্যয় (ভেদজ্ঞান) সত্ত্বের (বুদ্ধির) ধর্ম্ম, সেই সত্ত্ব হেয় পক্ষে ন্যস্ত অর্থাৎ পরিত্যাজ্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে, পুরুষ পরিণামী নহে, শুদ্ধ, অর্থাৎ তাহাতে কোনও বিকার নাই, অতএব বিকারী সত্ত্ব হইতে পৃথক্, এইরূপে বিবেকখ্যাতি হইতে বিরক্তযোগীর দগ্ধশালি বীজকল্প (পোড়া ধানের ন্যায়) অতএব প্রসব অর্থাৎ পাপপুণ্য দ্বারা বিপাকত্রয় জন্মাইতে অসমর্থ এরূপ ক্লেশবীজ সমস্ত মনের সহিত অস্তমিত হইয়া যায়। উহারা বিনষ্ট হইলে পুরুষ আর দুঃখত্রয় ভোগ করে না। কর্ম্ম, ক্লেশ ও

জাত্যাদি বিপাকরূপে পরিণত, চিত্তে অবস্থিত, পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ সম্পাদন করায় কৃতকৃত্য গুণত্রয়ের তখন প্রতিপ্রসব অর্থাৎ প্রলয় (বিনাশ) হইলে পুরুষের আত্যন্তিক গুণ বিয়োগ হয়, আর কখনও গুণের সহিত সম্বন্ধ হয় না, তখন চিতিশক্তি (পুরুষ) আপনার স্বরূপে অবস্থান করে, অর্থাৎ পুরুষে আর চিত্তধর্ম্মের আরোপ হয় না ॥ ৫০ ॥

মন্তব্য। "উপর্য্যুপরি পশ্যন্তঃ সর্ব্ব এব দরিদ্রতি" উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিলে নিজের সম্পত্তিকে তুচ্ছ বোধ হয়, বিবেক খ্যাতিটা সকলের শিরোমণি বটে, কিন্তু পুরুষের স্বরূপে অবস্থানের প্রতি লক্ষ্য করিলে আর উহাতে বাঞ্ছা থাকে না। বিবেকখ্যাতি চিত্তের বৃত্তি, বৃত্তি হইলেই পুরুষে আরোপ হয়, নিস্তরঙ্গ-মহার্ণবে তরঙ্গের রেখা হয়, এরূপ বিবেকখ্যাতির প্রয়োজন কি ? পুরুষ-মহাসাগর প্রশান্তভাবে থাকাই মঙ্গল। বন্ধন ও মুক্তির স্বরূপ "তদাদ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্" "বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র" ইত্যাদি সূত্রে দ্রষ্টব্য ॥ ৫০ ॥

সূত্র। স্থান্যুপনিমন্ত্রণে সঙ্গস্ময়াকরণং পুনরনিষ্ট-প্রসঙ্গাৎ ॥ ৫১ ॥

ব্যাখ্যা। স্থান্যুপনিমন্ত্রণে (স্বর্গস্থানৈস্তৈঃ মহেন্দ্রাদিভিরুপনিমন্ত্রণং আহ্বানং তস্মিন্ সতি) সঙ্গস্ময়াকরণং (সঙ্গঃ কামঃ স্ময়ঃ কৃতার্থতাভিমানঃ, তয়োরকরণম্, সঙ্গঃ স্ময়শ্চ ন কর্ত্তব্যঃ) পুনরনিষ্টপ্রসঙ্গাৎ (তথা সতি পুনঃ সংসারপতন-সম্ভবাৎ) ॥ ৫১ ॥

তাৎপর্য্য। কি জানি আমাদের পদ কাড়িয়া লয় এই ভয়ে স্বর্গবাসি-দেবগণ যোগীর সমাধিভঙ্গ করিবার নিমিত্ত নানাবিধ প্রলোভন প্রদর্শন করিয়া থাকেন তাহাতে অনুরাগ বা বিস্ময় করিবে না, কেননা তাহাতে পুনর্ব্বার পতনের সম্ভাবনা আছে ॥ ৫১ ॥

ভাষ্য। চত্বারঃ খল্বমী যোগিনঃ, প্রথমকল্পিকঃ, মধুভূমিকঃ, প্রজ্ঞাজ্যোতিঃ, অতিক্রান্তভাবনীয়শ্চেতি। তত্রাভ্যাসী প্রবৃত্তমাত্র-জ্যোতিঃ প্রথমঃ। ঋতম্ভরপ্রজ্ঞো দ্বিতীয়ঃ। ভূতেন্দ্রিয়জয়ী তৃতীয়ঃ, সর্ব্বেষু ভাবিতেষু ভাবনীয়েষু কৃতরক্ষাবন্ধঃ কৃতকর্ত্তব্যসাধনাদিমান্।

চতুর্থো যস্ত্বতিক্রান্তভাবনীয়স্তস্য চিত্তপ্রতিসর্গ একোঽর্থঃ, সপ্তবিধাঽস্য প্রান্তভূমিপ্রজ্ঞা। তত্র মধুমতীং ভূমিং সাক্ষাৎ-কুর্ব্বতো ব্রাহ্মণস্য স্থানিনো দেবাঃ সত্বশুদ্ধিমনুপশ্যন্তঃ স্থানৈরুপনিমন্ত্রয়ন্তে, ভোঃ ইহাস্যতাং, ইহ রম্যতাং কমনীয়োঽয়ং ভোগঃ, কমনীয়েয়ং কন্যা, রসায়নমিদং জরামৃত্যুং বাধতে, বৈহায়সমিদং যানং, অমী কল্পদ্রুমাঃ, পুণ্যা মন্দাকিনী, সিদ্ধা মহর্ষয়ঃ, উত্তমা অনুকূলা অপ্সরসঃ, দিব্যে শ্রোত্রচক্ষুষী, বজ্রোপমঃ কায়ঃ, স্বগুণৈঃ সর্ব্বমিদমুপার্জ্জিতমায়ুষ্মতা, প্রতিপদ্যতামিদমক্ষয়মজরমমরস্থানং দেবানাং প্রিয়মিতি। এবমভিধীয়-মানঃ সঙ্গদোষান্ ভাবয়েৎ, ঘোরেষু সংসারাঙ্গারেষু পচ্যমানেন ময়া জননমরণান্ধকারে বিপরিবর্ত্তমানেন কথঞ্চিদাসাদিতঃ ক্লেশতিমির-বিনাশো যোগপ্রদীপঃ, তস্য চৈতে তৃষ্ণাযোনয়ো বিষয়বায়বঃ প্রতি-পক্ষাঃ, স খল্বহং লব্ধালোকঃ কথমনয়া বিষয়মৃগতৃষ্ণয়া বঞ্চিতস্তস্যৈব পুনঃ প্রদীপ্তস্য সংসারাগ্নেরাত্মানমিন্ধনী কুর্য্যামিতি। স্বস্তিবঃ স্বপ্নোপ-মেভ্যঃ কৃপণজনপ্রার্থনীয়েভ্যো বিষয়েভ্যঃ ইত্যেবং নিশ্চিতমতিঃ সমাধিং ভাবয়েৎ। সঙ্গমকৃত্বা স্ময়মপি ন কুর্য্যাৎ এবমহং দেবানামপি প্রার্থনীয় ইতি, স্ময়াদয়ং সুস্থিতং-মন্যতয়া মৃত্যুনা কেশেষু গৃহীত-মিবাত্মানং ন ভাবয়িষ্যতি, তথা চাস্য ছিদ্রান্তরপ্রেক্ষী নিত্যং যত্নোপ-চর্য্যঃ প্রমাদো লব্ধবিবরঃ ক্লেশানুত্তম্ভয়িষ্যতি, ততঃ পুনরনিষ্টপ্রসঙ্গঃ, এবমস্য সঙ্গস্ময়াবকুর্ব্বতো ভাবিতোঽর্থো দৃঢ়ী ভবিষ্যতি, ভাবনীয়-শ্চার্থোঽভিমুখী ভবিষ্যতীতি ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ। যোগী চারি প্রকার, প্রথমকল্পিক, মধুভূমিক, প্রজ্ঞাজ্যোতিঃ ও অতিক্রান্ত-ভাবনীয়। যোগশিক্ষা কেবল আরম্ভ করিয়াছেন, যাঁহার পর-চিত্তাদি বিষয়ে জ্ঞান দৃঢ় হয় নাই, হইবার উপক্রম হইয়াছে, তাঁহাকে প্রথম-কল্পিক যোগী বলে। দ্বিতীয় অর্থাৎ মধুভূমিক যোগীর নাম ঋতম্ভরপ্রজ্ঞ, ইনি ভূত ও ইন্দ্রিয়গণের জয়ের অভিলাষী। তৃতীয় যোগী প্রজ্ঞাজ্যোতিঃ পঞ্চভূত ও ইন্দ্রিয়গণকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়াছেন, ভূত ও ইন্দ্রিয়জয় বশতঃ পরচিত্তাদি

জ্ঞানরূপ সমস্ত ভাবিত (সম্পাদিত) বিষয়ে কৃতরক্ষাবন্ধ অর্থাৎ উক্ত সিদ্ধ যোগীর আয়ত্ত বিষয় সমস্তের বিনাশ হয় না, এই যোগী ভাবনীয় (সম্পাদনীয়) অর্থাৎ যাহার সিদ্ধি করিতে হইবে এমত বিশোকা হইতে পরবৈরাগ্য পর্য্যন্ত বিষয়ে কৃতকর্ত্তব্য সাধনাদিমান্ অর্থাৎ সম্যক্ উপায়ের অনুষ্ঠাতা। অতিক্রান্ত ভাবনীয় নামক চতুর্থ যোগীর কেবল চিত্ত লয়রূপ একটী কার্য্য অবশিষ্ট থাকে, ইহাকেই জীবন্মুক্ত বলে, ইহারই সপ্ত প্রকার প্রান্তভূমি প্রজ্ঞা (প্রাপ্তং প্রাপনীয়ং ইত্যাদি) পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। এই চারি প্রকার যোগীর মধ্যে মধুমতী ভূমি (দ্বিতীয় অবস্থা) সাক্ষাৎ করিয়াছেন এমত ব্রাহ্মণের (যোগীর) চিত্তশুদ্ধি অবগত হইয়া স্বর্গস্থানবাসী ইন্দ্রাদি দেবগণ স্থান অর্থাৎ স্বর্গাদি স্থানের বিবিধ উপভোগ্য বিষয় দ্বারা উহাদের প্রলোভন প্রদর্শন (আহ্বান) করেন, কারণ, দেবগণের ভয় হয়, পাছে যোগসিদ্ধি প্রভাবে আমাদের অধিকার চ্যুতি করে। আহ্বানের আকার এই, আপনি এই স্থানে অবস্থিতি করুন্, এখানে বিহার করুন্, এই ভোগ কমনীয় (মনোহর) এই কন্তা কমনীয়া চিত্তহারিণী, এই রসায়ন (ঔষধ বিশেষ) জরা মৃত্যু বিনাশ করে, এই যান (রথ) গগনচারী, ইহা দ্বারা স্বেচ্ছায় বিচরণ করুন্, এই কল্পবৃক্ষ সকল আপনার ভোগ প্রদান করিবে, স্বর্গঙ্গা মন্দাকিনী, ইহার কি সুন্দর জল! এখানে সিদ্ধ মহর্ষিগণ বিরাজ করিতেছেন, এখানে সুন্দরী মনোহারিণী অপ্সরা সকল বাস করিতেছে, এখানে থাকিলে চক্ষুঃ শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকল দিব্য হয়, অর্থাৎ দূরের বিষয় গ্রহণ করিতে পারে, এখানে শরীর বজ্রের ন্থায় দৃঢ় হয়। আয়ুষ্মন্ আপনি স্বকীয় প্রভাবে এই সমস্ত উপার্জ্জন করিয়াছেন, দেবগণের প্রিয় এই অক্ষয় অজর স্বর্গ স্থান গ্রহণ করুন্। এইরূপ কথিত হইয়া বিষয় সঙ্গের (অনুরাগের) দোষ চিন্তা করিবে, আমি চিরকাল সংসারানলে দগ্ধ হইয়া জন্ম মৃত্যু অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইয়া সম্প্রতি কোনওরূপে অতি কষ্টে ক্লেশ-তিমিরনাশক যোগপ্রদীপ লাভ করিয়াছি, তৃষ্ণার কারণ বিষয়রূপ বায়ু ঐ প্রদীপের প্রতিকূল, আমি কিরূপে যোগ আলোক লাভ করিয়াও বিষয় মৃগতৃষ্ণায় বঞ্চিত হইয়া সেই (যাহা চির-কাল জ্ঞাত আছি) সংসার-হুতাশনে আপনাকে কাষ্ঠরূপে দগ্ধ করিব। হে কৃপণ জনের (যাহাদের আত্মজ্ঞান নাই) প্রার্থনীয় স্বপ্নসদৃশ বিষয় সকল, তোমাদের মঙ্গল হউক, এইরূপ স্থির করিয়া সমাধির অনুষ্ঠান করিবে। উক্তরূপে স্বর্গ-

ভোগে আসক্তি ত্যাগ করিয়া বিস্ময়কেও (আমি কত বড় লোক, দেবগণও আমাকে সাধ্যসাধনা করিতেছেন, এইরূপ আত্মাভিমানকেও) ত্যাগ করিবে, কারণ ঐ ভাবে বিস্ময় হইলে তাহাতে সুস্থিতমনা অর্থাৎ যথেষ্ট হইয়াছে এরূপ বোধ হওয়ায় আর সমাধির অনুষ্ঠান করে না, যমরাজ যে তাহার কেশাকর্ষণ করিয়াছে তাহা জানিতে পারে না, তখন ছিদ্রান্বেষী, সর্ব্বদা প্রযত্নসহকারে প্রতীকার করিতে হয় এমত প্রমাদ (আসক্তি) অবকাশ লাভ করিয়া অবিদ্যাদি ক্লেশ সকলকে উদ্দীপিত করে, তখন পুনর্ব্বার অনিষ্টের সম্ভাবনা অর্থাৎ সংসারে পতন অবশ্যম্ভাবী। এইরূপে সঙ্গ ও স্ময় করেন না এরূপ যোগীর লব্ধ বিষয় (সিদ্ধি) স্থির থাকে, এবং যাহা ভাবনীয় অর্থাৎ সিদ্ধি করিতে হইবে উক্ত যোগীর তাহা সম্মুখীন হয়॥ ৫১॥

মন্তব্য। যোগের প্রারম্ভ হইতে কৈবল্য পর্য্যন্ত অবস্থাকে শাস্ত্রকারগণ চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। উহার প্রথম অবস্থায় দেবগণের সাক্ষাৎকারের সম্ভাবনা নাই, তৃতীয় ও চতুর্থ অবস্থাপন্ন যোগিগণ দেবগণ অপেক্ষা উন্নত, সুতরাং দেবগণ তাঁহাদের প্রলোভন দেখাইতে সমর্থ নহেন, পরিশেষে দ্বিতীয় অবস্থা, যাহাতে সিদ্ধির অঙ্কুর দেখা দিয়াছে, অথচ চিত্ত দৃঢ় নহে, সহজেই টলিতে পারে, এমত অবস্থায় প্রলোভনে মুগ্ধ হওয়া অসম্ভব নহে। দেবগণের লোভ প্রদর্শন করিবার কারণ, তাঁহাদের অধিকার কাড়িয়া লইবে এই ভয়, আর এক কারণ এই, মানবগণ চিরকাল সংসারে বদ্ধ থাকিয়া যাগ যজ্ঞ দ্বারা প্রীতি উৎপাদন করুক ইহাই দেবগণের ইচ্ছা, মনুষ্যগণ মুক্তির পথে পথিক হইবে, ইহা দেবগণ দেখিতে পারেন না, এ বিষয় বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রথমে বর্ণিত আছে। উন্নত জীব নিম্ন শ্রেণীর উন্নতি দেখিতে পারে না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ।

দেবগণ মনুষ্যের সাধ্যসাধনা করেন একথা আপাততঃ আশ্চর্য্য বোধ হইতে পারে, বিষয় লম্পট আসক্ত জীবের পক্ষে দেবপদ অতি উৎকৃষ্ট বোধ হইতে পারে, কিন্তু বিরক্ত যোগীর পক্ষে দেবপদ নিকৃষ্ট বই উৎকৃষ্ট নহে, বিশেষতঃ তাপস ব্রাহ্মণ দেবগণের অপেক্ষা উন্নত একথা পুরাণের অধিকাংশ স্থলে দেখা যায়। ভাষ্যকার দ্বিতীয় যোগীকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এ ব্রাহ্মণ তপস্বী, ব্রহ্মতেজে বলীয়ান্, কলির ব্রাহ্মণ নহে। এক ভৃগু মুনির বৃত্তান্ত জানিলেই ব্রাহ্মণের কতদূর গৌরব তাহা জানিতে পারা যায়, উক্ত মুনিবর বিষ্ণুর

বক্ষঃস্থলে পদক্ষেপ করিয়াছিলেন। সাধারণতঃ লোক সকল অতি নীচমনা, দেবপ্রদের কথা দূরে থাকুক, সামান্য একটী দাসত্ব পদকেই মোক্ষপদ বলিয়া বোধ করে, চিত্ত দুর্ব্বল হইলে লঘুকেও গুরু বলিয়া বোধ হয়; শরীরাদিতে আত্মাভিমানই উহার কারণ ॥ ৫১ ॥

সূত্র। ক্ষণতৎক্রময়োঃ সংযমাদ্বিবেকজং জ্ঞানম্ ॥ ৫২ ॥

ব্যাখ্যা। ক্ষণতৎক্রময়োঃ (ক্ষণে অভেদ্য কালভাগে বস্তুভূতে, অবিচ্ছেদে চ তৎপ্রবাহে) সংযমাৎ (তৎ সাক্ষাৎকারাৎ) বিবেকজং জ্ঞানম্ (সর্ব্ববস্তূনাং ভেদেন তত্ত্বসাক্ষাৎকারো ভবতি) ॥ ৫২ ॥

তাৎপর্য্য। বিভাগ হয় না এরূপ সূক্ষ্ম কালাবয়বকে ক্ষণ বলে, উহাতে এবং উহাদের অবিচ্ছেদে পৌর্ব্বাপর্য্য প্রবাহে সংযম করিলে বিবেকজ অর্থাৎ সমস্ত বস্তুর অসঙ্কীর্ণরূপে সাক্ষাৎকার হয় ॥ ৫২ ॥

ভাষ্য। যথাঽপকর্ষপর্য্যন্তং দ্রব্যং পরমাণুঃ এবং পরমাপকর্ষ-পর্য্যন্তঃ কালঃ ক্ষণঃ, যাবতা বা সময়েন চলিতঃ পরমাণুঃ পূর্ব্বদেশং জহ্যাদুত্তরদেশমুপসম্পদ্যেত স কালঃ ক্ষণঃ, তৎপ্রবাহাবিচ্ছেদস্তু ক্রমঃ, ক্ষণতৎক্রময়োর্নাস্তি বস্তুসমাহার ইতি বুদ্ধিসমাহারো মুহূর্ত্তাহোরাত্রা-দয়ঃ, স খল্বয়ং কালো বস্তুশূন্যো বুদ্ধিনির্ম্মাণঃ শব্দজ্ঞানানুপাতী লৌকিকানাং ব্যুত্থিতদর্শনানাং বস্তুস্বরূপ ইবাবভাসতে, ক্ষণস্তু বস্তু-পতিতঃ ক্রমাবলম্বী, ক্রমশ্চ ক্ষণানন্তর্য্যাত্মা, তং কালবিদঃ কাল ইত্যাচক্ষতে যোগিনঃ। ন চ দ্বৌ ক্ষণৌ সহ ভবতঃ, ক্রমশ্চ ন দ্বয়োঃ সহভুবোরসম্ভবাৎ, পূর্ব্বস্মাদুত্তরভাবিনো যদানন্তর্য্যং ক্ষণস্য স ক্রমঃ, তস্মাৎ বর্ত্তমান এবৈকঃ ক্ষণো ন পূর্ব্বোত্তরক্ষণাঃ সন্তীতি, তস্মান্নাস্তি তৎসমাহারঃ। যে তু ভূতভাবিনঃ ক্ষণাঃ তে পরিণামান্বিতা ব্যাখ্যেয়াঃ, তেনৈকেন ক্ষণেন কৃৎস্নো লোকঃ পরিণামমনুভবতি, তৎক্ষণোপারূঢ়াঃ খল্বমী ধর্ম্মাঃ, তয়োঃ ক্ষণতৎক্রময়োঃ সংযমাৎ তয়োঃ সাক্ষাৎকরণম্, ততশ্চ বিবেকজং জ্ঞানং প্রাদুর্ভবতি ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ। ঘটাদি দ্রব্যের বিভাগ করিতে করিতে যেখানে পরিমাণের

অপকর্ষ (ন্যূনতা) শেষ হয় অর্থাৎ যাহার আর বিভাগ হয় না, যাহার অবয়ব নাই, এরূপ দ্রব্যকে যেমন পরমাণু বলে, তদ্রূপ দণ্ড পল প্রভৃতি কালের বিভাগ করিতে করিতে যেখানে আর বিভাগ হয় না, সেই নিরবয়ব কালের অংশকে ক্ষণ বলে, পরমাণুতে ক্রিয়া হইয়া যতটুকু সময় মধ্যে পূর্ব্বদেশ পরিত্যাগ করে, অথবা উত্তর দেশ গ্রহণ করে সেই সূক্ষ্মকালকে ক্ষণ বলা যায়, উক্ত ক্ষণ ধারার অবিচ্ছেদকে (নৈরন্তর্য্যকে) ক্রম বলে। ক্ষণ ও তৎ ক্রমের বস্তুতঃ সমাহার (মিলন) না হইলেও বুদ্ধিকৃত অর্থাৎ কল্পিত মিলন হইতে পারে। এক সময়ে বিদ্যমান পদার্থ সকলেরই সমাহার সম্ভব, মুহূর্ত্ত (দণ্ডদ্বয়) দিবা রাত্রি প্রভৃতি কাল ক্ষণেরই সমষ্টি, কিন্তু একটী ক্ষণ উৎপন্ন হইলে তাহার পূর্ব্বক্ষণ বিনষ্ট হয়, এইরূপে উত্তরোত্তর ক্ষণের উৎপত্তিতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ক্ষণের বিনাশ হয়, বহুসংখ্যক ক্ষণের মিলন অতি দূরের কথা, দুইটী ক্ষণও এক সময়ে মিলিত হইতে পারে না, কেবল বুদ্ধিতে মিলন হয়, অর্থাৎ আমাদের জ্ঞান হয় যেন কতকগুলি ক্ষণ একত্র ক্রমিক-ভাবে মিলিত হইয়া আছে, উহাই মুহূর্ত্ত প্রভৃতি কাল। দিন, মাস প্রভৃতি শব্দ আছে, উহার উচ্চারণ করিলে লোকের একটা জ্ঞানও হয়, অথচ উহা বস্তুশূন্য অর্থাৎ কিছুই নহে, কেবল বিচারশক্তি রহিত সাধারণের বুদ্ধিতে উত্থিত হইয়া যথার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। উহার মধ্যে ক্ষণটী বাস্তবিক, ক্রমের অবলম্বন, কারণ ক্রম আর কিছুই নহে, কেবল ক্ষণের আনন্তর্য্য অর্থাৎ অবিরল ভাবে ক্ষণপ্রবাহই ক্রম। এই ক্রমবিশিষ্ট ক্ষণকেই কালজ্ঞেরা কাল বলিয়া থাকেন। ক্রমটী মিথ্যা, ইহার কারণ, দুইটী ক্ষণের একত্র অবস্থান সম্ভব নহে, দুইটীর ক্রমও হইতে পারে না, কারণ সহভাবী (একত্র থাকে) এরূপ দুইটী ক্ষণ নাই। পূর্ব্বক্ষণ হইতে উত্তর ক্ষণের যে আনন্তর্য্য তাহাই ক্রম। অতএব কেবল বর্ত্তমানই একটী ক্ষণ, পূর্ব্বোত্তর অর্থাৎ ভূত-ভবিষ্যৎ ক্ষণ বলিয়া কিছুই নাই। উহারা সূক্ষ্মরূপে পরিণাম অর্থাৎ সামান্য দ্বারা অন্বিত হয়, বস্তুর নূতন পুরাতন ভাবের উপযোগী হয়। অতএব কেবল একটী বর্ত্তমান ক্ষণ দ্বারাই সাধারণের পরিণাম (ক্রিয়া) সম্পন্ন হয়। অপরা-পর (ভূত ভবিষ্যৎ) ধর্ম্ম সমস্ত ঐ বর্ত্তমানের আশ্রিত, অর্থাৎ উহারই অবস্থা মাত্র। উক্ত ক্ষণ ও তাহার ক্রমে সংযম করিয়া সাক্ষাৎকার করিলে বস্তু-

মাত্রেরই বিবেকজ অর্থাৎ ইতর বস্তু হইতে পৃথক্ ভাবে কেবল সেই বস্তুর প্রত্যক্ষ হয়, তদ্ব্যক্তিরূপ বিশেষ ভাবে সমস্ত পদার্থের জ্ঞান হয় ॥ ৫২ ॥

মন্তব্য। ন্যায় বৈশেষিক মতে কাল একটী অতিরিক্ত পদার্থ, উহা নিত্য, উপাধি (ক্রিয়া) বশতঃ ক্ষণাদি ব্যবহারের কারণ হয়। সাংখ্যপাতঞ্জলমতে অতিরিক্ত কালনামে পদার্থ নাই, ক্রিয়াকেই কাল বলে। অতিরিক্ত নিত্য মহাকাল দ্বারা কোনও ব্যবহার হয় না, খণ্ডকাল (দিন মাস প্রভৃতি) দ্বারাই ব্যবহার হইয়া থাকে, এমত অবস্থায় নিত্যকাল স্বীকারের আবশ্যক কি ? জগতে এরূপ অনেক পদার্থ আছে, অথবা আছে বলিয়া জ্ঞাত থাকে, যাহার সত্তা মাত্রও নাই, কেবল লোকের বুদ্ধিপটে আবহমানকাল হইতে অঙ্কিত থাকায় যথার্থ বলিয়া বোধ হয়। দিন রাত্রি মাস প্রভৃতি এই ভাবের পদার্থ, দিন বলিলে কি বুঝায় তাহা কাহাকেও বলিতে হয় না, আমরা সকলেই অনায়াসেই বুঝিতে পারি, কিন্তু কি বুঝি তাহা কেহই বিচার করে না, গ্রহগণের ক্রিয়া (গতি) দ্বারা কালের গঠন হয়, ক্রিয়ার সমষ্টিই দিন প্রভৃতি কাল, কিন্তু সমষ্টি হইবার সম্ভব নাই, অসংখ্য ক্রিয়া ব্যক্তি একত্র দণ্ডায়মান থাকে না, উত্তরটী হইলে পূর্ব্বটী নষ্ট হয়, এই ভাবেই চিরকাল চলিয়া যাইতেছে, তথাপি আমরা বুদ্ধিতে একরূপ গড়িয়া লই, এইরূপে কতকগুলি ক্রিয়া ক্ষণের সমষ্টি হইতে দিন মাস প্রভৃতি কল্পিত হয়, এই কতকগুলিই বা কোন্ কতকগুলি তাহাও জানা কঠিন, গ্রহগতির বিশ্রাম নাই, উহার সমষ্টির আদি অন্ত নির্দ্দেশ হয় না, কেবল গ্রহক্রিয়ার অনুক্রিয়া দ্বারা একটী সমষ্টি করা যায়, যেমন সূর্য্যের ক্রিয়া বশতঃ পৃথিবীতে আলোক পতনের অনন্তর অন্ধকার বিনাশ ইহাকে আদি ধরিয়া পৃথিবীতে আলোক রহিত হইয়া অন্ধকারের আগমন ইহাকে অন্ত ধরিয়া দিন নামক একটী কাল হয়, এইরূপে রাত্রি প্রভৃতিরও কল্পনা বুঝিতে হইবে ॥ ৫২ ॥

ভাষ্য। তস্য বিষয়বিশেষ উপক্ষিপ্যতে।

সূত্র। জাতিলক্ষণদেশৈরন্যতাঽনবচ্ছেদাৎ তুল্যয়োস্ততঃ প্রতিপত্তিঃ ॥ ৫৩ ॥

ব্যাখ্যা। জাতিলক্ষণদেশৈঃ (জাতির্গোত্বাদিঃ, লক্ষণং অসাধারণধর্ম্মঃ, দেশঃ

স্থানং তৈঃ) অন্যতাঽনবচ্ছেদাৎ (ভেদানবধারণাৎ) তুল্যয়োঃ (সমানয়োঃ বস্তুনোঃ) ততঃ প্রতিপত্তিঃ (পূর্ব্বোক্তসংযমাৎ প্রতিপত্তিঃ ভেদেন সাক্ষাৎকারঃ তদ্ব্যক্তিত্বেন ভানমিতি যাবৎ॥ ৫৩॥

তাৎপর্য্য। গোত্বাদি জাতি, বস্তুর অসাধারণ ধর্ম্ম ও দেশ দ্বারাই বস্তুর ভেদ প্রদর্শিত হয়, যেখানে এই তিনটীর কোনটীরও সম্ভব নহে, অথচ এক পদার্থ হইতে অন্য পদার্থকে ভিন্ন বলিয়া জানিতে হইবে সেখানে পূর্ব্বোক্ত বিবেকজ জ্ঞানই একমাত্র উপায়॥ ৫৩॥

ভাষ্য। তুল্যয়োর্দেশলক্ষণসারূপ্যে জাতিভেদোঽন্যতায়া হেতুঃ, গৌরিয়ং বড়বেয়মিতি। তুল্যদেশজাতীয়ত্বে লক্ষণমন্যত্বকরং, কালাক্ষী গৌঃ স্বস্তিমতী গৌরিতি। দ্বয়োরামলকয়োর্জাতিলক্ষণসারূপ্যাৎ দেশভেদোঽন্যত্বকরঃ, ইদম্পূর্ব্বমিদমুত্তরমিতি। যদা তু পূর্ব্বমামলক-মন্যব্যগ্রস্য জ্ঞাতুরুত্তরদেশ উপাবর্ত্ত্যতে তদা তুল্যদেশত্বে পূর্ব্বমেত-দুত্তরমেতদিতি প্রবিভাগানুপপত্তিঃ, অসন্দিগ্ধেন চ তত্ত্বজ্ঞানেন ভবি-তব্যম্, ইত্যত ইদমুক্তং ততঃ প্রতিপত্তিঃ বিবেকজজ্ঞানাদিতি। কথং, পূর্ব্বামলকসহক্ষণো দেশ উত্তরামলকসহক্ষণদেশাৎ ভিন্নঃ তে চামলকে স্বদেশক্ষণানুভবভিন্নে, অন্যদেশক্ষণানুভবস্তু তয়োরন্যত্বে হেতুরিতি। এতেন দৃষ্টান্তেন পরমাণোস্তুল্যজাতিলক্ষণদেশস্য পূর্ব্বপরমাণুদেশ-সহক্ষণসাক্ষাৎকরণাদুত্তরস্য পরমাণোস্তদ্দেশানুপপত্তাবুত্তরস্য তদ্দেশা-নুভবো ভিন্নঃ সহক্ষণভেদাৎ তয়োরীশ্বরস্য যোগিনোঽন্যত্বপ্রত্যয়ো ভবতীতি। অপরে তু বর্ণয়ন্তি, যেঽন্ত্যা বিশেষাস্তেঽন্যতাপ্রত্যয়ং কুর্ব্বন্তীতি, তত্রাপি দেশলক্ষণভেদো মূর্ত্তিব্যবধিজাতিভেদশ্চান্যত্ব-হেতুঃ, ক্ষণভেদস্তু যোগিবুদ্ধিগম্য এবেতি, অত উক্তং "মূর্ত্তিব্যবধি-জাতিভেদাভাবান্নাস্তি মূলপৃথক্ত্বং" ইতি বার্ষগণ্যঃ॥ ৫৩॥

অনুবাদ। পূর্ব্বোক্ত সংযমের বিষয় বিশেষ বলা যাইতেছে, যে স্থানে স্থান অর্থাৎ আধার দেশ ও লক্ষণ (বর্ণ প্রভৃতি) সদৃশ হয়, সেখানে তুল্য বস্তু দ্বয়ের জাতিই (গোত্বাদি) ভেদের কারণ হয়, যেমন এইটী গাভী এইটী ঘোটকী,

গাভী ও ঘোটকী উভয়েরই বর্ণ রক্ত, ক্ষণভেদে এক স্থানেই উভয়ে অবস্থিত, এরূপ স্থলে উভয়ের জাতি (গোত্ব অশ্বত্ব) উভয়ের ভেদ জ্ঞাপন করায়। বস্তুদ্বয় তুল্যদেশীয় ও তুল্যজাতীয় হইলে লক্ষণই (বিশেষ চিহ্নই) তাহাদের ভেদক হয়, যেমন কালাক্ষী গাভী (গাভীবিশেষ) স্বস্তিমতী গাভী, ইহারা উভয়ই গোজাতীয়, উভয়েরই ক্ষণভেদে এক দেশে অবস্থান সম্ভব, এমত স্থলে তাহাদের শরীরে কোনও বিশেষ চিহ্ন দ্বারা ভেদ জ্ঞান হইয়া থাকে। দুইটী আমলকের জাতিগত বা লক্ষণগত কোনও ভেদ নাই, উভয়ই আমলক জাতীয়, উভয়েরই আকার একরূপ, কোন মতেই ভিন্ন বলিয়া জানা যায় না, এরূপ স্থলে দেশ-ভেদই (আধার স্থানভেদই) উহাদের পরস্পর ভেদের কারণ হয়। একটী দেশই (হস্ত প্রভৃতি) ক্ষণভেদে পূর্ব্ব ও উত্তর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে, ঐ পূর্ব্বোত্তর দেশে অবস্থিত বলিয়া এই আমলকটী পূর্ব্ব এইটী উত্তর এইরূপে পৃথক্‌ভাবে জানা যাইতে পারে, কিন্তু জ্ঞাতাকে (এস্থলে যোগীকে) পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত অন্য ব্যগ্র অর্থাৎ বিষয়ান্তরে নিবিষ্ট করিয়া ঐ আমলক দুইটী যদি উল্টাইয়া রাখা যায়, তবে আর পৃথক্‌রূপে জানিবার কোনই উপায় থাকে না, তত্ত্বজ্ঞানে সন্দেহ থাকিতে পারে না, যদি যোগীর তত্ত্বজ্ঞান হইয়া থাকে তবে নিঃসন্দেহরূপে বলিতে হইবে কোন্‌টী পূর্ব্ব ও কোন্‌টী উত্তর, এই নিমিত্ত বলা হইয়াছে—"ততঃ প্রতিপত্তি" অর্থাৎ উক্ত স্থলে বিবেকজ জ্ঞানশক্তি দ্বারাই আমলকদ্বয়ের পরস্পর ভেদ লক্ষিত হইবে। পূর্ব্বক্ষণে পূর্ব্ব আমলক পূর্ব্বদেশে ছিল, ইহাতে আমলকে ক্ষণ ও দেশ দ্বারা একটী বিশেষ ধর্ম্ম জন্মিয়াছে, এই-রূপে উত্তর আমলকেও জন্মিয়াছে, আমলকদ্বয় উল্টা পাল্টা করিয়া রাখিলেও ক্ষণসহকারে একই দেশের যে ভেদ আছে উহা দ্বারা সংযম বলে যোগী পৃথক্-রূপে চিনিতে পারেন, অর্থাৎ সিদ্ধ যোগী পূর্ব্বক্ষণ, দেশ ও আমলক এই ত্রিতয়ের বৈশিষ্ট্যে (সাহিত্য, মিলন) সংযম করিয়া পূর্ব্বক্ষণ সহকারে দেশ ও আমলকের সম্বন্ধ ধরিয়া উত্তর আমলক হইতে পৃথক্ করিতে পারেন। উক্ত স্থূল দৃষ্টান্ত দ্বারা তুল্যজাতি-লক্ষণ-দেশ পরম সূক্ষ্ম পরমাণু-দ্বয়ের পরস্পর ভেদ বুঝিতে হইবে, যেমন দুইটী পার্থিব পরমাণুর পৃথিবীত্ব এক জাতি, গন্ধ প্রভৃতি লক্ষণও উভয়ের তুল্য এবং দেশও (অবস্থিতি স্থান) এক হইলে পূর্ব্ব পর-মাণুর যে ক্ষণে যে দেশে স্থিতি হইয়াছে ঠিক্ সেই ভাবে উত্তর পরমাণুর হয়

নাই, অর্থাৎ এককক্ষণে একদেশে দুইটী পরমাণু থাকিতে পারে না ; ক্ষণ, দেশ ও পরমাণু এই ত্রিতয়ের মিলনে যে একটী নূতনত্ব জন্মে সংযম দ্বারা উঁহার সাক্ষাৎকার হইলে জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিশালী যোগীর উহা অনায়াসেই বিদিত হয়।

কেহ কেহ (বৈশেষিককার) বলেন অন্ত্য অর্থাৎ স্বতো ব্যাবর্ত্ত, যাহার নিজের পরিচয় নিজেই প্রদান করে, এমত বিশেষ নামক একটী পদার্থ আছে, উহা নিত্য দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকে, উহা দ্বারা পরমাণুর পরস্পর ভেদ হয়। সে স্থলেও (পরমাণু প্রভৃতিতে) দেশ প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত হেতু, মূর্ত্তি, অবয়ব সংস্থান ও ব্যবধান ইত্যাদি নানাবিধ ভেদক ধর্ম্ম আছে, অতএব অতিরিক্ত বিশেষ পদার্থ স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। জাতি, দেশ, লক্ষণ, মূর্ত্তি ও ব্যবধান প্রযুক্ত ভেদ সাধারণের বুদ্ধির বিষয় হইতে পারে, যেখানে জাতি প্রভৃতি নাই, কেবল পূর্ব্বোক্ত ক্ষণপ্রযুক্তই ভেদ থাকে তাহা কেবল সিদ্ধ যোগিগণেরই বুদ্ধিগম্য, উহা অপরে জানিতে পারে না। বার্ষগণ্য অর্থাৎ আচার্য্য পতঞ্জলি বলেন মূল কারণের (সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়রূপ প্রকৃতির) ভেদ নাই, কারণ ভেদের হেতু মূর্ত্তি ব্যবধি জাতি প্রভৃতির পার্থক্য উহাতে কিছুই নাই ॥ ৫৩ ॥

মন্তব্য। অবয়বী ঘটপটাদি পদার্থের মধ্যে একটী হইতে অপরটী ভিন্ন তাহা সহজেই বোধগম্য হয়, কারণ একের অবয়ব হইতে অপরের অবয়ব ভিন্ন, ঐ অবয়বই অবয়বীর ভেদক হয়, নিরবয়ব পরমাণু প্রভৃতি পদার্থের ভেদক কে হইবে ? ভেদক না থাকিলে মাষারম্ভক পরমাণু হইতে মুদ্গের আরম্ভ হইতে পারে, উহা অভিমত নহে, এবং মুক্ত আত্মা সকলের পরস্পর ভেদ হইতে পারে না এই নিমিত্ত বৈশেষিক দর্শনে বিশেষ নামে একটী অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার আছে, উহা কেবল নিত্য দ্রব্যে থাকে, স্বয়ংও নিত্য, "অন্ত্যো নিত্যদ্রব্যবৃত্তির্ব্বিশেষঃ পরিকীর্ত্তিতঃ," এই বিশেষ পদার্থ অপরের ভেদক হয়, ইহার আর ভেদক নাই, স্বয়ংই ভেদক (ব্যাবর্ত্তক)। পতঞ্জলির মতে পরমাণু নিরবয়ব নহে, মুক্তপুরুষ সকলেরও পূর্ব্বশরীর সম্বন্ধ দ্বারা ভেদ প্রতীতি হইতে পারে, অতএব অতিরিক্ত বিশেষ পদার্থ স্বীকারের আবশ্যক নাই। মূর্ত্তি শব্দে অবয়ব সংস্থান বুঝায়, উহাদ্বারা ভেদ জ্ঞান হয়, সুন্দর ও কুৎসিৎ অবয়ব দ্বারা ভেদ জ্ঞান হয়। অথবা মূর্ত্তি শব্দে শরীর

বুঝায়, যদিচ মুক্তপুরুষের শরীর সম্বন্ধ নাই, তথাপি বদ্ধাবস্থায় শরীর সম্বন্ধ ছিল? সংযম দ্বারা তাহা পরিজ্ঞাত হইয়া মুক্তগণকে পরস্পর ভিন্ন বলিয়া জানা যাইতে পারে। কুশপুষ্কর প্রভৃতি দ্বীপের ভেদের কারণ ব্যবধি অর্থাৎ দূরবর্ত্তিতা। কেবল কাল বা কেবল দেশ ভেদের জ্ঞাপক হয় না, কাল ও দেশ মিলিত হইয়াই আধেয়ের পরিচয় জন্মায়। এই ক্ষণাবচ্ছেদে এই বস্তু এই স্থানে আছে, অথবা এই দেশাবচ্ছেদে এই বস্তু এই ক্ষণে আছে, "দেশ-বৃত্তৌ কালস্যেব, কালবৃত্তৌ দেশস্যাপ্যবচ্ছেদকত্বং" এইরূপেই প্রতীতি হইয়া থাকে। ক্ষণবৃত্তিতা দ্বারা যে বস্তুর ভেদ হইতে পারে তাহা সাধারণের বুদ্ধিগম্য নহে, উহা সংযমশীল সিদ্ধযোগীরাই জানিতে পারেন ॥ ৫৩ ॥

সূত্র। তারকং সর্ব্ববিষয়ং সর্ব্বথা বিষয়মক্রমং চেতি বিবেকজং জ্ঞানম্ ॥ ৫৪ ॥

ব্যাখ্যা। বিবেকজং জ্ঞানম্ (পূর্ব্বোক্ত সংযমবলাৎ জায়মানং ভেদজ্ঞানম্) তারকং (সংসারার্ণবাৎ তারয়তীতি তারকম্) সর্ব্ববিষয়ং (নাস্য অবিষয়ঃ কিঞ্চিৎ) সর্ব্বথা বিষয়ং (সপ্রকারং সর্ব্বং প্রকাশয়তি) অক্রমং (যুগপদেব সর্ব্বং বিষয়ীকরোতি) ॥ ৫৪ ॥

তাৎপর্য্য। পূর্ব্বোক্ত ক্ষণ ও তৎক্রমে সংযম দ্বারা যে বিবেকজ জ্ঞান জন্মে, ঐ জ্ঞান যোগীকে সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধার করে, উহার অবিষয় কিছুই থাকে না, অশেষ বিশেষরূপে বস্তুমাত্রকেই একদা প্রকাশ করে ॥ ৫৪ ॥

ভাষ্য। তারকমিতি স্বপ্রতিভোত্থমনৌপদেশিকমিত্যর্থঃ, সর্ব্ববিষয়ং নাস্য কিঞ্চিদবিষয়ীভূতমিত্যর্থঃ, সর্ব্বথা বিষয়ং অতীতানাগত-প্রত্যুৎপন্নং সর্ব্বং পর্য্যায়ৈঃ সর্ব্বথা জানাতীত্যর্থঃ, অক্রমমিতি একক্ষণোপারূঢ়ং সর্ব্বং সর্ব্বথা গৃহ্ণাতীত্যর্থঃ, এতদ্বিবেকজং জ্ঞানং পরিপূর্ণং, অস্যৈবাংশো যোগপ্রদীপঃ, মধুমতীং ভূমিমুপাদায় যাবদস্য পরিসমাপ্তিরিতি ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ। সত্ত্ব ও পুরুষের ভেদে ও ক্ষণতৎক্রমে সংযম হইতে লৌকিক-জ্ঞানসামগ্রী ইন্দ্রিয়াদি ব্যতিরেকে উৎপন্ন যথার্থ জ্ঞানশক্তিকে প্রতিভা বলে,

উহা হইতে যে স্বভাবতঃ জ্ঞান জন্মে তাহাকে তারকজ্ঞান বলে, উহা অনৌপদৈশিক অর্থাৎ উপদেশ (শব্দ প্রয়োগ) ব্যতিরেকেই জন্মে, সমস্ত পদার্থই ইহার বিষয়, জগতে এমত কোনও বস্তু নাই যাহা ইহার গোচর না হয়, এই জ্ঞান সর্ব্বথা বিষয়, অর্থাৎ ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমস্ত পদার্থই অবান্তর বিশেষের সহিত এই জ্ঞানের বিষয় হয়, এই জ্ঞান অক্রম অর্থাৎ যুগপৎ সমস্ত বিষয় গ্রহণ করে, এটী গ্রহণ করিয়া উটী গ্রহণ করা এরূপে নহে, একদাই সকল পদার্থ বিষয় করে, বিবেকজ জ্ঞান পরিপূর্ণ অর্থাৎ কোনও স্থলে, কোনও বস্তু, কোনওরূপে, কোনও কালে ইহার অগোচর হয় না, (অন্যজ্ঞানের কথা দূরে থাকুক) সম্প্রজ্ঞাতযোগ প্রদীপও এই জ্ঞানসূর্য্যের একটী অংশমাত্র। "স্থান্যুপনিমন্ত্রনে" ইত্যাদি সূত্রে বর্ণিত ঋতম্ভরা-প্রজ্ঞা নামক মধুভূমিকরূপ দ্বিতীয় ভূমিই মধুমতী ভূমি, উহাকে আরম্ভ করিয়া সপ্তধা প্রান্তভূমি প্রজ্ঞা নামক পরিসমাপ্তি এই আদ্যোপান্ত সম্প্রজ্ঞাত-যোগ সূত্রলিখিত তারকজ্ঞানের অংশ বলিয়া ইহাকে তারকজ্ঞান বলা হইয়াছে ॥ ৫৪ ॥

মন্তব্য। তারকজ্ঞান অনৌপদৈশিক, ইহা শব্দ দ্বারা জন্মিতে পারে না, কারণ শব্দ পরোক্ষভাবে সামান্যরূপেই পদার্থের জ্ঞান জন্মায়, তারকজ্ঞান প্রত্যক্ষরূপে বিশেষভাবে সমস্ত পদার্থের প্রকাশ করে, অতএব উহা শব্দ হইতে উৎপন্ন হয় না।

পূর্ব্বে অনেক স্থানে সংযমবলে সর্ব্বজ্ঞতার কথা বলা হইয়াছে, পুনর্ব্বার এখানে বিবেকজ জ্ঞানকেও সর্ব্ব বিষয় বলা হইল, ইহাতে পুনরুক্তি হইয়াছে বোধ হয়, তাহা হয় নাই, কারণ, সর্ব্বশব্দ প্রকার ও অশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, বিবেকজ জ্ঞানই সর্ব্ব বিষয় অর্থাৎ অশেষ বিষয়ক, ইহার অবিষয় কিছুই নাই। পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বশব্দ এইরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে, "সমস্ত ব্যঞ্জন দ্বারা আহার করা হইয়াছে" বলিলে পাকশালার যত প্রকার ব্যঞ্জন প্রস্তুত ছিল তাহার প্রত্যেকের কতক অংশ দ্বারাই ভোজন হইয়াছে এরূপ বুঝায়। "সমস্ত ব্রাহ্মণ ভোজন করান হইয়াছে" বলিলে যতগুলি নিমন্ত্রিত সকলেই ভোজন করিয়াছে এইরূপ বোধ হয়, সংসারের সমস্ত ব্রাহ্মণ বুঝায় না, পূর্ব্বে পূর্ব্বে উক্ত সর্ব্বশব্দেও ঐরূপ প্রকার বিশেষ বুঝিতে হইবে। পাত্রস্থ সর্ব্ব ব্যঞ্জন

ভোজন করা হইয়াছে, এস্থলে সর্ব্বশব্দে নিঃশেষ অর্থ বুঝায় অর্থাৎ একটুকুও বাকি নাই এইরূপ বুঝায়, বিবেকজ জ্ঞানস্থলেও ঐরূপ বুঝিবে। রজঃ ও তমঃ-রূপ বুদ্ধির আবরণ বিদূরিত হইলে বিশুদ্ধ সত্ব জ্যোতিঃ প্রকাশ-রূপ প্রতিভা জন্মে, উহা হইলে আপনা হইতেই বিষয় সকল প্রকাশিত হয়, কোনওরূপে প্রমাণের অপেক্ষা থাকে না ॥ ৫৪ ॥

ভাষ্য। প্রাপ্তবিবেকজজ্ঞানস্যাপ্রাপ্তবিবেকজজ্ঞানস্য বা।

সূত্র। সত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যমিতি ॥ ৫৫ ॥

ব্যাখ্যা। সত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে (সত্বস্য চিত্তস্য শুদ্ধিঃ বৃত্তিরাহিত্যং, পুরুষস্য চ শুদ্ধিঃ স্বরূপপ্রতিষ্ঠা চিত্তধর্ম্মাণামনারোপঃ ইতি যাবৎ, এবং সতি) কৈবল্যমিতি (মুক্তির্ভবতি, তত্র চ বিবেকজং তারকজ্ঞানং ভবতু মা বা ভূৎ নাপেক্ষ্যতে ইত্যর্থঃ, ইতিশব্দঃ অধ্যায়সমাপ্ত্যর্থঃ) ॥ ৫৫ ॥

তাৎপর্য্য। পূর্ব্বোক্ত বিবেকজ জ্ঞান হউক বা নাই হউক, বিষয়াকারে বুদ্ধির পরিণাম না হইলে সুতরাং তাহার প্রতিবিম্ব পুরুষে না পড়িলে মুক্তি হয় ॥ ৫৫ ॥

ভাষ্য। যদা নির্দ্ধূতরজস্তমোমলং বুদ্ধিসত্বং পুরুষন্যান্যতাপ্রত্যয়-মাত্রাধিকারং দগ্ধক্লেশবীজং ভবতি তদা পুরুষস্য শুদ্ধিসারূপ্যমিবাপন্নং ভবতি, তদা পুরুষস্যোপচরিতভোগাভাবঃ শুদ্ধিঃ, এতস্যামবস্থায়াং কৈবল্যং ভবতীশ্বরস্যানীশ্বরস্য বা বিবেকজজ্ঞানভাগিন ইতরস্য বা; ন হি দগ্ধক্লেশবীজস্য জ্ঞানে পুনরপেক্ষা কাচিদস্তি, সত্বশুদ্ধিদ্বারেণৈতৎ সমাধিজমৈশ্বর্য্যঞ্চ জ্ঞানঞ্চোপক্রান্তম্, পরমার্থতস্তু জ্ঞানাদদর্শনং নিবর্ত্ততে, তস্মিন্নিবৃত্তে ন সন্ত্যুত্তরে ক্লেশাঃ, ক্লেশাভাবাৎ কর্ম্মবিপাকা-ভাবঃ, চরিতাধিকারাশ্চৈতস্যামবস্থায়াং গুণা ন পুরুষস্য পুনর্দৃশ্যত্বে-নোপতিষ্ঠন্তে, তৎপুরুষস্য কৈবল্যং, তদা পুরুষ, স্বরূপমাত্রজ্যোতি-রমলঃ কেবলীভবতি ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ। বুদ্ধিসত্বের (চিত্তের) রজঃ ও তমোরূপ মল বিদূরিত হইলে কেবল পুরুষের ভেদজ্ঞান উৎপাদন করা তাহার অবশিষ্ট কার্য্য থাকে, তখন

অবিদ্যা প্রভৃতি ক্লেশরূপ বীজ সকল দগ্ধ হইয়া যায়, সুতরাং চিত্তে কথঞ্চিৎ পুরুষের শুদ্ধির (স্বচ্ছতার) সদৃশ শুদ্ধি অর্থাৎ নির্ম্মলতা জন্মে, বিষয়াকারে পরিণাম না হওয়াই চিত্তের শুদ্ধি, উপচরিত অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির প্রতিবিম্ব গ্রহণরূপ ভোগের অভাবকে পুরুষের শুদ্ধি অর্থাৎ স্বরূপে অবস্থান বলে। এই অবস্থাকে কৈবল্য অর্থাৎ মুক্তি বলে। অণিমাদি সিদ্ধি হউক বা নাই হউক, বিবেকজ তারকজ্ঞান লাভ হউক বা নাই হউক (তাহার অপেক্ষা নাই), যাঁহার ক্লেশবীজ দগ্ধ হইয়াছে, তাঁহার তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তিতে অন্য কাহারও অপেক্ষা নাই। সমাধি হইতে উৎপন্ন অণিমাদি ঐশ্বর্য্য ও বিবেকজজ্ঞানাদির উল্লেখের কারণ উহারা চিত্তশুদ্ধি জন্মাইয়া তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তির কারণ হয়। ফলকথা এই, জ্ঞান জন্মিলে অদর্শন (অবিদ্যা) নিবৃত্ত হয়, অদর্শন নিবৃত্ত হইলে উত্তরবর্ত্তী অর্থাৎ অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ ক্লেশ থাকে না, ক্লেশ না থাকিলে ধর্ম্মাধর্ম্ম ও তাহার পরিণাম জাতি, আয়ুঃ ও ভোগ জন্মে না, এই অবস্থায় গুণ (সত্ব, রজঃ, তমঃ ও তাহার কার্য্য) সকল চরিতাধিকার হয়, উহাদের অধিকার অর্থাৎ কার্য্য থাকে না, ভোগ ও অপবর্গ উৎপাদন করাই প্রকৃতির কার্য্য, তত্ত্বজ্ঞান উৎপাদন করিলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, সুতরাং পুনর্ব্বার বৃত্তি জন্মাইয়া পুরুষের ভোগ্যরূপে উপস্থিতও হয় না, ইহাকেই পুরুষের মুক্তি বলে, কারণ, তখন, পুরুষ জ্যোতিঃস্বরূপ নির্ম্মল স্বভাবে অবস্থিতি করে, কেবলী হয় অর্থাৎ বুদ্ধির বৃত্তি পতিত হইয়া পুরুষের স্বচ্ছতা নষ্ট করে না। পুরুষের স্বরূপে অবস্থানই কৈবল্য। সূত্রের ইতি শব্দে অধ্যায়ের সমাপ্তি বুঝাইয়াছে ॥ ৫৫ ॥

মন্তব্য। সূত্রের পূর্ব্বভাষ্যটুকু সূত্রের সহিত অন্বয় করিতে হইবে। ঐরূপ ভাষ্যকে পূরকভাষ্য বলা যায়।

যেমন যাগের সমগ্র অনুষ্ঠান করিয়াও যদি কামনা অর্থাৎ স্বর্গাদির অভিলাষ না থাকে তবে স্বর্গাদি জন্মে না, তদ্রূপ বিভূতির কারণ সংযমের অনুষ্ঠান করিয়াও কামনা না করিলে পূর্ব্বোক্ত বিভূতি সমুদায় জন্মে না, উহা না জন্মিলেও ক্ষতি নাই, জ্ঞান হইলেই মুক্তি হইবে, বিভূতির আবশ্যক করে না।

ভগবান্ গোতম মুক্তির ক্রম এই ভাবে বলিয়াছেন, "দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি

দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ" অর্থাৎ দুঃখ হইতে মিথ্যাজ্ঞান পর্য্যন্ত পর পরটীর অভাবে পূর্ব্ব পূর্ব্বটীর অভাব হয়, এইভাবে দুঃখের অভাবই মুক্তি, এ স্থলেও ভাষ্যে "জ্ঞানাদদর্শনং নিবর্ত্ততে" ইত্যাদি দ্বারা সেই ক্রমই প্রদর্শিত হইয়াছে।

বাচস্পতি বিরচিত তৃতীয় পাদের সংগ্রহশ্লোক যথা,

অত্রান্তরঙ্গাণ্যঙ্গানি পরিণামাঃ প্রপঞ্চিতাঃ।
সংযমাদ্ভূতিসংযোগস্তাসু জ্ঞানং বিবেকজম্॥

অর্থাৎ এই তৃতীয় পাদে ধারণা, ধ্যান ও সমাধিরূপ যোগের অন্তরঙ্গসাধন, পদার্থ মাত্রের ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থাপরিণাম, সংযমজন্য, বিভূতি ও বিবেকজ-জ্ঞান বর্ণিত হইয়াছে॥ ৫৫॥

ইতি

পাতঞ্জল দর্শনে বিভূতি নামক তৃতীয় পাদ সমাপ্ত হইল।

কৈবল্য পাদ।

সূত্র। জন্মৌষধি-মন্ত্র-তপঃ-সমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা। জন্মেত্যাদি (জন্মজা, ঔষধিজা, মন্ত্রজা, তপোজা, সমাধিজা চ) সিদ্ধয়ঃ (শক্তিবিশেষাঃ পঞ্চেত্যর্থঃ) ॥ ১ ॥

তাৎপর্য্য। সিদ্ধি অর্থাৎ শরীর, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের অলৌকিক শক্তি পাঁচ প্রকার। ১। জন্মমাত্রেই উৎপন্ন। ২। ঔষধি প্রভাবে সমুৎপন্ন। ৩। মন্ত্র প্রভাবে জায়মান। ৪। তপস্যা প্রভাবে সমুৎপন্ন। ৫। পূর্ব্বোক্ত সমাধি হইতে লব্ধ ॥ ১ ॥

ভাষ্য। দেহান্তরিতা জন্মনাসিদ্ধিঃ, ঔষধিভিঃ অসুরভবনেষু রসায়নেনেত্যেবমাদি, মন্ত্রৈঃ আকাশগমনাণিমাদিলাভঃ, তপসা সঙ্কল্প-সিদ্ধিঃ, কামরূপী যত্র তত্র কামগ ইত্যেবমাদি, সমাধিজাঃ সিদ্ধয়ো ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ। যে সিদ্ধি দেহান্তরিত অর্থাৎ অন্য দেহে প্রকাশ পায় তাহাকে জন্মসিদ্ধি বলে, যেখানে দেখা যায় জন্মলাভ করিয়াই কোনও অলৌকিক সিদ্ধিলাভ করিয়াছে সেইটী দেহান্তরিত সিদ্ধি, যে দেহে সিদ্ধির উপায় সংযম অনুষ্ঠিত হইয়াছে, অথচ সিদ্ধিটী সেই দেহে প্রকাশ হয় নাই, সে দেহে হইতেও পারে না, যেমন মনুষ্যদেহে সংযম অভ্যাস করিয়া মরণানন্তর দেবদেহ পাইয়াই অণিমাদি সিদ্ধি, যেমন পক্ষিগণের আকাশগমনরূপ সিদ্ধি। মনুষ্যগণ কোনও কারণে দৈত্যপুরে গমন করিয়া অসুরকন্যাগণ প্রদত্ত রসায়ন (ঔষধ বিশেষ) সেবন করিয়া শরীরের অজর অমরভাব ও অন্যান্য নানাবিধ সিদ্ধিলাভ করে এইটী ঔষধিসিদ্ধি, (কেবল অসুরভবনে নয় এখানেও রসায়ন প্রয়োগে মাণ্ডব্য মুনির সিদ্ধিলাভ হইয়াছিল)। মন্ত্রপ্রভাবে আকাশগমন অণিমা প্রভৃতি সিদ্ধি

হয়, উহাকে মন্ত্রসিদ্ধি বলে। তপস্যা দ্বারা সঙ্কল্পসিদ্ধি (ইচ্ছাপূরণ হয়) হয়, কামরূপী অর্থাৎ ইচ্ছানুসারে শরীর ধারণ করিয়া যেখানে সেখানে গমন করিতে পারে এইটা তপঃসিদ্ধি। সমাধিজন্য সিদ্ধি সকল পূর্ব্ব পাদে বলা হইয়াছে ॥ ১ ॥

মন্তব্য। প্রথম পাদে সমাধি, দ্বিতীয় পাদে সাধন ও তৃতীয় পাদে সিদ্ধির বিষয় প্রধানতঃ বলা হইয়াছে, প্রসঙ্গক্রমে অন্য অন্য কথাও বলা হইয়াছে, সম্প্রতি চতুর্থ পাদে সমাধিজন্য কৈবল্য (মুক্তি) বলিতে হইবে। কিরূপ চিত্তে কৈবল্য হইতে পারে, পরলোকগামী সুখাদির উপভোক্তা বিজ্ঞানের অতিরিক্ত আত্মতত্ত্ব, ও প্রসংখ্যানের শেষ সীমা প্রভৃতি আবশ্যকীয় বিষয় সমস্ত প্রকাশিত না হইলে মুক্তি কি তাহা বুঝান যায় না, এই নিমিত্ত উক্ত সমস্ত কথা বলিতে হইতেছে।

সিদ্ধচিত্ত সমুদায়ের মধ্যে কোন্‌রূপ চিত্ত মুক্তি লাভ করে তাহা দেখাইবার নিমিত্ত পাঁচ প্রকার সিদ্ধি দেখান হইয়াছে। যদি চ সমস্ত সিদ্ধিরই মূল কারণ সংযম, তথাপি যেরূপ সিদ্ধির সাক্ষাৎকারণ সংযম তাহাকেই সংযমসিদ্ধি বলা হইয়াছে, অন্য গুলি যাহা কালান্তরে বা অন্যকে দ্বার করিয়া হয় তাহাই জন্মাদিসিদ্ধি, ফল কথা সকলেরই মূলে সমাধি আছে; সমাধির ফল অবিলম্বে না হইলেও ভবিষ্যতে হইয়া থাকে, যোগশাস্ত্রে বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য ইহাই দেখাইবার নিমিত্ত নানারূপ সিদ্ধির কথা বলা হইয়াছে ॥ ১ ॥

ভাষ্য। তত্র কায়েন্দ্রিয়াণামন্যজাতীয়-পরিণতানাম্।

সূত্র। জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ ॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা। তত্র (তাসু পঞ্চবিধাসু সিদ্ধিষু), অন্যজাতীয়পরিণতানাং (মনুষ্যাদিরূপেণ পরিণতানাং), কায়েন্দ্রিয়াণাং (দেহানাং ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ), জাত্যন্তরপরিণামঃ (দেবতির্য্যগাদিরূপেণ অন্যথাভাবঃ), প্রকৃত্যাপূরাৎ (প্রকৃতেরুপাদানস্য পৃথিব্যাদেঃ অস্মিতায়াশ্চ আপূরাৎ অনুপ্রবেশাৎ ভবতীতি শেষঃ) ॥ ২ ॥

তাৎপর্য্য। মনুষ্য প্রভৃতি অন্য জাতিতে পরিণত দেহ ও ইন্দ্রিয়ের অন্যরূপে অর্থাৎ দেব অথবা পশু পক্ষী প্রভৃতির শরীরেন্দ্রিয়রূপে পরিণাম প্রকৃতির (উপাদান কারণের) অনুপ্রবেশ বশতঃ হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

ভাষ্য। পূর্ব্বপরিণামাপায়ে উত্তরপরিণামোপজনস্তেষামপূর্ব্বাবয়বানুপ্রবেশাদ্ভবতি, কায়েন্দ্রিয়প্রকৃতয়শ্চ স্বং স্বং বিকারমনুগৃহ্ণন্ত্যাপূরেণ ধর্ম্মাদিনিমিত্তমপেক্ষমাণা ইতি ॥ ২ ॥

অনুবাদ। পূর্ব্ব পরিণামের (মনুষ্যদেহেন্দ্রিয়ের) অপগম হইয়া উত্তর পরিণামের (দেবতির্য্যক্‌শরীরেন্দ্রিয়ের) আবির্ভাব অপূর্ব্ব অর্থাৎ যাহা পরে হইবে সেই দেহ ও ইন্দ্রিয়ের অবয়ব সকলের অনুপ্রবেশ বশতঃ হয়। শরীরের প্রকৃতি পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূত ও ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি অহঙ্কার ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ নিমিত্তের বশবর্ত্তী হইয়া আপন আপন বিকারের সহায়তা করে ॥ ২ ॥

মন্তব্য। রাজকুমার নন্দীশ্বর না মরিয়াই উগ্রতপঃ প্রভাবে দেবশরীর লাভ করেন, নহুষরাজ শাপ বশতঃ সর্পশরীর ধারণ করেন, ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? মনুষ্যশরীরেন্দ্রিয়ের উপাদান একরূপ, দেবাদির অন্যরূপ, একরূপ কারণ হইতে অন্যরূপ কার্য্য হয় না, বিনা কারণেও কার্য্য জন্মে না। ইহার উত্তর, যদিচ মনুষ্যাদির শরীরেন্দ্রিয় যেটুকু উপাদান দ্বারা গঠিত হইয়াছে সেইটুকু দ্বারা দেবাদির শরীরাদি হইতে পারে না, তথাপি সামান্যতঃ শরীর মাত্রের উপাদান পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূত এবং সামান্যতঃ ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি অস্মিতা, এই সমুদায় প্রকৃতির অনুপ্রবেশ বশতঃ নূতন দেবাদি শরীর উৎপন্ন হয়। সর্ব্বত্রই প্রকৃতির সকল প্রকার পরিণামের সম্ভব আছে, কেবল ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ নিমিত্ত বশতঃ হইতে পারে না, উৎকট তপঃ অথবা অধর্ম্মের প্রভাবে মনুষ্যশরীর নষ্ট না হইয়াই অন্যরূপে পরিণত হইতে পারে। প্রকৃতির পূরণের ন্যায় উহার অপসরণও বুঝিতে হইবে, অগস্ত্য ঋষি সমুদ্র পান করিয়াছিলেন অর্থাৎ সমুদ্রের অবয়ব সমুদায় অপসারিত করিয়াছিলেন। শুক্রশোণিত হইতে স্থূল শরীরের, ক্ষুদ্রবীজ হইতে অতি বৃহৎ বটতরুর ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হইতে দাবানলের উৎপত্তি প্রভৃতি প্রকৃতির আপূরণ বশতঃ হয় বুঝিতে হইবে ॥ ২ ॥

সূত্র। নিমিত্তমপ্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ ॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা। নিমিত্তং (ধর্ম্মাধর্ম্মাদি), প্রকৃতীনাং (পৃথিব্যাদীনাং অপ্রয়োজকং

(পরিণামে প্রবর্ত্তকং ন ভবতি), ততঃ (নিমিত্তাৎ) বরণভেদঃ (প্রতিবন্ধ-নিবৃত্তিরেব ভবতি), ক্ষেত্রিকবৎ (যথা ক্ষেত্রিকঃ কৃষীবলঃ, ধান্যক্ষেত্রাৎ ক্ষেত্রান্তরং ন জলং নয়তি, আবরণমেব কেবলমপনয়তি, জলং তু স্বয়মেব ক্ষেত্রান্তরং প্রবিশতি, তদ্বৎ) ॥ ৩ ॥

তাৎপর্য্য। ধর্ম্মাদিরূপ নিমিত্ত প্রকৃতিকে প্রবর্ত্তনা করে না, কেবল প্রতি-বন্ধকনিবৃত্তি করে, উহাতে প্রকৃতি সকল আপনা হইতেই পরিণত হয়, যেমন কৃষক সকল বাঁধ কাটিয়া দেয়, জল আপনা হইতেই এক ক্ষেত্র হইতে অন্য ক্ষেত্রে গমন করে ॥ ৩ ॥

ভাষ্য। ন হি ধর্ম্মাদিনিমিত্তং প্রয়োজকং প্রকৃতীনাং ভবতি, ন কার্য্যেণ কারণং প্রবর্ত্ত্যতে ইতি, কথন্তর্হি, বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ, যথা ক্ষেত্রিকঃ কেদারাদপাম্পূরণাৎ কেদারান্তরং পিপ্লাবয়িষুঃ সমং নিম্নং নিম্নতরং বা নাপঃ পাণিনাঽপকর্ষতি, আবরণং তু আসাং ভিনত্তি, তস্মিন্ ভিন্নে স্বয়মেবাপঃ কেদারান্তরমাপ্লাবয়ন্তি, তথা ধর্ম্মঃ প্রকৃতীনামাবরণমধর্ম্মং ভিনত্তি তস্মিন্ ভিন্নে স্বয়মেব প্রকৃতয়ঃ স্বং স্বং বিকারমাপ্লাবয়ন্তি, যথা বা স এব ক্ষেত্রিকস্তস্মিন্নেব কেদারে ন প্রভবত্যৌদকান্ ভৌমান্ বা রসান্ ধান্যমূলান্যনুপ্রবে-শয়িতুং কিন্তর্হি মুদ্গ-গবেধুক-শ্যামাকাদীন্ ততোঽপকর্ষতি, অপকৃষ্টেষু তেষু স্বয়মেব রসা ধান্যমূলান্যনুপ্রবিশন্তি, তথা ধর্ম্মো নিবৃত্তিমাত্রে কারণমধর্ম্মস্য, শুদ্ধ্যশুদ্ধ্যোরত্যন্তবিরোধাৎ, নতু প্রকৃতিপ্রবৃত্তৌ ধর্ম্মো হেতুর্ভবতীতি। অত্র নন্দীশ্বরাদয় উদাহার্য্যাঃ, বিপর্য্যয়েণাপ্যধর্ম্মো ধর্ম্মং বাধতে, ততশ্চাশুদ্ধিপরিণাম ইতি, তত্রাপি নহুষাজগরাদয় উদাহার্য্যাঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ। ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি নিমিত্ত সকল প্রকৃতিগণের (উপাদান কারণ-সমূহের) প্রবর্ত্তক হয় না, কার্য্যের দ্বারা কারণ প্রবর্ত্তিত (চালিত) হইতে পারে না, (অতএব ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কার্য্য স্বকীয় প্রকৃতির প্রয়োজক কিরূপে হইবে ?)। উক্ত নিমিত্ত হইতে কেবল বরণভেদ অর্থাৎ প্রতিবন্ধ নিবৃত্তি হয়, ক্ষেত্রিকের

(কৃষকের) ন্যায়, যেমন ক্ষেত্রিক কোনও একটী জলপূর্ণ কেদার (ভূমি) হইতে জল লইয়া অন্য ক্ষেত্র প্লাবন করিবার ইচ্ছুক হইয়া জলপূর্ণ ক্ষেত্রে, সমতল ক্ষেত্রে বা তাহা হইতে নিম্ন নিম্নতর ক্ষেত্রে হস্ত দ্বারা জলসিঞ্চন করে না, জল গমনের প্রতিবন্ধক (আলি প্রভৃতি) অপনোদন করে, ঐ আবরণ ভেদ হইলে জল আপনা হইতেই অন্য ক্ষেত্রে গমন করে, তদ্রূপ ধর্ম্ম প্রকৃতির আবরণ অধর্ম্মকে দূর করে, ঐ অধর্ম্মরূপ প্রতিবন্ধক দূর হইলে প্রকৃতি সকল আপনা হইতে স্ব স্ব কার্য্যের অনুকূল হয়, অর্থাৎ প্রকৃতি সকল তত্তৎ কার্য্যরূপে পরিণত হয়। যেমন সেই কৃষক উক্ত ধান্যক্ষেত্রে ধান্যমূলে পার্থিব রস প্রবেশ করাইতে পারে না, কিন্তু মুগ, গবেধুক (গড়গড়ে) ও শ্যামাক প্রভৃতি তৃণ সকল ঐ ক্ষেত্র হইতে উৎপাটন করিয়া ফেলে, ঐ সমস্ত প্রতিবন্ধক তৃণ অপনীত হইলে পার্থিব রস আপনা হইতে ধান্যমূলে প্রবেশ করে, সেইরূপ ধর্ম্ম কেবল অধর্ম্মের নিবৃত্তিরই কারণ হয়, কারণ, শুদ্ধি ও অশুদ্ধি অত্যন্ত বিরুদ্ধ পদার্থ, যেখানে শুদ্ধি (ধর্ম্ম) থাকে সেখানে অশুদ্ধি (অধর্ম্ম) থাকিতে পারে না। ধর্ম্ম প্রকৃতির প্রবর্ত্তনার হেতু হয় না, অধর্ম্মের অভিভব করে মাত্র, এ বিষয়ে নন্দীশ্বর প্রভৃতি দৃষ্টান্ত। ইহার বিপরীতে অধর্ম্ম ধর্ম্মের বাধা জন্মায়, তখন অশুদ্ধি পরিণাম অর্থাৎ অজ্ঞান বহুল (তির্য্যক্ প্রভৃতি) জন্ম হয়, এ বিষয়ে নহুষ অজগর প্রভৃতি দৃষ্টান্ত ॥ ৩॥

মন্তব্য। নিরীশ্বর সাংখ্যমতে অনাগতাবস্থ (ভবিষ্যৎ) পুরুষার্থ ভোগ ও অপবর্গই প্রকৃতির প্রবর্ত্তক "পুরুষার্থ এব হেতুর্ন কেনচিৎ কার্য্যতে করণম্" সাংখ্যকারিকা। সেশ্বর সাংখ্য অর্থাৎ পাতঞ্জলমতে পুরুষার্থের উদ্দেশে ঈশ্বরই প্রবর্ত্তক, সর্ব্বদা পরিণত হওয়াই প্রকৃতির ধর্ম্ম, উত্তেজনা করিবার প্রয়োজন নাই, কেবল প্রতিবন্ধক নিবৃত্তি হইলেই হয়। ধর্ম্ম অধর্ম্মরূপ প্রতিবন্ধক নিবৃত্তি করে, তাই নন্দীশ্বরের ধর্ম্মপ্রধান দেবশরীর লাভ হইয়াছিল। অধর্ম্ম ধর্ম্মকে বাধা দেওয়ায় ইন্দ্রপদে প্রতিষ্ঠিত নহুষ রাজার অধর্ম্ম প্রধান সর্পশরীর লাভ হইয়াছিল। মনুষ্যশরীরে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উভয়েরই সংস্রব আছে ॥ ৩॥

ভাষ্য। যদা তু যোগী বহূন্ কায়ান্ নির্ম্মিমীতে তদা কিমেক-মনস্কাস্তে ভবন্ত্যথানেকমনস্কা ইতি।

সূত্র। নির্ম্মাণচিত্তান্যস্মিতামাত্রাৎ ॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা। অস্মিতামাত্রাৎ (যোগিন ইচ্ছয়া কেবলাদেব অহঙ্কারাৎ) নির্ম্মাণ-চিত্তানি (রচিতেষু কায়েষু চিত্তানি জায়ন্তে ইত্যর্থঃ) ॥ ৪ ॥

তাৎপর্য্য। ইচ্ছাপূর্ব্বক যোগিগণ অনেক শরীর ধারণ করিলে ঐ সমস্ত শরীরে কেবল সঙ্কল্প বশতঃ অহঙ্কার হইতেই চিত্ত সকল উৎপন্ন হয় ॥ ৪ ॥

ভাষ্য। অস্মিতামাত্রং চিত্তকারণমুপাদায় নির্ম্মাণচিত্তানি করোতি, ততঃ সচিত্তানি ভবন্তি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ। যোগিগণ সিদ্ধিপ্রভাবে যখন বহু শরীর ধারণ করেন, তখন তাঁহাদের সকল শরীরে কি একটীই চিত্ত থাকে? (প্রদীপের ন্যায় উহার বৃত্তির প্রসার হয়), অথবা প্রত্যেক শরীরে এক একটী চিত্ত থাকে, এই আশঙ্কায় বলা হইতেছে অস্মিতা মাত্র (কেবল অহঙ্কার) চিত্তের উপাদান গ্রহণ করিয়া যোগিগণ (সঙ্কল্পপ্রভাবে) নির্ম্মাণচিত্ত সৃষ্টি করেন, তাহাতেই প্রত্যেক নির্ম্মাণ শরীর চিত্তযুক্ত হয় ॥ ৪ ॥

মন্তব্য। প্রত্যেক নির্ম্মাণ শরীরে এক একটী চিত্ত হইলে তাহাদের পরস্পর ইচ্ছার বিভিন্নতা হইতে পারে, এবং একের অভিপ্রায় অপরে জানিতে পারে না, অতএব সমস্ত শরীরে একটী চিত্ত হউক, এই আশঙ্কায় সূত্রের উপন্যাস হইয়াছে। জীবিত শরীর মাত্রই চিত্তযুক্ত, নির্ম্মাণ শরীর সকলও জীবিত, অত-এব শরীরভেদে চিত্তেরও ভেদ হইবে ॥ ৪ ॥

সূত্র। প্রবৃত্তিভেদে প্রয়োজকং চিত্তমেকমনেকেষাম্ ॥৫॥

ব্যাখ্যা। একং চিত্তং (পূর্ব্বসিদ্ধং যোগিনশ্চিত্তং) অনেকেষাং (অবান্তর-চিত্তানাং) প্রবৃত্তিভেদে (ইচ্ছানানাত্বে) প্রয়োজকং (অধিষ্ঠাতৃত্বেন নিয়ামকং ভবতি) ॥ ৫ ॥

তাৎপর্য্য। যোগিগণ সিদ্ধিপ্রভাবে অনেক শরীর ধারণ করেন, উহার প্রত্যেক শরীরে চিত্ত থাকে, অনেক চিত্তের অভিপ্রায় ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে বলিয়া যোগিগণ সমস্ত চিত্তের নিয়ামক একটী চিত্ত সৃষ্টি করেন ॥ ৫ ॥

ভাষ্য। বহূনাং চিত্তানাং কথমেকচিত্তাভিপ্রায়পুরঃসরাপ্রবৃত্তি-

রিতি সর্ব্বচিত্তানাং প্রয়োজকং চিত্তমেকং নির্ম্মিমীতে, ততঃ প্রবৃত্তি-ভেদঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ। একটী চিত্তের অভিপ্রায় অনুসারে অনেকগুলি চিত্তের প্রবৃত্তি হইতে পারে না, এই নিমিত্ত যোগী সমস্ত চিত্তের নিয়ামকরূপে স্বতন্ত্র একটী চিত্ত নির্ম্মাণ করেন, সেই প্রধান চিত্তের ইচ্ছানুসারেই অন্য অন্য চিত্তের প্রবৃত্তি হয় ॥ ৫ ॥

মন্তব্য। সমস্ত চিত্তের নিয়ামক একটী চিত্ত, কোন্‌টী, যেটী প্রথম হইতেই যোগিশরীরে আছে সেইটী না অতিরিক্ত আর একটী ? বাচস্পতি বলেন অতিরিক্ত আর একটী। পূর্ব্বটীর দ্বারাই চলিতে পারে অতিরিক্তের প্রয়োজন কি ? এরূপ আশঙ্কার কারণ নাই, শাস্ত্রসিদ্ধবিষয়ে আক্ষেপ করিতে হয় না, "নির্ম্মিমীতে" নির্ম্মাণ করেন স্পষ্ট রহিয়াছে, সংশয়ের কারণ কি ? বার্ত্তিককারও ভোজরাজের মতে পূর্ব্বসিদ্ধ চিত্তই প্রয়োজক হয়, "চিত্তমেকং নির্ম্মিমীতে" ইহার অর্থ পূর্ব্বসিদ্ধ চিত্তকেই প্রয়োজকরূপে অভিমত করেন। শেষোক্ত পক্ষই ভাল বোধ হয়। যোগীর পূর্ব্বসিদ্ধ চিত্ত ও নির্ম্মাণচিত্ত ইহাদের অতিরিক্তরূপে প্রয়োজক চিত্ত স্বীকার করিলে কোন না কোন শরীরে অবশ্যই চিত্তদ্বয় মানিতে হয়, তাহা যুক্তিসিদ্ধ নহে।

সিদ্ধি প্রভাবে যোগিগণ নানা শরীর ধারণ করেন এ বিষয় পুরাণে বর্ণিত আছে।

"একস্তুপ্রভুশক্ত্যা বৈ বহুধা ভবতীশ্বরঃ।
ভূত্বা যস্মাত্তু বহুধা ভবত্যেকঃ পুনস্ততঃ ॥
তস্মাচ্চ মনসোভেদা জায়ন্তে চৈত এব হি।
একধা স দ্বিধাচৈব ত্রিধা চ বহুধা পুনঃ ॥
যোগীশ্বরঃ শরীরাণি করোতি বিকরোতি চ ॥
প্রাপ্নুয়াদ্বিষয়ান্ কৈশ্চিৎ কৈশ্চিদুগ্রং তপশ্চরেৎ।
সংহরেচ্চ পুনস্তানি সূর্য্যো রশ্মিগণানিব ॥"

অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যশালী যোগী এক হইয়াও সিদ্ধিপ্রভাবে অনেক হয়েন, এবং অনেক হইয়াও পুনর্ব্বার এক হইতে পারেন। তাঁহার একচিত্ত হইতে

অনেক চিত্ত জন্মে। যোগীশ্বর আপনার শরীর একরূপে, দুইরূপে ও বহুরূপে সৃষ্টি করেন, শরীরের বিকার করিতে পারেন। উক্ত যোগী কোন কোন শরীর দ্বারা শব্দাদি বিষয় উপভোগ করেন, কোন কোন শরীর দ্বারা উগ্র তপস্যা করেন, সূর্য্য যেরূপ রশ্মিগণের প্রতিসংহার করেন তদ্রূপ যোগীশ্বরও শরীর সকল প্রতিসংহার করিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥

সূত্র। তত্র ধ্যানজমনাশয়ম্ ॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা। তত্র (তেষু জন্মাদিপঞ্চসিদ্ধচিত্তেষু) ধ্যানজং সমাধিসংস্কৃতং চিত্তম্, অনাশয়ম্ (আশেরতে চিত্তভূমৌ ইতি আশয়াঃ কর্ম্মবাসনাঃ ক্লেশবাসনাশ্চ, তে ন বিদ্যন্তে যস্য তৎ) ॥ ৬ ॥

তাৎপর্য্য। জন্মজ প্রভৃতি পাঁচ প্রকার সিদ্ধি, সুতরাং সিদ্ধচিত্তও পাঁচপ্রকার, তন্মধ্যে সমাধি দ্বারা পবিত্র সিদ্ধচিত্তে ধর্ম্মাধর্ম্ম ও অবিদ্যাদি সংস্কার থাকে না, এইটীই মুক্তির উপযোগী ॥ ৬ ॥

ভাষ্য। পঞ্চবিধং নির্ম্মাণচিত্তং জন্মৌষধি-মন্ত্রতপঃ-সমাধিজাঃ সিদ্ধয় ইতি, তত্র যদেব ধ্যানজং চিত্তং তদেবানাশয়ং তস্যৈব নাস্ত্যাশয়ঃ রাগাদিপ্রবৃত্তি র্নাতঃ পুণ্যপাপাভিসম্বন্ধঃ ক্ষীণক্লেশত্বাৎ যোগিন ইতি, ইতরেষান্তু বিদ্যতে কর্ম্মাশয়ঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ। জন্ম, ঔষধি, মন্ত্র, তপঃ ও সমাধি এই পঞ্চ উপায় হইতে পঞ্চবিধ সিদ্ধি জন্মে, অতএব নির্ম্মাণচিত্ত অর্থাৎ কেবল সংকল্প হইতে উৎপন্ন চিত্তও পাঁচ প্রকার, ইহার মধ্যে ধ্যানজ (সংযম দ্বারা পরিশুদ্ধ) চিত্তে আশয় অর্থাৎ সংস্কার নাই, রাগ দ্বেষাদি নিবন্ধন উহাতে প্রবৃত্তি হয় না, সুতরাং পুণ্য ও পাপের সম্বন্ধ নাই, অবিদ্যাদি ক্লেশ পূর্ব্বক প্রবৃত্তি হইলেই পাপপুণ্যের উৎপত্তি হয়, যোগিগণের উক্ত ক্লেশ নাই সুতরাং তাঁহাদের আর পাপপুণ্য জন্মে না, অপর সাধারণের কর্ম্মাশয় অর্থাৎ সংস্কার আছে, সুতরাং তাহাদের পাপপুণ্যও আছে ॥ ৬ ॥

মন্তব্য। অদৃষ্ট জন্মিতেও অদৃষ্টের অপেক্ষা করে, জন্যমাত্রের প্রতি অদৃষ্ট কারণ, আত্মজ্ঞ যোগীর প্রারব্ধ ভিন্ন সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম নষ্ট হয়, রাগাদি পূর্ব্বক

প্রবৃত্তি হয় না, সুতরাং অভিনব ধর্ম্মাধর্ম্ম হইতে পারে না, ভোগের দ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হয়, আত্মজ্ঞান দ্বারা প্রারব্ধের অতিরিক্ত সঞ্চিত কর্ম্ম সকল বিনষ্ট হইয়াছে, পুনর্ব্বার জন্ম হইবে এরূপ উপায় নাই, কারণ জন্মের কারণ ধর্ম্মাধর্ম্ম জন্মিতে পারিতেছে না, এরূপ অবস্থায় প্রারব্ধ কর্ম্ম শেষ হইলে যোগীর স্বরূপে অবস্থানরূপ মুক্তিলাভ হয়॥ ৬॥

ভাষ্য। যতঃ।

সূত্র। কর্ম্মাশুক্লাকৃষ্ণং যোগিনস্ত্রিবিধমিতরেষাম্॥ ৭॥

ব্যাখ্যা। যোগিনঃ (ফলসংন্যাসিনঃ) কর্ম্ম (ব্যাপারঃ, ক্রিয়া),অশুক্লাকৃষ্ণং (পুণ্যস্য পাপস্য বা জনকং ন ভবতি) ইতরেষাং (যোগিভিন্নানাং কর্ম্ম), ত্রিবিধং (তিস্রো বিধাঃ প্রকারা যস্য তৎ, শুক্লং কৃষ্ণং শুক্লকৃষ্ণং চেত্যর্থঃ)॥ ৭॥

তাৎপর্য্য। যোগিগণের কর্ম্ম অশুক্ল অকৃষ্ণ অর্থাৎ পাপ বা পুণ্য কাহারই জনক নহে, ইতর সকল অর্থাৎ যাহারা যোগী নহে তাহাদের কর্ম্ম তিন প্রকার শুক্ল (কেবল ধর্ম্মের জনক), কৃষ্ণ (কেবল অধর্ম্মের জনক) ও শুক্লকৃষ্ণ অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম উভয়ের কারণ॥ ৭॥

ভাষ্য। চতুষ্পাৎ খল্বিয়ং কর্ম্মজাতিঃ, কৃষ্ণা, শুক্লকৃষ্ণা, শুক্লা, অশুক্লাঽকৃষ্ণা চেতি, তত্র কৃষ্ণা দুরাত্মনাং, শুক্লকৃষ্ণা বহিঃ সাধন-সাধ্যা, তত্র পরপীড়ানুগ্রহদ্বারেণ কর্ম্মাশয়প্রচয়ঃ, শুক্লা তপঃ স্বাধ্যায়-ধ্যানবতাং, সা হি কেবলে মনস্যায়ত্তত্বাদবহিঃ সাধনাঽধীনা ন পরান্ পীড়য়িত্বা ভবতি, অশুক্লাকৃষ্ণা সংন্যাসিনাং ক্ষীণক্লেশানাং চরম-দেহানামিতি। তত্রাঽশুক্লং যোগিন এব ফলসংন্যাসাৎ অকৃষ্ণং চানুপাদানাৎ, ইতরেষাং তু ভূতানাং পূর্ব্বমেব ত্রিবিধমিতি॥ ৭॥

অনুবাদ। সামান্যতঃ কর্ম্ম চারি প্রকার, কৃষ্ণ, শুক্লকৃষ্ণ, শুক্ল ও অশুক্লাঽকৃষ্ণ। কেবল হিংসা প্রভৃতি কুকার্য্যে রত দুরাত্মাগণের কর্ম্ম কৃষ্ণ অর্থাৎ কেবল পাপের জনক। যে সমস্ত কার্য্য বহিঃসাধনসাধ্য অর্থাৎ যব-ব্রীহি, পশু পক্ষী প্রভৃতি উপায় দ্বারা সম্পন্ন হয়, তাহাকে শুক্লকৃষ্ণ অর্থাৎ পাপপুণ্য উভয়ের জনক বলে, সে স্থলে পরের পীড়া (পশু প্রভৃতির বিনাশ) ও পরানুগ্রহ (ব্রাহ্মণাদিকে দক্ষিণা প্রদান) দ্বারা যাগ প্রভৃতি কার্য্য পাপ-

পুণ্য উভয়েরই জনক হয়। চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি তপস্যা, ওঁকার জপ ইত্যাদি এবং ধ্যানাদি দ্বারা শুক্ল অর্থাৎ কেবল পুণ্যের জনক হয়। ক্ষীণক্লেশ অর্থাৎ যাঁহাদের অবিদ্যাদি পঞ্চক্লেশ নাই, যাঁহারা চরমদেহ অর্থাৎ সেইটী শেষশরীর আর শরীরধারণ হইবে না, তাদৃশ সংন্যাসী যোগিগণের কর্ম্ম অশুক্লাকৃষ্ণ অর্থাৎ পাপ বা পুণ্য কাহারই জনক নহে, তাঁহাদের কর্ম্ম শুক্ল অর্থাৎ সুখজনক ধর্ম্ম নহে কারণ ফলত্যাগ করিয়াছেন, কৃষ্ণও (দুঃখজনক অধর্ম্মও) নহে, কারণ দুষ্কার্য্য কখনই করেন না। যোগি ভিন্ন অপরের কর্ম্ম পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার শুক্ল, কৃষ্ণ ও শুক্লকৃষ্ণ ॥ ৭ ॥

মন্তব্য। বৈধহিংসায় পাপ আছে কি না এ বিষয়ে শাস্ত্রকারগণের মধ্যে মতভেদ আছে, ন্যায়মীমাংসা মতে বৈধহিংসায় (বলিদান প্রভৃতিতে) পাপ নাই, সাংখ্য পাতঞ্জলমতে পাপ আছে তবে পাপের অপেক্ষা পুণ্যের ভাগ বেশী তাই লোকে অনুষ্ঠান করে। যজ্ঞাদি স্থলে অন্ততঃ ব্রীহিপ্রভৃতির বীজ নষ্ট করিতে হয় (এক একটী বীজ এক একটী জীব), তুষবিমোক সময়ে উদূখল মুষল সঙ্ঘর্ষণে পিপীলিকা প্রভৃতির বিনাশ হইতে পারে ইত্যাদি কারণে উহা একেবারে পাপের জনক নহে এরূপ বলা যায় না। যাঁহারা কেবল নিজের শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনঃ দ্বারা ধর্ম্ম সঞ্চয় করেন, যাহাতে পর-পীড়ন সম্ভব নহে, অথচ যাঁহারা কর্ম্মফল ত্যাগ করেন নাই, তাদৃশ সকাম ব্যক্তিগণের শুক্লধর্ম্ম (সত্ত্ববর্দ্ধক, কেবল ধর্ম্মের জনক) উৎপন্ন হয়। যোগি-গণের শুক্লধর্ম্ম না হইবার কারণ তাঁহারা যোগাঙ্গানুষ্ঠানের ফল ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা নিষ্কাম। যোগিগণের যে একেবারে কর্ম্ম নাই এরূপ নহে, চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত তাঁহারা কর্ম্ম করিয়া থাকেন তাহাতে ফলের অভিসন্ধি থাকে না, যোগিগণের কর্ম্ম এইভাবে বিহিত আছে।

"কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥ ৫-১১
কার্য্যমিত্যেব যৎকর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥ ১৮-৯
ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥ ৪-২০

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাঽপি স ইমান্ লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥" ১৮-১৭

অর্থাৎ, যোগিগণ আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত শরীর, মনঃ, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। হে অর্জ্জুন! সঙ্গ ও ফল পরিত্যাগ করিয়া কেবল কর্ত্তব্যবোধে যে নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান হয় তাহাকে সাত্ত্বিক ত্যাগ বলে। নিত্যতৃপ্ত আত্মারাম আশ্রয়বিহীন যোগিগণ কর্ম্মফল কামনা পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিলেও কিছু করেন না বুঝিতে হইবে, ফলজনক হয় না বলিয়া ঐ কর্ম্মকে কর্ম্মই বলা যায় না। যাঁহার অভিমান নাই অর্থাৎ আমি করিতেছি এরূপ বুদ্ধি যাঁহার নাই, যাঁহার বুদ্ধি লিপ্ত হয় না, সেই ব্যক্তি সমস্ত লোক বিনষ্ট করিয়াও হনন করেন না, তিনি কোন কার্য্যেই লিপ্ত থাকেন না।

ভাষ্যের "যস্তঃ" এই অংশটুকু সূত্রের সহিত একত্র করিয়া অর্থ করিতে হইবে॥ ৭॥

সূত্র। ততস্তদ্বিপাকানুগুণানামেবাভিব্যক্তির্বাসনানাম্॥৮॥

ব্যাখ্যা। ততঃ (পূর্ব্বোক্তাৎ ত্রিবিধাৎ কর্ম্মণঃ) তদ্বিপাকানুগুণানাং এব (তেষাং কর্ম্মণাং বিপাকা জাত্যায়ুর্ভোগাঃ, তদনুকূলানাং বাসনানাং সংস্কারাণাং এব) অভিব্যক্তিঃ (উদ্বোধো ভবতি, নেতরাসাম্)॥ ৮॥

তাৎপর্য্য। পূর্ব্বকথিত শুক্ল, কৃষ্ণ ও শুক্লকৃষ্ণ এই তিনরূপ কর্ম্ম হইতে কর্ম্মফল জাতি, আয়ুঃ ও ভোগের অনুকূল সংস্কার গুলিরই উদ্বোধ হয়, অন্যবিধ সংস্কারের উদ্বোধ হয় না॥ ৮॥

ভাষ্য। তত ইতি ত্রিবিধাৎ কর্ম্মণঃ, তদ্বিপাকানুগুণানামেবেতি যজ্জাতীয়স্য কর্ম্মণো যো বিপাকস্তস্যানুগুণা যা বাসনাঃ কর্ম্মবিপাক-মনুশেরতে তাসামেবাভিব্যক্তিঃ, ন হি দৈবং কর্ম্ম বিপচ্যমানং নারক-তির্য্যঙ্মনুষ্য-বাসনাঽভিব্যক্তিনিমিত্তং ভবতি, কিন্তু দৈবানুগুণা এবাস্য বাসনা ব্যজ্যন্তে, নারক-তির্য্যঙ্মনুষ্যেষু চৈবং সমানশ্চর্চ্চঃ॥ ৮॥

অনুবাদ। পাপজাতীয়, পুণ্যজাতীয় ও পাপপুণ্যমিশ্রজাতীয় এই ত্রিবিধ কর্ম্ম হইতে জাতি, আয়ুঃ ও ভোগরূপ বিপাক হয়, তখন ঐ বিপাকের অনুকূল

অর্থাৎ সেই সেই জন্ম প্রভৃতির নির্বাহ যাহা ভিন্ন হইতে পারে না, এরূপ সংস্কার সকলেরই উদ্বোধ হয়, অন্যবিধ সংস্কার সকল তখন চিত্তে অব্যক্ত অবস্থায় থাকে, যে কর্ম্ম হইতে দেবশরীর জন্মিবে অর্থাৎ স্বর্গজনক যে কর্ম্ম, তাহা হইতে নরক, পশু, পক্ষী ও মনুষ্য প্রভৃতি জন্মে যে যে সংস্কারের প্রয়োজন তাহার উদ্বোধ হয় না, দেবশরীরের উপযুক্ত সংস্কার গুলিরই উদ্বোধ হয়। নরক, তির্য্যক্ (পশু পক্ষী) মনুষ্য প্রভৃতি শরীরে এইরূপ জানিবে, অর্থাৎ নরকাদি জন্ম হইবার সম্ভব হইলে তত্তদনুরূপ সংস্কারেরই উদ্বোধ হয়, অন্যবিধের হয় না ॥ ৮ ॥

মন্তব্য। মনুষ্যের কায়িক, বাচিক ও মানসিক এই ত্রিবিধ কর্ম্ম হইতে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উৎপন্ন হয়, সৎকার্য্যের ফল সুখ, অসৎকার্য্যের ফল দুঃখ, এই সৎ ও অসৎ কর্ম্ম সকল পরক্ষণেই স্ব স্ব ফল সুখদুঃখ জন্মাইতে পারে না, স্বর্গ নরকাদি স্থানে বহুকাল পরে উহার ভোগ হয়, ভোগকালে সদসৎ কর্ম্ম থাকে না, কারণ না থাকিলেও কার্য্য হয় না, এই নিমিত্ত সৎ বা অসৎ কার্য্যের ব্যাপার স্বরূপ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম স্বীকার করা যায়। ক্রিয়া করিলে (আত্মায় বা চিত্তে) সংস্কাররূপে ধর্ম্মাধর্ম্ম থাকে, ঐ ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট হইতে যথাসময়ে সুখদুঃখফল উৎপন্ন হয়, উক্ত অদৃষ্ট স্বীকার না করিলে জগতের বৈচিত্র্য অর্থাৎ কেহ সুখী কেহ দুঃখী ইত্যাদি তারতম্যের সংঘটন হয় না, তাই বৈচিত্র্যের কারণ অদৃষ্ট স্বীকার করিতে হয়। সৃষ্টিপ্রবাহের আদি নাই, সুতরাং প্রথম সৃষ্টিতে কিরূপে বৈচিত্র্য হয় ? এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না। কতকগুলি কর্ম্ম (অদৃষ্ট) একত্র মিলিত হইয়া একবিধ জাতি, আয়ুঃ ও ভোগের কারণ হয়, মরণের পর প্রবলভাবে যে কর্ম্মসমষ্টি ফলপ্রদানে উন্মুখ হইয়াছে উহাকেই প্রারব্ধ বলে। ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে আহার বিহারাদির নিয়ম পৃথক্ পৃথক্, উহা কাহাকেই শিখাইতে হয় না, সামান্য ভাবে উদ্বোধ হইলে আপনা হইতেই প্রকাশ পায়। সকল জীবই সকল জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে, আত্মজ্ঞান দ্বারা মুক্তিলাভ না হইলে ভবিষ্যতে সকলরূপ জন্ম ধারণেরই সম্ভাবনা। ফলোন্মুখ কর্ম্ম (প্রারব্ধ) আপন আপন বিপাক (জাতি, আয়ুঃ ও ভোগ) জন্মাইতে গিয়া তদুপযোগী সংস্কার সকলেরও উদ্বোধ করিয়া দেয়, কিরূপে আহার বিহার করিতে হয়, কি ভাবে শয়ন, কি ভাবে

উপবেশন ইত্যাদি ব্যবহার কাহারই শিখিতে হয় না, কর্ম্ম প্রভাবে জীবগণ আপনা হইতেই শিক্ষালাভ করে, কিরূপে মনুষ্য মুখে হস্ত দ্বারা আহার তুলিয়া দেয়, কিরূপে বৎসগণ দুগ্ধ পান করে তাহা কেহই শিখায় না। চিত্তক্ষেত্রে সকল জাতিরই উপযোগী সংস্কার আছে, আবশ্যক মত তাহাদের উদ্বোধ হয়, অনাবশ্যক সমস্ত অব্যক্তরূপে অবস্থান করে। সেই সেই জন্ম পরিগ্রহই তদুপযোগী সংস্কার সকলের উদ্বোধের কারণ ॥ ৮ ॥

সূত্র। জাতি-দেশ-কাল-ব্যবহিতানামপ্যানন্তর্য্যং স্মৃতি-সংস্কারয়োরেকরূপত্বাৎ ॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা। জাতি-দেশ-কাল-ব্যবহিতানাং অপি (জাতির্ম্মনুষ্যত্বাদিঃ, দেশঃ কাশ্মীরাদিঃ, কালঃ যুগাদিঃ, তৈর্ব্যবহিতানাং অন্তরিতানাং অপি বাসনানা-মিত্যর্থঃ) আনন্তর্য্যং (সমীপবর্ত্তিত্বং ফলোপজনকত্বং ইতি যাবৎ) স্মৃতি-সংস্কারয়োরেকরূপত্বাৎ (স্মরণস্য তৎকারণসংস্কারস্য চ তুল্যবিষয়ত্বাৎ) ॥ ৯ ॥

তাৎপর্য্য। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের অনুভবজন্য সংস্কার সমুদায় অসংখ্য জন্ম, দেশ ও কাল দ্বারা ব্যবহিত হইলেও হয় না, স্মরণকে উৎপন্ন করে, কারণ, স্মৃতি ও সংস্কার একরূপ, সংস্কারই উদ্বোধক সহকারে স্মৃতিরূপে পরিণত হয় ॥ ৯ ॥

ভাষ্য। বৃষদংশবিপাকোদয়ঃ স্বব্যঞ্জকাঞ্জনাভিব্যক্তঃ স যদি জাতিশতেন বা দূরদেশতয়া বা কল্পশতেন বা ব্যবহিতঃ পুনশ্চ স্বব্যঞ্জকাঞ্জন এবোদিয়াৎ দ্রাগিত্যেব পূর্ব্বানুভূতবৃষদংশবিপাকাভি-সংস্কৃতা বাসনা উপাদায় ব্যজ্যেত, কস্মাৎ, যতো ব্যবহিতানামপ্যাসাং সদৃশং কর্ম্মাঽভিব্যঞ্জকং নিমিত্তীভূতমিত্যানন্তর্য্যমেব, কুতশ্চ, স্মৃতি-সংস্কারয়োরেকরূপত্বাৎ, যথানুভবাস্তথা সংস্কারাঃ তে চ কর্ম্মবাসনানু-রূপাঃ, যথা চ বাসনা স্তথা স্মৃতিঃ, ইতি জাতি-দেশ-কাল-ব্যবহিতেভ্যঃ সংস্কারেভ্যঃ স্মৃতিঃ, স্মৃতেশ্চ পুনঃসংস্কারাঃ, ইত্যেতে স্মৃতিসংস্কারাঃ কর্ম্মাশয়বৃত্তিলাভবশাদ্‌ব্যজ্যন্তে, অতশ্চ ব্যবহিতানামপি নিমিত্ত-নৈমিত্তিক-ভাবানুচ্ছেদাদানন্তর্য্যমেব সিদ্ধমিতি ॥ ৯ ॥

অনুবাদ। বৃষদংশ (মার্জ্জার) বিপাক অর্থাৎ মার্জ্জার-জন্ম ও সেই জন্মের আয়ুঃ ও ভোগের প্রাপক কর্ম্মাশয় (অদৃষ্ট) আপন কারণ দ্বারা অভিব্যক্ত হয়, উহা অসংখ্য জাতি, বহু দূরদেশ ও অসংখ্য কল্পের দ্বারা ব্যবহিত হইলেও পুনর্ব্বার স্বকীয় কারণরূপ ব্যঞ্জক (উদ্বোধক) সহকারে অভিব্যক্ত হইতে গিয়া শীঘ্রই পূর্ব্ব মার্জ্জারজন্মের অনুভবজন্য সংস্কারের সহিতই উদ্বুদ্ধ হয়, অর্থাৎ মার্জ্জার জীবনে যেরূপ যেরূপ সংস্কার হইয়া ছিল তৎসমস্তই উদ্বুদ্ধ হয়, সুতরাং স্মৃতি জন্মায়, কারণ ঐ সমস্ত বাসনা অতি দূরবর্ত্তী হইলেও উহাদের তুল্য কর্ম্ম অভিব্যঞ্জক হয়, বলিয়া উহাদের আনন্তর্য্য বিনষ্ট হয় না। এরূপ হওয়ার অন্য কারণ এই, স্মৃতি ও সংস্কার একরূপই অর্থাৎ তুল্য-বিষয়ই হইয়া থাকে যেরূপে অনুভব হয় সেই রূপেই সংস্কার হইয়া থাকে, ঐ সংস্কার সকল কর্ম্মবাসনা অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্টের সমান, অদৃষ্ট যেমন ক্ষণবিনশ্বর ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন হইয়া সুচির কালবিলম্বে স্বর্গ-নরকাদি উৎপন্ন করে, অনুভবজন্য সংস্কারও তদ্রূপ দীর্ঘকাল পরে স্মৃতি জন্মায়, যেরূপ বাসনা অর্থাৎ সংস্কার থাকে স্মৃতিও সেইরূপ হয়, এইরূপে জাতি, দেশ ও কাল দ্বারা ব্যবহিত হইলেও সংস্কার হইতে স্মৃতি হয়, পুনর্ব্বার স্মৃতি হইতে সংস্কার হয়, এই স্মৃতি ও সংস্কার সমুদায় প্রারব্ধকর্ম্মের ব্যাপার অনুসারেই উদ্বুদ্ধ হয়। অতএব ব্যবহিত হইলেও নিমিত্ত-নৈমিত্তিক অর্থাৎ কার্য্যকারণ-ভাবের উচ্ছেদ হয় না বলিয়া আনন্তর্য্যও বিনষ্ট হয় না ॥ ৯ ॥

মন্তব্য। মনুষ্যজন্মের পর মার্জ্জারজন্ম হইলে অব্যবহিত পূর্ব্ব মানব-জন্মের সংস্কার সমস্তের উদ্বোধ হয় না, অথচ অসংখ্য কাল পূর্ব্বে যে মার্জ্জারজন্ম হইয়াছিল তাহাতে যে সমস্ত সংস্কার জন্মিয়াছিল তাহার উদ্বোধের আবশ্যক, নতুবা মার্জ্জারজীবন নির্ব্বাহ হয় না, অব্যবহিতটীর উদ্বোধ হয় না, বহু ব্যবহিতটীর উদ্বোধ কিরূপে হয় ? এই আশঙ্কায় সূত্রের অবতারণা হইয়াছে। জীবমাত্রই সমস্ত জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছে, সৃষ্টিপ্রবাহের আদি নাই, জীবগণের চিত্তে সমুদায় জন্মেরই উপযোগী সংস্কার থাকে, আবশ্যক অনুসারে কতকগুলির উদ্বোধ হয়, কতকগুলির হয় না, উহারা প্রসুপ্তভাবে থাকে। একজাতীয় কর্ম্মসমষ্টি হইতে এক একটী জন্ম হয়, মানবজন্ম ও মার্জ্জারজন্মের প্রাপক কর্ম্ম অবশ্যই একরূপ নহে, যেরূপ কর্ম্মসমষ্টির সম্মিলনে মার্জ্জারজন্ম হয় সেই কর্ম্ম-

৩৯

সমষ্টিই ব্যবহিত মার্জ্জারজন্ম সংস্কারের উদ্বোধ করে, এরূপ না হইলে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হয় না, ইহাতে ব্যবধান অব্যবধানের কোনও বিশেষ নাই, তুল্যকর্ম্ম (মার্জ্জারজন্মের প্রাপক অদৃষ্ট) উদ্বোধক হয় বলিয়া সংস্কারের ব্যবধান থাকে না, এটী তুল্যব্যঞ্জক (কারণ) বলিয়া হইয়াছে বুঝিতে হইবে, তুল্যকার্য্য স্মৃতি দ্বারাও অব্যবধান সম্পন্ন হয়, অর্থাৎ উদ্বোধক হইলেই পূর্ব্ব-সংস্কার তুল্যবিষয়ে স্মৃতি উৎপাদন করে ॥ ৯ ॥

সূত্র। তাসামনাদিত্বঞ্চ আশিষো নিত্যত্বাৎ ॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা। আশিষঃ (অহং সদাভূয়াসং ইত্যেবং রূপস্য (অভিনিবেশস্য) নিত্যত্বাৎ (সার্ব্বজনীনত্বাৎ) তাসাং (বাসনানাং) অনাদিত্বঞ্চ (আদিরহিতত্বং ন কেবলং আনন্তর্য্যমিতি) ॥ ১০ ॥

তাৎপর্য্য। আমি যেন মরি না, চিরকালই জীবিত থাকি, সকলেরই এইরূপ আত্মাশীর্ব্বাদ আছে, না মরিলে মরণ দুঃখের অনুভব হয় না, অতএব উক্ত আশীর্ব্বাদ হয় বলিয়া বুঝিতে হইবে পূর্ব্বোক্ত বাসনা (সংস্কার) সকল অনাদি ॥ ১০ ॥

ভাষ্য। তাসাং বাসনানাং আশিষো নিত্যত্বাদনাদিত্বং, যেয়-মাত্মাশীর্মানভূবং ভূয়াসমিতি সর্ব্বস্য দৃশ্যতে সা ন স্বাভাবিকী, কস্মাৎ, জাতমাত্রস্য জন্তোরননুভূতমরণধর্ম্মকস্য দ্বেষদুঃখানুস্মৃতিনিমিত্তো মরণ-ত্রাসঃ কথং ভবেৎ, ন চ স্বাভাবিকং বস্তু নিমিত্তমুপাদত্তে তস্মাদনাদি-বাসনাঽনুবিদ্ধমিদং চিত্তং নিমিত্তবশাৎ কাশ্চিদেব বাসনাঃ প্রতিলভ্য পুরুষস্য ভোগায়োপাবর্ত্তত ইতি। ঘটপ্রাসাদপ্রদীপ-কল্পং সঙ্কোচ-বিকাশি চিত্তং শরীরপরিমাণাকারমাত্রমিত্যপরে প্রতিপন্নাঃ, তথা চান্তরাভাবঃ, সংসারশ্চ যুক্ত ইতি। বৃত্তিরেবাস্য বিভুনঃ; সঙ্কোচ-বিকাশিনীত্যাচার্য্যঃ। তচ্চ ধর্ম্মাদিনিমিত্তাপেক্ষং, নিমিত্তঞ্চ দ্বিবিধং বাহ্যমাধ্যাত্মিকঞ্চ, শরীরাদিসাধনাপেক্ষং বাহ্যং স্তুতিদানাভিবাদনাদি, চিত্তমাত্রাধীনং শ্রদ্ধাদ্যাধ্যাত্মিকং, তথাচোক্তং "যে চৈতে মৈত্র্যাদয়ো-ধ্যায়িনাং বিহারাস্তে বাহ্যসাধন-নিরনুগ্রহাত্মানঃ প্রকৃষ্টং ধর্ম্মমভি-

নির্ব্বর্ত্তয়ন্তি” তয়োর্মানসং বলীয়ঃ, কথং জ্ঞানবৈরাগ্যে কেনাতিশয্যেতে, দণ্ডকারণ্যং চিত্তবলব্যতিরেকেণ কঃ শারীরেণ কর্ম্মণা শূন্যং কর্ত্তুমুৎসহেত, সমুদ্রমগস্ত্যবদ্বা পিবেৎ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ। আত্মবিষয়ে আশীর্ব্বাদ অর্থাৎ যেন চিরকালই থাকি এইরূপ প্রার্থনা নিত্য অর্থাৎ সমস্ত প্রাণীরই আছে বলিয়া পূর্ব্বোক্ত বাসনা সমুদায় অনাদি বলিয়া জানিবে। আমি না থাকি এরূপ না হয় কিন্তু চিরকাল বাঁচিয়া থাকি এইরূপ আত্মাশীর্ব্বাদ (মরণত্রাস) সকলেরই আছে, উহা স্বাভাবিক নহে, বিনা কারণে হয় না। (নাস্তিকের প্রশ্ন) কেন হয় না ? (আস্তিকের উত্তর) জাতমাত্র জন্তু, যে কখনও মরণরূপ ধর্ম্মকে অনুভব করে নাই, তাহার, দ্বেষের বিষয় দুঃখের স্মৃতি বশতঃ মরণত্রাস কিরূপে হইতে পারে ? স্বাভাবিক (প্রকৃতিসিদ্ধ) বস্তু কারণকে অপেক্ষা করে না, (জাতমাত্র বালককে ফেলিয়া দিবার উপক্রম করিলে ভয়ে মাতৃবক্ষঃ অবলম্বন করে, মরণভয় স্বাভাবিক হইলে পতনের উপক্রম অথবা ঐরূপ অন্য কোনও ভয়ের কারণ উপস্থিত হইলেই কম্পিত হয় কেন ? সর্ব্বদাই কম্পিত হইতে পারে, যেটী যাহার স্বাভাবিক সেটী তাহার সর্ব্বদাই থাকে, অগ্নির স্বভাব উষ্ণতা সর্ব্বদাই থাকে, মরণত্রাস স্বাভাবিক নহে, বালক পূর্ব্বজন্মে মরণ-দুঃখ অনুভব করিয়াছে, তাই মরণের কারণ উপস্থিত হইলেই ভীত হয়) অতএব চিত্তে অনাদি কাল হইতে বাসনা (সংস্কার) আছে, অদৃষ্ট বশতঃ কতকগুলির উদ্বোধ হয়, এবং পুরুষের ভোগের নিমিত্ত উপযোগী হয়। প্রসঙ্গক্রমে চিত্তের পরিমাণ বলা যাইতেছে, চিত্ত ঘট প্রাসাদ প্রদীপের ন্যায় সঙ্কোচ বিকাশশালী, অর্থাৎ প্রদীপ কলসের মধ্যে রাখিলে কেবল কলসের মধ্যবর্ত্তী স্থানকেই প্রকাশ করে, ঐ প্রদীপকে গৃহমধ্যে অনাবৃতভাবে রাখিলে গৃহের সমস্ত ভাগই প্রকাশ করে, এস্থলে প্রদীপের আলোক যেমন কখনও কলসের মধ্যে থাকিয়া সঙ্কুচিত হয়, কখনও বা অনাবৃতভাবে থাকিয়া প্রসারিত হয়, তদ্রূপ চিত্ত পিপীলিকার ক্ষুদ্র শরীরে প্রবেশ করিলে পিপীলিকার শরীরের পরিমাণ লাভ করে, হস্তি প্রভৃতি বৃহৎ কায়ে প্রবেশ করিলে প্রসারিত হইয়া হস্তি প্রভৃতি শরীরের পরিমাণ পায়, সুতরাং শরীর পরিমাণের তারতম্য অনুসারে চিত্তপরিমাণের তারতম্য হয় স্বীকার করিতে হইবে, অতএব অন্তরাভাব অর্থাৎ পূর্ব্বদেহ ত্যাগ ও উত্তরদেহ পরিগ্রহ এবং স্বর্গনরকাদি

স্থানে গমনরূপ সংসারেরও নির্ব্বাহ হয়, (চিত্ত বিভু অর্থাৎ সর্ব্বত্রস্থিত হইলে এরূপ ঘটিতে পারিত না, আকাশ প্রভৃতি বিভুপদার্থের গমনাগমন হয় না, ইহাই সাংখ্যের মত)। আচার্য্য স্বয়ম্ভু অথবা পতঞ্জলি বলেন চিত্ত বিভু অর্থাৎ পরম-মহৎ-পরিমাণ, উহার কেবল বৃত্তি (চেতনা) সঙ্কোচ বিকাশশালী হয়, অর্থাৎ ক্ষুদ্র দেহে সঙ্কুচিত হয় বৃহৎ দেহে বৃহৎ হয়। এই বৃত্তি ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ নিমিত্ত (অদৃষ্ট) বশতঃই হইয়া থাকে। উক্ত নিমিত্ত দুই প্রকার, একটী বাহ্য অপরটী আধ্যাত্মিক, শরীর বাক্ প্রভৃতি দ্বারা যে স্তব, দান ও অভিবাদন (নমস্কার) প্রভৃতি হয় তাহাকে বাহ্য বলে, আদি শব্দে অধর্ম্মের কারণ পরদ্রব্য অপহরণ প্রভৃতি বুঝিতে হইবে। কেবল চিত্তদ্বারা যে শ্রদ্ধা প্রভৃতি সম্পন্ন হয় তাহাকে আধ্যাত্মিক বলে, এখানেও আদি-শব্দে পাপের কারণ অশ্রদ্ধা প্রভৃতি বুঝিতে হইবে। এ বিষয়ে আচার্য্যগণ বলিয়াছেন, "ধ্যানশালী যোগিগণের মৈত্রীকরুণাদি বিহার (ব্যাপার) সকল বহিঃসাধনের অপেক্ষা না করিয়াই প্রকৃষ্ট ধর্ম্ম (শুক্লধর্ম্ম) উৎপন্ন করে। বাহ্য ও আধ্যাত্মিক সাধনের মধ্যে আধ্যাত্মিক মানসই প্রধান, কেননা, জ্ঞান ও বৈরাগ্যরূপ মানসধর্ম্ম অপর কাহারও দ্বারা অভিভূত হয় না, বরং জ্ঞান ও বৈরাগ্য হইতে উৎপন্ন ধর্ম্মই অপর ধর্ম্মসকলকে অভিভব করে, (বুঝাইবার নিমিত্ত প্রসিদ্ধ দুইটী উদাহরণ দেখান হইতেছে) চিত্তের বল ব্যতিরেকে শরীর ব্যাপার দ্বারা কোন্ ব্যক্তি দণ্ডকারণ্য শূন্য করিতে পারে? কেই বা অগস্ত্যের ন্যায় সমুদ্র পান করিতে সমর্থ হয়॥ ১০॥

মন্তব্য। পূর্ব্ব সূত্রে বলা হইয়াছে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাসনা (সংস্কার) সমুদায় মার্জ্জারাদিজন্ম দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়, পূর্ব্ব পূর্ব্বতর জন্ম থাকিলে উক্ত বিষয় যুক্তি-যুক্ত হইতে পারে, পূর্ব্বজন্মে প্রমাণ কি? আস্তিক বলিবেন জাতমাত্র বালক স্তন্যপানে প্রবৃত্ত হয়, ভয়ের কারণ দেখিলে কম্পিত হয়, হর্ষের কারণে আনন্দিত হয়, ইহাতে বুঝিতে হইবে পূর্ব্ব-জন্ম আছে, সেই জন্মে স্তন্যপানাদির উপযোগিতা জানিয়াছে, পুনর্ব্বার সেই গুলির স্মরণ হওয়ায় ওরূপ করিয়া থাকে। এ বিষয়ে নাস্তিকের আপত্তি, তাহা কেন হইবে? উহা স্বভাবতঃই হইয়া থাকে, দিবাভাগে পদ্ম বিকশিত হয়, রাত্রিতে মুদ্রিত হয়, ইহা যেমন স্বাভাবিক, বালকের মুখ ম্লান ও মুখ প্রসন্নতাও ঐরূপ স্বাভাবিক।

নাস্তিক সর্ব্বত্রই ঐরূপ স্বভাববাদের দোহাই দিয়া থাকেন। আস্তিক বলেন, উহা স্বাভাবিক নহে, স্বাভাবিক হইলে হয় সর্ব্বদাই হইত, না হয় সর্ব্বদাই না হইত ; কখন হওয়া, কখনও বা না হওয়া এরূপ ঘটিত না, পদ্মের বিকাশ ও মুদ্রণ স্বাভাবিক নহে, সূর্য্যের কিরণে বিকাশ হয়, কিরণের অভাবে পদ্ম স্থিতিস্থাপক গুণে পূর্ব্বরূপ ধারণ করে। অতএব জাতমাত্র বালকের স্তন্যপান ব্যাপার প্রভৃতি স্বাভাবিক নহে, উহা দ্বারা পূর্ব্বজন্মের এইরূপে অনুমান হয়, বালকের প্রদর্শিত কম্পটী ভয় প্রযুক্ত, ভয় ভিন্ন কম্প হয় না, যেমন আমাদিগের কম্প, বালকের ভয়, দ্বেষের বিষয় দুঃখ স্মরণ প্রযুক্ত, কেননা ভয় ঐরূপেই হইয়া থাকে, যেমন আমাদিগের ভয়, ভবিষ্যতে দুঃখ হইবে এরূপ তর্ককে ভয় বলে, উহা কেবল দুঃখের স্মরণ বশতঃ হয় না, যাহা হইতে ভয় হয় সেই বস্তু অনিষ্টের কারণ এইরূপ জানিয়াই ভয় হয়, পতনে বালকের ভয় হয়, বালক জানে পতনে কষ্ট হইবে, ঐ জ্ঞানটী ইহজন্মে হয় নাই, জাতমাত্র বালক কখনই পতিত হয় নাই, তবে কেন ভীত হয়, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে অনেকবার পতিত হইয়া জানিয়াছে, পতনে বড়ই কষ্ট, তাই পতনের উপক্রমেই ওরূপ ভীত হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

সূত্র। হেতু-ফলাশ্রয়ালম্বনৈঃ সংগৃহীতত্বাদেষামভাবে তদভাবঃ ॥ ১১ ॥

ব্যাখ্যা। হেতুফলাশ্রয়ালম্বনৈঃ (বাসনানাং হেতবঃ ক্লেশকর্ম্মাণি, ফলং জাত্যায়ুর্ভোগাঃ, আশ্রয়শ্চিত্তং, আলম্বনং শব্দাদিকং, এতৈঃ) সংগৃহীতত্বাৎ (ব্যাপ্তত্বাৎ) এষামভাবে (জ্ঞানেন এষাং অভাবে দগ্ধবীজভাবে), তদভাবঃ (তাসাং বাসনানাং অভাবঃ ভবতীত্যর্থঃ) ॥ ১১ ॥

তাৎপর্য্য। বাসনা সমুদায় অসংখ্য এবং অনাদি হইলেও কারণের উচ্ছেদে ইহাদের উচ্ছেদ হয়। বাসনার হেতু অবিদ্যাদি ক্লেশ ও ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্ম, জাতি, আয়ুঃ ও ভোগ উহাদের ফল, চিত্ত আশ্রয়, শব্দাদি বিষয় আলম্বন, আত্মজ্ঞান দ্বারা এই সকলের উচ্ছেদ হইলে বাসনা সকলেরও উচ্ছেদ হয় ॥ ১১ ॥

ভাষ্য। হেতুঃ ধর্ম্মাৎ সুখং অধর্ম্মাৎ দুঃখং, সুখাৎ রাগঃ দুঃখাৎ দ্বেষঃ, ততশ্চ প্রযত্নঃ, তেন মনসা বাচা কায়েন বা পরিস্পন্দমানঃ

পরমনুগৃহ্ণাত্যুপহন্তি বা, ততঃ পুনর্ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সুখদুঃখে রাগদ্বেষৌ ইতি প্রবৃত্তমিদং ষড়রং সংসারচক্রম্, অস্য চ প্রতিক্ষণমাবর্ত্তমানস্যাবিদ্যা-নেত্রীমূলং সর্ব্বক্লেশানাম, ইত্যেষ হেতুঃ। ফলন্তু যমাশ্রিত্য যস্য প্রত্যুৎপন্নতা ধর্ম্মাদেঃ, নহ্যপূর্ব্বোপজনঃ, মনস্তু সাধিকারমাশ্রয়ো বাসনানাং, নহ্যবসিতাধিকারে মনসি নিরাশ্রয়া বাসনা স্থাতুমুৎসহন্তে। যদভিমুখীভূতং বস্তু যাং বাসনাং ব্যনক্তি তস্যাস্তদালম্বনম, এবং হেতুফলাশ্রয়ালম্বনৈরেতৈঃ সংগৃহীতাঃ সর্ব্বা বাসনাঃ, এষামভাবে তৎসংশ্রয়াণামপি বাসনানামভাবঃ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ। "হেতুঃ" হইতে "ইত্যেষ হেতুঃ" পর্য্যন্ত সূত্রের হেতুশব্দের বিবরণ। ধর্ম্ম হইতে সুখ ও অধর্ম্ম হইতে দুঃখ জন্মে, সুখ হইতে রাগ ও দুঃখ হইতে দ্বেষ জন্মে, রাগ ও দ্বেষ হইতে প্রযত্ন হয়। প্রযত্ন হইলে মনুষ্য সকল মনঃ, বাক্ বা শরীরের দ্বারা পরিস্পন্দমান (ক্রিয়াবান্) হইয়া অপরের প্রতি অনুগ্রহ (উপ-কার) বা হিংসা (অপকার) করে, এইরূপে উপকার ও অপকার হইতে পুনর্ব্বার ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম তাহা হইতে সুখ ও দুঃখ এবং তাহা হইতে যথাক্রমে রাগ ও দ্বেষ সমুৎপন্ন হয়, এই ভাবে ষড়র (ষট্ অরা যাহার) ছয়টী শলাকাযুক্ত সংসারচক্র ভ্রমিত হইতে থাকে। ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সুখ, দুঃখ, রাগ ও দ্বেষ এই ছয়টী সংসাররূপ চক্রের অরা অর্থাৎ শলাকা, উক্ত সংসাররূপ চক্র সর্ব্বদা ঘুরিতেছে, ইহার নেত্রী অর্থাৎ পরিচালক অবিদ্যা, এই অবিদ্যাই সমস্ত ক্লেশের মূল, অতএব সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরায় অবিদ্যাই সংসারের মূল কারণ। ফল কি তাহা বলা যাইতেছে, যাহাকে আশ্রয় করিয়া যে ধর্ম্মাদির প্রত্যুৎপন্নতা অর্থাৎ বর্ত্তমান ভাব হয় সেইটী তাহার ফল, ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল বিপাক অর্থাৎ জাতি, আয়ুঃ ও ভোগ। অপূর্ব্বের (যাহা পূর্ব্বে ছিল না, অসৎ) উপজন অর্থাৎ উৎপত্তি হয় না, সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত বিষয়ের স্থূলরূপে আবির্ভাব হয় মাত্র। সাধিকার অর্থাৎ ক্লেশবিশিষ্ট মনঃই বাসনার আশ্রয়, মনের অধিকার শেষ হইলে (ভোগ ও অপবর্গ সম্পন্ন হইলে) বাসনা সকল আশ্রয়হীন হইয়া আর থাকিতে পারে না। যে বস্তু (শব্দাদি বিষয়) অভিমুখীভূত ইন্দ্রিয় সংযুক্ত হইয়া যে বাসনার (সংস্কারের) ব্যঞ্জক (উদ্বোধক) হয় সেই বস্তু সেই বাসনার আলম্বন

অর্থাৎ বিষয়। এইরূপে হেতু, ফল, আশ্রয় ও আলম্বন দ্বারা সমস্ত বাসনা সংগৃহীত অর্থাৎ ব্যাপ্ত হয়, সুতরাং হেতু প্রভৃতির অভাব হইলে তদাশ্রিত বাসনা সকলেরও সমুচ্ছেদ হয় ॥ ১১ ॥

মন্তব্য। চিত্তে যে কতরূপ সংস্কার থাকে তাহার সংখ্যা করা দূরের কথা কল্পনাও হয় না, এদিকে সংস্কারের সমূল উচ্ছেদ না হইলেও মুক্তি হয় না, এক একটী করিয়া সংস্কারের উচ্ছেদ করা, এবং কুশাগ্র দ্বারা উত্তোলন করিয়া সমুদ্র-জল শেষ করা একই কথা। উক্ত ভাবে হয় না বলিয়া প্রকারান্তরে সূত্রে বাসনার উচ্ছেদ বলা হইয়াছে, মূলের বিনাশ হইলে আর কিছুই থাকিতে পারে না, জ্ঞানের দ্বারা বাসনার (সংস্কারের) মূল অবিদ্যার বিনাশ হইলে আর কিছুই থাকিতে পারে না, পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভ্রম সংস্কারকেই অবিদ্যা বলে, এই অবিদ্যা হইতে—"অহং" এই অহঙ্কার জন্মে, তাহা হইতে "আমি অমুক" "আমার এই" ইত্যাদি ভ্রম জন্মে, এই ভ্রম হইতেই রাগ ও দ্বেষ হয়, তাহা হইতে পরের প্রতি উপকার ও অপকার দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্ম উৎপন্ন হয়, এই ধর্ম্মাধর্ম্ম হইতে ভোগ জন্মে, ভোগ হইতে পুনর্ব্বার বাসনা জন্মে, এইরূপে সংসারচক্র সর্ব্বদা ঘুরিয়া থাকে, মূল অবিদ্যা নষ্ট হইলেই সমস্ত বাসনা নষ্ট হয়। ক্রিয়াযোগ, অষ্টাঙ্গযোগ ও বিবেকখ্যাতি এই সকলের অনুষ্ঠানই অবিদ্যা নাশের কারণ।

পুণ্য কি, পাপ কি এ বিষয় জানিতে সকলেরই ইচ্ছা হয়, শাস্ত্রে উক্ত আছে—"পুণ্যং পরোপকারেণ পাপঞ্চ পরপীড়নে," ভাষ্যকারও বলিতেছেন "পরমনুগৃহ্লাত্যুপহন্তি বা, ততঃ পুনর্ধর্ম্মাধর্ম্মৌ," অর্থাৎ পরোপকার দ্বারা ধর্ম্ম ও পরাপকার দ্বারা অধর্ম্ম হয়। যদি চ টীকাকারগণ ভাষ্যের অনুগ্রহ ও উপঘাত (উপহন্তি) শব্দে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের জনক কর্ম্মমাত্রেরই উপলক্ষণ করিয়াছেন অর্থাৎ "পরমনুগৃহ্লাতি" ইহার দ্বারা পুণ্যজনক সকল কর্ম্মই (তপস্যাদিও) বুঝিতে হইবে, এবং "উপহন্তি" ইহা দ্বারা পাপ জনক সমস্ত কর্ম্মই বুঝিতে হইবে, তথাপি পুণ্য পাপের মূল ভিত্তি পরোপকার ও পরপীড়ন এ কথার বাধা নাই, যে ব্যক্তি চিত্তে পরোপকার ভাবিয়া কাজ করেন সেই ধার্ম্মিক ॥ ১১ ॥

ভাষ্য। নাস্ত্যসতঃ সম্ভবঃ, ন চাস্তি সতো বিনাশঃ ইতি দ্রব্যত্বেন সম্ভবন্ত্যঃ কথং নিবর্ত্তিষ্যন্তে বাসনা ইতি।

সূত্র। অতীতানাগতং স্বরূপতোঽস্ত্যধ্বভেদাদ্ধর্ম্মাণাম্ ॥১২॥

ব্যাখ্যা। অতীতানাগতং (ভূতং ভবিষ্যচ্চ) স্বরূপতঃ অস্তি (ধর্ম্মিত্বেন বিদ্যতে), ধর্ম্মাণাং (সমবেতানাং ঘটাদীনাম্), অধ্বভেদাৎ (কালভেদাৎ বর্ত্তমানাদ্যবস্থাভেদাদিত্যর্থঃ) ॥ ১২ ॥

তাৎপর্য্য। ভূত ও ভবিষ্যৎ একেবারে থাকে না এরূপ নহে, কিন্তু ধর্ম্মি-স্বরূপে (মৃত্তিকা প্রভৃতিতে) সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে, কারণ ধর্ম্মমাত্রই তিন প্রকার অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান ॥ ১২ ॥

ভাষ্য। ভবিষ্যদ্ব্যক্তিকমনাগতং, অনুভূতব্যক্তিকমতীতং, স্বব্যাপারোপারূঢ়ং বর্ত্তমানং, ত্রয়ং চৈতদ্বস্তু জ্ঞানস্য জ্ঞেয়ং, যদি চৈতৎ স্বরূপতো নাভবিষ্যন্নেদং নির্বিষয়ং জ্ঞানমুদপৎস্যত, তস্মাদতীতানাগতং স্বরূপতোঽস্তীতি। কিঞ্চ ভোগভাগীয়স্য বাঽপবর্গভাগীয়স্য বা কর্ম্মণঃ ফলমুৎপিৎসু যদি নিরুপাখ্যমিতি তদুদ্দেশেন তেন নিমিত্তেন কুশলানুষ্ঠানং ন যুজ্যেত। সতশ্চ ফলস্য নিমিত্তং বর্ত্তমানীকরণে সমর্থং নাপূর্ব্বোপজননে, সিদ্ধং নিমিত্তং নৈমিত্তিকস্য বিশেষানুগ্রহণং কুরুতে, নাপূর্ব্বমুৎপাদয়তি। ধর্ম্মীচানেকধর্ম্মস্বভাবঃ, তস্য চাধ্বভেদেন ধর্ম্মাঃ প্রত্যবস্থিতাঃ, ন চ যথা বর্ত্তমানং ব্যক্তিবিশেষাপন্নং, দ্রব্যতোঽস্ত্যেবমতীতমনাগতং বা, কথং তর্হি, স্বেনৈব ব্যঙ্গ্যেন স্বরূপেণানাগতমস্তি, স্বেন চানুভূতব্যক্তিকেন স্বরূপেণাতীতমিতি, বর্ত্তমানস্যৈবাধ্বনঃ স্বরূপব্যক্তিরিতি ন সা ভবতি অতীতানাগতয়োরধ্বনোঃ একস্য চাধ্বনঃ সময়ে দ্বাবধ্বানৌ ধর্ম্মিসমন্বাগতৌ ভবত এবেতি নাঽভূত্বাভাবস্ত্রয়াণামধ্বনামিতি ॥ ১২ ॥

অনুবাদ। অসতের উৎপত্তি নাই, সতের বিনাশ নাই, অতএব দ্রব্যরূপে (ধর্ম্মিভাবে, চিত্তরূপে) সূক্ষ্ম অবস্থায় বাসনা সকল বর্ত্তমান থাকে, সুতরাং উচ্ছিন্ন হইতে পারে না, বাসনাই বন্ধ, উহার উচ্ছেদ না হইলে মুক্তিও হইতে পারে না, এই আশঙ্কায় সূত্র করা হইয়াছে। যাহার ব্যক্তি (প্রকাশ) ভবিষ্যৎ অর্থাৎ পরে হইবে তাহাকে অনাগত বলে, যাহার ব্যক্তি অনুভূত হইয়াছে

তাহাকে অতীত বলে, নিজের ব্যাপারে (ক্রিয়ায়) প্রবৃত্তকে বর্ত্তমান বলে। এই ত্রিবিধ বস্তুই জ্ঞানের জ্ঞেয়। স্বরূপতঃ এই ত্রিবিধ বস্তু না থাকিলে নির্বিষয় জ্ঞান হইতে পারে না, অতএব স্বরূপতঃ (অব্যক্ত অবস্থায়) অতীত ও অনাগত থাকে, (বিষয় না থাকিলে জ্ঞান হয় না, জ্ঞান হয় বলিয়াই বর্ত্তমান বিষয় স্বীকার করিতে হয়, অতীত ও অনাগত বিষয়ে জ্ঞান হইয়া থাকে, সুতরাং অতীত ও অনাগত সূক্ষ্মভাবে থাকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে), আরও কথা এই ভোগজনক বা মুক্তিজনক কর্ম্মের ফল (ভোগাপবর্গ) যাহা উৎপন্ন হইবে তাহা যদি নিরুপাখ্য অর্থাৎ অসৎ হয় তবে তাহার উদ্দেশে কুশল ব্যক্তির (যোগীর) অনুষ্ঠান উপযুক্ত হয় না, অর্থাৎ যে কোনও ফল হউক না কেন তাহা ভবিষ্যৎ, যদি ঐ ফল সম্পূর্ণ অসৎ হয়,তবে তাহার উদ্দেশে অভ্রান্তযোগী (কুশল ব্যক্তি) কখনই প্রবৃত্ত হইতেন না। সৎ অর্থাৎ অব্যক্ত অবস্থায় কারণে অবস্থিত ফলের বর্ত্তমান ভাব (কার্য্যকারিতারূপে আবির্ভাব) জননের নিমিত্তই নিমিত্তের (কারণের) ব্যাপার হয়, কারণ, যাহা নাই তাহা করিতে পারে না, সিদ্ধ নিমিত্ত অর্থাৎ পূর্ব্বে নিষ্পন্ন কারণ নৈমিত্তিকের (সাধ্য কার্য্যের) বিশেষ অনুগ্রহ অর্থাৎ প্রকাশ্যরূপে আবির্ভাব করে, অপূর্ব্ব (যাহা ছিল না) এরূপ কার্য্যকে জন্মাইতে পারে না। ধর্ম্মীর (মৃৎপিণ্ড সুবর্ণাদির) ধর্ম্ম (ঘটকুণ্ডলাদি) অনেক প্রকার, অধ্বভেদে অর্থাৎ অবস্থাবিশেষে ঐ ধর্ম্মীর ধর্ম্ম সকল অবস্থান করে, অর্থাৎ কোন ধর্ম্ম বর্ত্তমান, কোনওটী অতীত এবং কোনওটী বা অনাগত-রূপে থাকে। বর্ত্তমান ধর্ম্ম যেমন ব্যক্তি বিশেষ (আবির্ভাব) প্রাপ্ত হইয়া দ্রব্যে (ধর্ম্মীতে) অবস্থান করে, অতীত ও অনাগত সেরূপ থাকে না, তবে কিরূপে থাকে? অনাগতটী স্বকীয় ব্যঙ্গ্য (যাহা প্রকাশিত হইবে) স্বরূপে থাকে, অতীতটী অনুভূত ব্যক্তি (যাহা প্রকাশিত হইয়াছে) ভাবে থাকে। বর্ত্তমান অধ্বাতেই (অবস্থায়ই) স্বরূপের প্রকাশ পায়, সে ভাবে অতীত ও অনাগত অবস্থায় হয় না। একটী অধ্বার (অবস্থার) সত্তাকালে অপর দুইটী ধর্ম্মিস্বরূপে অব্যক্ত অবস্থায় নিহিত থাকে, অতএব না থাকিয়া হওয়া কোন অধ্বারই হয় না॥ ১২॥

মন্তব্য। সাংখ্য সাম্প্রদায়িক পাতঞ্জল মতে অসতের উৎপত্তি নাই, সতের বিনাশ নাই, যাহাতে যাহা থাকে না তাহা হইতে তাহার উৎপত্তি হয় না, সূক্ষ্ম

অবস্থায় অতীত ও অনাগত থাকে, এই মতে প্রাগভাব ও ধ্বংস নাই, কার্য্যের অনাগত অবস্থাকে প্রাগভাব এবং অতীত অবস্থাকে ধ্বংস বলে। অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান এই তিনটী বিরুদ্ধ অবস্থা কিরূপে একদা এক স্থানে থাকে এরূপ আশঙ্কার কারণ নাই, কারণ, ব্যক্তরূপে এককালে এক স্থানে তিনটী থাকে না, প্রকৃত স্থলে কেবল বর্ত্তমানই ব্যক্তভাবে থাকে, অতীত ও অনাগত অব্যক্তভাবে থাকে সুতরাং বিরোধ হয় না। ব্যক্ত অবস্থা পাইয়াছে এরূপ কারণই কার্য্য জন্মাইতে পারে, সুতরাং সর্ব্বদা কার্য্য হয় না কেন এরূপ আশঙ্কা হইবারও কোন কারণ নাই। কার্য্য সৎ না হইলে কারণের সহিত সম্বন্ধ হয় না ইত্যাদি অনেক যুক্তি আছে ॥ ১২ ॥

সূত্র। তে ব্যক্তসূক্ষ্মা গুণাত্মানঃ ॥ ১৩ ॥

ব্যাখ্যা। তে (পূর্ব্বোক্তাস্ত্রিবিধাধর্ম্মাঃ), ব্যক্তসূক্ষ্মাঃ (ব্যক্তা আবির্ভূতাঃ অর্থক্রিয়াকারিণঃ, সূক্ষ্মাঃ অব্যক্তাঃ তিরোহিতা অনাবির্ভূতাশ্চ), গুণাত্মানঃ (সর্ব্বে চ সত্ত্বরজস্তমঃ-স্বভাবা ইতি) ॥ ১৩ ॥

তাৎপর্য্য। পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার কর্ম্ম সকল ব্যক্তসূক্ষ্ম, কতকগুলি ব্যক্ত অর্থাৎ বর্ত্তমানরূপে কার্য্যকারী, কতকগুলি সূক্ষ্ম অর্থাৎ কারণে অব্যক্তভাবে অবস্থিত, সকলই ত্রিগুণাত্মক ॥ ১৩ ॥

ভাষ্য। তে খল্বমী ত্র্যধ্বানো ধর্ম্মা বর্ত্তমানা ব্যক্তাত্মানঃ অতীতা-হনাগতাঃ সূক্ষ্মাত্মানঃ ষড়বিশেষরূপাঃ, সর্ববমিদং গুণানাং সন্নিবেশ-বিশেষমাত্রমিতি পরমার্থতো গুণাত্মানঃ, তথাচ শাস্ত্রানুশাসনম্ "গুণানাং পরমং রূপং ন দৃষ্টিপথমৃচ্ছতি। যত্তু দৃষ্টিপথং প্রাপ্তং তন্মায়েব সুতুচ্ছকম্" ইতি ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ। বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ এই ত্রিবিধ ধর্ম্মের মধ্যে বর্ত্তমানটী ব্যক্ত অর্থাৎ স্বরূপে প্রকাশিত, অতীত ও অনাগত এই দুইটী সূক্ষ্মাত্মক অর্থাৎ অব্যক্তভাবে স্বকারণে লুক্কায়িত। ছয়টী অবিশেষ স্বরূপ, সেই ছয়টী পঞ্চ তন্মাত্র ও অহঙ্কার (কেবল এই ছয়টী নহে, কারণকে অপেক্ষা করিয়া সর্ব্বত্রই কার্য্যকে বিশেষ, এবং কার্য্যকে অপেক্ষা করিয়া কারণকে অবিশেষ বলে), কার্য্য-

বর্গমাত্রই গুণত্রয়ের সন্নিবেশ (সংযোগ) বিশেষ মাত্র, অতএব বাস্তবিক পক্ষে গুণাত্মক, কারণ হইতে কার্য্য অতিরিক্ত নহে, সুতরাং কার্য্যমাত্র কারণের অভিন্ন, এই কথাই শাস্ত্রে উক্ত আছে, "গুণ সকলের শ্রেষ্ঠ স্বরূপ অর্থাৎ মূল কারণ দৃষ্টির বিষয় হয় না, যেটী দৃষ্টিপথে পতিত হয় তাহা মায়ার ন্যায় অতিশয় তুচ্ছ অর্থাৎ মিথ্যা" ॥ ১৩॥

মন্তব্য। বার্ত্তিককার বলেন ভাষ্যের "ষড়বিশেষরূপাঃ" এই পাঠ প্রামাদিক, উহা সঙ্গত হয় না, কারণ, কেবল পঞ্চতন্মাত্র ও অহঙ্কার এই ছয়টীই গুণাত্মক এরূপ নহে, সমস্ত কার্য্যই ত্রিগুণাত্মক। একবিধ প্রধান কারণ হইতে কিরূপে নানারূপ কার্য্য জন্মে এই আশঙ্কায় সূত্রের অবতারণা হইয়াছে, যদিচ মূল কারণ প্রধান এক, তথাপি অনাদি ক্লেশ ও বাসনার ভেদ বশতঃ প্রকৃতির সংযোগবিশেষে সংসারে বৈচিত্র্য সম্পন্ন হয়। ভাষ্যের লিখিত শাস্ত্রানুশাসনটী ষষ্ঠিতন্ত্রপ্রণেতা বার্ষগণ্য ঋষি বিরচিত ॥ ১৩ ॥

ভাষ্য। যদা তু সর্ব্বে গুণাঃ কথমেকঃ শব্দঃ একমিন্দ্রিয়মিতি ?

সূত্র। পরিণামৈকত্বাৎ বস্তুতত্ত্বম্ ॥ ১৪ ॥

ব্যাখ্যা। পরিণামস্য (কার্য্যস্য অবয়বিনঃ ইত্যর্থঃ) একত্বাৎ (অভেদাৎ) বস্তুতত্ত্বং (বস্তূনাং গুণানামপি তত্ত্বং তস্য একস্য ভাবঃ একত্বমিত্যর্থঃ) ॥ ১৪ ॥

তাৎপর্য্য। যদি সমস্ত পদার্থই ত্রিগুণাত্মক হয়, তবে একটী শব্দ একটী ইন্দ্রিয় ইত্যাদিরূপে একত্ব ব্যবহার হয় কেন ? এই আশঙ্কায় বলা হইতেছে, যদিচ সমস্তই ত্রিগুণাত্মক, তথাপি পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাব সহকারে পরিণাম (কার্য্য, বিকার) এক হয় বলিয়া গুণত্রয়রূপ বস্তুরও একত্ব ব্যবহার হয় ॥ ১৪ ॥

ভাষ্য। প্রখ্যা-ক্রিয়া-স্থিতিশীলানাং গুণানাং গ্রহণাত্মকানাং করণভাবেনৈকঃ পরিণামঃ শ্রোত্রমিন্দ্রিয়ম্, গ্রাহ্যাত্মকানাং শব্দভাবে-নৈকঃ পরিণামঃ শব্দো বিষয় ইতি, শব্দাদীনাং মূর্ত্তিসমানজাতীয়ানা-মেকঃ পরিণামঃ পৃথিবীপরমাণুস্তন্মাত্রাবয়বঃ, তেষাং চৈকঃ পরিণামঃ পৃথিবী, গৌঃ বৃক্ষঃ পর্ব্বতঃ ইত্যেবমাদিঃ, ভূতান্তরেষ্বপি স্নেহৌষ্ণ্য-প্রণামিত্বাঽবকাশদানান্যুপাদায় সামান্যমেকবিকারারম্ভঃ সমাধেয়ঃ

নাস্ত্যর্থো বিজ্ঞানবিসহচরঃ অস্তি তু জ্ঞানমর্থবিসহচরং স্বপ্নাদৌ কল্পিতমিত্যনয়া দিশা যে বস্তুস্বরূপমপহ্নুবতে জ্ঞানপরিকল্পনামাত্রং বস্তু স্বপ্নবিষয়োপমং ন পরমার্থতঃ অস্তীতি যে আহুঃ তে তথেতি প্রত্যুপস্থিতমিদং স্বমাহাত্ম্যেন বস্তু কথমপ্রমাণাত্মকেন বিকল্পজ্ঞান-বলেন বস্তুস্বরূপমুৎসৃজ্য তদেবাপলপন্তঃ শ্রদ্ধেয়বচনাঃ স্যুঃ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ। প্রখ্যা (প্রকাশ), ক্রিয়া (প্রবৃত্তি) ও স্থিতি (নিয়মন, স্থগণ) স্বভাব গুণত্রয় (সত্ব, রজঃ, তমঃ) যখন গ্রহণাত্মক (প্রকাশ স্বরূপ) অর্থাৎ সত্বগুণ প্রধান হইলে রজঃ ও তমোগুণ তাহার অঙ্গ হয় তখন অহঙ্কাররূপে পরিণত এই গুণত্রয়ের করণ (ইন্দ্রিয়) রূপে শ্রোত্রনামে একটী ইন্দ্রিয় পরিণাম হয়। গ্রাহ্যাত্মক অর্থাৎ তমোগুণ প্রধান হওয়ায় জড়স্বভাব পূর্ব্বোক্ত গুণত্রয়ের শব্দরূপে একটী পরিণাম হয়, (এস্থলে শব্দ বলায় শব্দতন্মাত্র বুঝিতে হইবে, উহা ইন্দ্রিয়ের বিষয় না হইলেও বিষয়শব্দে জড় বুঝিতে হইবে)। মূর্ত্তি (কাঠিন্য, পৃথিবীত্ব) তুল্যজাতীয় শব্দাদি তন্মাত্রের একটী পরিণাম পৃথিবী পরমাণু, তন্মাত্র সকল উহার অবয়ব, উক্ত পরমাণু সকলের একটী পরিণাম গো বৃক্ষ পর্ব্বত প্রভৃতি স্বরূপ পৃথিবী। জল প্রভৃতি অন্যান্য মহাভূতেও স্নেহ, ঔষ্ণ্য, প্রণামিত্ব ও অবকাশদান গ্রহণ করিয়া সামান্য অর্থাৎ সজাতীয় এবং অনেকের ধর্ম্ম স্বরূপ এক একটী বিকারারম্ভের সমাধান করিতে হইবে, স্নেহশব্দে জলত্ব জাতি, ঔষ্ণ্যশব্দে তেজস্ত্ব, প্রণামিত্ব (বহনস্বভাব) শব্দে বায়ুত্ব এবং অবকাশ দানশব্দে আকাশত্বরূপ ধর্ম্মকে বুঝিতে হইবে।

সম্প্রতি বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের মত বলা হইতেছে, বিজ্ঞানকে পরিত্যাগ করিয়া অর্থ থাকে না, অর্থ থাকিলেই বিজ্ঞান থাকে, অর্থকে পরিত্যাগ করিয়া বিজ্ঞান থাকে ইহা স্বপ্নাদি স্থলে দেখা যায়। এইরূপ যুক্তি দ্বারা যাহারা বস্তুর স্বরূপ অপহ্নব (নিরাকরণ) করেন, অর্থাৎ যাহা কিছু দৃশ্যমান আছে বলিয়া বোধ হয়, উহা সমস্তই মিথ্যা, স্বপ্ন পদার্থের ন্যায় কেবল জ্ঞানেরই পরিণাম, বাস্তবিক পক্ষে বিজ্ঞানের অতিরিক্ত কোনও পদার্থ নাই, এইরূপ যাহারা বলেন, তাহারা, ইদংভাবে (এটী এইরূপ এ ভাবে) প্রতি-জ্ঞানে স্বকীয় মাহাত্ম্যে (জ্ঞানের কারণ বলিয়া, বিষয় না থাকিলে জ্ঞান

হয় না বলিয়া) উপস্থিত সমস্ত বস্তুকে অপ্রমাণ বিকল্প জ্ঞানের (অভেদে ভেদের আরোপ, এক জ্ঞানকেই জ্ঞান ও বিষয়াকারে কল্পনার) প্রভাবে বস্তুস্বরূপকে অপলাপ করিয়া কিরূপে শ্রদ্ধেয় বচন অর্থাৎ বিশ্বাসের যোগ্য হইতে পারে ॥ ১৪ ॥

মন্তব্য। অহঙ্কার তত্ত্বের অবান্তর কার্য্য তিন প্রকার, সত্ত্বপ্রধান গুণত্রয়, রজঃপ্রধান গুণত্রয় ও তমঃপ্রধান গুণত্রয়, সত্ত্বপ্রধান গুণত্রয়ের পরিণাম জ্ঞানেন্দ্রিয়, রজঃপ্রধানের কার্য্য কর্ম্মেন্দ্রিয় ও তমঃপ্রধানের কার্য্য পঞ্চতন্মাত্র (জড়বর্গ) এই তিনটী অহঙ্কারের অবান্তর বলিয়া পৃথক্ তত্ত্ব বলিয়া অভিহিত হয় না।

সাংখ্যপাতঞ্জলমতে পরমাণুশব্দে নিরবয়ব দ্রব্য বুঝায় না, তন্মাত্রই উহার অবয়ব, এই পরমাণু বৈশেষিকের ত্রসরেণুস্থানীয়, শব্দতন্মাত্র হইতে আকাশাণু, শব্দস্পর্শতন্মাত্র হইতে বায়বীয়পরমাণু, শব্দস্পর্শরূপতন্মাত্র হইতে তেজঃপরমাণু, শব্দস্পর্শরূপরসতন্মাত্র হইতে জলীয় পরমাণু ও শব্দাদিপঞ্চতন্মাত্র হইতে পার্থিব পরমাণু জন্মে।

বৌদ্ধগণ বলেন জ্ঞানের অতিরিক্ত শব্দাদি বিষয় নাই, বিজ্ঞানই জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতারূপে পরিণত হয়, অভেদে ভেদের আরোপ হয় বলিয়া উহাকে বিকল্পবৃত্তি বলে। জ্ঞানই বিষয়ের প্রমাণ, যখন জ্ঞান থাকেনা তখন বিষয় আছে কে বলিতে পারে ? অন্যদিকে স্বপ্নজ্ঞান ভ্রমজ্ঞান প্রভৃতিস্থলে দেখা যায় জ্ঞানই জ্ঞেয়রূপে ভাসমান হয়, সুতরাং জ্ঞানের অতিরিক্ত বিষয়ের আবশ্যক নাই। এ বিষয়ে আস্তিক দার্শনিক বলেন, নির্ব্বিষয়ক জ্ঞান হয় না জ্ঞানের পরিণাম বিষয় হইলে "আমি শব্দ" "আমি স্পর্শ" ইত্যাদি রূপে ভান হইত, "এই শব্দ" "এই স্পর্শ" এরূপে হইত না। "সেই এই ঘট" ইত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞা বিষয়সত্তার প্রমাণ। এ বিষয়ের বিশেষ বিবরণ শারীরক তর্কপাদ, আত্মতত্ত্ববিবেক, সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থে আছে ॥ ১৪ ॥

ভাষ্য। কুতশ্চৈতৎ ন্যায্যম্ ?

সূত্র। বস্তুসাম্যে চিত্তভেদাৎ তয়োর্ব্বিভক্তঃ পন্থাঃ ॥১৫॥

ব্যাখ্যা। বস্তুসাম্যে (জ্ঞেয়স্য অভেদে) চিত্তভেদাৎ (জ্ঞানভেদাৎ) তয়োঃ (জ্ঞান জ্ঞেয়য়োঃ) বিভক্তঃ পন্থা (পৃথক্ স্বভাবঃ) ॥ ১৫ ॥

তাৎপর্য্য। জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের ভেদ কেনই বা যুক্তিযুক্ত হয়? এই অভিপ্রায়ে সূত্র। বস্তু (বনিতা প্রভৃতি বিষয়) এক হইলেও জ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন হয়, অতএব বস্তু (জ্ঞেয়) ও জ্ঞানের স্বভাব একবিধ নহে ॥ ১৫ ॥

ভাষ্য। বহুচিত্তালম্বনীভূতমেকং বস্তু সাধারণং, তৎখলু নৈকচিত্তপরিকল্পিতং, নাপ্যনেকচিত্তপরিকল্পিতং, কিন্তু স্বপ্রতিষ্ঠং, কথং, বস্তুসাম্যে চিত্তভেদাৎ ধর্ম্মাপেক্ষং চিত্তস্য বস্তুসাম্যেঽপি সুখজ্ঞানং ভবতি, অধর্ম্মাপেক্ষং তত এব দুঃখজ্ঞানং, অবিদ্যাপেক্ষং তত এব মূঢ়জ্ঞানং, সম্যগ্‌দর্শনাপেক্ষং তত এব মাধ্যস্থ্যজ্ঞানমিতি, কস্য তচ্চিত্তেন পরিকল্পিতং, ন চান্যচিত্তপরিকল্পিতেনার্থেনান্যস্য চিত্তোপরাগোযুক্তঃ, তস্মাৎ বস্তুজ্ঞানয়োর্গ্রাহ্যগ্রহণভেদভিন্নয়োর্ব্বিভক্তঃ পন্থাঃ নানয়োঃ সঙ্করগন্ধোঽপ্যস্তীতি। সাংখ্যপক্ষে পুনঃ বস্তু ত্রিগুণং চলঞ্চ গুণবৃত্তমিতি ধর্ম্মাদিনিমিত্তাপেক্ষং চিত্তৈরভিসম্বধ্যতে, নিমিত্তানুরূপস্য চ প্রত্যয়স্যোৎপদ্যমানস্য তেন তেনাত্মনা হেতুর্ভবতি ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ। একটী বস্তু অনেকের চিত্তের (জ্ঞানের) বিষয় হয়, অতএব উহা সাধারণ অর্থাৎ সকলের বেদ্য, ঐ বস্তু কখনই একের বা অনেকের চিত্ত দ্বারা কল্পিত হইতে পারে না, উহা স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত, কেননা, বস্তুর সাম্য (অভেদ) হইলেও জ্ঞানের ভেদ হয়। একই বিষয়ে জ্ঞাতার ধর্ম্ম থাকিলে চিত্তে সুখ জন্মে, অধর্ম্ম থাকিলে সেই বস্তু হইতেই দুঃখ জন্মে, অজ্ঞান থাকিলে সেই একবস্তু হইতেই মোহ জন্মে এবং তত্ত্বজ্ঞান থাকিলে সেই বস্তু হইতেই মাধ্যস্থ্য অর্থাৎ ঔদাসীন্য জ্ঞান হয়। এরূপস্থলে ঐ বস্তুটী কাহার চিত্ত দ্বারা কল্পিত হইবে? একের চিত্ত দ্বারা কল্পিত পদার্থে অপরের চিত্তবৃত্তি হইতে পারে না, অতএব গ্রাহ্য (জ্ঞেয়) ও গ্রহণ (জ্ঞান) রূপ স্বভাবে ভিন্ন বস্তু ও জ্ঞানের স্বরূপ এক নহে, এই উভয়ের সঙ্করগন্ধ অর্থাৎ অভেদের আশঙ্কাও হইতে পারে না। সাংখ্যমতে বস্তুর অভেদেও জ্ঞানের ভেদ হইতে পারে, কারণ, বস্তুমাত্রই ত্রিগুণাত্মক, গুণত্রয়ের স্বভাব চল অর্থাৎ সর্ব্বদা পরিবর্ত্তন। ধর্ম্মাদি কারণ অপেক্ষা করিয়া চিত্তের

সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ হয়, এই গুণত্রয় নিমিত্ত (ধর্ম্মাধর্ম্ম) অনুসারে উৎপদ্যমান সুখাদিজ্ঞানের সেই সেই রূপে কারণ হয়, অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মক একই বস্তু জ্ঞাতার ধর্ম্মানুসারে রজোগুণের সহিত সত্বগুণে সুখজ্ঞান জন্মায়, সত্বগুণ হইতে রজোভাগ নিরস্ত হইলে ঔদাসীন্য হয়। রজোগুণের প্রাধান্যে দুঃখ হয়, তমোভাগের আধিক্যে মোহ জন্মে ॥ ১৫ ॥

মন্তব্য। যাহার স্বপ্ন সেই তাহা দেখে, যাহার ভ্রম সেই ভ্রান্ত হয়, একের স্বপ্ন অপরে দেখে না, একের ভ্রমে অপরে ভ্রান্ত হয় না, স্বপ্ন ও ভ্রমজ্ঞান দুইটাই চিত্তকল্পিত পদার্থের প্রধান দৃষ্টান্ত, ঘটপটাদি যে কোনও পদার্থে সাধারণের জ্ঞান হয়, সেই এই ঘট ইত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞা হয়, একই ঘট সকলে দেখিয়াছি এরূপ সম্বাদ (একমত) হয়, সুতরাং প্রমাজ্ঞানের বিষয় বস্তু ঐ জ্ঞান হইতে পৃথক্, এইরূপ যুক্তিসহকারে বস্তুর সত্তাসিদ্ধি হয়। এস্থলে বৌদ্ধেরা বলিতে পারেন, একবস্তু সকলে অনুভব করেন একথা মিথ্যা, অনুভবই বস্তু, সেই এই বলিয়া যে প্রত্যভিজ্ঞা হয় উহা সংস্কার মাত্র, দীপশিখা নদীপ্রবাহ প্রভৃতি স্থলে প্রতিক্ষণে পরিবর্ত্তন হইলেও একই শিখা একই প্রবাহ ইত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে অতএব প্রত্যভিজ্ঞা প্রমাণ নহে। একবস্তু সকলে দেখিলাম ইহার অর্থ সকলেরই একভাবে জ্ঞান হইল।

সুন্দরী স্ত্রীকে দেখিয়া স্বামীর সুখ, সপত্নীর দুঃখ এবং কামুকের মোহ হয়, উদাসীনের কিছুই হয় না, জ্ঞাতার ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, অজ্ঞান ও বিবেকজ্ঞান অনুসারেই যথাক্রমে উক্ত সুখাদি জন্মে। এই নিমিত্তই জীবের সৃষ্টজগৎ বন্ধের কারণ বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে, গীতাশাস্ত্রে উক্ত আছে "ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে" ইত্যাদি ॥ ১৫ ॥

ভাষ্য। কেচিদাহুঃ, জ্ঞানসহভূরেবার্থো ভোগ্যত্বাৎ সুখাদিবৎ ইতি, ত এতয়াদ্বারা সাধারণত্বং বাধমানাঃ পূর্ব্বোত্তরেষু ক্ষণেষু বস্তু স্বরূপমেবাপহ্নুবতে।

সূত্র। ন চৈকচিত্ততন্ত্রং বস্তু তদপ্রমাণকং তদা কিং স্যাৎ ॥ ১৬ ॥

ব্যাখ্যা। বস্তু (বিষয়ঃ) একচিত্ততন্ত্রং ন চ (একজ্ঞানাধীনং নতু) তদ-প্রমাণকং (তদ্বস্তু অপ্রমাণকং চিত্তস্য ব্যগ্রতায়াং বৃত্তিরহিতত্বে বা প্রমাণবিরহিতং) তদা কিং স্যাৎ (তস্মিন্ কালে ন কিমপি স্যাৎ নষ্টং ভবেদিত্যর্থঃ) ॥১৬॥

তাৎপর্য্য। বস্তু একটী চিত্তের বিষয় এরূপ বলা যায় না, কারণ সেই চিত্ত ব্যগ্র অথবা নিরুদ্ধ হইলে সেই সময় বস্তুটীর প্রমাণ থাকে না, সুতরাং বস্তু তখন থাকে না বলিতে পারা যায় ॥ ১৬ ॥

ভাষ্য। একচিত্ততন্ত্রং চেদ্বস্তু স্যাৎ তদা চিত্তে ব্যগ্রে নিরুদ্ধে বা স্বরূপমেব তেনাপরামৃষ্টমন্যস্যাবিষয়ীভূতমপ্রমাণকমগৃহীতস্বভাবকং কেনচিৎ তদানীং কিং তৎ স্যাৎ, সম্বধ্যমানং চ পুনশ্চিত্তেন কুত উৎপদ্যেত, যে চাস্যাঽনুপস্থিতা ভাগাস্তে চাস্য ন স্যুঃ, এবং নাস্তি পৃষ্ঠমিত্যুদরমপি ন গৃহ্যেত, তস্মাৎ স্বতন্ত্রোঽর্থঃ সর্ব্বপুরুষসাধারণঃ, স্বতন্ত্রাণি চ চিত্তানি প্রতিপুরুষং প্রবর্ত্তন্তে, তয়োঃ সম্বন্ধাদুপলব্ধিঃ পুরুষস্য ভোগ ইতি ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ। কেহ কেহ (বৌদ্ধবিশেষ) বলেন পদার্থ জ্ঞান হইতে অতিরিক্ত হইলেও উহা জ্ঞানসহভূ (জ্ঞানসমসত্তাক) অর্থাৎ জ্ঞান না থাকিলে থাকে না, কারণ পদার্থ ভোগ্য (বেদ্য), যাহা ভোগ্য হয় তাহা জ্ঞানের অভাবকালে থাকে না, যেমন সুখদুঃখাদি (অজ্ঞাত সুখদুঃখাদিতে প্রমাণ নাই) উহারা পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে জ্ঞানের পূর্ব্ব ও উত্তর ক্ষণে বস্তুর সাধারণতার (সর্ব্বজনবেদ্যতার) নিরাকরণ করিয়া স্বরূপই অপহ্নব করেন, জ্ঞানের পূর্ব্বোত্তর ক্ষণে যদি বস্তু না থাকে তবে জ্ঞানকালেই বা কিরূপে থাকিবে, জ্ঞানের উপাদান হইতে বস্তুর উপাদান পৃথক্, সুতরাং জ্ঞানকালে বস্তু থাকে যাহা বৌদ্ধেরা স্বীকার করেন তাহা কিরূপে ঘটিতে পারে, উপাদান না থাকায় জ্ঞানকালেও বস্তু থাকিতে পারে না, এই বিষয় বুঝাইবার নিমিত্ত সূত্রের অবতারণা।

বস্তু যদি এক চিত্তের অধীন হয়, চিত্ত থাকিলে থাকে, না থাকিলে থাকে না এরূপ হয়, তবে চিত্ত ব্যগ্র হইলে (অন্য বিষয়ে ব্যাপৃত থাকিলে) অথবা নিরুদ্ধ (বৃত্তিশূন্য) হইলে বস্তু স্বরূপ অন্য চিত্তের সহিত সম্বদ্ধ হয় না, সুতরাং অপর চিত্তের বিষয়ও নহে এরূপ স্থলে কোনও জ্ঞান দ্বারা যে বস্তুর স্বরূপ

গৃহীত হয় নাই সেই বস্তু কি আছে ? নাই বলিতে হইবে। পুনর্ব্বার চিত্তে অনুপস্থিত অর্থাৎ অজ্ঞাত এরূপ বস্তুও থাকে না বলিতে পারা যায়। এইরূপে পৃষ্ঠদেশ নাই (পৃষ্ঠদেশের জ্ঞান হয় না সুতরাং নাই) বলিয়া উদরও থাকিতে পারে না, কেননা উদরদেশ পৃষ্ঠদেশের ব্যাপ্ত, পৃষ্ঠদেশের জ্ঞান নাই, উদরের জ্ঞান আছে, এরূপ স্থলে উদরও নাই বলিতে পারি, ব্যাপকের অভাবে ব্যাপ্যের অভাব হয়। এইরূপ দোষ হয় বলিয়া বলিতে হইবে পদার্থ স্বতন্ত্র, উহা জ্ঞানের অধীন নহে, এই পদার্থ সমস্ত পুরুষের সাধারণ অর্থাৎ এক বস্তু সকলেরই বেদ্য হইতে পারে। চিত্ত সকলও স্বতন্ত্র অর্থাৎ পদার্থের অধীন নহে, এই চিত্ত প্রত্যেক পুরুষের ভোগের নিমিত্ত প্রবৃত্তিযুক্ত হয়, পদার্থ ও চিত্তের সম্বন্ধ বশতঃ উপলব্ধি (জন্যজ্ঞান, বৃত্তি) হয়, উহাই পুরুষের ভোগ ॥ ১৬ ॥

মন্তব্য। ভাষ্যে "ভোগ্যত্বাৎ সুখাদিবৎ" দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে, উহা সাংখ্যমতে হইতে পারে না, সাংখ্যমতে কেবল চিত্তই সুখাদির আশ্রয় নহে, বিষয়েও সুখাদি আছে, জ্ঞানের অভাব কালেও বিষয়ে সুখাদি থাকে, অতএব "রাগদ্বেষাদিবৎ" এইটীই সাংখ্য বৌদ্ধ উভয়সম্মত দৃষ্টান্ত হইতে পারে।

পূর্ব্ববাদী বৌদ্ধের মতে বিজ্ঞানের অতিরিক্ত স্বতন্ত্র চিত্ত নাই, সুতরাং তন্মতে সূত্রের চিত্তশব্দে বিজ্ঞান (ক্ষণিক জ্ঞান, বৃত্তি) বুঝিতে হইবে। চিত্ত যখন যে বিষয়ে বৃত্তি গ্রহণ করে তখনই যদি সেই বিষয় থাকে, সেই বিষয়াকারে চিত্তের বৃত্তি না হইলে যদি সেই বিষয় না থাকে, তবে চিত্ত সেই বিষয় ত্যাগ করিয়া অন্যবিষয়াকারে পরিণত হইলে সেই বিষয় থাকে কে বলিতে পারে ? সেই বস্তু অন্য চিত্তেরও বিষয় হইতে পারে না, অথবা চিত্তে যদি কোনওরূপে বৃত্তি না থাকে, সর্ব্বথা নিরুদ্ধ হয়, তবে কোনও বিষয়ের সত্তা প্রমাণ হয় না। নিরুদ্ধ কথাটী বিবেক অভিপ্রায়ে বলা হইয়াছে, অর্থাৎ চিত্তে কোনওরূপ বৃত্তি না থাকিলে, কি বিবেক, কি পুরুষ, কি মোক্ষ, কিছুই থাকিতে পারে না। অতএব ওরূপ অসৎপক্ষ ত্যাগ করিয়া চিত্তের অতিরিক্ত পৃথক্ পদার্থ স্বীকার করাই শ্রেয়স্কর। পূর্ব্ববাদী মতে স্বতন্ত্র স্থিরচিত্ত নাই, ক্ষণিক বিজ্ঞান ধারাই চিত্ত, এই নিমিত্ত সিদ্ধান্তে বলা হইয়াছে "স্বতন্ত্রাণি চ চিত্তানি" অর্থাৎ চিত্তের সত্তা পদার্থ সত্তার অপেক্ষা করে না, উহা স্বতঃসিদ্ধ ॥ ১৬ ॥

সূত্র। তদুপরাগাপেক্ষিত্বাৎ চিত্তস্য বস্তু জ্ঞাতাজ্ঞাতম্ ॥১৭॥

ব্যাখ্যা। চিত্তস্য তদুপরাগাপেক্ষিত্বাৎ (তস্য বিষয়স্য উপরাগঃ সংযোগেন চিত্তস্য তদাকারপরিগ্রহঃ, তদপেক্ষয়া) বস্তু জ্ঞাতাজ্ঞাতম্ (কদাচিৎ জ্ঞাতং কদাচিচ্চ অজ্ঞাতং ভবতি, যদৈব হি চিত্তং বিষয়োপরক্তং ভবতি তদৈব বস্তু, জ্ঞাতং, অন্যথা অজ্ঞাতং তিষ্ঠতীত্যর্থঃ) ॥ ১৭ ॥

তাৎপর্য্য। যদিচ চিত্ত বিভু, যদিচ চিত্তের স্বভাব বিষয় প্রকাশ করা, তথাপি সর্ব্বদা সকল বিষয়ের জ্ঞান হয় না, ইন্দ্রিয়কে দ্বার করিয়া চিত্ত যখন যে বিষয়াকারে পরিণত হয় তখনই সেই বিষয়ের জ্ঞান হয়, নতুবা অজ্ঞাত থাকে ॥ ১৭ ॥

ভাষ্য। অয়স্কান্তমণিকল্পা বিষয়া অয়ঃ-সধর্ম্মকং চিত্তমভি-সংবধ্যোপরঞ্জয়ন্তি, যেন চ বিষয়েণোপরক্তং চিত্তং স বিষয়ো জ্ঞাত স্ততোহন্যঃ পুনরজ্ঞাতঃ, বস্তুনো জ্ঞাতাজ্ঞাতস্বরূপত্বাৎ পরিণামি চিত্তম্ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ। শব্দাদি বিষয় সকল অয়স্কান্তমণির (চুম্বক পাথরের) তুল্য, চিত্তের স্বভাব লৌহের ন্যায়, অর্থাৎ অয়স্কান্তমণি যেরূপ নিজে কোনও ব্যাপার না করিয়া লৌহকে স্বসন্নিধানে আকর্ষণ করে, তদ্রূপ শব্দাদি বিষয়-সকলও স্বয়ং কোনও ব্যাপার না করিয়া স্বসন্নিধানে চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া উপরক্ত করে অর্থাৎ নিজের আকারে চিত্তকে আকারিত করে। এইরূপে যে বিষয়ের সহিত চিত্ত উপরক্ত হয় সেই বিষয়ই জ্ঞাত হয়, তাহার অন্যটী যাহাতে চিত্তের সম্বন্ধ হয় নাই তাহা অজ্ঞাত অবস্থায় থাকে। এইরূপে বস্তুর স্বরূপ কখনও জ্ঞাত কখনও বা অজ্ঞাত থাকে বলিয়া চিত্ত পরিণামী হয় ॥ ১৭ ॥

মন্তব্য। চিত্ত হইতে পুরুষের ভেদপ্রদর্শন করাই গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য, ইহাই মুক্তির কারণ, তাহাই দেখান যাইতেছে, চিত্ত পরিণামী, পুরুষ অপরিণামী কূটস্থ, চিত্তের বিষয় ঘটপটাদি কখনও জ্ঞাত থাকে, কখনও বা অজ্ঞাত থাকে, পুরুষের বিষয় চিত্তবৃত্তি সর্ব্বদাই জ্ঞাত থাকে, এই নিমিত্তই চিত্ত-

পরিণামী, পুরুষ অপরিণামী হয়। যেরূপ নদীর জল ক্যানাল বাহিয়া ক্ষেত্রে পতিত হয়, এবং ত্রিকোণ চতুষ্কোণ প্রভৃতি ক্ষেত্রের যেরূপ আকার থাকে সেইরূপ ধারণ করে তদ্রূপ চিত্ত ইন্দ্রিয়রূপ নালা বাহিয়া বিষয়দেশে গমন করিয়া বিষয়াকার ধারণ করে, উহাকেই বৃত্তি বলে। চিত্ত বৃত্তিরূপেই বিষয়-দেশে গমন করে সুতরাং দেহের মধ্যে একেবারে থাকে না এরূপ আশঙ্কা হইবার কারণ নাই, এই কারণেই প্রত্যক্ষের প্রতি বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগকে কারণ বলা হইয়া থাকে। এইরূপে চিত্ত যখন বিষয়াকারে পরিণত হয়, তখনই সেই বিষয় জ্ঞাত হয়, না হইলে অজ্ঞাত থাকে। পুরুষের বিষয় চিত্ত-বৃত্তি, উহা সর্ব্বদাই জ্ঞাত থাকে ॥ ১৭ ॥

ভাষ্য। যস্য তু তদেব চিত্তং বিষয়স্তস্য।

সূত্র। সদা জ্ঞাতাশ্চিত্তবৃত্তয়ঃ তৎপ্রভোঃ পুরুষস্যা পরিণামিত্বাৎ ॥ ১৮ ॥

ব্যাখ্যা। চিত্তবৃত্তয়ঃ (চিত্তস্য বিষয়াকারেণ পরিণামাঃ) সদা জ্ঞাতাঃ (সর্ব্বদা প্রকাশিতাঃ ন জাতু অজ্ঞাতাস্তিষ্ঠন্তি)। তৎপ্রভোঃ (তদধিষ্ঠাতুঃ পুরুষস্য), অপরিণামিত্বাৎ (সদৈকরূপত্বাদিত্যর্থঃ) ॥ ১৮ ॥

তাৎপর্য্য। পূর্ব্বোক্ত চিত্তই যাঁহার বিষয় অর্থাৎ ভোগ্য, চিত্তবৃত্তি সমুদায় সেই ভোক্তৃপুরুষের সর্ব্বদা পরিজ্ঞাত থাকে, কারণ পুরুষের পরিণাম নাই ॥১৮॥

ভাষ্য। যদি চিত্তবৎ প্রভুরপি পুরুষঃ পরিণমেত ততস্তদ্বিষয়াশ্চিত্তবৃত্তয়ঃ শব্দাদিবিষয়বৎ জ্ঞাতাঽজ্ঞাতাঃ স্যুঃ, সদা জ্ঞাতত্বন্তু মনসস্তৎপ্রভোঃ পুরুষস্যাপরিণামিত্বমনুমাপয়তি ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ। যদি চিত্তের ন্যায় প্রভু (অধিপতি, ভোক্তা) পুরুষও পরিণামী হইত তবে তাহার বিষয় চিত্তবৃত্তি সকল শব্দাদি বিষয়ের ন্যায় কখনও জ্ঞাত কখনও বা অজ্ঞাত থাকিত, চিত্ত সর্ব্বদাই পরিজ্ঞাত, ইহাই পুরুষের অপরিণামিতার সূচক হয় ॥ ১৮ ॥

মন্তব্য। কেবল চিত্ত পুরুষের বিষয় নহে, বিষয়াকারে বৃত্তিবিশিষ্ট চিত্তই পুরুষের বিষয় (ভোগ্য), এই নিমিত্ত বৃত্তির অনুভব হইবার জন্য

বৃত্তি বিষয়ে স্বাত্মক বৃত্তি (যেটী গ্রহণ করে ও যাহাকে গ্রহণ করে, এই উভয়টী অতিরিক্ত নহে) স্বীকার করা হয়। নৈয়ায়িকের আত্মা ও সাংখ্যের চিত্ত এক স্থানীয়, নৈয়ায়িকও এনিমিত্ত বলিয়াছেন "অধ্যক্ষোবিশেষগুণ-যোগতঃ" অর্থাৎ আত্মা বুদ্ধি প্রভৃতি বিশেষ গুণের সহিতই প্রত্যক্ষ হয়, আমি সুখী আমি জানি ইত্যাদি রূপেই আত্মার প্রত্যক্ষ হয়, ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত ও একাগ্র সকল অবস্থায়ই বৃত্তিবিশিষ্ট চিত্ত পুরুষের ভোগ্য হয়। নিরুদ্ধ অবস্থায় চিত্তের বৃত্তি না থাকায় পুরুষের ভোগ হয় না ॥ ১৮ ॥

ভাষ্য। স্যাদাশঙ্কা, চিত্তমেব স্বাভাসং বিষয়াভাসঞ্চ ভবিষ্যতি; অগ্নিবৎ।

সূত্র। ন তৎ স্বাভাসং দৃশ্যত্বাৎ ॥ ১৯ ॥

ব্যাখ্যা। তৎ (চিত্তং) স্বাভাসং ন (স্বপ্রকাশং ন ভবতি) দৃশ্যত্বাৎ (জ্ঞেয়ত্বাৎ ঘটাদিবদিত্যর্থঃ) ॥ ১৯ ॥

তাৎপর্য্য। চিত্ত স্বপ্রকাশ হইতে পারে না, কারণ দৃশ্য অর্থাৎ জ্ঞেয়, যে দৃশ্য হয় সে স্বপ্রকাশ নহে, যেমন ঘটপটাদি ॥ ১৯ ॥

ভাষ্য। যথেতরাণীন্দ্রিয়াণি শব্দাদয়শ্চ দৃশ্যত্বান্ন স্বাভাসানি, তথা মনোঽপি প্রত্যেতব্যং, ন চাগ্নিরত্র দৃষ্টান্তঃ, নহ্যগ্নিরাত্মস্বরূপম-প্রকাশং প্রকাশয়তি, প্রকাশশ্চায়ং প্রকাশ্যপ্রকাশকসংযোগে দৃষ্টঃ, ন চ স্বরূপমাত্রেঽস্তি সংযোগঃ। কিঞ্চ স্বাভাসং চিত্তমিত্যগ্রাহ্যমেব কস্যচিদিতি শব্দার্থঃ, তদ্‌যথা স্বাত্মপ্রতিষ্ঠমাকাশং ন পরপ্রতিষ্ঠ-মিত্যর্থঃ, স্ববুদ্ধিপ্রচারপ্রতিসংবেদনাৎ সত্ত্বানাং প্রবৃত্তির্দৃশ্যতে, ক্রুদ্ধোঽহং ভীতোঽহং, অমুত্র মে রাগঃ, অমুত্র মে ক্রোধঃ ইতি, এতৎ স্ববুদ্ধেরগ্রহণে ন যুক্তমিতি ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ। অগ্নির ন্যায় চিত্তও কেন আপনাকে ও পরকে প্রকাশ করে না? এই আশঙ্কায় বলা হইতেছে, চিত্ত ইতর ইন্দ্রিয় চক্ষুরাদি ও শব্দাদির ন্যায় দৃশ্য (ভোগ্য) সুতরাং স্বাভাস অর্থাৎ স্বপ্রকাশ হইতে পারে না,

এস্থলে অগ্নি দৃষ্টান্ত হইতে পারে না, কারণ অগ্নি অপ্রকাশ (প্রকাশবিহীন) আপনার স্বরূপকে (নিজকে) প্রকাশ করে না। এস্থলে প্রকাশ (পুরুষ প্রকাশ নহে) শব্দে যাহা বুঝায় উহা প্রকাশ্য গৃহাদি ও প্রকাশক দীপাদির সংযোগেই হইয়া থাকে দেখা যায়, স্বরূপমাত্রে (আপনাতে) সংযোগ হয় না। আরও কথা এই, স্বাভাস বলিলে স্ব দ্বারা প্রকাশিত এরূপ বুঝায় না, কিন্তু কাহারও প্রকাশ্য নহে এরূপ বুঝায়, যেমন আকাশ স্বাত্মপ্রতিষ্ঠ বলিলে আপনাতে স্থিত এরূপ না বুঝাইয়া পরপ্রতিষ্ঠ (পরে আশ্রিত) নহে এরূপ বুঝায়। চিত্ত জ্ঞেয় নহে এরূপও বলা যায় না, কারণ প্রাণিমাত্রেরই দেখা যায়, স্বচিত্তব্যাপারের (বৃত্তির) জ্ঞানপূর্ব্বকই প্রবৃত্তি (চেষ্টা) হয়, আমি ক্রুদ্ধ হইয়াছি, ভীত হইয়াছি, এই বিষয়ে আমার অনুরাগ, এই বিষয়ে ক্রোধ ইত্যাদি স্বকীয় বুদ্ধির গ্রহণ (জ্ঞান) না হইলে উহা ঘটিতে পারে না, অর্থাৎ ক্রোধাদির আশ্রয় চিত্তের জ্ঞান ব্যতিরেকে ক্রোধাদির জ্ঞান হইতে পারে না, সুতরাং চিত্তের জ্ঞান হয় না এরূপ বলা যায় না ॥ ১৯ ॥

মন্তব্য। প্রকাশ (জ্ঞান) দুই প্রকার একটী ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা উৎপন্ন হয়, উহাকে বৃত্তি বা জন্যজ্ঞান বলে, অপরটী নিত্য উহা পুরুষের স্বরূপ, প্রথমটী ক্রিয়াত্মক, দ্বিতীয়টী নৈসর্গিক, প্রদীপ স্বপ্রকাশ বলিলে প্রদীপ আপনি আপনাকে প্রকাশ করে এরূপ বুঝায় না, কিন্তু প্রদীপ অপরের দ্বারা প্রকাশ্য নহে এই রূপই বুঝায়, অর্থাৎ প্রদীপ কখনও অপ্রকাশ থাকে না, প্রকাশই উহার স্বভাব, এস্থলে প্রকাশ শব্দে জ্ঞানরূপ প্রকাশকে বলা হইতেছে না, জ্ঞানপ্রকাশ দ্বারা প্রদীপাদিও প্রকাশিত হয়, কিন্তু ভৌতিক প্রকাশ বলা হইতেছে বুঝিতে হইবে। প্রদীপ গৃহকে প্রকাশ করে বলিলে গৃহের অন্ধকার দূর করে এরূপ বুঝায়। বৌদ্ধমতে চিত্ত (জ্ঞান) প্রকাশ-স্বভাব, উহাতে তমের সম্পর্ক নাই। চিত্ত স্বপ্রকাশ বলিয়া বৌদ্ধগণ বুদ্ধির অতিরিক্ত আত্মা স্বীকার করেন না ॥ ১৯ ॥

সূত্র। একসময়ে চোভয়ানবধারণম্ ॥ ২০ ॥

ব্যাখ্যা। একসময়ে চ (একস্মিন্নেব ক্ষণে), উভয়ানবধারণম্ (স্বস্য পরস্য চ গ্রহণং ন সম্ভবতি, চিত্তস্য ক্ষণিকত্বাদিত্যর্থঃ) ॥ ২০ ॥

তাৎপর্য্য। চিত্ত একক্ষণে আপনাকে ও পরবিষয়কে গ্রহণ করিতে পারে না, কারণ চিত্ত এক ক্ষণের অতিরিক্ত থাকে না ইহাই বৌদ্ধের সিদ্ধান্ত ॥ ২০॥

ভাষ্য। ন চৈকস্মিন্ ক্ষণে স্বপররূপাবধারণং যুক্তং, ক্ষণিক-বাদিনো যদ্ভবনং সৈব ক্রিয়া তদেব চ কারকমিত্যভ্যুপগমঃ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ। একই ক্ষণে স্ব (চিত্ত) ও পর (বাহ্যবিষয়) এই উভয়ের অনুভব হইতে পারে না, ক্ষণিকবাদী বৌদ্ধ মতে যেটী উৎপত্তি সেইটী ক্রিয়া এবং সেইটীই কারক এইরূপ স্বীকার আছে, অর্থাৎ উক্ত সমস্তই এক ক্ষণে ঘটে ॥ ২০ ॥

মন্তব্য। উৎপত্তিক্ষণে স্বরূপের গ্রহণ হয় না, পূর্ব্বসিদ্ধ পদার্থেরই জ্ঞান হইয়া থাকে। চিত্তের উৎপত্তি ক্ষণের দ্বিতীয় ক্ষণে জ্ঞান হইবে এরূপও বলা যায় না, তাহা হইলে চিত্ত দ্বিক্ষণ থাকে স্বীকার করিতে হয়, ইহাতে ক্ষণভঙ্গুর-বাদের অপলাপ হয়। একই ব্যাপার দ্বারা স্ব ও পর উভয়কে প্রকাশ করা ঘটে না, অথচ ব্যাপারভেদ স্বীকার করিলে ক্ষণিকবাদের হানি হয়, ক্ষণিক-বাদে উৎপত্তির অতিরিক্ত কোনও ব্যাপার নাই "ভূতির্যৈষাং ক্রিয়া সৈব কারকং সৈব চোচ্যতে" ইতি। পূর্ব্বোক্ত সমস্ত দোষের পর্য্যালোচনা করিলে ক্ষণিকবাদ নিতান্তই অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় ॥ ২০ ॥

ভাষ্য। স্যান্মতিঃ, স্বরসনিরুদ্ধং চিত্তং চিত্তান্তরেণ সমনন্তরেণ গৃহ্যতে ইতি।

সূত্র। চিত্তান্তরদৃশ্যে বুদ্ধিবুদ্ধেরতিপ্রসঙ্গঃ স্মৃতিসঙ্করশ্চ ॥২১॥

ব্যাখ্যা। চিত্তান্তর দৃশ্যে (অন্যেন চিত্তেন দৃশ্যে দৃশ্যত্বেন স্বীকৃতে চিত্তে ইতি শেষঃ) বুদ্ধিবুদ্ধেঃ অতিপ্রসঙ্গঃ (জ্ঞানবিষয়কজ্ঞানস্য অতিপ্রসঙ্গঃ অনবস্থা) স্মৃতিসঙ্করশ্চ (স্মৃতীনাং অনিরূপণং চ স্যাৎ, ইয়ং নীলচিত্তস্মৃতিঃ, ইয়ং পীতচিত্ত-স্মৃতিঃ ইতি বিভাগো ন সম্পদ্যতে) ॥ ২১ ॥

তাৎপর্য্য। চিত্ত স্বপ্রকাশ নাই হউক, স্বভাবতঃ বিনষ্ট চিত্ত অব্যবহিত পরক্ষণে উৎপন্ন চিত্ত দ্বারা গৃহীত হইবে, অতিরিক্ত পুরুষ স্বীকারের আবশ্যক কি ? এই আশঙ্কায় বলা হইতেছে, চিত্ত যদি অন্য চিত্তের দৃশ্য হয়, তবে সেই

অন্য চিত্তও অন্য চিত্তের দৃশ্য হউক, এইরূপে অনবস্থা হইয়া যায়, এবং যুগপদ্ অসংখ্য জ্ঞান হওয়ায় সংস্কার ও স্মৃতি অসংখ্য হইতে পারে সুতরাং স্মৃতির নিশ্চয় (এইটী ইহার স্মৃতি, এইটী উহার স্মৃতি ইত্যাদি) না হওয়ায় স্মৃতিসঙ্কর হইয়া উঠে ॥ ২১ ॥

ভাষ্য। অথ চিত্তং চেচ্চিত্তান্তরেণ গৃহ্যেত বুদ্ধিবুদ্ধিঃ কেন গৃহ্যতে, সাপ্যন্যয়া সাপ্যন্যয়েত্যতিপ্রসঙ্গঃ। স্মৃতিসঙ্করশ্চ, যাবন্তো বুদ্ধিবুদ্ধীনামনুভবাস্তাবন্ত্যঃ স্মৃতয়ঃ প্রাপ্নুবন্তি, তৎসঙ্করাচ্চৈকস্মৃত্য--নবধারণং চ স্যাৎ, ইত্যেবং বুদ্ধিপ্রতিসংবেদিনং পুরুষমপলপদ্ভির্বৈনাশিকৈঃ সর্ব্বমেবাকুলীকৃতং, তে তু ভোক্তৃস্বরূপং যত্র ক্বচন কল্পয়ন্তো ন ন্যায়েন সঙ্গচ্ছন্তে। কেচিৎ সত্বমাত্রমপি পরিকল্প্যাস্তি স সত্বো য এতান্ পঞ্চস্কন্ধান্ নিঃক্ষিপ্যান্যাংশ্চ প্রতিসন্দধাতীত্যুক্ত্বা তত এব পুনস্ত্রস্যন্তি, তথা স্কন্ধানাং মহানির্ব্বেদায় বিরাগায়ানুৎপাদায় প্রশান্তয়ে গুরোরন্তিকে ব্রহ্মচর্য্যং চরিষ্যামীত্যুক্ত্বা সত্বস্য পুনঃ সত্বমেবাপহ্নুবতে। সাংখ্যযোগাদয়স্তু প্রবাদাঃ স্বশব্দেন পুরুষমেব স্বামিনং চিত্তস্য ভোক্তারমুপয়ন্তি, ইতি ॥ ২১ ॥

অনুবাদ। চিত্ত যদি অন্য চিত্ত দ্বারা গৃহীত হয়৷তবে বুদ্ধি (জ্ঞান) বিষয়ক বুদ্ধি কাহার দ্বারা গৃহীত হইবে, সেটী অন্যের দ্বারা, সেটীও অন্যের দ্বারা এইরূপে অনবস্থা হইয়া যায়। এবং স্মৃতিসঙ্করও হয়, কারণ বুদ্ধিবিষয়ক (যাহার বিষয় বুদ্ধি) বুদ্ধির যতগুলি অনুভব, সংস্কার দ্বারা স্মৃতিও ততগুলি জন্মে, এইরূপে স্মৃতির সঙ্কর হওয়ায় একটী স্মৃতির নিশ্চয় হয় না। এইরূপে বুদ্ধির প্রতিসংবেদী অর্থাৎ সাক্ষী দ্রষ্টা পুরুষের অপলাপ করিয়া বৌদ্ধগণ সকলকে আকুল করিয়া তুলিয়াছে, ঐ বৌদ্ধগণ যে কোনও পদার্থে ভোক্তৃস্বরূপ (আত্মা) কল্পনা করিয়া কোনওরূপে যুক্তিপথের পথিক হয় না। কেহ কেহ (ক্ষণিকবাদিগণ) ক্ষণিক বিজ্ঞান চিত্তরূপ সত্ব কল্পনা করিয়া বলেন ঐ সত্ব সাংসারিক বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা, রূপ ও সংস্কার নামক পঞ্চস্কন্ধ পরিত্যাগ করিয়া (মুক্ত অবস্থায়) অন্যবিধ পঞ্চস্কন্ধ অনুভব করেন, এইরূপ বলিয়া পুনর্ব্বার

স্বকীয় ক্ষণিক মত হইতে ভয় পায়, কারণ একই চিত্ত যদি সাংসারিক পঞ্চস্কন্ধ পরিত্যাগ করিয়া অন্যবিধ স্কন্ধের অনুভব করে তবে ক্ষণিকবাদ থাকে না, স্থিরচিত্ত স্বীকার হইয়া পড়ে। অপর শূন্যবাদিগণ উক্ত পঞ্চস্কন্ধের মহানির্ব্বেদ নামক বৈরাগ্যের ও অনুৎপত্তিরূপ প্রশান্তির নিমিত্ত জীবন্মুক্ত গুরুর নিকটে ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিব বলিয়া শূন্যবাদ স্বীকার পূর্ব্বক উক্ত সত্বেরই (চিত্তেরই) সত্তার অপহ্নব করে। সাংখ্যযোগ প্রভৃতি প্রকৃষ্টবাদ সকল স্বশব্দে স্বামী পুরুষকেই চিত্তের ভোক্তারূপে স্বীকার করেন ॥ ২১ ॥

মন্তব্য। একটী চিত্তের বিষয় আর একটী চিত্ত হইতে পারে না, কারণ সজাতীয় বস্তু সজাতীয়ের প্রকাশক হয় না, একটী প্রদীপ আর একটী প্রদীপের প্রকাশ করিতে পারে না, সুতরাং জ্ঞানের বিষয় জ্ঞান এ কথার কোন যুক্তি নাই। পুরুষ চিত্তের প্রকাশক হইতে পারে, কারণ, পুরুষ চিত্তের সজাতীয় নহে, পুরুষ স্বতঃপ্রকাশস্বভাব, চিত্ত জড়।

ন্যায়বৈশেষিক মতে ব্যবসায় জ্ঞান (অয়ং ঘটঃ ইত্যাদি) অনুব্যবসায় জ্ঞানের (ঘটমহং জানামি ইত্যাদির) বিষয় হয়, কিন্তু অনুব্যবসায়ের আর অনুব্যবসায় স্বীকার নাই, এস্থলে বেদান্ত সাংখ্য প্রভৃতি স্বপ্রকাশবাদী বলিতে পারেন যদি উত্তর জ্ঞান অনুব্যবসায় স্বপ্রকাশ হইতে পারে তবে প্রথম জ্ঞান ব্যবসায়ের অপরাধ কি ? বেদান্ত সাংখ্য মতে অনন্ত অনুব্যবসায় স্থানে স্বপ্রকাশ চৈতন্য (পুরুষ, সাক্ষী) স্বীকার করা হয়। জ্ঞানের বিষয় জ্ঞান হয় বলিলে অনবস্থা হয়, উত্তর জ্ঞানটী স্বয়ং জ্ঞাত (প্রকাশিত) না হইয়া পূর্ব্ব জ্ঞানের প্রকাশক হইতে পারে না, "স্বয়মসিদ্ধঃ কথং পরান্ সাধয়তি," সুতরাং বিষয়ের প্রকাশ অসম্ভব হওয়ায় জগতের অন্ধতার প্রসক্তি হয়, সমস্ত ব্যবহারের উচ্ছেদ হইয়া উঠে, উক্ত অনবস্থা মূলের ক্ষতিকারক হয় সুতরাং অত্যন্ত দোষাবহ "সৈবানবস্থা দোষায় যা মূলক্ষতিকারিণী," অতএব স্বপ্রকাশ অতিরিক্ত পুরুষের স্বীকার করাই শ্রেয়স্কর।

বৌদ্ধগণের পঞ্চস্কন্ধ এইরূপ, "অহং অহং" এইরূপ আলয় বিজ্ঞান প্রবাহকে বিজ্ঞানস্কন্ধ (জীবাত্মা) বলে, সুখাদির অনুভবের নাম বেদনাস্কন্ধ, সবিকল্প জ্ঞানকে (যাহাতে বিশেষ্য বিশেষণের প্রতীতি হয়) সংজ্ঞাস্কন্ধ বলে, শব্দাদি বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়গণকে রূপস্কন্ধ বলে এবং রাগ, দ্বেষ, মোহ, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম

প্রভৃতিকে সংস্কার স্কন্ধ বলে। ইহার বিশেষ বিবরণ শারীরক তর্কপাদ ও সর্ব্ব-দর্শনসংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থে জ্ঞাতব্য ॥ ২১ ॥

ভাষ্য। কথং ?

সূত্র। চিতেরপ্রতিসংক্রমায়াস্তদাকারাপত্তৌ স্ববুদ্ধি-সংবেদনম্ ॥ ২২ ॥

ব্যাখ্যা। অপ্রতিসংক্রমায়াঃ (সঞ্চাররহিতায়াঃ) চিতেঃ (পুরুষস্য), তদাকারাপত্তৌ (বুদ্ধিবৃত্তৌ প্রতিবিম্বেন বৃত্ত্যাকারলাভে), স্ববুদ্ধিসংবেদনম্ (স্বচিত্তবৃত্তিবোধঃ ইত্যর্থঃ) ॥ ২২ ॥

তাৎপর্য্য। যদিচ বুদ্ধির ন্যায় পুরুষ বিষয়াকারে পরিণত হয় না, তথাপি বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া পুরুষ বৃত্তিসারূপ্য ধারণ করে, এইরূপে পুরুষের স্ববুদ্ধি বৃত্তির বোধ হয় ॥ ২২ ॥

ভাষ্য। অপরিণামিনী হি ভোক্তৃশক্তিরপ্রতিসংক্রমা চ পরিণামিন্যর্থে প্রতিসংক্রান্তেব তদ্বৃত্তিমনুপততি, তস্যাশ্চ প্রাপ্তচৈতন্যোপগ্রহস্বরূপায়া বুদ্ধিবৃত্তেরনুকারিমাত্রতয়া বুদ্ধিবৃত্ত্যবিশিষ্টা হি জ্ঞানবৃত্তিরাখ্যায়তে। তথা চোক্তম্ “ন পাতালং ন চ বিবরং গিরীণাং নৈবান্ধকারং কুক্ষয়ো নোদধীনাম্। গুহা যস্যাং নিহিতং ব্রহ্ম শাশ্বতং বুদ্ধিবৃত্তিমবিশিষ্টাং কবয়ো বেদয়ন্তে” ইতি ॥ ২২ ॥

অনুবাদ। ভোক্তৃশক্তি (পুরুষ) পরিণামিনী নহে, অর্থাৎ বিকার যুক্ত নহে, এবং উহার প্রতিসংক্রম (প্রতিসঞ্চার) অর্থাৎ অন্যত্র গমন নাই, অর্থ (চিত্ত) বিষয়াকারে পরিণত (বৃত্তিবিশিষ্ট) হইলে ভোক্তৃশক্তি পুরুষ তাহাতে প্রতিসংক্রান্তের ন্যায় (প্রতিবিম্বিতের) হইয়া ঐ চিত্তবৃত্তির অনুপাতী হয়, অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির অনুসারে বৃত্তিবিশিষ্ট হয়, চিত্তবৃত্তিই যেন পুরুষের বৃত্তি এইরূপ বোধ হয়। বুদ্ধিবৃত্তিতে চিৎপ্রতিবিম্ব পতিত হওয়ায় ঐ বৃত্তি প্রাপ্তচৈতন্যোপগ্রহ অর্থাৎ চেতনায়মান হওয়ায় জ্ঞানবৃত্তি অর্থাৎ পুরুষ বুদ্ধিবৃত্তির অবিশিষ্ট (অভিন্ন) বলিয়া কথিত হয়। এই কথাই শাস্ত্রে উক্ত আছে, যে গুহাতেঃ (সাধারণের অবেদ্য স্থানে) শাশ্বত অর্থাৎ সৎস্বরূপ ব্রহ্ম নিহিত

(প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত) আছে পণ্ডিতগণ উহাকে অবিশিষ্ট অর্থাৎ পুরুষের অভিন্নরূপে ভাসমান বুদ্ধিবৃত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, উহা পাতাল, পর্ব্বতের বিবর (গুহা), অন্ধকার স্থান বা সমুদ্রের মধ্য ইহার কিছুই নহে ॥ ২২ ॥

মন্তব্য। যদি চিত্ত স্বপ্রকাশ না হয়, অথবা অন্য চিত্তের প্রকাশ্য না হয়, তবে পুরুষের দ্বারাই বা কিরূপে প্রকাশ্য হইবে, কারণ স্বপ্রকাশ আত্মার কোনও ক্রিয়া নাই, ক্রিয়া না থাকিলে কর্ত্তা হইতে পারে না, চিত্তরূপ কর্ম্মের সহিত সম্বদ্ধ না হইয়াই বা কিরূপে চিত্তের ভোক্তা হইবে, এইরূপ আশঙ্কার সূচনা করিবার নিমিত্ত ভাষ্যে "কথং" এইরূপ আভাস দেওয়া হইয়াছে। উক্ত আশঙ্কার সমাধানরূপ এই সূত্রের তাৎপর্য্য "বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র" সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

চিত্তবৃত্তির বোধ সম্বন্ধে বাচস্পতি ও বিজ্ঞান ভিক্ষুর সম্পূর্ণ মতভেদ আছে, বাচস্পতি বলেন, যেমন জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়িলে, ঐ জলে ঢেউ উঠিলে প্রতিবিম্ব সূর্য্য কম্পিত হয়, উহা দেখিয়া অজ্ঞলোকে মনে করে প্রকৃত সূর্য্যই কাঁপিতেছে, তদ্রূপ চিত্তবৃত্তিতে পুরুষ প্রতিবিম্বিত হয়, উহাতে প্রতিবিম্বিত পুরুষে চিত্তধর্ম্মের আরোপ হয়, ইহাতেই অবিবেকিগণ মনে করে প্রকৃত পুরুষেরই ভোগ হইতেছে, বাস্তবিক পক্ষে যথার্থ পুরুষের ভোগ নাই, উহা চিত্তেরই ধর্ম্ম। বিজ্ঞান ভিক্ষু বলেন, যেমন চিত্তবৃত্তিতে পুরুষের প্রতিবিম্ব পড়ে, তদ্রূপ পুরুষেও চিত্তবৃত্তির প্রতিবিম্ব পড়ে, ইহাকেই ভোগ বা সাক্ষাৎকার বলে ॥ ২২ ।

ভাষ্য। অতশ্চৈতদভ্যুপগম্যতে।

সূত্র। দ্রষ্টৃ-দৃশ্যোপরক্তং চিত্তং সর্ব্বার্থম্ ॥ ২৩ ॥

ব্যাখ্যা। দ্রষ্টৃদৃশ্যোপরক্তং (দ্রষ্টা পুরুষঃ, দৃশ্যানি শব্দাদীনি ইন্দ্রিয়াণি চ, তদুপরক্তং সম্বদ্ধং) চিত্তং সর্ব্বার্থং (সর্ব্বে গৃহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যা অর্থা যস্য তৎ, চিত্তং তাদৃশং ভবতি) ॥ ২৩ ॥

তাৎপর্য্য। চিত্ত দ্রষ্টা পুরুষ ও দৃশ্য শব্দাদি ও ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া সকল বিষয়ের অবভাসক হয় ॥ ২৩ ॥

ভাষ্য। মনো হি মন্তব্যেনার্থেনোপরক্তং তৎ স্বয়ঞ্চ বিষয়ত্বাৎ বিষয়িণা পুরুষেণাত্মীয়য়া বৃত্ত্যাঽভিসম্বদ্ধং তদেতচ্চিত্তমেব দ্রষ্টৃ-দৃশ্যোপরক্তং বিষয়বিষয়িনির্ভাসং চেতনাচেতনস্বরূপাপন্নং বিষয়াত্মক-মপ্যবিষয়াত্মকমিবাচেতনং চেতনমিব স্ফটিকমণিকল্পং সর্ব্বার্থমিত্যু-চ্যতে, তদনেন চিত্তসারূপ্যেণ ভ্রান্তাঃ কেচিত্তদেব চেতনমিত্যাহুঃ, অপরে চিত্তমাত্রমেবেদং সর্ব্বং নাস্তি খল্বয়ং গবাদির্ঘটাদিশ্চ সকারণো লোক ইতি, অনুকম্পনীয়াস্তে, কস্মাৎ, অস্তি হি তেষাং ভ্রান্তিবীজং সর্ব্বরূপাকারনির্ভাসং চিত্তমিতি, সমাধিপ্রজ্ঞায়াং প্রজ্ঞেয়োঽর্থঃ প্রতিবিম্বীভূতস্তস্যালম্বনীভূতত্বাদন্যঃ, সচেদর্থশ্চিত্তমাত্রং স্যাৎ কথং প্রজ্ঞয়ৈব প্রজ্ঞারূপমবধার্য্যেত, তস্মাৎ প্রতিবিম্বীভূতোঽর্থঃ প্রজ্ঞায়াং যেনাবধার্য্যতে স পুরুষ ইতি। এবং গৃহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যস্বরূপচিত্তভেদাৎ ত্রয়মপ্যেতৎ জাতিতঃ প্রবিভজন্তে তে সম্যগ্‌দর্শিনঃ, তৈরধিগতঃ পুরুষ ইতি ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ। চিত্তের অতিরিক্ত আত্মা স্বীকার করিতে হইবে এ বিষয়ে আরও (লোক প্রত্যক্ষও) প্রমাণ আছে। যেহেতু মনঃ মন্তব্য (জ্ঞেয়) পদার্থে উপরক্ত অর্থাৎ তদাকারে আকারিত হইয়া নিজেও পুরুষাকারে স্বীয় বৃত্তি সহকারে বিষয়ি (জ্ঞানরূপ) পুরুষের সহিত সম্বদ্ধ হয়, এইরূপে চিত্তই দ্রষ্টৃ (পুরুষ) ও দৃশ্য (গবাদি ঘটাদি বিষয়) ভাবে অর্থাৎ বিষয় বিষয়িরূপে ভাসমান হইয়া চেতন (পুরুষ সহযোগে) ও অচেতন (বিষয় সহযোগে) স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, সুতরাং নিজে বিষয়াত্মক (পুরুষের দৃশ্য) হইয়াও অবিষয়াত্মক অর্থাৎ স্বয়ং যেন দ্রষ্টা আত্মা এবং অচেতন হইয়াও চেতনরূপে ভাসমান হয়, স্ফটিকমণির তুল্য (যাহাতে সন্নিহিত পদার্থের প্রতিবিম্ব পড়ে) চিত্ত সর্ব্বার্থ হয়, সকল পদার্থের অবভাসক বলিয়া কথিত হয়। এইরূপে চিত্ত আত্মার সমানরূপ ধারণ করে বলিয়া কেহ কেহ (বাহ্যার্থবাদী বৈনাশিক) ভ্রান্তি বশতঃ সেই চিত্তকেই চেতন বলে, অর্থাৎ চিত্তের অতিরিক্ত আত্মা স্বীকার করে না। আর কেহ কেহ (ক্ষণিকবাদী বৌদ্ধ) দৃশ্যমান বস্তু সকল চিত্তের

অতিরিক্ত বলিয়া স্বীকার করে না, তাহাদের মতে গবাদি ঘটাদিরূপ চেতনাচেতন জগৎ সমস্তই জ্ঞানের পরিণাম। ঐ সমুদায় অবোধ লোকের প্রতি দয়া করা কর্ত্তব্য, কারণ উহাদের ভ্রমের কারণ আছে, চিত্ত সকলরূপেই (পুরুষাকারেও) ভাসমান হয়, তাই বুঝিতে না পারিয়া উহারা চিত্তকেই আত্মা বলে। আত্মবিষয়ে সমাধিপ্রজ্ঞাতে অবতারণা করিয়া ঐ সকল অবোধ লোককে বুঝাইতে হয়, উক্ত সমাধি স্থলে আত্মাই আলম্বন (বিষয়) হয়, সুতরাং সমাধিপ্রজ্ঞা (চিত্তের বৃত্তি) হইতে উহা পৃথক্, নিজেই নিজের বিষয় হইতে পারে না, চিত্তবৃত্তিতে পুরুষের প্রতিবিম্ব পড়ে, ঐ প্রতিবিম্বটী সমাধির আলম্বন, ঐ প্রতিবিম্ব পদার্থ যদি চিত্তমাত্র হয়, তবে প্রজ্ঞা (বৃত্তি) দ্বারাই প্রজ্ঞার স্বরূপ কখনই গৃহীত হইতে পারে না, অতএব প্রজ্ঞাতে (সমাধিবৃত্তিতে) প্রতিবিম্ব পদার্থটী যাহা দ্বারা প্রকাশিত হয় সেই পুরুষ। এইরূপে গৃহীতৃ (আত্মা) গ্রহণ (ইন্দ্রিয়) ও গ্রাহ্য (বিষয়) স্বরূপ জ্ঞানভেদে এই তিনটিকেই স্বভাবতঃ পৃথক্‌রূপে সম্যগ্‌দর্শী যোগিগণ বিভাগ করিয়া বুঝাইয়া দেন, উহাঁরাই বিশেষরূপে পুরুষের স্বরূপ অবগত আছেন ॥ ২৩ ॥

মন্তব্য। একটী স্বচ্ছ স্ফটিকের এক দিকে জপাকুসুম ও অন্য দিকে নীলকান্তমণি স্থাপন করিলে যেমন ঐ স্ফটিক উভয়রূপে ভাসমান হয়, স্ফটিকের স্বীয়রূপ থাকিয়াও তাহা প্রচ্ছন্ন থাকে, তদ্রূপ চিত্তদর্পণে এক দিকে গো ঘটাদি বিষয়ের ও অন্য দিকে পুরুষের ছায়া পতিত হয়, চিত্তের স্বরূপ তখন ঐ উভয়রূপেই ভাসমান হয়, পুরুষের ছায়া গ্রহণ করিয়া চিত্তই পুরুষরূপে ভাসমান হয়, ইহাকে ভোক্তৃপুরুষ (জীবাত্মা) বলা যায়। সুখদুঃখাদি সম্বলিত এই চিত্ত হইতে নির্গুণপুরুষকে পৃথক্ করিয়া জানা বড়ই কঠিন ব্যাপার, তাই বৌদ্ধগণ চিত্তকেই আত্মা বলে। নৈয়ায়িকগণ অতিরিক্ত আত্মা স্বীকার করিয়াও প্রকারান্তরে ঐ সগুণ চিচ্ছায়াপন্ন চিত্তকেই জীবাত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, নির্গুণস্বপ্রকাশ চৈতন্য পুরুষকে অনুভব করা যায় না, বিম্ব না থাকিলে প্রতিবিম্ব পড়ে না, তাই বিম্বস্থানীয় পুরুষ স্বীকার করিতে হয়, চিত্তবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত হইলে পুরুষের অনুভব হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

ভাষ্য। কুতশ্চৈতৎ ?

সূত্র। তদসংখ্যেয়বাসনাভিশ্চিত্রমপি পরার্থং সংহত্য কারিত্বাৎ ॥ ২৪ ॥

ব্যাখ্যা। তৎ (চিত্তম্), অসংখ্যেয়বাসনাভিঃ (পরিগণয়িতুমশক্যৈঃ সংস্কারৈঃ), চিত্রমপি (নানারূপমপি); পরার্থং (পরস্য ভোক্তুঃ পুরুষস্য ভোগাপবর্গার্থং), সংহত্যকারিত্বাৎ (দেহেন্দ্রিয়াদিভির্মিলিত্বা ভোগজনকত্বাৎ)॥২৪॥

তাৎপর্য্য। যদিচ চিত্ত অসংখ্য সংস্কার দ্বারা খচিত অর্থাৎ অনাদি অসংখ্য সংস্কারের আশ্রয়, তথাপি উহা পরার্থ অর্থাৎ পুরুষের ভোগজনক, কেননা উহা সংহত্যকারী, অপরের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করে ॥ ২৪ ॥

ভাষ্য। তদেতচ্চিত্তমসংখ্যেয়াভির্ব্বাসনাভিরেব চিত্রীকৃতমপি পরার্থং পরস্য ভোগাপবর্গার্থং, ন স্বার্থং সহত্যকারিত্বাৎ গৃহবৎ, সংহতকারিণা চিত্তেন ন স্বার্থেন ভবিতব্যম্, ন সুখচিত্তং সুখার্থং, ন জ্ঞানং জ্ঞানার্থং, উভয়মপ্যেতৎ পরার্থং, যশ্চ ভোগেনাপবর্গেণ-চার্থেনার্থবান্ পুরুষঃ স এব পরঃ, ন পরঃ সামান্যমাত্রং, যত্তু কিঞ্চিৎ পরং সামান্যমাত্রং স্বরূপেণোদাহরেদ্বৈনাশিকস্তৎ সর্ব্বং সংহত্যকারিত্বাৎ পরার্থমেব স্যাৎ, যস্ত্বসৌ পরো বিশেষঃ স ন সংহত্যকারী পুরুষ ইতি ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ। ইহা (চিত্তের অতিরিক্ত আত্মা স্বীকার করা) কেনই বা যুক্তি-সিদ্ধ হয়, তাহা বলা যাইতেছে, উক্ত চিত্ত অসংখ্য কর্ম্মবাসনা (ধর্ম্মাধর্ম্ম) ও ক্লেশবাসনা (অবিদ্যাদি সংস্কার) দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়াও পরের প্রয়োজন সিদ্ধি করে, সেই প্রয়োজন পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ, চিত্ত স্বার্থ অর্থাৎ নিজের প্রয়োজন সম্পাদক নহে, কারণ সংহত্যকারী অর্থাৎ অপরের সাহায্যে কার্য্য সম্পন্ন করে, যাহারা অপরের সাহায্যে কার্য্য করে তাহারা পরার্থ হয়, যেমন গৃহাদি গৃহস্বামীর প্রয়োজন সিদ্ধি করে, অতএব দেহাদির সহিত মিলিত হইয়া কার্য্যকারী চিত্তও স্বার্থের নিমিত্ত কার্য্য করে এরূপ বলা যায় না, সুখচিত্ত (এখানে সুখশব্দে সাধারণ ভোগ বুঝিতে হইবে) সুখের নিমিত্ত অথবা জ্ঞান জ্ঞানের নিমিত্ত এরূপ বলা যায় না, এই সুখাদি

ও জ্ঞান উভয়ই পরার্থ হয়, অর্থাৎ সুখাদি পুরুষের উপভোগের কারণ এবং জ্ঞান মুক্তির কারণ হয় (যে পুরুষ উক্ত ভোগ ও অপবর্গরূপ প্রয়োজনে প্রয়োজনশালী অর্থাৎ উক্ত ভোগ ও অপবর্গ যাহার হয় এস্থলে সেই পুরুষকেই পর বলিয়া বুঝিতে হইবে, ঐ পর সাধারণ ভাবে নহে অর্থাৎ উক্ত পর সংহত্যকারী পরার্থ নহে। বৈনাশিক (বৌদ্ধ) সামান্যভাবে উক্ত পর বলিয়া যাহাকে আত্মা বলিয়া পরিগণিত করেন, তাহাও পরার্থ, কারণ তাহাদের মতে চিত্তই পর, কিন্তু চিত্ত সংহত্যকারী বলিয়া স্বার্থ হইতে পারে না। যে পরপুরুষের (নিগুর্ণ, অসংহত্যকারী) কথা বলা হইতেছে উহা বিশেষ অর্থাৎ সাধারণ জড়বর্গ হইতে অতিরিক্ত, সংহত্যকারী নহে, সুতরাং পরার্থও নহে ॥ ২৪ ॥

মন্তব্য। জাতি, আয়ুঃ ও ভোগরূপ বিপাক সমস্ত বাসনার (সংস্কারের) অধীন, বাসনা সকল চিত্তের ধর্ম্ম, অতএব ভোগ ও অপবর্গ চিত্তেরই হউক, পুরুষের কেন হইবে, এই অভিপ্রায়ে সূত্রের পূর্ব্বে আভাসভাষ্যে "কুতশ্চৈতৎ" বলা হইয়াছে। সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে জানা যায় ভোগ ও অপবর্গ কিছুই পুরুষের নহে, উহা চিত্তেরই ধর্ম্ম, পুরুষে আরোপ হয় মাত্র, এ বিষয় পূর্ব্বে অনেক বার বলা হইয়াছে। বাসনা সহকারে চিত্তে ভোগ ও অপবর্গ হয়, উহাই পুরুষে প্রতিফলিত হয়, এই নিমিত্তই পুরুষকে দর্শিত বিষয় বলা হইয়াছে।

যদিচ অনুমান দ্বারা সামান্যভাবেই বস্তুসিদ্ধি হইয়া থাকে, তথাপি অনবস্থা হয় বলিয়া এস্থলে অসংহতরূপ পর বুঝিতে হইবে, নতুবা সেই পর পরের নিমিত্ত, সেই পর পরের নিমিত্ত এইভাবে অনবস্থা হইতে পারে। তামস বিষয় হইতে শরীর পর, শরীর হইতে ইন্দ্রিয় পর, ইন্দ্রিয় হইতে অন্তঃকরণ পর, অন্তঃকরণ হইতে পুরুষ পর, এই পুরুষ হইতে আর পর নাই "পুরুষাৎ ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ" ॥ ২৪ ॥

সূত্র। বিশেষদর্শিন আত্মভাব-ভাবনা-বিনিবৃত্তিঃ ॥ ২৫ ॥

ব্যাখ্যা। বিশেষদর্শিনঃ (চিত্তাদন্যঃ শুদ্ধোঽহমিতি তত্ত্বং বিজানতঃ) আত্মভাবভাবনা-বিনিবৃত্তিঃ (আত্মভাবভাবনায়াঃ কোঽহমাসং ইত্যাদিরূপায়াশ্চিন্তায়াঃ বিনিবৃত্তিঃ নিরাসঃ, স্ববিষয়লাভনিবর্ত্ত্যত্বাদিচ্ছায়া ইত্যর্থঃ) ॥ ২৫ ॥

তাৎপর্য্য। যে ব্যক্তি চিত্ত হইতে আত্মাকে ভিন্নরূপে অনুভব করিয়াছেন তাঁহার কি ছিলাম কি হইব ইত্যাদি আত্মস্বরূপ জিজ্ঞাসা থাকে না, বিষয় জ্ঞাত হইলে আর জানিবার ইচ্ছা হয় না ॥ ২৫ ॥

ভাষ্য। যথা প্রাবৃষি তৃণাঙ্কুরস্যোদ্ভেদেন তদ্বীজসত্তাঽনুমীয়তে, তথা মোক্ষমার্গশ্রবণেন যস্য রোমহর্ষাশ্রুপাতৌ দৃশ্যেতে, তত্রাপ্যস্তি বিশেষদর্শনবীজমপবর্গভাগীয়ং কর্ম্মাভিনির্বর্ত্তিতমিত্যনুমীয়তে, তস্যাত্মভাবভাবনা স্বাভাবিকী প্রবর্ত্ততে, যস্যাঽভাবাদিদমুক্তং "স্বভাবং মুক্ত্বা দোষাদ্ যেষাং পূর্ব্বপক্ষে রুচির্ভবতি অরুচিশ্চ নির্ণয়ে ভবতি," তত্রাত্মভাবভাবনা কোঽহমাসং, কথমহমাসং, কিংস্বিদ্ ইদং, কথংস্বিদ্ ইদং, কে ভবিষ্যামঃ, কথং বা ভবিষ্যামঃ ইতি, সা তু বিশেষদর্শিনো নিবর্ত্ততে, কুতঃ, চিত্তস্যৈষবিচিত্রঃ পরিণামঃ, পুরুষস্ত্বসত্যামবিদ্যায়াং শুদ্ধশ্চিত্তধর্ম্মৈরপরামৃষ্ট ইতি, ততোঽস্যাত্মভাবভাবনা কুশলস্য নিবর্ত্ততে ইতি ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ। যেমন বর্ষাকালে তৃণের অঙ্কুরোদ্গম দেখিয়া মৃত্তিকায় তৃণের বীজ ছিল অনুমান হয়, তদ্রূপ মোক্ষমার্গ অর্থাৎ অধ্যাত্মশাস্ত্র শ্রবণ করিলে যে ব্যক্তির রোমাঞ্চ ও অশ্রু পতন দেখা যায়, তাঁহার বিশেষ দর্শনের (আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের) কারণ মোক্ষজনক কর্ম্ম ফলোন্মুখ হইয়াছে এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। ঐ ব্যক্তির আত্মভাব ভাবনা অর্থাৎ আত্মস্বরূপ জিজ্ঞাসা আপনা হইতেই হইয়া থাকে। উক্ত কর্ম্ম যাহার নাই সেই ব্যক্তিসম্বন্ধে শাস্ত্রকার কর্ত্তৃক এরূপ কথিত আছে, "দোষ (পাপপ্রযুক্ত নাস্তিক্য বুদ্ধি) বশতঃ যাহাদিগের স্বভাব (আত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা) পরিত্যাগ পূর্ব্বক পূর্ব্বপক্ষে অর্থাৎ আত্মার নাস্তিত্ববিষয়ে অনুরাগ হয়, এবং তত্ত্বনির্ণয়ে অরুচি হয়"। আমি কি ছিলাম (মনুষ্য কি অন্য কোন জীব), কিরূপে ছিলাম (সুখে বা দুঃখে), এখনই বা আমার স্বরূপ কি (দেহাদি কি অতিরিক্ত), কি ভাবেই বা বাঁচিয়া আছি (পুণ্য বা পাপ বশতঃ), ভবিষ্যতে কি হইব, কিরূপে থাকিব, ইত্যাদি অনুসন্ধানকে আত্মভাবভাবনা বলে। যে ব্যক্তি বিশেষ অর্থাৎ চিত্ত হইতে ভিন্নরূপে আত্মদর্শন করিয়াছেন, তাঁহার উক্ত ভাবনা থাকে না, কেননা, তিনি জানেন, এই

নানাবিধ পরিণাম চিত্তেরই ধর্ম্ম। অবিদ্যা না থাকিলে পুরুষ সুখদুঃখাদি চিত্তধর্ম্মে জড়ীভূত হয় না, সুতরাং শুদ্ধভাবে অবস্থিতি করে। এই নিমিত্তই উক্ত তত্ত্বদর্শী যোগীর আত্মস্বরূপ জিজ্ঞাসা নিবৃত্তি হয় ॥ ২৫ ॥

মন্তব্য। উৎকট জিজ্ঞাসা হইলে জানিবার চেষ্টা হয়, জানিতে পারিলে আর জিজ্ঞাসা থাকে না, আত্মজিজ্ঞাসা সহজে হয় না, উহা পূর্ব্বজন্মের সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠানের ফল, এই নিমিত্তই "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই ব্রহ্মসূত্রে জিজ্ঞাসায় অধিকার বর্ণনা আছে। পামর নরাধমের আত্মজিজ্ঞাসাও নাই, তাহার নিবৃত্তিও নাই, "পাষাণে নাস্তি কর্দ্দমঃ''। তন্ত্রশাস্ত্রের পুরশ্চরণ প্রয়োগ প্রকরণে উক্ত অধিকারের অনেক কথা আছে ॥ ২৫ ॥

সূত্র। তদা বিবেকনিম্নং কৈবল্যপ্রাগ্ভারং চিত্তম্ ॥ ২৬ ॥

ব্যাখ্যা। তদা (বিশেষদর্শনাবস্থায়াং) চিত্তং (বিশেষদর্শিনঃ অন্তঃকরণং) বিবেকনিম্নং (বিবেকপথপ্রবাহি) কৈবল্যপ্রাগ্ভারং (অপবর্গাভিমুখি চ ভবতীত্যর্থঃ) ॥ ২৬ ॥

তাৎপর্য্য। বিশেষ দর্শনকালে যোগীর চিত্ত বিবেকপথে প্রবাহিত হইয়া মুক্তির অভিমুখ হয় ॥ ২৬ ॥

ভাষ্য। তদানীং যদস্য চিত্তং বিষয়প্রাগ্ভারং অজ্ঞাননিম্নমাসীত্তদস্যাঽন্যথা ভবতি, কৈবল্যপ্রাগ্ভারং বিবেকজজ্ঞাননিম্নমিতি ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ। পূর্ব্বে যোগীর যে চিত্ত বিষয়াভিমুখে অজ্ঞানপথে প্রবাহিত ছিল, উক্ত বিশেষ দর্শন অবস্থায় তাহার বৈপরীত্য জন্মে, সেই চিত্ত বিবেকজ্ঞানপথে প্রবাহিত হইয়া কৈবল্য স্থানে উপনীত হয় ॥ ২৬ ॥

মন্তব্য। প্রথম পাদে ১২ সূত্রে বলা হইয়াছে—"চিত্তনদীনামোভয়তো বাহিনী" ইত্যাদি, উহার মর্ম্ম স্মরণ থাকিলে এই সূত্রটী সহজে বুঝিতে পারা যাইবে। জল যেমন নিম্নপথে প্রবাহিত হইয়া কোনও একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছায়, চিত্তও সেইরূপ কখনও বিষয়মার্গে কখনও বা জ্ঞানমার্গে সঞ্চরণ করিয়া কোনও স্থানে পৌঁছে, বিষয়মার্গে সঞ্চারের ফল বন্ধন (স্বর্গাদিকেও বন্ধন বলে), জ্ঞানমার্গে সঞ্চারের ফল মুক্তি ॥ ২৬ ॥

সূত্র । তচ্ছিদ্রেষু প্রত্যয়ান্তরাণি সংস্কারেভ্যঃ ॥ ২৭ ॥

ব্যাখ্যা । তচ্ছিদ্রেষু (তস্মিন্ বিবেকবাহিনি চিত্তে যে ছিদ্রা অন্তরালাস্তেষু) সংস্কারেভ্যঃ (পূর্ব্ববু্যথানানুভবজন্যেভ্যঃ সংস্কারেভ্যঃ), প্রত্যয়ান্তরাণি (অন্যে প্রত্যয়া ব্যুত্থান-জ্ঞানানি ভবন্তীত্যর্থঃ) ॥ ২৭ ॥

তাৎপর্য্য । বিবেকদর্শনকালেও ছিদ্র (ফাঁক) পাইলে পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ অহং মম ইত্যাদি রূপে ব্যুত্থানজ্ঞান জন্মিতে পারে ॥ ২৭ ॥

ভাষ্য । প্রত্যয়বিবেকনিম্নস্য সত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রপ্রবাহিণশ্চিত্তস্য তচ্ছিদ্রেষু প্রত্যয়ান্তরাণি অস্মীতি বা, মমেতি বা, জানামীতি বা, ন জানামীতি বা । কুতঃ, ক্ষীয়মাণ-বীজেভ্যঃ পূর্ব্বসংস্কারেভ্যঃ ইতি ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ । প্রত্যয় অর্থাৎ চিত্ত হইতে চিতিশক্তিপুরুষের বিবেক (ভেদ) রূপ নিম্নপথে প্রবহনশীল চিত্তের ছিদ্র অর্থাৎ প্রমাদ (ফাঁক) উপস্থিত হইলে আমি বা আমার, জানি বা না জানি ইত্যাদিরূপে অন্যবিধ (বিবেকজ্ঞান হইতে অন্যবিধ) জ্ঞান সমস্ত উৎপন্ন হয়, ইহার কারণ অবিদ্যাদি বীজ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতেছে এরূপ পূর্ব্ব অর্থাৎ ব্যুত্থানকালীন সংস্কার সমুদায় ॥ ২৭ ॥

মন্তব্য । বিবেকদর্শী যোগিগণেরও ভিক্ষাটন প্রভৃতি ব্যুত্থানব্যবহার দেখা যায়, উহা কিরূপে সম্ভব হয় ? উক্ত যোগীর সর্ব্বদাই বিবেকজ্ঞান হইবার কথা, এই আশঙ্কায় সূত্রের উপন্যাস করা হইয়াছে । প্রথম পাদে যেরূপ "ক্লিষ্টছিদ্রেষু অক্লিষ্টাঃ, অক্লিষ্টছিদ্রেষু ক্লিষ্টাঃ" এইরূপ বলা হইয়াছে এখানেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে । ব্যুত্থান সংস্কার সমুদায় অনাদি কাল হইতে চিত্তে দৃঢ়মূলভাবে অবস্থিত আছে, প্রণিধানের একটুকু হ্রাস হইলেই উহা আপনা হইতেই প্রকাশ পায়, ইহাকেই ছিদ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে ॥ ২৭ ॥

সূত্র । হানমেষাং ক্লেশবদুক্তম্ ॥ ২৮ ॥

ব্যাখ্যা । ক্লেশবৎ (ক্লেশানাং অবিদ্যাদীনামিব) এষাং (ব্যুত্থানসংস্কারাণাং) হানং (দূরীকরণং) উক্তং (শাস্ত্রকারৈঃ কথিতং বেদিতব্যম্) ॥ ২৮ ॥

তাৎপর্য্য। অবিদ্যাদি ক্লেশ সকল যেরূপ জ্ঞানপ্রভাবে মৃতকল্প হয়, ব্যুত্থানসংস্কার সকলেরও সেইরূপ বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ উহারাও জ্ঞানপ্রভাবে বিনষ্ট হয় ॥ ২৮ ॥

ভাষ্য। যথা ক্লেশা দগ্ধবীজভাবা ন প্ররোহসমর্থা ভবন্তি, তথা জ্ঞানাগ্নিনা দগ্ধবীজভাবঃ পূর্ব্বসংস্কারো ন প্রত্যয়প্রসূর্ভবতি, জ্ঞান-সংস্কারাস্তু চিত্তাধিকারসমাপ্তিমনুশেরতে ইতি ন চিন্ত্যন্তে ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ। জ্ঞানাগ্নি প্রভাবে অবিদ্যাদি ক্লেশসমুদায় যেরূপ দগ্ধবীজভাব অর্থাৎ পোড়াধানের ন্যায় হইয়া প্ররোহ (অঙ্কুর জনন) যোগ্য হয় না, পূর্ব্বসংস্কার সকলও সেইরূপ জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া আর ব্যুত্থানজ্ঞানের জনক হইতে পারে না, জ্ঞানসংস্কার সকল, চিত্তের অধিকার সমাপ্তি অপবর্গ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে, অর্থাৎ চিত্তের অধিকার শেষ হইলে চিত্তবিনাশের সহিতই নষ্ট হইয়া যায়, আশ্রয় নাশে বিনষ্ট হয় ॥ ২৮ ॥

মন্তব্য। বিবেকজ্ঞান হইলেও যদি ব্যুত্থানসংস্কার সকল ব্যুত্থানজ্ঞান জন্মাইতে পারে, তবে আর ইহাদের নাশের উপায় কে হইবে? সম্পূর্ণ ভরসা স্থল বিবেকজ্ঞানরূপ ব্রহ্মাস্ত্র যদি ব্যর্থ হয় তবে অন্য প্রয়োগে কি হইবে? এরূপ আশঙ্কার কারণ নাই, বিবেকজ্ঞানের অপরিপক্ক অবস্থায় ঐরূপ ব্যুত্থানসংস্কারের আবির্ভাব থাকে, পরিপক্ক হইলে আর সেরূপ ঘটিতে পারে না, তখন ক্রমশঃ অবিদ্যাদি বিনাশের ন্যায় পূর্ব্বসংস্কার সকলও বিরুদ্ধজ্ঞান সংস্কারদ্বারা তিরোহিত হইতে থাকে। এই বিরোধিজ্ঞানসংস্কারের কিরূপে নাশ হইবে তাহার চিন্তার আবশ্যক নাই, উহা চিত্তের সহিতই নষ্ট হইয়া যায়, উহাদের আশ্রয় চিত্ত, সুতরাং চিত্তরূপ আশ্রয় নষ্ট হইলে আর কিরূপে থাকিতে পারে। পরবৈরাগ্যসংস্কারকেই জ্ঞানসংস্কার বলা হইয়াছে ॥২৮॥

সূত্র। প্রসংখ্যানেঽপ্যকুসীদস্য সর্ব্বথা বিবেকখ্যাতে-র্ধর্ম্মমেঘঃ সমাধিঃ ॥ ২৯ ॥

ব্যাখ্যা। প্রসংখ্যানেঽপি (বিবেকসাক্ষাৎকারেঽপি, কা কথা অন্যত্র) অকুসীদস্য (ফলমলিপ্সোঃ পরং বিরক্তস্য যোগিনঃ) সর্ব্বথা বিবেকখ্যাতেঃ

(সম্যগ্ভেদজ্ঞানাৎ) ধর্ম্মমেঘঃ সমাধিঃ (ধর্ম্মং তত্ত্বসাক্ষাৎকারং মেহতি সিঞ্চতি বর্ষতীতি ধর্ম্মমেঘঃ তাদৃশঃ সমাধির্ভবতীত্যর্থঃ) ॥ ২৯ ॥

তাৎপর্য্য। যে বিরক্ত যোগী বিবেকসাক্ষাৎকারেও ঈশ্বরপদরূপ ফল-লাভে অনিচ্ছুক, তাঁহার সম্যগ্ভাবে সর্ব্বদা বিবেকজ্ঞানের উদয় হওয়ায় ধর্ম্মমেঘ নামে সমাধি উৎপন্ন হয়, প্রকৃষ্ট ধর্ম্ম আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের কারণ বলিয়া উহাকে ধর্ম্মমেঘ বলে॥ ২৯ ॥ নির্বিকল্প সমাধি ।।

ভাষ্য। যদাঽয়ং ব্রাহ্মণঃ প্রসংখ্যানেঽপ্যকুসীদঃ ততোঽপি ন কিঞ্চিৎ প্রার্থয়তে, তত্রাপি বিরক্তস্য সর্ব্বথা বিবেকখ্যাতিরেব ভবতীতি, সংস্কারবীজক্ষয়ান্নাস্য প্রত্যয়ান্তরাণ্যুৎপদ্যন্তে, তদাঽস্য ধর্ম্মমেঘো নাম সমাধির্ভবতি ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ। যে সময় এই ব্রাহ্মণ (তত্ত্বজ্ঞযোগী) প্রসংখ্যানেও অর্থাৎ বিবেকসাক্ষাৎকারেও অকুসীদ হয়, অনুরাগবিহীন হয়, অর্থাৎ তাহা হইতেও অণিমাদি ঐশ্বর্য্য কামনা না করে, এবং ঐ বিবেকজ্ঞানেও বিরক্ত হয়, তখন তাঁহার সর্ব্বদা কেবল বিবেকজ্ঞানই উৎপন্ন হইতে থাকে, সংস্কারের বীজ অবদ্যাদি বিনষ্ট হওয়ায় আর অন্যবিধ প্রত্যয় (ব্যুত্থানজ্ঞান) জন্মিতে পারে না। এই সময় যোগীর ধর্ম্মমেঘ নামে সমাধির আবির্ভাব হয়। অশুক্ল-কৃষ্ণরূপ প্রকৃষ্ট ধর্ম্মকে বর্ষণ করে বলিয়া ইহাকে ধর্ম্মমেঘ বলা যায়, (ইহা সম্প্রজ্ঞাত সমাধির শেষ সীমা) ॥ ২৯ ॥

মন্তব্য। কুৎসিতেষু বিষয়েষু সীদতীতি কুসীদো রাগঃ, অর্থাৎ শব্দাদি নিকৃষ্ট বিষয়ে যে ব্যাপৃত থাকে, সেই দুষ্পুর কামকেই কুসীদ বলে, তদ্রহিত ব্যক্তি অকুসীদ অর্থাৎ সর্ব্বথা বিরক্ত। শুক্লাদি ত্রিবিধ কর্ম্মের অতিরিক্ত মোক্ষফলদায়ক পরিশুদ্ধ ধর্ম্মকে যে প্রসব করে তাহাকে ধর্ম্মমেঘ বলে, এই ধর্ম্মমেঘ সমাধির উদয় হইলে পরবৈরাগ্যের উদয় হওয়ায় উক্ত প্রসংখ্যানেরও নিরোধ হয়।

সূত্রের কুসীদ শব্দটী রূপকভাবে বলা হইয়াছে, মহাজনে কুসীদ অর্থাৎ সুদের লোভে টাকা ধার দেয়, অণিমাদি ঐশ্বর্য্যলাভের ইচ্ছুক হইয়া যোগী মহাজন সমাধি ব্যবসা করিতে পারেন, কিন্তু বিরক্ত যোগী কোন ফলেরই কামনা করেন না ॥ ২৯ ॥

সূত্র। ততঃ ক্লেশকর্ম্মনিবৃত্তিঃ ॥ ৩০ ॥

ব্যাখ্যা। ততঃ (ধর্ম্মমেঘসমাধেঃ) ক্লেশকর্ম্মনিবৃত্তিঃ (ক্লেশানাং অবিদ্যাদীনাং কর্ম্মনাঞ্চ শুক্লাদীনাং ত্রিবিধানাং তজ্জন্যাদৃষ্টানামিত্যর্থঃ, নিবৃত্তি সমূলোন্মূলনং ভবতীত্যর্থঃ) ॥ ৩০ ॥

তাৎপর্য্য। উক্ত ধর্ম্মমেঘ সমাধি হইলে অবিদ্যাদি পঞ্চবিধ ক্লেশ ও ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্ম সমুদায়ই নিবৃত্ত হইয়া যায়। ॥ ৩০ ॥

ভাষ্য। তল্লাভাদবিদ্যাদয়ঃ ক্লেশাঃ সমূলকাষং কষিতা ভবন্তি, কুশলাঽকুশলাশ্চ কর্ম্মাশয়াঃ সমূলঘাতং হতা ভবন্তি, ক্লেশকর্ম্ম-নিবৃত্তৌ জীবন্নেব বিদ্বান্ বিমুক্তো ভবতি, কস্মাৎ, যস্মাদ্ বিপর্য্যয়ো ভবস্যকারণং, ন হি ক্ষীণবিপর্য্যয়ঃ কশ্চিৎ কেনচিৎ ক্বচিজ্জাতো দৃশ্যতে ইতি ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ। ধর্ম্মমেঘ লাভ হইলে অবিদ্যা প্রভৃতি ক্লেশপঞ্চক মূলের (সংস্কারের) সহিত উচ্ছিন্ন হয়, কুশল ও অকুশল অর্থাৎ পুণ্য ও পাপরূপ কর্ম্মাশয় (অদৃষ্ট) সমূলে (ক্লেশের সহিত) বিনষ্ট হয়, এইরূপে ক্লেশ ও কর্ম্মের নিবৃত্তি হইলে বিদ্বান্ তত্ত্বজ্ঞ যোগী জীবদ্দশাতেই বিমুক্ত হয়েন, কারণ, বিপর্য্যয় অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান সংসারের কারণ, যাঁহার মিথ্যাজ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে এরূপ কোনও ব্যক্তি কোনও রূপে কোনও স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এরূপ দেখা যায় না ॥ ৩০ ॥

মন্তব্য। বার্ত্তিককার বলিয়াছেন দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই মোক্ষ, জীবদ্দশায় তাহা ঘটে না, শ্রুতিতে আছে "ন হ বৈ সশরীরস্য প্রিয়াপ্রিয়য়ো-রপহতিরস্তি," অর্থাৎ শরীর থাকিতে সুখদুঃখের সম্বন্ধের বিনাশ হয় না। অতএব দুঃখের কারণ অবিদ্যাদির নিবৃত্তিকে গৌণমুক্তি ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। ক্লেশ না থাকিলে জন্ম হয় না একথা গোতমও বলিয়াছেন "বীতরাগজন্মাদর্শনাৎ," অর্থাৎ যাঁহার রাগ অর্থাৎ কাম নাই তাহার জন্ম হয় না, এস্থলে রাগশব্দে অবিদ্যাদি পঞ্চক্লেশই বুঝিতে হইবে। জীবন্মুক্তিকালে অবিদ্যার লেশ থাকে একথা শঙ্করাচার্য্য স্বীকার করিয়াছেন, বার্ত্তিককার

বলেন ও কথা অবিদ্যামূলক অর্থাৎ না বুঝিয়া ওরূপ সিদ্ধান্ত করা, এইরূপে শঙ্করাচার্য্যকে আধুনিক বেদান্তী বলিয়া অনেক উপহাস করা হইয়াছে। শঙ্করের প্রতি বিজ্ঞানভিক্ষুর ঐরূপ উপহাস উক্তি অনেক স্থানে দেখা যায় ॥ ৩০ ॥

সূত্র। তদা সর্ব্বাবরণমলাপেতস্য জ্ঞানস্যানন্ত্যাজ্জ্ঞেয়মল্পম্ ॥ ৩১ ॥

ব্যাখ্যা। তদা (জীবন্মুক্তিদশায়াং), সর্ব্বাবরণমলাপেতস্য (সর্ব্বেভ্য আবরণমলেভ্যঃ নিখিলক্লেশকর্ম্মভ্যোঽপেতস্য মুক্তস্য) জ্ঞানস্য (চিত্তসত্ত্বস্য) আনন্ত্যাৎ (বিভুত্বাৎ) জ্ঞেয়ং (বিষয়সমূহঃ) অল্পং (ন্যূনং, বিষয়জাতং যদস্তি ততোঽপি অধিকং চেৎ তদপি চিত্তং প্রকাশয়িতুমর্হতীতি ভাবঃ) ॥ ৩১ ॥

তাৎপর্য্য। উক্ত জীবন্মুক্তিকালে চিত্তসত্ত্বের আবরক তমঃ, ক্লেশ ও কর্ম্মাশয় বিদূরিত হয় বলিয়া জ্ঞানের ভাগ অধিক হয়, জ্ঞেয়ের ভাগ অল্প হয়, অর্থাৎ বর্ত্তমান চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক জগৎ হইতে অতিরিক্ত কিছু থাকিলেও তাহাকে প্রকাশ করিতে চিত্ত সক্ষম হয় নাই বলিয়া যেটুকু জগৎ আছে তাহাই প্রকাশ করিয়া নিরস্ত থাকে ॥ ৩১ ॥

ভাষ্য। সর্ব্বৈঃ ক্লেশকর্ম্মাবরণৈর্বিমুক্তস্য জ্ঞানস্যানন্ত্যং ভবতি, আবরকেণ তমসাঽভিভূতমাবৃতজ্ঞানসত্ত্বং ক্বচিদেব রজসা প্রবর্ত্তিতমুদ্‌ঘাটিতং গ্রহণসমর্থং ভবতি, তত্র যদা সর্ব্বৈরাবরণমলৈরপগতমলং ভবতি তদা ভবত্যস্যানন্ত্যং, জ্ঞানস্যানন্ত্যাজ্জ্ঞেয়মল্পং সম্পদ্যতে, যথা আকাশে খদ্যোতঃ, যত্রেদমুক্তং "অন্ধো মণিমবিধ্যৎ তমনঙ্গুলিরাবয়ৎ, অগ্রীবস্তং প্রত্যমুঞ্চৎ, তমজিহ্বোঽভ্যপূজয়ৎ ইতি ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ। সমস্ত অবিদ্যাদি ক্লেশ ও কর্ম্মরূপ আবরণ হইতে চিত্তসত্ত্ব বিমুক্ত হইলে তাহার আনন্ত্য অর্থাৎ সর্ব্বতঃ প্রসার হয়। আবরক (আচ্ছাদক) তমঃ দ্বারা অভিভূত হইয়া আবৃত চিত্তসত্ত্ব কোনও স্থানে রজোগুণ দ্বারা প্রবর্ত্তিত (উদ্‌ঘাটিত) হইয়া কেবল সেই বিষয়টী গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, ঐ চিত্ত যখন সকল আবরণরূপ মল হইতে বিমুক্ত হইয়া স্বচ্ছ হয়, তখন উহার আনন্ত্য হয়,

অর্থাৎ আচ্ছাদন দূর হওয়ায় জ্যোতিঃ প্রসার সকল স্থানেই পরিব্যাপ্ত হয়। এইরূপে জ্ঞানশক্তির আধিক্য হইলে জ্ঞেয়ভাগ তখন অল্প হইয়া পড়ে, যেমন আকাশে খদ্যোত (জ্যোতিরিঙ্গণ, জোনাকী পোকা) অতি অল্প স্থান ব্যাপিয়া থাকে, তদ্রূপ জ্ঞানাকাশে জ্ঞেয় ভাগ অতি সামান্য হইয়া পড়ে, অজ্ঞাত বিষয় কিছুই থাকে না। ধর্ম্মমেঘসমাধি দ্বারা বাসনার সহিত ক্লেশ ও কর্ম্মাশয়ের অপগম হইলেও পুনর্ব্বার জন্ম হয় না কেন? এই বিষয়ে দৃষ্টান্তস্বরূপ উক্ত হইয়াছে, অন্ধ ব্যক্তি মণির বেধ (ছিদ্র) করিয়াছে, অঙ্গুলিবিহীন ব্যক্তি সেই মণির মালা গাঁথিয়াছে, গ্রীবাহীন লোক ঐ মালা গলায় পরিয়াছে, জিহ্বারহিত ব্যক্তি উহাকে স্তব করিয়াছে, এই সমস্ত দুর্ঘট ব্যাপার যেমন কখনই হইতে পারে না, মূল ক্লেশাদি বিনষ্ট হইলেও সেইরূপ জন্ম প্রভৃতি কার্য্য জন্মিতে পারে না ॥ ৩১ ॥

মন্তব্য। আপাততঃ দেখিলে বোধ হয় যেন সূর্য্য কেবল এই দৃশ্যমান ভুবনকেই প্রকাশ করিতে পারে, উহার অতিরিক্ত প্রকাশ করিবার শক্তি সূর্য্যের নাই, ওকথা ঠিক্ নহে, ওরূপ অনন্তকোটি ভুবন থাকিলেও সূর্য্য তাহা প্রকাশ করিতে পারিত, আর নাই বলিয়া ঐটুকুই প্রকাশ করিয়া নিরস্ত থাকে, চিত্তেরও স্বভাব প্রকাশ করা কেবল তমোগুণ দ্বারা আবৃত থাকায় সকল বিষয় প্রকাশ করিতে পারে না, রজোগুণ দ্বারা যখন যে বিষয়ের আবরক তমঃ উদ্‌ঘাটিত হয় তখন সেই বিষয়টী মাত্র প্রকাশ করে, কাজেই আমাদের পক্ষে জ্ঞানের ভাগ অপেক্ষায় জ্ঞেয়ের ভাগ অধিক, ব্রহ্মাণ্ডে জ্ঞেয় বস্তু কতই কি আছে, আমরা অতি সামান্য কিছু জানিতে পারি মাত্র, চিত্তসত্ত্বের আবরক তমোগুণের একেবারে উচ্ছেদ হইলে চিত্তসত্ত্ব তখন সকল পদার্থই প্রকাশ করিতে পারে, কারণ প্রকাশ করাই তাহার স্বভাব।

"যত্রেদমুক্তং" ইত্যাদি দৃষ্টান্ত সকলের অভিপ্রায় বার্ত্তিককার অন্যরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, ওটী বৌদ্ধগণের উপহাসবাক্য, ক্ষুদ্রজীব যোগবলে যদি উক্তরূপ সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিতে পারে তবে "অন্ধো মণি-মবিধ্যৎ" ইত্যাদি দৃষ্টান্ত চতুষ্টয়ের অসম্ভাবনা কি? ॥ ৩১ ॥

সূত্র। ততঃ কৃতার্থানাং পরিণামক্রমসমাপ্তির্গুণানাম্ ॥৩২॥

ব্যাখ্যা। ততঃ (ধর্ম্মমেঘোদয়াৎ) কৃতার্থানাং গুণানাং (সম্পাদিত-ভোগাপবর্গাণাং সত্ত্বাদীনাম্) পরিণামক্রমসমাপ্তিঃ (বিকারপর্য্যবসানং জায়তে ইতি শেষঃ) ॥ ৩২ ॥

তাৎপর্য্য। পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মমেঘসমাধির উদয় হইলে বুদ্ধিরূপে পরিণত সত্ত্বপ্রভৃতি গুণত্রয় কৃতার্থ হয় অর্থাৎ পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ সম্পাদন করিয়া কৃতকৃত্য হয়, তখন উহাদের পরিণামক্রমের সমাপ্তি হয়, উহাদের আর কোনও কার্য্য হয় না, উহারা আর অবস্থান করিতে পারে না, বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ৩২ ॥

ভাষ্য। তস্য ধর্ম্মমেঘস্যোদয়াৎ কৃতার্থানাং গুণানাং পরিণামক্রমঃ পরিসমাপ্যতে, নহি কৃতভোগাপবর্গাঃ পরিসমাপ্তক্রমাঃ ক্ষণমপ্যবস্থা তু মুৎসহন্তে ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ। সেই ধর্ম্মমেঘ সমাধির উদয় হইলে গুণত্রয় কৃতার্থ অর্থাৎ কৃতকৃত্য হয়, তখন তাহাদের পরিণামক্রম (প্রতিক্ষণে কার্য্যজনন) পরিসমাপ্ত হয়, পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ (মুক্তি) জন্মাইলে গুণত্রয়ের ক্রম অর্থাৎ পরিণাম শেষ হয়, তখন আর সেই পুরুষের (যাঁহার ভোগাপবর্গ জন্মাইয়াছে) নিমিত্ত সেই কার্য্য (বুদ্ধি-প্রভৃতি) রূপে গুণত্রয় একক্ষণও অবস্থান করিতে পারে না ॥ ৩২ ॥

মন্তব্য। ধর্ম্মমেঘ সমাধির পরাকাষ্ঠা জ্ঞানপ্রসাদমাত্র পরবৈরাগ্য ব্যুত্থান ও সমাধিসংস্কারের সহিত ক্লেশকর্ম্মাশয় বিনাশ করুক্, কিন্তু গুণত্রয়ের স্বভাব সর্ব্বদাই কার্য্যরূপে পরিণত হওয়া, অতএব সেই মুক্তপুরুষের নিমিত্ত দেহাদির রচনা কেনই বা না করিবে? এই আশঙ্কায় সূত্র বলা হইয়াছে, উক্ত আশঙ্কার সমাধান এইরূপ, পুরুষের অদৃষ্ট বশতঃই গুণত্রয় ভোগের উপযুক্ত দেহাদি ও ভোগ্যপদার্থ সকল সৃষ্টি করে, সেই ভোগজনক অদৃষ্ট না থাকিলে আর সেই সেই দেহাদিরূপে অবস্থান করিতে গুণত্রয় পারে না। এই নিমিত্তই ভোগের সম্পাদক নিখিল অদৃষ্টের নাশে প্রলয় হইয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

ভাষ্য। অথ কোঽয়ং ক্রমো নামেতি।

সূত্র। ক্ষণপ্রতিযোগী পরিণামাপরান্তনির্গ্রাহ্যঃ ক্রমঃ ॥৩৩॥

ব্যাখ্যা। ক্ষণপ্রতিযোগী (ক্ষণঃ কালস্য সূক্ষ্মঃ অংশঃ, প্রতিযোগী প্রতিসম্বন্ধী নিরূপকো যস্য সঃ) পরিণামাপরান্তনির্গ্রাহ্যঃ (পরিণামস্য অন্যথা-ভাবস্য অপরান্তেন পর্য্যবসানেন নির্গ্রাহ্যঃ গৃহীতুং যোগ্যঃ) ক্রমঃ (পূর্ব্বাপরী-ভাবঃ, উক্তস্বরূপো ভবতীত্যর্থঃ) ॥ ৩৩ ॥

তাৎপর্য্য। ক্রম কাহাকে বলে তাহা নিরূপণ করা যাইতেছে, যাহা ক্ষণের (অতি সূক্ষ্ম কালভাগের) দ্বারা নিরূপিত হয়, যাহা পরিণামের অবসান দেখিয়া স্থির করা যায় তাহাকে ক্রম বলে ॥ ৩৩ ॥

ভাষ্য। ক্ষণানন্তর্য্যাত্মা পরিণামস্যাপরান্তেন অবসানেন গৃহ্যতে ক্রমঃ, ন হ্যননুভূতক্রমক্ষণা নবস্যপুরাণতা বস্ত্রস্যান্তে ভবতি, নিত্যেষু চ ক্রমো দৃষ্টঃ, দ্বয়ী চেয়ং নিত্যতা কূটস্থ-নিত্যতা পরিণামি-নিত্যতা চ, তত্র কূটস্থনিত্যতা পুরুষস্য, পরিণামিনিত্যতা গুণানাং, যস্মিন্ পরিণম্যমানে তত্ত্বং ন বিহন্যতে তন্নিত্যং, উভয়স্য চ তত্ত্বাঽনভিঘাতা-ন্নিত্যত্বং, তত্র গুণধর্ম্মেষু বুদ্ধ্যাদিষু পরিণামাপরান্তনির্গ্রাহ্যঃ ক্রমো লব্ধপর্য্যবসানঃ, নিত্যেষু ধর্ম্মিষু গুণেষু অলব্ধপর্য্যবসানঃ, কূটস্থ-নিত্যেষু স্বরূপমাত্রপ্রতিষ্ঠেষু মুক্তপুরুষেষু স্বরূপাঽস্তিতাক্রমেণৈবা-ঽনুভূয়ত ইতি তত্রাপ্যলব্ধপর্য্যবসানঃ শব্দপৃষ্ঠেনাঽস্তি-ক্রিয়ামুপাদায় কল্পিত ইতি। অথাস্য সংসারস্য স্থিত্যা গত্যা চ গুণেষু বর্ত্তমানস্যাস্তি ক্রমসমাপ্তির্ন বেতি, অবচনীয়মেতৎ, কথং, অস্তি প্রশ্ন একান্তবচনীয়ঃ সর্ব্বো জাতো মরিষ্যতি, ওঁ ভো ইতি। অথ সর্ব্বো মৃত্বা জনিষ্যতে ইতি, বিভজ্য বচনীয়মেতৎ, প্রত্যুদিতখ্যাতিঃ ক্ষীণতৃষ্ণঃ কুশলো ন জনিষ্যতে ইতরস্তু জনিষ্যতে। তথা মনুষ্যজাতিঃ শ্রেয়সী ন বা শ্রেয়সীত্যেবং পরিপৃষ্টে বিভজ্য বচনীয়ঃ প্রশ্নঃ, পশূনুদ্দিশ্য শ্রেয়সী, দেবান্ ঋষীংশ্চাধিকৃত্য নেতি। অয়ন্ত্ববচনীয়ঃ প্রশ্নঃ, সংসারোঽয়-মন্তবান্ অথানন্ত ইতি, কুশলস্যাস্তি সংসারক্রমসমাপ্তির্নেতরস্যেতি, অন্যতরাবধারণেঽদোষঃ, তস্মাদ্ ব্যাকরণীয় এবায়ং প্রশ্ন ইতি ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ। ক্ষণ অর্থাৎ যাহার বিভাগ হয় না এরূপ কালের সূক্ষ্ম ভাগের আনন্তর্য্যকে (অব্যবধানকে) ক্রম বলে, উহা বস্তুর পূর্ব্বধর্ম্মের অপায়ে ধর্ম্মান্তর গ্রহণরূপ পরিণামের অবসান (শেষ) দ্বারা গৃহীত হয়, ক্রমিকক্ষণ অনুভব না করিয়া নূতন বস্ত্রের শেষে পুরাণতা লক্ষিত হয় না, অর্থাৎ দীর্ঘকাল পরে নূতন বস্ত্র আপনা হইতেই পুরাতন হয়, সেই পুরাণতা প্রত্যেকক্ষণে সংঘটিত হইয়া অবসানে সংকলন বুদ্ধিতে সম্যক্ অবধারিত হয়। কেবল অনিত্য বস্তুতেই নহে নিত্য পদার্থেও (গুণত্রয় ও পুরুষে) উক্ত ক্রম দেখা যায়। এই নিত্যতা দুই প্রকার, একটী কূটস্থনিত্যতা, অপরটী পরিণামিনিত্যতা, কূটস্থনিত্যতা অর্থাৎ কার্য্য দ্বারাও যাহার অনিত্যতা সম্ভব নাই, উহা পুরুষের ধর্ম্ম, পরিণামি-নিত্যতা অর্থাৎ যাহাতে স্বরূপের হানি হয় না, অথচ অন্যথাভাব ঘটে উহা গুণত্রয়ের অর্থাৎ মূল প্রকৃতির স্বভাব, যেটী পরিণত হইলেও তত্ত্ব অর্থাৎ স্বরূপ হানি হয় না তাহাকে নিত্য বলে, গুণত্রয় ও পুরুষ উভয়েরই স্বরূপ হানি হয় না বলিয়া নিত্য বলা যায়, তন্মধ্যে গুণত্রয়ের ধর্ম্ম বুদ্ধি প্রভৃতিতে পরিণামের অপরান্ত অর্থাৎ উত্তরাবস্থা দ্বারা যে ক্রম গৃহীত হয় উহা লব্ধপর্য্যবসান অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদি ধর্ম্মের বিনাশ হইলে ক্রমের শেষ হইয়া যায়। নিত্যধর্ম্মী গুণত্রয়ের উক্ত ক্রমের পর্য্যবসান হয় না, কারণ, সেখানে ক্রমবিশিষ্ট ধর্ম্মীর বিনাশ নাই। কূটস্থ-নিত্য অর্থাৎ যাহারা কেবল স্বরূপেই প্রতিষ্ঠিত তাদৃশ মুক্তপুরুষ সকলের স্বরূপের অস্তিতা অনুসারেই ক্রমের অনুভব হয়, এখন থাকিয়া পরেও থাকিবে এই ভাবে ক্রমের জ্ঞান হয়। উক্ত স্থলেও ক্রমের পর্য্যবসান নাই, উক্ত পুরুষ স্থলে শব্দপৃষ্ঠ অর্থাৎ শব্দের পশ্চাদ্বর্ত্তী বিকল্পবৃত্তি অস্তিক্রিয়াকে গ্রহণ করে, অর্থাৎ এই অস্তিতারূপ ধর্ম্মটী পুরুষের অতিরিক্ত না হইলেও বিকল্পবৃত্তি অভেদে ভেদ আরোপ করিয়া উহাকে কল্পিত করে। সম্প্রতি জিজ্ঞাসা হইতেছে, স্থিতি ও গতি অর্থাৎ সৃষ্টি প্রলয় প্রবাহে গুণত্রয়ে বর্ত্তমান এই সংসারের ক্রমসমাপ্তি হয় কি না? সামান্যভাবে এই প্রশ্নের উত্তর হয় না, কেননা, নিশ্চয় করিয়া উত্তর করা যায় এরূপ প্রশ্ন আছে, যেমন জাত সমস্ত অর্থাৎ যাহারা জন্মিয়াছে তাহারা মরিবে কি না? নিশ্চয়ই মরিবে এরূপ উত্তর করা যায়। সকলেই মরিয়া পুনর্ব্বার জন্মিবে কি না? বিভাগ করিয়া এ কথার উত্তর করা যায়, যাঁহার বিবেকখ্যাতি জন্মিয়াছে তৃষ্ণা (রাগ) বিহীন এরূপ কুশল তত্ত্বদর্শী যোগী মরিয়া

আর জন্মিবে না, অন্য সকলেই জন্মিবে। এইরূপ মনুষ্য-জন্ম শুভ কি অশুভ, এরূপ প্রশ্ন হইলে বিভাগ করিয়া উত্তর দেওয়া যায়, পশুজন্ম অপেক্ষা করিয়া মনুষ্য জন্ম শুভ, দেব ও ঋষিদের অপেক্ষা করিয়া শুভ নহে। এই সংসারের শেষ আছে কি না ? এ কথার উত্তর হয় না, তবে এইটুকু বলা যায় তত্ত্বদর্শী কুশল ব্যক্তির পক্ষে সংসারক্রম সমাপ্ত হয়, অপরের নহে, এই ভাবে অন্যতরের নিশ্চয় করিলে দোষ হয় না, অতএব বিভাগ করিয়া উক্ত প্রশ্নের উত্তর করিতে হয়॥ ৩৩॥

মন্তব্য। তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে মুক্তি হয়, মুক্ত পুরুষের আর জন্ম হয় না, এইরূপে ক্রমশঃ যদি সকল জীবই মুক্ত হইয়া যায় তবে সংসার থাকে না, কারণ জীবের অদৃষ্ট বশতঃই সৃষ্টি হয় ও সৃষ্ট বস্তুর স্থিতি হয়। আর যদি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াও মুক্তি না হয় তবে "তরতি শোকমাত্মবিৎ" "ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" ইত্যাদি শ্রুতি সকলের প্রামাণ্য থাকে না। এদিকে নূতন জীব জন্মে না, কালের অবধি নাই, সুতরাং সংসারের উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী, আমদানী না থাকিয়া ক্রমশঃ রপ্তানী থাকিলে ভাণ্ডার আর কতদিন থাকে, শাস্ত্রকারগণ এস্থলে জীব অনন্ত বলিয়া সরিয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু অনন্ত হইলেও যখন নূতন জন্মিবে না, অথচ আত্মজ্ঞান দ্বারা একটী করিয়া কমিয়া যাইবে তখন কেনই বা সংসারের উচ্ছেদ না হইবে, ফল কথা নির্ব্বাণ-মুক্তি অতীব দুর্লভ, "শুকোমুক্তঃ প্রহ্লাদো বা।" উহা কাহারও ঘটিয়াছে কি না সংশয়স্থল, সাযুজ্য, সালোক্য, সারূপ্য ও সার্ষ্টি প্রভৃতি আপেক্ষিক মুক্তি অসম্ভব নহে, তাহাতে পুনরাবৃত্তি আছে। "ন স পুনরাবর্ত্ততে" এই অপুনরাবৃত্তি মুক্তি কোনও কালে কাহারও হইবে সেভাবে একটী করিয়া কমিয়া অনন্ত জীব শেষ হইয়া সংসারের সমূল বিনাশ মহাপ্রলয় হইবে ইহা কেবল মনোরথ মাত্র। উক্তবিধ সংসারোচ্ছেদই বাস্তবিক মহাপ্রলয়, নৈয়ায়িক-গণ উহাকে "জন্যভাবানধিকরণকাল" বলেন, উহাতে অদৃষ্টমাত্রের বিনাশ হয়, সুতরাং আর সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে না, সাধারণতঃ "জন্যদ্রব্যানধিকরণকাল"কে প্রলয় বলা হয় উহাতে সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে, কারণ, অদৃষ্ট দ্রব্য নহে, উহা গুণপদার্থ, ওরূপ প্রলয়ে অদৃষ্ট থাকিয়া যায় সুতরাং পুনর্ব্বার সৃষ্টির বাধা হয় না॥ ৩৩॥

ভাষ্য। গুণাধিকারক্রমসমাপ্তৌ কৈবল্যমুক্তং, তৎস্বরূপমবধার্য্যতে।

সূত্র। পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি ॥ ৩৪ ॥

ব্যাখ্যা। পুরুষার্থশূন্যানাং (ভোগাপবর্গরহিতানাং) গুণানাং কার্য্যকারণোভয়রূপাণাং সত্ত্বাদীনাং) প্রতিপ্রসবঃ (প্রতিসর্গঃ প্রলয়ঃ প্রতিলোমপরিণামেন প্রকৃতিরূপতয়াঽবস্থানং) কৈবল্যং (মুক্তিঃ) বা (অথবা পক্ষান্তরে) স্বরূপপ্রতিষ্ঠা (বৃত্তিসারূপ্যাভাবাৎ স্বেনৈবরূপেণ অবস্থিতা) চিতিশক্তিঃ কৈবল্যং (পুরুষস্যমুক্তিরিত্যর্থঃ,) ইতি (গ্রন্থপরিসমাপ্তিসূচকঃ) ॥ ৩৪ ॥

তাৎপর্য্য। যে পুরুষের তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়াছে তাহার প্রতি বুদ্ধি প্রভৃতি গুণ সকল আর ভোগ বা অপবর্গ জন্মায় না, ইহাকেই গুণত্রয়ের মুক্তি বলে, অথবা পুরুষের স্বরূপে অবস্থানকে মুক্তি বলা যায় ॥ ৩৪ ॥

ভাষ্য। কৃতভোগাপবর্গাণাং পুরুষার্থশূন্যানাং যঃ প্রতিপ্রসবঃ কার্য্যকারণাত্মনাং গুণানাং তৎ কৈবল্যং, স্বরূপপ্রতিষ্ঠা পুনর্বুদ্ধিসত্ত্বাঽনভিসম্বন্ধাৎ পুরুষস্য চিতিশক্তিরেব কেবলা, তস্যাঃ সদা তথৈবাঽবস্থানং কৈবল্যমিতি ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ। গুণের অধিকার শেষ হইলে মুক্তি হয় বলা হইয়াছে, ঐ মুক্তির স্বরূপ কি তাহা বলা যাইতেছে। শব্দাদি বিষয়ের অনুভবরূপ ভোগ ও অপবর্গ (মুক্তি) সম্পন্ন করিয়াছে অতএব পুরুষার্থ বিরহিত কার্য্য (বুদ্ধ্যাদি) ও কারণ (মূলপ্রকৃতি, গুণত্রয়) স্বরূপ গুণত্রয়ের যে প্রতিপ্রসব অর্থাৎ প্রতিলোমে প্রলয়, প্রকৃতিরূপে অবস্থান তাহাকে কৈবল্য (কেবলের ধর্ম্ম) অর্থাৎ মুক্তি বলে। গুণত্রয়ের এই ধর্ম্মকে পুরুষে আরোপ করিয়া পুরুষের কৈবল্য এইরূপ বলা যায়, এটা ঔপচারিক মুক্তি। অথবা পুরুষের স্বরূপে অবস্থান অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির প্রতিবিম্ব গ্রহণ না হওয়ায় নিজ স্বচ্ছভাবে অবস্থানকে কৈবল্য বলে, এই কৈবল্য আরোপিত নহে, উহা পুরুষের স্বভাব। সূত্রের ইতি শব্দ গ্রন্থের পরিসমাপ্তির সূচক ॥ ৩৪ ॥

মন্তব্য। যাহার বন্ধন তাহারই মুক্তি, পুরুষের বন্ধন বাস্তবিক নহে, উহা প্রকৃতির (বুদ্ধির) ধর্ম্ম, পুরুষে আরোপ হয় মাত্র, এইরূপ মুক্তিও বুদ্ধিরই ধর্ম্ম পুরুষে আরোপ করিয়া পুরুষের মোক্ষ বলিয়া ব্যবহার হয় মাত্র। সাংখ্যকারিকায় উক্ত আছে।

"তস্মান্নবধ্যতেঽদ্ধা ন মুচ্যতে নাপি সংসরতি পুরুষঃ।
সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ নানাশ্রয়া প্রকৃতিঃ"॥

অর্থাৎ পুরুষ বদ্ধও হয় না, মুক্তও হয় না, প্রকৃতিই নানারূপ ধারণ করিয়া কখনও বদ্ধ হয় কখনও বা মুক্ত হয়। মুক্তিস্বরূপ নানা স্থানে নানা ভাবে উক্ত আছে, জীবের ব্রহ্মভাবাধিগম ইহাই বেদান্তীর সম্মত, দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি ইহা ন্যায় বৈশেষিক সাংখ্য প্রভৃতি অনেকের সম্মত, উহাতে বেদান্তীরও বিরোধ নাই, ফল কথা চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের স্বভাবে অবস্থান অর্থাৎ জড়বর্গের ধর্ম্ম তাহাতে প্রতিফলিত না হওয়াকেই মুক্তি বলে, এক কথায় লিঙ্গ শরীরের বিনাশকেই মুক্তি বলা যাইতে পারে।

চতুর্থপাদের সংগ্রহ বাচস্পতি শ্লোক দ্বারা করিয়াছেন।

মুক্ত্যর্হচিত্তং পরলোকমেয়
জ্ঞসিদ্ধয়ো ধর্ম্মঘনঃ সমাধিঃ।
দ্বয়ী চ মুক্তিঃ প্রতিপাদিতাঽস্মিন্
পাদে প্রসঙ্গাদপি চান্যদুক্তম্॥

অর্থাৎ এই চতুর্থপাদে ষষ্ঠসূত্রে মুক্তির উপযুক্ত চিত্ত প্রদর্শিত হইয়াছে, দশম সূত্রে পরলোকসিদ্ধি, পঞ্চদশ সূত্রে মেয় অর্থাৎ বাহ্যার্থের সদ্ভাব দেখান হইয়াছে, উনবিংশ সূত্রে জ্ঞ অর্থাৎ চিত্তের অতিরিক্ত পুরুষের সিদ্ধি হইয়াছে, অষ্টাবিংশ সূত্রে ধর্ম্মমেঘসমাধি, ত্রিংশৎ সূত্রে জীবন্মুক্তি ও চতুস্ত্রিংশৎ সূত্রে বিদেহমুক্তি (নির্ব্বাণ) দেখান হইয়াছে, প্রসঙ্গক্রমে আরও অনেক কথা আছে।

বাচস্পতি মিশ্র সমগ্র গ্রন্থের সার কথা একটী শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন।

"নিদানং তাপানামুদিতমথতাপাশ্চ কথিতাঃ,
সহাঙ্গৈরষ্টাভির্ব্বিহিতমিহ যোগদ্বয়মপি।

কুতোমুক্তেরধ্বা গুণপুরুষভেদঃ স্ফুটতরঃ,
বিবিক্তং কৈবল্যং পরিগলিততাপা চিতিরসৌ ॥"

অর্থাৎ এই পাতঞ্জল দর্শনে তাপের (দুঃখ ত্রয়ের) কারণ প্রকৃতি পুরুষ-সংযোগাদি, অষ্টাঙ্গ সহিত সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত দ্বিবিধ যোগ, মুক্তিমার্গ গুণপুরুষভেদ এবং শুদ্ধচিতিস্বরূপ কৈবল্য যথাযথরূপে সবিস্তর বর্ণিত আছে ॥ ৩৪ ॥

হরিঃ ওম্

ইতি

পাতঞ্জলদর্শনে কৈবল্য নামক চতুর্থপাদ সমাপ্ত হইল।

প্রাতঞ্জল দর্শন

সমাপ্ত।